শ্রীশৈলেন্দ্র কৃষ্ণ দেব

রামায়ণের কথা।

ও

অন্যপূর্ব্বা-বিবাহ।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব,

মহারাজ বাহাদুর সার ৺নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব,

কে, সি, আই, ইর পুত্র।

প্রণীত।

কলিকাতা।

এই পুস্তক,

২৫নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট,

শ্রীযুত অরবিন্দকৃষ্ণ দেবের নিকট পাইবেন।

১৯২৭।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

শোভাবাজার রাজ-বংশাবলী।

মহারাজা বাহাদুর নবকৃষ্ণ দেব।

সহর কলিকাতার উত্তরদিকস্থ অংশের অন্তর্গত তালুক সূতানুটীর তালুকদারীর সনন্দ ১৭৭৮ খ্রীঃ অব্দ ২৮ শে এপ্রেল তারিখে মহারাজা নবকৃষ্ণকে ব্রিটিশ্ গভর্ণমেণ্ট প্রদান করেন।

তাঁহার প্রথম পোষ্য পুত্র, রাজা গোপীমোহন দেব। তাঁহার পুত্র, রাজা সার্ রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, কে, সি, এস্, আই।

শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ বসু সিদ্ধান্তবারিধি, বিশ্বকোষ-সঙ্কলয়িতা প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণব, রাজা সার্ রাধাকান্ত দেব বাহাদুর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"যিনি চল্লিশ বর্ষের চেষ্টায় অকাতরে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া 'শব্দকল্পদ্রুম' প্রকাশ ও বিতরণ দ্বারা জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন, সেই প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা রাজা রাধাকান্ত দেবের ভবনে প্রবেশ করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিলাম।" কায়স্থ-পত্রিকা, ষড়্‌বিংশ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, পৃঃ, ৩৬৯।

মহারাজা বাহাদুর নবকৃষ্ণ দেবের দ্বিতীয় ঔরস জাত পুত্র, রাজা রাজকৃষ্ণ বাহাদুর। তাঁহার অষ্ট পুত্র, তন্মধ্যে রাজা কালিকৃষ্ণ বাহাদুর, মহারাজা কমলকৃষ্ণ ও মহারাজা বাহাদুর সার্ নরেন্দ্রকৃষ্ণ, কে, সি. আই, ই।

রাজা কালিকৃষ্ণ বাহাদুরের চারি পুত্র, তন্মধ্যে রাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর।

মহারাজা কমলকৃষ্ণের দুই পুত্র, তন্মধ্যে রাজা বাহাদুর বিনয় কৃষ্ণ।

মহারাজা বাহাদুর সার্ নরেন্দ্রকৃষ্ণের সাতটী পুত্র, তন্মধ্যে রাজা গোপেন্দ্রকৃষ্ণ ও শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ (রামায়ণের কথা ও অন্তপূর্ব্বা-বিবাহ) পুস্তকের গ্রন্থ-কর্ত্তা।

শৈলেন্দ্রকৃষ্ণের পুত্র, অরবিন্দ কৃষ্ণ দেব।

ভূমিকা।

রামায়ণের কথা এবং অন্যপূর্ব্বা-বিবাহ প্রবন্ধের বিষয় সংস্কৃত গ্রন্থের অন্তর্ভূর্ত। আমি বাঙলা ও ইংরাজী ভাষায় অনুবাদিত পুস্তক অবলম্বন করিয়া রচনা করিয়াছি। হিন্দুর মধ্যে অনেকের মত যে আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র ঠিক অনুবাদ করা যাইতে পারে না। ভাষার বিশেষ রীতি তর্জ্জমা করা যাইতে পারে না সত্য। কিন্তু ইতিহাস সম্বন্ধীয় বর্ণিত ঘটনা ভাষান্তরিত করণে অর্থশূন্য হইতে পারে না। তবে যদি অনুবাদক অযোগ্য হন, ঘটনাবলী রূপান্তর গ্রহণ করে। ইহা সংস্কৃত ভাষা সংক্রান্ত কেন সব ভাষায় ঘটিতে পারে। তাহার পরীক্ষা একজন বাঙলা রচনা লিখিতে শিক্ষা করে নাই। তাহাকে কোন ব্যাপার বর্ণনা করিতে বলিলে, তাহার বর্ণিত ঘটনা অর্থশূন্য হইতে পারে। সে খানে অনুবাদক অযোগ্য, ঘটনা অলীক নহে।

প্রায় সমস্ত ধর্ম্ম-শাস্ত্র ছন্দোবন্ধে প্রকাশিত। যে পদ্য উপযুক্ত অনুবাদক তর্জ্জমা করিতে পারে না, তাহা নানা দ্রব্যে মিশ্রিত জড় পিণ্ড। ম্যাক্সমুলার, তাঁহার "চিপস্ ফ্রম এ জারম্যান ওয়ার্কসপ" ৩য় ভাগ, পৃঃ, ৩৬৩, নূতন সংস্করণ, লিখিয়াছেন, "কোন কাব্যের প্রকৃত কবিতা ঘটিত মূল্যের চূড়ান্ত পরীক্ষা তাহার অনুবাদ"। যাহা অসার তাহার তেজস্বিতা অনুবাদ উৎপাদন করিতে পারে না।

বেনথ্যাম প্রণীত "ব্যবস্থাপনের মত," ২ সং, পৃঃ, ৯১, "এই পুস্তকের অনুবাদ সর্ব্বভাষায়, একই অর্থ ও একই শক্তি বুঝাইবে, কারণ ইহা মনুষ্যের সর্ব্বগত অভিজ্ঞতাকে প্রার্থনা করে; যখন পারিভাষিক হেতু—যুক্তি সুক্ষ্ম শব্দের উপর স্থাপিত, স্বেচ্ছাচারী ব্যাখ্যা কেবল স্থানীয় মূল্যে স্বত্ববান্; কেবল শব্দে রচিত—অন্তর্হিত হয় যখন কেহ অনুবাদের জন্য প্রতিশব্দ আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করে। সেইরূপ আফ্রিকা দেশ সম্বন্ধীয় জাতি, যাহারা মুদ্রা জন্য কড়ি ব্যবহার করে, তাহারা নিজেদের দৈন্য জ্ঞাত হয় যে মুহূর্ত্তে নিজ চতুঃসীমার বাহিরে যায় এবং আপনাদের প্রচলিত ধন বিদেশীয় লোককে দিতে চায়।"

আমাদের ধর্ম্ম-শাস্ত্রে ওজস্বিতা আছে, তাহার প্রমাণ বঙ্গবাসী পুস্তক বিভাগ দ্বারা প্রাঞ্জল অনুবাদিত গ্রন্থ সমূহ। এই অনুবাদ স্বর্ণক্ষেত্র সরূপ। যাঁহারা সংস্কৃত অনভিজ্ঞ, তাঁহাদের নিকট বঙ্গবাসী পুস্তক বিভাগ ধন্যবাদার্হ। তাঁহারা এই অনুবাদ পাঠ করিলে, আমাদের পূর্ব্বকালের সমাজ কিরূপ ছিল, বুঝিতে পারিবেন এবং অল্প পরিশ্রম করিলে প্রত্যেক আচার ব্যবহারের ইতিবৃত্ত পরিস্ফুট হইবে ও লিখিতে পারিবেন। ইহার পরিচয়, কিছু কমই হউক বা কিছু বেশীই হউক, আমার এই পুস্তকের প্রতি পৃষ্ঠায় দেখিতে পাইবেন। বর্ণনা যতদূর সঙ্ক্ষেপ হইতে পারে তাহা আমি চেষ্টা করিয়াছি। যাঁহাদের সমগ্র অনুবাদিত পুস্তক আছে, তাঁহারা সেই পুস্তক আশ্রয় করিলে শাস্ত্রীয় আলোচনায় আনন্দ অনুভব করিবেন।

আশ্চর্য্যের বিষয়, অনেকে বঙ্গবাসী অনুবাদিত পুস্তক ক্রয় করিয়াছেন; তাঁহাদের মধ্যে এমন ক্রেতাও আছেন জিনি তাঁহার ক্রীত পুস্তক পড়েন নাই। আমি আশা করি আমার এই পুস্তক পাঠ করিলে, শাস্ত্রাদির আলোচনার অদম্য কৌতুহল জন্মিবে। সামাজিক সংস্কারকের পক্ষে শাস্ত্র পাঠ করা বিশেষরূপে আবশ্যক।

রামায়ণের কথা—ইহা ঐতিহাসিক তত্ত্ব-পরীক্ষা। আমি কতকগুলি অনুবাদিত গ্রন্থ সাহায্যে রচনা করিয়াছি। যাঁহারা সংস্কৃতজ্ঞ তাঁহারা অন্যান্য গ্রন্থ হইতে উত্তরোত্তর আরও অনুসন্ধান করিলে প্রকৃত তথ্য নিশ্চয় জানা যাইবে। বহু বিশ্বস্ত রাজার নাম ঋগ্বেদ ও পুরাণে পাওয়া যায়। তাঁহাদের পৌরাণিক গল্প বাদ দিলে যথার্থ ইতিহাস আবিষ্কৃত হইবে। ইহাতে আর এক উপকার হইবে, যাঁহারা এক্ষণে পুরাণাদি গ্রন্থকে বিবেচনা করেন, উহাতে কোন কাজের কথা নাই; তাহা পড়িয়া সময় নষ্ট করা মাত্র, পড়িলে বুঝিবেন উহাতে ইতিহাস নিহিত রহিয়াছে; যদিও বল্মিক আবৃত আছে। ইহা ব্যতীত নৈতিক সিদ্ধান্তের বিবৃতি অপর্য্যাপ্ত। জ্ঞানপূর্ণ প্রবাদবাক্য সম্বন্ধে য়ুরোপ আমাদিগকে কিছু নূতন উপদেশ দিতে পারেন না, তবে সেই নৈতিক সিদ্ধান্ত পুরাণাদির নানা স্থানে ছড়ান রহিয়াছে। কতক দৃষ্টান্ত এই পুস্তকে অন্তর্ভূত করিয়াছি।

অন্যপূর্ব্বা-বিবাহ, প্রথম খণ্ড,—সর্ব্বদা ব্যবহৃত শব্দ বিধবা-বিবাহ আমি পরিত্যাগ করিয়া অন্যপূর্ব্বা-বিবাহ নাম গ্রহণ করিয়াছি। প্রাচীন কালে গ্রন্থে "পরপূর্ব্বা" ও "অন্যপূর্ব্বা" প্রায় ব্যবহার হইত। এক্ষণে এই দুইটী শব্দের প্রয়োগ বিরল হইয়াছে। তাহার ফলে উহাদের অর্থ প্রভেদ হইয়াছে। মনু-সংহিতা, ৯।৭১, বাগ্‌দান কন্যাকে অপর পাত্রে সমর্পণ করা বধূকে অন্যপূর্ব্বা বলিয়া অনেকে মনে করেন। প্রকৃতিবোধ অভিধান ইহার অর্থনির্দ্দেশ করেন, "যে কন্যারে স্বামীর মৃত্যুর পর পুনরায় বিবাহ হয়; দ্বিরূঢ়া, পুনর্ভূ́ত।"

অন্যপূর্ব্বা-বিবাহ প্রসঙ্গে বিধবা-বিবাহ নিষেধের কাল ও কারণ নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিয়াছি। পূর্ব্বে কেহ এরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন কি না, তাহা আমি জানি না। যদি কেহ করিয়া থাকেন পাঠক বুঝিবেন, ইহা উভয়ের নিরপেক্ষ গবেষণা। পুস্তক লিখিয়া, সংবাদপত্রাদি ও প্রকাশ্যভাবে বিধবা-বিবাহ পক্ষে মত সভাতে সর্ব্বদা আলোচনা করা চাই; তবে সমাজের কুসংস্কার অপগত হইবে। যিনি অসীম দক্ষতার সহিত কষ্ট ও যত্ন স্বীকার করিয়া পল্লীপল্লী প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন, তিনিই মহাপুরুষ।

"হিতবক্তা আর শ্রোতা মিলিবে যথায়,
লক্ষ্মীর বিরাজ সদা হেরিবে তথায়।"

হিতোপদেশঃ, সুহৃদ্ভেদঃ, ১৩৩।

অন্যপূর্ব্বা-বিবাহ, দ্বিতীয় খণ্ড,—১৯১০ সালে বিধবা-বিবাহের বিপক্ষদল সভা সমিতি ও প্রবন্ধ লিখিয়া, যাঁহারা বিধবা কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন ও সেই বিবাহ-ক্রিয়াকাণ্ডে নিমন্ত্রিত হইয়া যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন; তাঁহাদিগকে সমাজচ্যুত করিবার জন্য অনেক প্রয়াস করিয়াছিলেন। তাঁহারা এতদূর উত্তেজিত হইয়াছিলেন যে, যিনি তাঁহার পুত্রের সহিত,—যিনি বিধবা কন্যার বিবাহ-দিয়াছিলেন,—তাঁহার পৌত্রীর সহিত বিবাহ স্থির হওয়ায়, বরযাত্রীদিগকে আক্রমণের আয়োজন পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন। বরকর্ত্তা পোলীসের সাহায্য লইয়া বরযাত্রী বাটী হইতে বাহির করিয়াছিলেন। তৎকালীন আমি ইহাকে "বিধবার বিবাহ হওয়া উচিত কি, না?" নাম দিয়া পুস্তিকা প্রণয়ন করি। ইহাতে তখনকার বিপক্ষদলের আপত্তি খণ্ডন করি। তর্কবিতর্ক প্রণালীতে ইহা লিখিত হয়। ইহা এক প্রকার তৎকালের আপত্তির ইতিহাস বলিলেও চলে।

ইহা মুদ্রিত ও বিতরণ হইলে পর বিপক্ষদল প্রকাশ্যভাবে সভাসমিতি আহ্বান বন্ধ করিয়াছিলেন। এক্ষণে অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া অস্তপূর্ব্বা-বিবাহ, দ্বিতীয় খণ্ড নামে প্রকাশ করিলাম।

"বহু শাস্ত্র জানিলেও না হয় বিদ্বান্,
অনুষ্ঠান আছে যার সেই জ্ঞানবান্।"

হিতোপদেশঃ, মিত্রলাভঃ, ১৮০।

২৫নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
সন ১৯২৭তাং ১৩ই নভেম্বর্।

গ্রন্থকার।

রামায়ণের কথা।

"এই রামায়ণ আদি কাব্য"—রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড, ৯৮সর্গ।

শ্রীরামচন্দ্রের জন্মদিন।

রামায়ণ, আদিকাণ্ড, ১৮ সর্গ. পৃঃ, ২৬,—"যজ্ঞ সমাপননান্তর ছয় ঋতু অতীত হইলে, চৈত্র মাসে নবমী তিথিতে পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে কর্কট লগ্নে কৌশল্যা দেবী রামাভিধেয় নন্দন প্রসব করিলেন।" বঙ্গবাসী প্রেসে প্রকশিত।

হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক অনুবাদিত (হিতবাদী যন্ত্রে মুদ্রিত) রামায়ণ, বালকাণ্ড, পৃঃ, ২৩,—"অনন্তর ছয় ঋতু অতীত ও দ্বাদশ মাস পূর্ণ হইলে, চৈত্রের নবমী তিথিতে পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে রবি, মঙ্গল, শনি, গুরু ও শুক্র এই পঞ্চ গ্রহের মেষ, মকর, তুলা, কর্কট ও মীন এই পঞ্চ রাশিতে সঞ্চার এবং বৃহস্পতি চন্দ্রের সহিত কর্কট রাশিতে উদিত হইলে, রাজ-মহিষী কৌশল্যা, জগতের অধীশ্বর রামকে প্রসব করিলেন।" ইহার টীকায় হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন,—"শ্রীরামচন্দ্রের জন্মসময়ে যে তিথি নক্ষত্রাদির উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়—পুনর্ব্বসু নক্ষত্র, নবমী তিথি, কর্কটস্থ চন্দ্র এবং মেষস্থ রবি। নক্ষত্রের পরিমাণ ১৩ অংশ ২০ কলা হিসাবে পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের ত্রিপাদ পর্য্যন্ত এবং মেষের আদি অবধি মিথুন রাশির শেষ পর্য্যন্ত (৩০ অংশ হিসাবে) ৯০ অংশ স্ফুট হয়। পুনর্ব্বসুর চতুর্থ পাদ বা শেষ তিন অংশ ২০ কলা কর্কট রাশি ভুক্ত। এই সময়ে। এই ৩ অংশ ২০ কলার মধ্যে চন্দ্রের অবস্থিতি জানা যায়। সূর্য্য ও চন্দ্রের যে অন্তর তাহারই প্রত্যেক ১২ অংশের নাম এক তিথি। এই হিসাবে অষ্টমী তিথির শেষ পর্য্যন্ত ৯৬ অংশ সূর্য্য ও চন্দ্রের অন্তর হয় অথচ পুনর্ব্বসুর শেষসীমা পর্য্যন্ত ৯৩ অংশ ২০ কলা হয়—৯৬ অংশ হয় না।

সে ক্ষেত্রে পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে চন্দ্র থাকিলে নবমী তিথির সংযোগ হওয়া দুর্ঘট। এই সন্দেহের বশবর্ত্তী হইয়া অনেকগুলি আদর্শ দেখিলাম, সন্দেহ নিরাসের কোন উপাদানই পাইলাম না। এই স্থলে মূলে যে "নক্ষত্রেহদিতি দৈবত্যে" আছে, এই সপ্তমী বিভক্তিকে "গতে সতি" এইরূপ অর্থ করিলে সকল দিক সমঞ্জস হয়। আমাদের মনে হয়, পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে এই অর্থ না করিয়া পুনঃ বসুদিনে এইরূপ সন্ধিকরিয়া "বসুদিনে" অর্থাৎ অষ্টম তারিখে এই রূপ অর্থ করিলে সকল বিষয় সমঞ্জস হয়।"

ব্রেনস্তাণ্ড তাঁহার "হিন্দু জ্যোতির্ব্বিদ্যায়" পৃঃ, ১২০, লিখিয়াছেন,—"কিন্তু যদ্যপি রামায়ণে রামের লগ্ন বা জন্মপত্রিকা ঠিক লিখিয়া রাখা হইয়া থাকে, তাঁহার জন্মদিন স্থির করিতে কোনও দুঃসাধ্যতা নাই। বেণ্টলি এইরূপ উৎপত্তি স্থান হইতে গণনা দ্বারা স্থিরীকৃত করিয়াছেন যে, রাম ছয়ুই এপ্রিল ৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ১ সর্গ, পৃঃ, ৩, "রাজা দশরথ মন্ত্রীদিগকে বলিতেছেন "দেখ! স্বর্গে, অন্তরীক্ষে ও পৃথিবীতে ঘোরতর ভয়ঙ্কর উৎপাৎ পরিদৃশ্যমান হইতেছে।" আর, ৩সর্গ, পৃঃ ৬, "এই চৈত্র মাস অতি কমনীয়" আর, ৪ সর্গ পৃঃ৯, "দৈবজ্ঞেরা বলিয়া থাকেন যে, চন্দ্র পুনর্ব্বসু নক্ষত্র হইতে পুষ্যা নক্ষত্রে গমন করেন, সুতরাং যখন অদ্য চন্দ্র পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে গমন করিয়াছেন, তখন অবশ্যই কল্য পুষ্যা নক্ষত্রে যাইবেন। আমি সেই পুষ্যা যোগে তোমাকে (রামচন্দ্রকে) যৌবরাজ্যে অভিষেক করিব।"

ব্রেনন্যাণ্ড ১২১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "যে সকল ঘটনা এখানে দেখান হইয়াছে (বেণ্টলী বলেন) তাহাতে প্রমাণ হইতেছে যে, কর্কট রাশির আরম্ভের নৈকট্যে চন্দ্রের উর্দ্ধ গমন রাহুর (রাহু উপস্থিত ছিল) সময়ে সূর্য্যগ্রহণ হইয়াছিল এবং গ্রহগণ পরস্পর অধিক দূরে ছিলেন না। এরূপ স্থলে তিনি গণনা দ্বারা স্থিরকৃত করিয়াছেন যে, ইহার সময় দ্বিতীয় জুলাই ৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে; এবং রামের বয়স তখন একুশ বৎসর।"

অযোধ্যাকণ্ড, ২০ সর্গ, পৃঃ, ৪৩, কৌসল্যা দেবী রামকে বলিতেছেন— "তোমার অষ্টম বর্ষে উপনয়ন হয়, তদবধি আমি দুঃখের অবসান আকাঙ্খা করিয়া সপ্তদশ বর্ষকাল অতিক্রম করিয়াছি।" ইহা সংখ্যা করিলে রামের

বনবাসের সময় তাঁহার পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম হইয়াছিল। বেণ্টলির গণনা এবং কৌসল্যা দেবীর কথায় চারি বৎসর প্রভেদ হইতেছে। দূরতর অতীতকাল ধরিলে এই পার্থক্য অকিঞ্চিৎকর। বেণ্টলির অসাধারণ জ্যোতিষিক পাণ্ডিত্য স্বীকার করিতে হইবে।

শ্রীরামচন্দ্র ও বুদ্ধদেব।

বঙ্গবাসী প্রেসে প্রকাশিত রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ১০৯ অঃ, পৃঃ, ১৭৯, "রাম, জাবালির সেই বাক্য শ্রবণে কহিলেন,—চোর যেমন দণ্ডার্হ, বুদ্ধ—মতানুসারী তথাগত নাস্তিককেও আপনি সেইরূপ দণ্ডার্হ, জ্ঞান করুন্।"

হিতবাদী যন্ত্রে মুদ্রিত রামায়ণ, অযোধ্যা কাণ্ড, ১০৯ অঃ, পৃঃ, ২১৮, "যেমন বৌদ্ধতস্করের ন্যায় দণ্ডার্হ।

সন ১৯২৪ সালের ১৫ই জুন্ তারিখের এষ্টেস্‌ম্যান্ সংবাদ-পত্রে ডার্‌মেস্‌টেস্ "প্রাচীন বুদ্ধ-প্রতিমার চিহ্নাবলী" নামে একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন,—"নারী বোধি-সত্বদিগের মধ্যে অধিকতম বিখ্যাত কোয়ানয়ীন বা কোয়াননোন, "পরদুঃখকাতরা মাতা।" চীন সম্বন্ধীয় একটী বিবরণ অনুযায়ী কোয়ানয়ীন খ্রীষ্টাব্দের সপ্ত শত বর্ষ পূর্ব্বের এক রাজ-কন্যা ছিলেন। তিনি মঠবাসিনীর কর্ত্তব্য-কর্ম্ম বীরোচিত সম্পাদন দ্বারা এবং ধর্ম্মার্থ প্রাণত্যাগ করায় বোধি-সত্ব হইয়াছিলেন। এই তারিখের ব্যাখ্যায় চীন সম্বন্ধীয় গণনায় খ্রীষ্টাব্দের দশম শত বর্ষ পূর্ব্বে বুদ্ধ জীবিত ছিলেন।"

যে কেহ কোন সত্য আবিষ্কার করিলে সর্ব্ব-সাধারণের অবগতির জন্য তাহা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য-কর্ম্ম। তাহার ফল প্রসূতা ঈশ্বর-কৃপায় ন্যস্ত করা। আর ইহাও সত্য যে অশরীরিণী শক্তি বিশ্বে বিদ্যমান রহিয়াছে। আমার নিজের অভিজ্ঞতায় নিঃসন্দিগ্ধরূপে তাঁহার সত্যতা সম্বন্ধে ধর্ম্মতঃ বলিতে পারি। সেই শক্তি ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের দ্বারা তাঁহার অস্তিত্ব মনুষ্য-জাতিকে জ্ঞাপন করেন। সে সকল কার্য্য স্পষ্ট জ্ঞান প্রদর্শন করে। মানব তাঁহাকে ভিন্ন ভিন্ন আখ্যা প্রদান করিয়াছে। ইহাঁ চিরকালাবধি বর্ত্তমান আছে। ইহার দ্বারা পরলোকের অস্তিত্বও প্রমাণীকৃত হইতেছে। ইহার দৃষ্টান্ত বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় পালি ভাষায় লিখিত, মহাবগ্‌গ গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

মহাবগ্‌গ, ১, ৫, ২, "তখন ধন্য অদ্বিতীয়ের চিত্তে, যিনি একাকী ছিলেন, নিভৃতস্থানে প্রস্থান করিয়াছিলেন, বক্ষ্যমান চিন্তা উত্থিত হইয়াছিল, : 'আমি এই শিক্ষার মর্ম্মভেদ করিয়াছি যাহা নিগূঢ়, মনের দ্বারা ভালরূপে উপলব্ধি এবং আয়ত্ত করা দুরূহ, যাহা হৃদয়ে শান্তি আনে; যাহা উন্নীত, যাহা তর্ক দ্বারা দুর্ল্লভ, দুর্ব্বোধ, একমাত্র বিজ্ঞের পক্ষে বোধগম্য…অতঃপর যদ্যপি আমি এই মত প্রচার করি, এবং অন্য মনুষ্য আমার ধর্ম্মোপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম হয়, সেই স্থানে আমার শ্রান্তি ও বিরক্তি উৎপন্ন হইবে'।"

মহাবগ্‌গ, ১, ৫, ৬, "এবং ব্রহ্মা সহম্পতি ধন্য অদ্বিতীয়কে বলিলেন; প্রভু! ধন্য অদ্বিতীয় মত প্রচার করিতে পারেন! পূর্ণতাপন্ন অদ্বিতীয় মত প্রচার করিতে পারেন! সেখানে এমন ব্যক্তি সকল আছে যাহাদের মানসিক চক্ষু কদাচিৎ নহে, কোন ধূলি আচ্ছন্ন করিয়াছে।"

সেক্রেড্ বুকস্ অভ দি ইষ্ট, ভল, ১৩, পৃঃ, ৮৫-৬।

অপরিহার্য্য সত্য প্রচার কার্য্যের নিমিত্ত স্থানে স্থানে ভ্রমণকারী সত্য-প্রচারকের আবশ্যক। শ্রোতার হৃদয়কে প্রবৃত্ত করিতে হইবে। সত্যের বল বিষ্ণু-সংহিতা, ৮।২৭-৩৬, বর্ণিত হইয়াছে। ঐ, ২২।৯২, "মন—সত্যপ্রভাবে শুদ্ধ হয়।"

পালিগ্রন্থ অটথক বগ্‌গ, ১২, কূলবিয়ূ হসুট্‌ট, ৭, "যে হেতু সত্য এক, ইহার দ্বিতীয় নাই"। সেক্রেড্ বুকস্ অভ দি ইষ্ট, ভল, ১০, পৃঃ, ১৬৮।

বায়ুপুরাণ, ১০২ অঃ, পৃঃ, ৬৯৭, "অজ্ঞানকেই যাবতীয় অনর্থের মূল বলিয়া নির্ব্বাচন করা হয়।"

শিব পুরাণ, জ্ঞানসংহিতা, ৭৭ অঃ,পৃঃ, ৩০৭, "অজ্ঞানই নানা বিধ; তত্ত্বজ্ঞান এক। মিথ্যা অনেক; সত্য কিন্তু এক।" প্রবাদ, "সত্য কথার ডাল পালা নাই।"

সৌরপুরাণ, ১২ অঃ, পৃঃ, ৩৫, "যথার্থ কথাই সত্য।"

মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ৭৫ অঃ পৃঃ ৭২, "সকল বেদ—অধ্যয়ন ও সর্ব্ব-তীর্থে অবগাহন এক সত্য বাক্যের সমান হয় কি না সন্দেহ। সত্যের সমান ধর্ম্ম নাই, সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কিছুই নাই এবং মিথ্যা অপেক্ষাও তীব্রতর পাপ আর কিছুই নাই।"

রামায়ণ, অযোধ্যা কাণ্ড, ১১ সর্গ, পৃঃ, ৯৯, "তপস্বীরা কহিয়া থাকেন যে, সত্য বাক্য লোকান্তরে মনুষ্যের হিতকর হয়।"

মহাভারত, বনপর্ব্ব, ২৭৮ অঃ, পৃঃ, ৪৮১, "যাহা প্রাণিগণের অত্যন্ত হিত-জনক, তাহাই সত্য, এইরূপ অবধারিত আছে; সুতরাং অধর্ম্মও ধর্ম্মরূপে পরি-গৃহীত এবং যথার্থ ধর্ম্ম অধর্ম্মরূপে পরিগণিত হইয়াছে; অতএব ধর্ম্মের কি সূক্ষ্মতা দেখুন!"

পালি গ্রন্থ চরিয়া পিটক, ১, ২, "একজন কৃষক একটী ফলবান্ ক্ষেত্র দেখিল এবং তথার বীজ ছড়াইয়া ফেলিল না, সে শস্য প্রত্যাশা করিতে পারে না। সেইরূপ আমিও, যে উপকারী কার্য্যের পুরস্কার ইচ্ছা করে, যদ্যপি আমি একটী অত্যুত্তম ক্ষেত্র কার্য্য সম্বন্ধে দেখি এবং কোন উপকার করি নাই, কার্য্যের পুরস্কার প্রত্যাশা করিতে পারি না।" ইহা সত্য-প্রচারকের বিবেচ্য।

বেদান্ত-সূত্র, ১ অঃ, ১ পাঃ, ২ সূঃ, ভাষ্যে লিখিত, "সকল ভ্রমের মূল অজ্ঞতা।"

সেক্রেড্ বুকস্ অভদি ইষ্ট, ভল, ৪৮, পৃঃ, ১৬১।

মহাবগ্‌গ, ১২ ছয়টানুপসসনাসসুট্‌ট, পৃঃ, ১৩৪, "যে কিছু কষ্ট উত্থিত হয়, সমস্ত অজ্ঞতা হইতে।" ঐ, ঐ, ঐ, ভল, ১০, পৃঃ, ১৩৪।

মহাভারত, বনপর্ব্ব, ২ অঃ, পৃঃ, ২৮১, "সহস্র সহস্র শোকস্থান ও শত শত ভয় স্থান নিত্য নিত্য মূর্খকেই আশ্রয় করে। যাহারা মূর্খ হয়, তাহারা অসন্তোষে কাল যাপন করে।"

শেকস্‌পিয়ার, হেনরি ষষ্ঠ, ২ ভাগ, ৪ অঙ্ক, ৭ গর্ভাঙ্ক, "মূর্খতা জগদীশ্বরের অভিশাপ।"

কথিত আছে, কোন একটী উৎকৃষ্ট পুস্তক পাঠ করা পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করার ন্যায়। মূর্খ সেরূপ প্রার্থনায় বঞ্চিত। প্রবাদ, যথা,

"মূর্খের এই অভিমান।
আমি বড় বুদ্ধিমান॥"

"মূর্খলোক পণ্ডিতের জীবিকা-কারণ" হিতোপদেশঃ, বিগ্রহঃ, ৩৬।

মান্ধাতা।

বঙ্গবাসী প্রকাশিত, রামায়ণ, কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড, ১৮ সর্গ, পৃঃ, ৩৩, ৩৫, "রাম বালি কর্ত্তৃক সেই রূপ ভৎ'সিত হইয়া তাহাকে বলিলেন, "পূর্ব্বে কোন জৈন ধর্ম্মাবলম্বী তোমার ন্যায় পাপ কর্ম্ম করিলে আর্য্য মান্ধাতাও তাঁহার অভিলাষানুরূপ ভয়ঙ্কর দণ্ডবিধান করিয়াছিলেন।"

হিতবাদী মুদ্রিত, রামায়ণ, কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ১৮ সর্গ, পৃঃ, ৩২৮, ৩২৯, "রাম (বালী কর্ত্তৃক) তিরস্কৃত হইয়া কহিতে লাগিলেন, "কোন এক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী তোমারই অনুরূপ পাপ অনুষ্ঠান করিয়াছিল, আমার কুলপুরুষ আর্য্য মান্ধাতা তাহাকে বিলক্ষণ দণ্ডিত করেন।"

শ্রীমদ্ভাগবত, ৯ স্কন্ধে, ৬—১০ আঃ, পৃঃ, ৪৫৫—৬৩, "হাঁচিবার সময় মনুর ঘ্রাণ হইতে ইক্ষ্বাকুর জন্ম হয়। মান্ধাতা তাহার সন্তান-সন্ততি। মান্ধাতার অন্য এক নাম ত্রসদস্যু। তাহার পুত্র পুরুকুৎস, অম্বরীষ এবং মুচুকুন্দ। অম্বরীষের পুত্র যুবনাশ্ব। তাহার তনয় হারীত। পুরুকুৎসের পুত্র ত্রসদস্যু। তিনি অনরণ্যের পিতা। তাহার তনয় হর্য্যশ্ব; তাহার পুত্র প্রারুণ। তাহার পুত্র ত্রিবন্ধন; তাহার পুত্র সত্যব্রত; তিনি ত্রিশঙ্কু নামে বিখ্যাত হন। ত্রিশঙ্কুর পুত্র হরিশ্চন্দ্র; তাহার রোহিত নামে পুত্র জন্মিল। তিনি নগরে আসিতে আসিতে পথিমধ্যে অজীগর্ত্তের নিকট হইতে তদীয় মধ্যম পুত্র শুনশেফকে ক্রয় করিয়া আনিলেন এবং পিতাকে দিলেন। হরিশ্চন্দ্র নরমেধ দ্বারা বরুণাদি দেবতার যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। (ঋগ্বেদ সংহিতা, ১ মণ্ডল, ২৪ সুক্ত অজীগর্ত্তের পুত্র শুনঃশেপ ঋষিরচয়িতা। শুনঃশেপের প্রসিদ্ধ গল্প ঐতরেয় ব্রাহ্মণের সপ্তম পঞ্চিকায় আছে)। রোহিতের পুত্র হরিত; তাহার পুত্র চম্প। তাহার পুত্র সুদেব। তাহার পুত্র বিজয়। তাহার পুত্র ভরুক। তাহার পুত্র বৃক; তাহার পুত্র বাহুক। তাহার পুত্র সগর। তাহার পুত্র অসমঞ্জস। তাহার পুত্র অংশু। তাহার পুত্র দিলীপ। তাহার পুত্র ভগীরথ। তাহার পুত্র শ্রুত। তাহার পুত্র নাভ। তাহার পুত্র সিন্ধুদ্বীপ। তাহার পুত্র অযুতায়ু। তাহার পুত্র ঋতুপর্ণ। তাহার পুত্র সর্ব্বকাম। তাহার তনয় সুদাস। তাহার পুত্র সৌদাস। তাহার পুত্র অশ্মক; তাহার পুত্র বালিক; তাহার অন্য নাম, নারীকবচ ও মুলক। বালিক হইতে দশরথ; তাহার পুত্র ঐড়বিড়ি; তাহার পুত্র বিশ্বসহ; তাহার

পুত্র খট্বাঙ্গ। তাহার পুত্র দীর্ঘবাহু; তাহার পুত্র রঘু; তাহার পুত্র অজ। তাহার পুত্র দশরথ। তাহার পুত্র শ্রীরামচন্দ্র।" এখানে মান্ধাতা হইতে রামচন্দ্র একচত্বারিংশ অধস্তন। অতএব মান্ধাতার সময় "পূর্ব্বে কোন্ জৈন ধর্ম্মাবলম্বী" হইলে, বুদ্ধদেব ১৩৬৬ বৎসর রামচন্দ্রের পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ অবধারণ করা হয়।

পদ্মপুরাণ, উত্তর খণ্ড, ৫৭ অঃ, পৃঃ, ২১৮—৯, "পুরাকালে সূর্য্যবংশে মান্ধাতা নামে এক রাজর্ষি ছিলেন। তিনি ধর্ম্মানুসারে প্রজাগণকে ঔরস পুত্রবৎ প্রতিপালন করিতেন। একদা কর্ম্মবিপাকবশতঃ পর্জ্জন্যদেব বর্ষত্রয় যাবৎ তাঁহার রাজ্যে বারিবর্ষণ করিলেন না। প্রজাগণের হিতার্থে রাজা মান্ধাতা বনে গমন করিলেন। তিনি তাপসগণের আশ্রমে ভ্রমণ করত, তাহার দৃষ্টি ঋষি অঙ্গিরার উপর পতিত হইল। মুনি তাঁহার আগমণ কারণ জিজ্ঞাসিলেন। রাজা কহিলেন, —রাজ্যে অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইয়াছে; ইহার কারণ কি? ঋষি কহিলেন, রাজেন্দ্র! আপনার রাজ্যে এক শূদ্র তপস্যা করিতেছে। এই কারণেই পর্জ্জন্যদেব বর্ষণ করিতেছেন না। আপনি তাহার বিনাশে সযত্ন হউন, তাহা হইলেই দোষ প্রশমিত হইয়া যাইবে। রাজা কহিলেন,—তপোনিরত নিরপরাধ ব্যক্তিকে আমি বধ করিতে পারিব না; উপস্থিত উপসর্গ নাশের জন্য আপনি কোন ধর্ম্মউপদেশ প্রদান করুন।"

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, মধ্য খণ্ড, ১৮ অঃ, পৃঃ, ২১৮—২১, "সূর্য্যের পুত্র শ্রাদ্ধদেব নামে প্রসিদ্ধ মনু জন্মগ্রহণ করেন। পটু নামে তাঁহার পুত্র জন্মায়; তিনি ইক্ষ্বাকু বলিয়া বিখ্যাত হন। মান্ধাতা তাঁহার বংশধর। তদীয় পুত্র পুরুকুৎস, তাঁহার পুত্র অনরণ্য, তাঁহা হইতে হর্য্যশ্ব জন্মিয়াছিলেন। তাহার পুত্র ত্র্যরুণ, তাহা হইতে ত্রিবন্ধন, ত্রিবন্ধন হইতে ত্রিশঙ্কু, তৎ পুত্র হরিশ্চন্দ্র। তস্য পুত্র রোহিত, তদীয় পুত্র হারীত, তদাত্মজ চম্প, তৎ সূনু বসুদেব, বসুদেবাত্মজ বিজয়, বিজয়ের পুত্র ভ্রবক, তদীয় নন্দন বৃক; বৃকের পুত্র বাহুক, তাঁহার পুত্র সগর রাজা। তাহার পুত্র অসমঞ্জস; তাহার পুত্র অংশুমান; তাহার পুত্র দিলীপ; তাহার পুত্র ভগীরথ।" এই পুরাণে বর্ণিত ভগীরথ মান্ধাতা হইতে একবিংশ পর্য্যায়; অর্থাৎ সাত শত বর্ষ তখন অতীত হইয়াছে।

ব্রহ্মপুরাণ, ৭৮ অঃ, পৃঃ, ৩৯, ৪২—৫০, "মনু যখন ক্ষুবণ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার ইক্ষ্বাকু নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। মান্ধাতা তাঁহার এক অধস্তন বংশধর।

তাঁহার পুত্রদ্বয় পুরুকুৎস এবং মুচুকুন্দ। পুরুকুৎসের পুত্র ত্রসদস্যু। তাহার পুত্র সম্ভূত; তাহার পুত্র ত্রিধন্বা। তাহার পুত্র ত্র্যারুণি; তাহার পুত্র সত্যব্রত; তিনি ত্রিশঙ্কু আখ্যায় বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তাহার পুত্র হরিশ্চন্দ্র। হরিশ্চন্দ্রের রোহিত নামে এক পুত্র হয়। রোহিতের হরিত, চঞ্চু ও হারীত নামে নিত পুত্র জন্মে। চঞ্চুর পুত্রের নাম বিজয়। তাহার পুত্র রুরুক। তাহার পুত্র বৃক; তাহার পুত্র বাহু। তাহার পুত্র সগর; তিনি সাগরত্ব প্রাপ্ত হয়েন। তাহার পুত্র পঞ্চজন রাজা হইয়াছিলেন। তাহার পুত্র অংশুমান; তৎ পুত্র দিলীপ। ইনি খট্টাঙ্গ নামে বিশ্রুত ছিলেন। দিলীপ হইতে ভগীরথ জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পুত্র শ্রুত। তাহার পুত্র নাভাগ। তাহার পুত্র অম্বরীষ। তাহার পুত্র সিন্ধুদ্বীপ। তাহার পুত্র অযুতাজিৎ। তাহার পুত্র ঋতুর্পণ। তাহার পুত্র আর্ত্তিপর্ণি। তৎ পুত্র সুদাস। তাহার পুত্র সৌদাস; ইনি কল্মাষপাদ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তাহার পুত্র সর্ব্বকর্ম্মা। তৎ পুত্র অনরণ্য। তৎ পুত্র নিঘ্ন। তাহার দুই পুত্র অনমিত্র ও রঘু। অনমিত্রের পুত্র দুলিদুহ। তৎ পুত্র দিলীপ। তৎ পুত্র রঘু। তাহার পুত্র অজ। তাহার পুত্র দশরথ। তৎ পুত্র ধর্ম্মাত্মা কীর্ত্তিমান রাম।” এখানে শ্রীরামচন্দ্র মান্ধাতা হইতে অষ্টাত্রিংশ অধস্তন, অর্থাৎ ১২৬৬ বর্ষ তাঁহার অগ্রে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার অনুমতি হয়।

বিষ্ণুপুরাণ, ৪ অংশ, ২, ৩, ৪, অঃ, পৃঃ, ১২৮, ১৩০—১, ১৩৭—৪৫, “হাঁচিবার সময় মনুর ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয় হইতে ইক্ষাকু নামে পুত্র উৎপন্ন হয়। তাঁহার বংশধর মান্ধাতা। তাঁহার তিন পুত্র, পুরুকুৎস, অম্বরীষ ও মুচুকুন্দ। অম্বরীষের যুবনাশ্ব নামে পুত্র হয়। তাহার পুত্র হরিত। পুরুকুৎসের পুত্র ত্রসদস্যু। তাহার পুত্র সম্ভুত। তৎ পুত্র অনরণ্য, তৎ পুত্র পৃষদশ্ব, তৎ পুত্র হর্য্যশ্ব, তৎ পুত্র সুমনাঃ, তৎ পুত্র ত্রিধন্বা, তৎ পুত্র ত্রর্য্যারুণ। তৎ পুত্র সত্যব্রত, ইনিই ত্রিশঙ্কু নামে বিখ্যাত হন। তৎ পুত্র হরিশ্চন্দ্র, তৎ পুত্র রোহিতাশ্ব, তৎ পুত্র হরিত, তৎ পুত্র চঞ্চু, চঞ্চুর দুই পুত্র, বিজয় ও বসুদেব। বিজয়ের পুত্র রুরুক, তৎ পুত্র বৃক, তৎ পুত্র বাহু। তাহার পুত্র সগর। তাহার পুত্র অসমঞ্জ, তাহার পুত্র অংশুমান্। অংশুমানের পুত্র দিলীপ, তৎ পুত্র ভগীরথ। ভগীরথের পুত্র শ্রুত, তৎ পুত্র নাভাগ, তৎ পুত্র অম্বরীষ, তৎ পুত্র সিন্ধুদ্বীপ, তৎ পুত্র অযুতাশ্ব, তৎ পুত্র ঋতুপর্ণ। তৎ পুত্র সর্ব্বকাম, তৎ পুত্র

সুদাস, তৎ পুত্র সৌদাস মিত্রসহ। তিনি কল্মাষপাদ নামে ও বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তৎ পুত্র অশ্মক, তৎ পুত্র মুলক, তাহাকে নারীকবচও বলিয়া থাকে। তাহার পুত্র দশরথ। তৎ পুত্র ইলিবিলি, তৎ পুত্র বিশ্বসহ, তৎ পুত্র খট্টাঙ্গদিলীপ। তাহার পুত্র দীর্ঘবাহু, তৎ পুত্র রঘু, তৎ পুত্র অজ, তৎ পুত্র দশরথ, এই দশরথের ঔরসে ভগবান পদ্মনাভ রাম জন্ম গ্রহণ করেন।" এখানে শ্রীরামচন্দ্র মান্ধাতা হইতে চতুশ্চত্বারিংশ অধস্তন, অর্থাৎ তখন ১৪৬৬ বৎসর গত হইয়াছে এবং সেই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার হইয়াছে।

হরিবংশ, ১১-১৫ অঃ, পৃঃ, ১৫-১৯, "মনু ক্ষুত করিলে তাহার নাসারন্ধ্র হইতে ইক্ষ্বাকু নামে পুত্র উৎপন্ন হন। তাঁহার বংশধর মান্ধাতা। তাহার দুই পুত্র, পুরুকুৎস ও মুচুকুন্দ। পুরুকুৎসের তনয় ত্রসদস্যু; তাহার পুত্র সম্ভূত; তাহার পুত্র সুধন্বা; তাহার পুত্র ত্রিধন্বা; তাহার পুত্র ত্রয্যারুণ; তাহার পুত্র সত্যব্রত, তিনি ত্রিশঙ্কু নামে বিখ্যাত হন। তাহার পুত্র হরিশ্চন্দ্র; তাহার পুত্র রোহিত; তাহার পুত্র হরিত; তাহার তনয় চঞ্চু; বিজয় ও সুদেব নামে তাহার দুই পুত্র। বিজয়ের পুত্র রুরুক; তাহার পুত্র বৃক; তাহার পুত্র বাহু। তাহার পুত্র সগর। তাহার পুত্র অসমঞ্জা, তিনি পঞ্চজন নামে নৃপতি হইয়াছিলেন। তাহার পুত্র অংশুমান; তাহার তনয় দিলীপ খট্বাঙ্গ। তাহার তনয় ভগীরথ। তাহার পুত্র শ্রুত; তাহার পুত্র নাভাগ; তাহার পুত্র অম্বরীষ, তিনি সিন্ধুদ্বীপের পিতা ছিলেন; তাহার পুত্র অযুতাজিৎ; তাহার পুত্র ঋতুপর্ণ; তাহার পুত্র আর্ত্তপর্ণি; তাহার তনয় সুদাস; তাহার তনয় সৌদাস; তিনি কল্মাষপাদ নামে বিখ্যাত ও মিত্রসহ হইয়াছিলেন। তাহার পুত্র সর্ব্বকর্ম্মা; তাহার পুত্র অনরণ্য; তাহার পুত্র নিঘ্ন; তাহার দুই পুত্র, অনমিত্র ও রঘু। অনমিত্রের পুত্র দুলিদুহ; তাহার পুত্র দিলীপ; তাহার পুত্র রঘু। তাহার পুত্র অজ; তাহার পুত্র দশরথ। ধর্ম্মাত্মা রাম দশরথ হইতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন।" এখানে শ্রীরামচন্দ্র মান্ধাতা হইতে একোনচত্বারিংশ অধস্তন, অর্থাৎ তখন ১৩০০ বৎসর অতীত হইয়াছে, আর অনুমিত হয় তখন বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল।

লিঙ্গপুরাণ পূর্ব্বভাগ, ৬৫, ৬৬ অঃ, পৃঃ, ৭৩, ৭৫-৬ "ইক্ষ্বাকু বৈবস্বত মনুর পুত্র। মান্ধাতা তাঁহার বংশধর। মান্ধাতার তিন পুত্র, পুরুকুৎস, অম্বরীষ

ও মুচকুন্দ। শেষ যুবানশ্ব অম্বরীষের পুত্র। তাহার পুত্র হরিত। ত্রসদস্যু পুরুকুৎসের পুত্র। তাহার পুত্র সম্ভূতি; তাহার দুই পুত্র, বিষ্ণুবৃন্দ ও অনরণ্য। অনরণ্যের পুত্র বৃহদশ্ব। তাহার পুত্র হর্য্যশ্ব। তাহার পুত্র বসুমনা। তাহার পুত্র ত্রিধন্বা। তিনি তণ্ডীর শিষ্য ছিলেন। তাহার পুত্র ত্রয্যারুণ। তাহার পুত্র সত্যব্রত, তিনি ত্রিশঙ্কু নামে বিখ্যাত হন। তাহার পুত্র হরিশ্চন্দ্র। তাহার পুত্র রোহিত। তাহার পুত্র হরিত। তাহার পুত্র ধুন্ধু। তাহার দুই পুত্র বিজয় এবং সুতেজাঃ। বিজয়ের পুত্র রুচক। তাহার পুত্র বৃক। তাহার পুত্র বাহু। তাহার পুত্র সগর। তাহার পুত্র অসমঞ্জা। তাহার পুত্র অংশুমান। তাহার পুত্র দিলীপ। তাহার পুত্র ভগীরথ। তাহার পুত্র শ্রুত। তাহার পুত্র নাভাগ। তাহার পুত্র অম্বরীষ। তাহার পুত্র সিন্ধুদ্বীপ। তাহার পুত্র অযুতায়ু। তাহার পুত্র ঋতুপর্ণ। তাহার পুত্র সার্ব্বভৌম। তাহার পুত্র সুদাস। তাহার পুত্র সৌদাস, ইনি কল্মাষপাদ এবং মিত্রসহ নামে বিখ্যাত। তাহার পুত্র অশ্মক। তাহার পুত্র মূলক, তাহার নামও হয় নারীকবচ। তাহার পুত্র শতরথ, তাহার পুত্র ইলবিল। তাহার পুত্র বৃদ্ধশর্ম্মা। তৎ পুত্র বিশ্বসহ। তাহার পুত্র দিলীপ, ইনি খট্বাঙ্গ নামে বিখ্যাত। তাহার পুত্র দীর্ঘবাহু। তাহার পুত্র রঘু। তাহার পুত্র অজ। তাহার পুত্র দশরথ। তাহার পুত্র ধর্ম্মজ্ঞ বীর রাম।" এখানে শ্রীরামচন্দ্র মান্ধাতা হইতে চতুশ্চত্বারিংশ অধস্তন, অর্থাৎ তখন ১৪৬৬ বৎসর গত হইয়াছে; আর তখন বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচলিত থাকা অনুমিত হয়।

মহাভারত, অনুশাসন পর্ব্ব, ১৪ অঃ, পৃঃ, ১৮৪৬, "পুরাকালে যাহা (অস্ত্র) লবণ রাক্ষসের করস্থ হওয়ায় যৌবনাশ্ব এবং ত্রিলোক-বিজয়ী মহাতেজা বল-বীর্য্য-সমন্বিত শক্রতুল্য পরাক্রমশালী চক্রবর্ত্তী নৃপতি মান্ধাতা সৈন্যসহ নিহত হইয়াছিলেন"।

ঋগ্বেদে ইক্ষ্বাকু বংশসংক্রান্ত স্তব-স্তুতি।

ঋগ্বেদে ১০। ৬০।৪, "ধনশালী ও অত্যুজ্জ্বল ইক্ষ্বাকু যাহার সেবায় উন্নতি লাভ করিতেছে।"

ঐ, ১। ১১২।১৩, "এবং মান্ধাতাকে ক্ষেত্রপতি কার্য্যে রক্ষা করিয়াছিলেন।"

ঐ' ৮।৩৯।৮, "তিনি তিনস্থান বিশিষ্ট, মান্ধাতার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দস্যু হনন করিয়াছিলেন।"

ঐ, ৮।৪০।১২, "আমি পিতার ন্যায়, মান্ধাতার ন্যায়, অঙ্গিরার ন্যায়, ইন্দ্র ও অগ্নির উদ্দেশে নূতন স্তুতি পাঠ করিয়াছি।"

ঐ, ১।৬৩।৭, "হে ইন্দ্র! তুমি পুরুকুৎস সহায় হইয়া যুদ্ধ করতঃ সেই সপ্ত নগর ধ্বংস করিয়াছ; এবং তুমি সুদাসের নিমিত্ত যজ্ঞ কুশের ন্যায় অনায়াসে কর্ত্তন করিয়াছ, এবং অভাবগ্রস্তর জন্য, রাজা, পুরুকে লাভবান করিয়াছ।"

ঐ, ১।১১২।৭, "যে সকল উপায় দ্বারা পৃশ্নিগু ও পুরুকুৎসকে রক্ষা করিয়াছিলে।"

ঐ, ১।১১২।১৯, "যে সকল উপায় দ্বারা সুদাসের নিকট সুদেবীকে স্বগৃহে লইয়া গিয়াছিলে।"

ঐ, ১।১৭৪।২, "তুমি তরুণ বয়স্ক পুরুকুৎসের শিকার জন্য তাহার শত্রুকে দিয়াছিলে।"

ঐ, ৪।৪২।৯, "হে ইন্দ্র ও বরুণ! পুরুকুৎসপত্নী তোমাদিগকে হব্য ও স্তুতি দ্বারা প্রীত করিয়াছিলেন। অনন্তর তোমরা তাঁহাকে শত্রুনাশক অর্দ্ধদেব রাজা ত্রসদস্যুকে দান করিয়াছিলে।"

ঐ, ৫।৩৩।৮, "পরুকুৎসের পুত্র, স্বর্ণ-প্রচুর অগ্রণী, ত্রসদস্যু আমাকে যে দশটী অশ্ব প্রদান করিয়াছেন।"

ঐ, ৬।২০।১০, "তুমি শরতের সপ্তপুরী চূর্ণ করিয়াছ, তাহাদের রক্ষা-স্থান, দাস বংশকে বধ করিয়াছ এবং পুরুকুৎসকে সাহায্য করিয়াছ।"

ঐ, ৭।১৯।৩ "হে নির্ভীক! তোমার সমস্ত সাহায্যের সহিত নির্ভয়ে সুদাসকে আনুকূল্য কর, যাহার নৈবেদ্য গ্রহণ করা হইয়াছে। পুরু দেশ বশীভূত ও শত্রু বধ করাতে এবং পুরুকুৎসের পুত্র, ত্রসদস্যু।"

ঐ, ৭।১৬।৬ "হে ইন্দ্র! হব্যদাতা যজমান সুদাসের জন্য তোমার ধন সমূহ সনাতন হইয়াছিল।"

ঐ, ৮।১৯।৩৬, পুরুকুৎসের পুত্র ত্রসদস্যু আমাকে (কণ্বগোত্রীয় সোভরি ঋষি) ৫০ জন ক্রীতদাসী প্রদান করিয়াছেন; তিনি দাতৃগণের মধ্যে, শ্রেষ্ঠ, দয়ালু, দুঃসাহসিক বক্তিদিগের প্রভু।"

গৃফিথ সাহেব এই ঋকের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন,—"ক্রীতদাসীঃ" "বধূনাম্ঃ বধূ সচরাচর কনে, ভার্য্যা, নারী প্রধানতঃ বুঝায়, এবং এখানে সেবিকা বা ক্রীতদাসী,

পরাজিত দাসদিগের ভার্য্যা বা কন্যা প্রতীয়মান হয়।" বধূ শব্দকে ভিত্তিভূমি করিয়া বিষ্ণুপুরান ও শ্রীমদ্ভগবত ইহাদিগকে মান্ধাতার পঞ্চাশটী কন্যা কল্পনা করিয়াছেন।

বিষ্ণুপুরান, ৪র্থ অংশ, ২অঃ, পৃঃ, ১৩১-৩ "মান্ধাতার পঞ্চাশৎ কন্যা হয়। তিনি বহু ঋগ্‌বেত্তা সৌভরি-নামক ঋষিকে সেই সকল কন্যা প্রদান করেন। মহর্ষি, অনুরূপ বিবাহ সমাপ্ত হইলে, সেই সকল রাজকন্যাকেই নিজ আশ্রমে লইয়া গেলেন।"

শ্রীমদ্ভাগবত, ৯ স্কন্ধে, ৬অঃ, পৃঃ, ৪৫৬-৭, "মান্ধাতার কন্যা পঞ্চাশটী। তাহারা সকলেই সৌভরিকে পতিত্বে বরণ করে।"

ঋগ্বেদ, ১।১০০।১৭, "ঋজ্রাশ্ব তাহার সহচরের সহিত, অম্বরীষ, সুরাধা, সহদেব, ভযমান।"

ঐ, ১।১১২।১৪, "যে সকল উপায় দ্বারা দুর্গ সকল ভাঙ্গিবার কালে ত্রসদস্যুকে রক্ষা করিয়াছিলে।"

ঐ, ৪।৩৮।১, "তোমাদের উভয়ের সকাশ হইতে ত্রসদস্যুর কাছে পূর্ব্বকালে উপহার আসায় পুরুদিগকে প্রদান করিয়াছিল।"

ঐ, ৫।২৭।৩, "অধিকতম তরুণ-বয়স্কদেব, অগ্নি, তোমাকে ত্রসদস্যু সেইরূপ পূজা করিয়াছিল, তোমার সাহায্য নবমবার অনুনয় করিয়াছিল।"

ঐ, ৮।৮।২১, "তোমরা শূর, ত্রসদস্যুকে লুণ্ঠিত দ্রব্য-সিদ্ধান্তিত কলহে সাহায্য করিয়াছিলে।"

ঐ, ৮।১৯।৩২, "সোভরন, ত্রসদস্যুর বন্ধু।"

ঐ, ৮।২২।৭, "যদ্দ্বারা ত্রসদস্যুর পুত্র, ত্রিক্ষিকে অত্যন্ত সামর্থ্যের সহিত প্রসিদ্ধ আধিপত্যে উত্থাপন করিয়াছিলে।"

ঐ, ৮।৩৬।৭, "তুমি একাকীই যুদ্ধে স্তোত্র সমুদয় বর্দ্ধিত করতঃ ত্রসদস্যুকে রক্ষা করিয়াছিলে।"

ঐ, ৮।৩৭।৭, "তুমি একাকীই যুদ্ধে স্তোত্র সমুদয় বর্দ্ধিত করতঃ ত্রসদস্যুকে রক্ষা করিয়াছিলে।"

ঐ, ১০।৩৩।৪, "আমি (কেবষ ঋষি,) পুরোহিতদিগের ঋষি রাজকুমার বলিয়া পছন্দ করিয়াছি যিনি ত্রসদস্যুর পুত্রের পুত্র দাতাগণের শ্রেষ্ঠ কুরুশ্রবণ।"

ঐ, ১০।১৫০।৫, "অগ্নি যুদ্ধের সময় অত্রি, ভরদ্বাজ, গবিষ্ঠির,কণ্ব ও ত্রসদস্যুকে রক্ষা করিয়াছিলেন।"

ঐ, ৭।৬৮।৮, "বৃক যখন ক্ষীণ" হইয়া যাইতেছিল তোমরা তাহাকে সাহায্য করিয়াছিলে।"

ঐ, ৩।৫৩।৯, "যখন বিশ্বামিত্র সুদাসের আশ্রয়, তখন ইন্দ্র কুশিক বংশীয়-দের জন্য প্রিয় ব্যবহার করিয়াছিলেন।"

ঐ, ৭।১৮।৫, "স্তুতি-যোগ্য ইন্দ্র, নদীসমূহ প্রথিত করতঃ সুদাসের জন্য তলস্পর্শযোগ্য ও সুখে পারযোগ্য করিয়াছেন।"

ঐ, ৭।১৮।৯, "ইন্দ্র সাহসিক, দ্রুতবেগে পলাতক শত্রু, পৌরুষ-হীন বাচালদিগকে সুদাসকে পরিত্যক্ত করিয়াছিল।"

ঐ, ৭।১৮।১৫, "শত্রুগণ. মাপে সমধিক নৈকট্য, সুদাসকে সমস্ত ভোগ্যবস্তু প্রদান করিয়াছিল।"

ঐ, ৭।১৮।১৭, "এই প্রকারে ইন্দ্র সুদাসকে সমস্ত সম্ভার প্রদান করিয়াছিলেন।"

ঐ, ৭।১৮।২৩, "সুদাসের বাদামি-অশ্ব, দৃঢ়রূপে পা ফেলিয়া, বংশ ও গৌরবের জন্য আমাকে (বসিষ্ঠ ঋষিকে) ও আমার পুত্রকে বহন করিতেছে।"

ঐ, ৭,১৮,২৫, "হে নেতা মরুৎগণ! এই সুদাসের পিতা দিবোদাসের ন্যায় তোমরাও ইহাকে সেবা কর।"

ঐ, ৭।২০।২, "তিনি সুদাসকে প্রশস্ত কামরা ও স্থান দিয়াছিলেন, এবং পুনঃ পুনঃ ধন দান করিয়াছেন যে অর্ঘ্য আনয়ন করিয়াছিল।"

ঐ, ৭।২৫।৩, "সুন্দর কর্ণের দেব, সুদাসকে শত সাহায্য দাও, সহস্র আশীর্ব্বাদ, এবং আপনার দান।"

ঐ, ৭।৩৩।৪, "হে বসিষ্ঠগণ! এই রূপেই দশজন রাজার সহিত যুদ্ধে তোমাদের মন্ত্রবলে ইন্দ্র সুদাস রাজাকে রক্ষা করিয়াছিলেন।"

ঐ, ৭।৬০।৮, "যখন অদিতি, বরুণও মিত্র, অভিভাবকের ন্যায়, সুদাসকে তাহাদের বন্ধুচিত আশ্রয় দেন।"

ঐ, ৭।৬০।৯, "সুদাসকে স্থান ও স্বাধীনতা দাও।"

ঐ, ৭।৬৪।৩, "শত্রুরা আমাদের নেতা সুদাসকে বলুক, দেবতা দ্বারা রক্ষিত হইয়া আমরাও অন্নে আহ্লাদিত হই।"

ঐ, ৭৮৩।৪, "হে ইন্দ্র ও বরুণ! তোমরা ভেদকে অনিবার্য্য আয়ুধ দ্বারা পরাস্ত করিয়াছ এবং সুদাসকে সাহায্য করিয়াছে।"

ঐ, ৭।৮৩।৬, "যখন তৃৎসুগণের সহিত সুদাসকে তোমরা রক্ষা করিয়াছিলে।"

ঐ, ৭।৮৩।১, "হে ইন্দ্র ও বরুণ! তোমরা অনুগ্রহ দ্বারা সুদাসকে সাহায্য করিয়াছিলে।"

ঐ, ১০।৯৩।১৪, "আমি (তান্বঋষি) দুঃশীম, পৃথবান, বেন, রাম, অভিজ্ঞাত ও নৃপতির নিকট গান করিয়াছি।"

ঐ, ৪।৫৭।৬, বামদেব ঋষি লিখিত, "হে সৌভাগ্যবতী সীতা! তুমি অভিমুখী হও, আমরা তোমাকে বন্দনা করিতেছি, তুমি আমাদিগকে সুন্দর ধন প্রদান কর ও সুফল প্রদান কর।"

ঋগ্বেদে, ৪।৫৭।৭, রমেশ চন্দ্র দত্ত টীকায় বলেন, "সায়ণ '"সীতা" অর্থে "সীতাধার কাষ্ঠাং" করিয়াছেন। "সীতা লাঙ্গল-পদ্ধতি।" মহিধর (শুক্লযজুঃ ১২।৭০) সীতা অর্থে লাঙ্গলের দ্বারা চিহ্নিত ভূমিতে রেখা।" বামদেব ঋষি সীতা-দেবীর নামকে এই ঋকে দ্ব্যর্থক শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন এবং অন্যান্য ঋষিরা সেইরূপ প্রয়োগ তাঁহাদের রচনায় অনুকরণ করিয়াছেন।

ঋগ্বেদের এই লাঙ্গল-পদ্ধতির কার্য্য গম ও অন্যান্য শস্য-সম্বন্ধীয়; ধান্যের জন্য নহে। কারণ, ঋগ্বেদে ধান্যের উল্লেখ আদৌ নাই। তৎকালে আর্য্যগণ বেহার ও বাঙ্গালায় উপনিবেশ স্থাপন করেন নাই।

লিঙ্গপুরাণ অনুযায়ী শ্রীরামচন্দ্রের পূর্ব্ব-পুরুষ গণনায় মান্ধাতা হইতে শ্রীরাম-চন্দ্র পর্য্যন্ত ১৪৬৬ বৎসর নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তর্ভূত হইতেছে। ঋগ্বেদে যে সকল সূক্তে তাহার পূর্ব্ব-পুরুষদিগের নাম উল্লেখ আছে, সে সকল সূক্ত এই সময়ের মধ্যে বা তৎপরে রচিত হইয়াছে। ঐ সকল সূক্তের রচয়িতা অন্যান্য সূক্ত রচনা করিয়াছেন; সুতরাং তাহাও এই সময়ের অন্তর্গত।

রামায়ণ, কিষ্কিন্ধা কাণ্ড, ৬২ সর্গ, পৃঃ, ৯৬, লিখিত, "মহর্ষি নিশাকর, (ঐ, ৬০ সর্গ, পৃঃ, ৯৫) বলিতেছেন' "একটী সুমহৎ কার্য্য উপস্থিত হইবে ইহা পুরাণে শুনিয়া বিদিত হইয়াছি এবং তপোবলেও প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে

ইক্ষ্বাকু-কুল-বর্দ্ধন দশরথ নামে কোন রাজা জন্মগ্রহণ করিবেন। মহাতেজস্বী রাম নামে তাঁহার এক পুত্র হইবেন।" (বঙ্গবাসী প্রেস)

রামায়ণ, কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, ৬৩, সর্গ, ৩৭৪, "মহর্ষি নিশাকর কহিলেন,—আমি পুরাণে শুনিয়াছি এবং তপোবলেও দেখিলাম, ভবিষ্যতে একটী প্রকাণ্ড ব্যাপার ঘটিবে। ইক্ষ্বাকুবংশে রাজা দশরথের রাম নামে এক পুত্র জন্মিবেন।"

(হিতবাদী যন্ত্রে)।

ইহাতে সুস্পষ্ট বুঝাইতেছে যে, অতি পূর্ব্বকালীন কোন পুরাণে রাম-চরিত্র বর্ণিত ছিল। বামনপুরাণ, ৯১ অঃ, পৃঃ ৪১২—১৪, লিখিত, "মহর্ষি নিশাকর কোশকারের ঔরসে, ধর্ম্মিষ্ঠা বাৎস্যায়নের কন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।"

অধ্যাত্ম-রামায়ণ, (ব্রহ্মাণ্ড পুরাণান্তর্গত), অযোধ্যা কাণ্ডে, ৪ অঃ, পৃঃ, ৫৭, "রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া সীতা প্রত্যুত্তর করিলেন," "অনেক বার অনেক ব্রাহ্মণের মুখে রামায়ণ শুনিয়াছি; সীতা ব্যতীত রাম বনে গিয়াছেন, ইহা কোন খানে আছে কি?—বল।"

রামায়ণ, উত্তর কাণ্ড, ৯৬ সর্গ, পৃঃ ৭৪৮, (হিতবাদী যন্ত্রে), লিখিত, "বাল্মীকি কহিলেন, "দেখ আমি পুত্র—পরম্পরায় প্রচেতা হইতে দশম।" এই প্রচেতার উল্লেখ মনুসংহিতা, ১।৩৫, আছে, যথা, "দশ জনের একজন মহর্ষি ভাবাপন্ন প্রচেতা।"

অতএব, তাঁহার নিকট এক খণ্ড হস্ত-লিখিত পুরাতন রাম-চরিত পুথী থাকা কিছুই অসম্ভব নয়; আর, সেই পুথী সুরক্ষিত হইয়া বাল্মীকি পরম্পরাগত পাইয়াছিলেন এবং তৎপরে, তাঁহার সময়ের প্রসিদ্ধ জীবিত মুনি ও রাজাদের নাম ও তাঁহাদের অরোপিত ক্রিয়া-কলাপ তাঁহার গ্রন্থে পৌরাণিক কথায় মিশ্রিত করিয়া প্রকৃত ঘটনারূপে অদ্ভুত বর্ণনা করিয়াছেন।

ঋগ্বেদে অনেক রাজা, ঋষি ও পুরোহিতের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাদের কোন কথন অব্যাহতরূপে টিকিয়া থাকা পুরাণাদিতে নাই। সেই সকল নাম উল্লিখিত প্রাচীনতর পুরাণ লুপ্ত হইয়াছে, অথবা তাহাদের আবিষ্কার এ পর্য্যন্ত হয় নাই। তাহাদের প্রসঙ্গ কালিকাপুরাণে উক্ত হইয়াছে।

কালিকাপুরাণ, ২৪ অঃ পৃঃ ১৩৫ "কিন্তু পূর্ব্ব পৌরাণিকগণ এবং তাঁহাদিগের

পথাবলম্বী আমরাও সৃষ্টি-প্রলয়ের বোধ-সৌকার্য্যার্থে তাঁহার অহোরাত্র কল্পনা করিয়া লইয়াছি।”

প্রসন্নকুমার ঠাকুর, বাচস্পতি মিশ্রের বিবিধ চিন্তামণির অনুবাদে ভূমিকায়, পৃঃ, ২৮, লিখিয়াছেন, “ইহা বিচারক্রমে স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে, (আর ইহা প্রকৃত পক্ষে সর্ব্বসাধারণ মত) ভারতবর্ষে শত বর্ষ তিন পুরুষের জীবন শেষ প্রাপ্ত হয় ; কাজেই তেত্রিশ বর্ষ গড়ে ভারতবাসীর জীবন বা বার পুরুষ চারিশত বর্ষ যোগ ফলে আসিয়া পৌছায়।”

বাল্মীকি পরাশরের শিষ্য ছিলেন। ইহা কূর্ম্ম পুরাণ, উপরিভাগ, ১১ অঃ, পৃঃ ২৫৫, ব্যাস বলিতেছেন, “আমার পিতা সর্ব্বতত্ত্বদর্শী পরাশর মুনিও সনকের নিকট হইতে সেই পরম জ্ঞান লাভ করিয়াছেন এবং আমার পিতার নিকট হইতে বাল্মীকি উহা প্রাপ্ত হইয়াছেন।” ব্যাস বাল্মীকির শিষ্য ছিলেন। ইহা বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ, ২৯ অঃ, পৃঃ, ১১৬, বাল্মীকি বলিতেছেন, “আমি মহাত্মা ব্যাসকে কাব্য-বীজ উপদেশ দিব।” “ব্যাস, বাল্মীকির আশ্রমে থাকিলেন, বাল্মীকি বেদব্যাসকে সনাতন কাব্য-বীজ সাদরে উপদেশ দিলেন।”

মহাভারত, বনপর্ব্ব, ২৭৩ অঃ, পৃঃ, ৫৩৪, “যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ভগবন্! রাম কোন্ কুলে জন্মিয়াছিলেন? তাঁহার বীর্য্য ও পরাক্রম কিপ্রকার ছিল? রাবণই বা কাহার পুত্র এবং কি নিমিত্তই বা রামের সহিত তাহার শক্রতা হয়? এ সমস্ত বৃত্তান্ত আপনি আমার নিকট সম্যকরূপে বর্ণন করুন ; আমি অক্লিষ্ট কর্ম্মা রামের চরিত শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইতেছি। মার্কণ্ডেয় কহিলেন, হে রাজন্! রাম যে ভার্য্যার সহিত দুঃখ পাইয়াছিলেন, সেই পুরাতন ইতিহাসটি যেরূপে ঘটিয়াছিল, শ্রবণ কর।” এখানে বলা হইতেছে রাম-চরিত্র পুরাতন ইতিহাস।

মহাভারত, অনুশাসনপর্ব্ব, ১৮ অঃ, পৃঃ, ১৮৬০, “ভগবান্ বাল্মীকি যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিলেন, বেদ বিপরীত বাদ বিষয়ে সাগ্নিক মুনিগণ আমাকে ‘তুমি ব্রহ্মঘ্ন’ এই কথা বলিয়াছিলেন।” এখানে বাল্মীকি ও যুধিষ্ঠির সমসাময়িক বিখ্যাত লোক হইতেছেন। ঐ, দ্রোনপর্ব্ব, ১০৪ অঃ, পৃঃ, ১০৫৩, “যেমন পূর্ব্বকালে রাম-রাবনের যুদ্ধ হইয়াছিল।” ঐ, ঐ, ১৪১ অঃ, পৃঃ, ১০৯৯, “এ বিষয়ে পুরাকালীন মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণ ইতিহাসে এরূপ বর্ণিত

আছে।” এখানে মহাভারত রচনার সময় হইতে দূরতর পূর্ব্বকাল বুঝাইতেছে।

মহাভারত, আদিপর্ব্ব, অনুক্রমণিকা অঃ, পৃঃ ৩, ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর ব্যাসের তিন পুত্রেরা বৃদ্ধ হইয়া পরলোক প্রাপ্ত হইলে মহর্ষি বেদব্যাস মনুষ্যলোকে মহাভারত প্রচার করিলেন।”

বৃহদ্বল।

রামচন্দ্রের বংশাবলী বিভিন্ন পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। ঐ সকল গ্রন্থে তাঁহার সকল বংশধরের নামের ঐক্য নাই। ইহাতে অনুমান করা যায়, এক গ্রন্থকার সমুদয় পুরাণ লেখেন নাই। আর এই সকল পুরাণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ও নগরে লিখিত হইয়াছে, তাহাদের জনশ্রুতিও অনৈক্য ছিল। তাঁহার বংশধরের মধ্যে যিনি বিশেষরূপে বিখ্যাত হইয়াছিলেন, তাঁহার নাম তীর্থযাত্রী পর্য্যটক এক নগর হইতে অন্য নগরে লইয়া গিয়াছিলেন। যে গ্রন্থকার অধিক নাম সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার অকৃত্রিমতা পরীক্ষা করিবার কোন উপায় ছিল কি না বলা কঠিন। হইলেও হইতে পারে, তিনি অধিক পরিশ্রম করিয়া নাম সংগৃহীত করিয়াছেন; অথবা, নিজ গ্রন্থে অতিরিক্ত নাম থাকিলে ইহার মহত্ব বর্দ্ধিত হইবে বিবেচনা করিয়া তিনি কল্পনা-শক্তিকে প্রশ্রয় দিয়াছেন। রামচন্দ্রের পূর্ব্ব-পুরুষদিগের নাম সংক্রান্ত এইরূপ কমবেশ ও বিভিন্নতা দেখা যায়। পুরাণে বংশাবলীর বিভিন্নতার কারণ নানা গ্রন্থকার দ্বারা রচিত হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত, বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণও সমর্থন করে।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, ২৯ অঃ, পৃঃ, ১১৪—৬, “ঋষিগণ তমসাতীরে গিয়া বাল্মীকিকে দেখিলেন। মহর্ষি বাল্মীকিও পরাশর প্রভৃতি ঋষিগণকে দেখিয়া স্বাগত সম্ভাষণাদি করিলেন। বাল্মীকি বলিলেন, বেদব্যাস প্রথমে মহাভারত করিবেন, তৎপরে পরাশর বিষ্ণুপুরাণ করিবেন। আপনাদের কেহ লেখক, কেহ বক্তা, কেহ অর্থ-নিরূপয়িতা হইবেন। মনু অঙ্গিরা প্রভৃতি মুনিগণ সংহিতা রচনা করিবেন। মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরাঃ, যম, আপস্তম্ব, সম্বর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ এবং বসিষ্ঠ; ইহারা সংহিতা বা ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রবর্ত্তক হইবেন। ইহাঁদিগের মধ্যেও

কেহ কেহ বা শ্লোকার্থ-নির্ম্মাতা। অন্য ঋষিরাও স্বয়ং শাস্ত্রকর্ত্তা হউন। সকলেই স্ব স্ব মতানুসারে পবিত্র গ্রন্থ সকল প্রস্তুত করুন। আপনারা সকলে নিবৃত্ত হউন, স্ব স্ব গৃহে গমন করুন।”

এখানে যে সকল মুনির নাম বাল্মীকি উল্লেখ করিতেছেন তাঁহারা তাঁহার সমসাময়িক হইতেছেন, আর সংহিতা বা ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহ সমকাল সঞ্জাত হইতেছে।

লিঙ্গপুরাণ, পূর্ব্বভাগ, ৬৬ অঃ, পৃঃ, ৭৬, বর্ণিত হইয়াছে, “দশরথের ঔরসে বীর রাম, ভরত, লক্ষ্মণ এবং শত্রুঘ্ন উৎপন্ন হন। রাম সর্ব্বাপেক্ষা জ্যেষ্ঠ; রামের দুই পুত্র, কুশ ও লব। কুশ হইতে অতিথির উৎপত্তি। অতিথির পুত্র নিষধ। নল নিষধের ঔরসে উৎপন্ন। নলের পুত্র নভাঃ। নভার পুত্র পুণ্ডরীক। পুণ্ডরীকের পুত্র ক্ষেমধন্বা। বীর দেবানীক তাঁহার পুত্র। দেবানীকের পুত্র অহীনর। তাঁহার পুত্র সহস্রাশ্ব। সহস্রাশ্বের পুত্র শুভ এবং চন্দ্রাবলোক। চন্দ্রাবলোকের পুত্র তারাপীড়। চন্দ্রগিরি তারাপীড়ের পুত্র। চন্দ্রগিরির পুত্র ভানুচন্দ্র। শ্রুতায়ু ভানুচন্দ্রের পুত্র। ভানুচন্দ্রের আর এক পুত্র বৃহদ্বল। এই মহাতেজা বৃহদ্বল ভারত যুদ্ধে সুভদ্রা নন্দন অভিমন্যু কর্ত্তৃক নিহত হন। ইক্ষ্বাকু বংশীয়গণ, প্রায় সকলেই রাজা। তন্মধ্যে ইহারা বংশ প্রধান। প্রাধান্য প্রযুক্ত ইহাঁদিগের নাম কীর্ত্তিত হইল।” অতএব, লিঙ্গপুরাণ বর্ণিত রামচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার অধস্তন ষোড়ষ সন্তান-সন্ততির সময়ে ভারত যুদ্ধ ঘটিয়াছিল, অর্থাৎ তৎকালে পাঁচশতের অধিক বর্ষ গত।

শ্রীমদ্ভাগবত, ৯ স্কন্ধে, ১২ অঃ, পৃঃ ৪৬৮—৯, শ্রীরাম তনয় কুশের বংশ বিবরণ লিখিত হইয়াছে, “শ্রীরাম তনয় কুশের পুত্র অতিথি; অতিথির পুত্র নিষধ। তাঁহার পুত্র নভ; নভের পুত্র পুণ্ডরীক; পুণ্ডরীকের পুত্র ক্ষেমধন্বা; ক্ষেমধন্বার পুত্র দেবানীক; দেবানীকের পুত্র হীন; হীনের পুত্র পারিযাত্র; পারিযাত্রের পুত্র বলস্থল; বলস্থলের পুত্র বজ্রনাভ। বজ্রনাভের পুত্র সগণ, তাহার সুত বিবৃতি। ঐ বিবৃতি হইতে হিরণ্যনাভের উৎপত্তি হয়। ইনি জৈমিনির শিষ্য এবং যোগাচার্য্য ছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি, ইহার নিকট সেই অধ্যাত্ম যোগ অভ্যাস করিয়াছিলেন। হিরণ্যনাভের পুত্র পুষ্প; পুষ্পের পুত্র ধ্রুবসন্ধি। ধ্রুবসন্ধির পুত্র সুদর্শন; সুদর্শনের পুত্র অগ্নিবর্ণ; তাঁহার পুত্র শীঘ্র; শীঘ্রের পুত্র মরু। মরুর পুত্র প্রসুশ্রুত; প্রসুশ্রুতের পুত্র সন্ধি; সন্ধির

পুত্র অঘমর্ষণ, অঘমর্ষণের পুত্র মহস্বান্; মহস্বানের পুত্র বিশ্ববাহু; তাঁহার পুত্র প্রসেনজিৎ; তাহা হইতেই তক্ষক উৎপন্ন হয়। তক্ষকের পুত্র বৃহদ্বল। ইনি তোমার (রাজা পরীক্ষিৎ) পিতা অভিমন্যুর হস্তে নিহত হন্।

বৃহদ্বলের পুত্র বৃহদ্রণ; বৎসবৃদ্ধ তাঁহার পুত্র; বৎসবৃদ্ধের পুত্র প্রতিব্যোম; তাহার পুত্র ভানু; তাহার পুত্র দিবাকর; তাহার তনয় সহদেব; তাহার পুত্র বৃহদশ্ব; তাহার পুত্র ভানুমান্; তাহার পুত্র প্রতীকাশ্ব; তাহার পুত্র সুপ্রতীক। তাহার পুত্র মরুদেব; তৎপরে সুনক্ষত্র; তাহার পুত্র পুষ্কর; তাহার পুত্র অন্তরীক্ষ; তাহার পুত্র সুতপা; তাহার পুত্র অমিত্রজিৎ। তাহার পুত্র বৃহদ্রাজ; তাহার পুত্র বর্হি; তাহার পুত্র কৃতঞ্জয়; তাহার পুত্র রণঞ্জয়; তাহার পুত্র সঞ্জয়। তাহার সুত শাক্য; তাহার পুত্র শুদ্ধোদ; তাহার পুত্র লঙ্গিল। তাহার পুত্র প্রসেনজিৎ; তাহার পুত্র ক্ষুদ্রক; তাহার পুত্র সুমিত্র। ইহারা বৃহদ্বলের বংশ। ইক্ষ্বাকুবংশ সুমিত্রান্ত।"

এই পুরাণে শুদ্ধোদনকে শুদ্ধোদ, আর রাহুলকে লঙ্গিল বলা হইয়াছে। শাক্য শুদ্ধোদনের পুত্রকে পিতা আর শাক্যের পুত্রের নাম ভুল বলা হইয়াছে। ইহা হস্ত-লিখিত পুথীর ভ্রম-প্রমাদ ছাপায় প্রকটিত হইয়াছে।

এখানে বৃহদ্বল রাম হইতে ঊনত্রিংশ পর্য্যায়। অর্থাৎ তৎকালে রামের মৃত্যুর নয় শতের অধিক বৎসর গত হইলে ভারতযুদ্ধ ঘটিয়াছিল। এই অধ্যায়ে বৃহদ্বলের অধস্তন সাতাশ সন্তান-সন্ততির নাম উল্লেখ আছে। এই সকল নাম হয় পরে অন্তর্নিবিষ্ট করা হইয়াছে, না হয় এই অধ্যায় বৃহদ্বলের অধস্তন সাতাশ সন্তান-সন্ততির সময় রচিত হইয়াছে। এরূপ স্থলে এইটী নয়শত বৎসর বাল্মীকির পরবর্ত্তী কালের রচনা বলা যাইতে পারে। তাহা হইলে শ্রীমদ্ভাগবত খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দে রচিত হইয়াছে।

পদ্ম পুরাণ, সৃষ্টি খণ্ড, ৮ অঃ, পৃঃ, ৬৭—৮, "দশরথের চারিপুত্র, ইহাদের মধ্যে রাম জেষ্ঠ। রামের পুত্র কুশ। কুশের পুত্র অতিথি, তৎপুত্র নিষধ, তৎপুত্র নল, নলের পুত্র নভঃ। নভের পুত্র পুণ্ডরীক, তৎপুত্র ক্ষেমধন্বা। ক্ষেমধন্বার পুত্র দেবানীক, তৎপুত্র অহীনগু, তৎপুত্র সহস্রাশ্ব। সহস্রাশ্বের পুত্র চন্দ্রাবলোক, তৎপুত্র তারাপীড়, তৎপুত্র চন্দ্রগিরি, তাহার পুত্র চন্দ্র। চন্দ্রের পুত্র শ্রুতায়ু; এই শ্রুতায়ু ভারতযুদ্ধে নিহত হন। ইহার বংশে দুইজন নল

জন্মগ্রহণ করেন; একজন বীরসেন-পুত্র অপর জন নিষধাধ্বজ।” এখানে শ্রুতায়ু রাম হইতে যোড়শ অধস্তন। আর্থাৎ তৎকালে রামের মৃত্যুর পাঁচ শতের অধিক বৎসর গত হইলে ভারত যুদ্ধ ঘটিয়াছিল।

মহাভারত, বনপর্ব্ব, ৫২, অঃ পৃঃ ৩৩১, “নিষধ দেশে বীরসেন নামে প্রসিদ্ধ এক মহীপতি ছিলেন। তাঁহার নল নামে এক পুত্র ছিল।”

ঐ, ঐ, ৫৩ অঃ, পৃ, ৩৩১, “ভীমনামে এক ভূমিপতি বিদর্ভ দেশের অধিপতি ছিলেন। তিনি দময়ন্তী নাম্নী এক কন্যা লাভ করেন।”

ঐ. ঐ, ৫৭ অঃ, পৃঃ ৩৩৪, “দময়ন্তী নলকে পতিত্বে বরণ করেন।”

বায়ুপুরাণ, ৮৮ অঃ পৃঃ, ৫৩৮—৯, “শ্রীরামের দুই পুত্র—কুশ ও লব। কুশের রাজ্যের নাম কোশলা এবং পুরী কুশস্থলী; এই স্থান বিন্ধ্য-পর্ব্বতের দ্বারদেশে অবস্থিত; উত্তর কোশলের অধিপতি লব, ইহার পুরী শ্রাবস্তী। কুশের পুত্র অতিথি, তৎপুত্র নিষধ, নিষধের পুত্র নল, তৎপুত্র নভ, তৎপুত্র পুণ্ডরীক, তাহার তনয় সোমধন্বা; সোমধন্বার পুত্র দেবানীক, ইহাঁর পুত্র অহীনস্ত, অহীনস্তের তনয় পারিযাত্র, তৎপুত্র দল, তাঁহা হইতে বল, বলের পুত্র ঔক; ঔকের পুত্র রজনাভ; তৎপুত্র শঙ্খন, তৎপুত্র ব্যুষিতাশ্ব, ব্যুষিতাশ্বের তনয় বিশ্বসহ, বিশ্বসহের পুত্র হিরণ্যনাভ কৌশল্য, তৎপুত্র বশিষ্ঠ। ইনি মহামুনি জৈমিনি পৌত্রের শিষ্য। ধীমান যাজ্ঞবাল্ক্য ইহাঁর নিকট হইতে যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। বশিষ্ঠ পুত্র পুষ্য, তৎপুত্র ধ্রুবসন্ধি, তৎপুত্র সুদর্শন, সুদর্শন হইতে অগ্নিবর্ণ; অগ্নিবর্ণের পুত্র শীঘ্র, তৎপুত্র মনু, মনুর পুত্র প্রসুশ্রুত, তৎপুত্র সুগন্ধি; তৎপুত্র মর্ষ; ইনি সহস্বান্ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। সহস্বানের পুত্র বিশ্রুবান্, তৎপুত্র রাজা বৃহদ্বল, বংশের মধ্যে যাঁহারা প্রধান, তাহাদের নাম কথিত হইল।” এখানে রামচন্দ্র হইতে বৃহদ্বল একত্রিংশ সন্তান-সন্ততি। অর্থাৎ তৎকালে রামের স্বর্গারোহণের এক সহস্রের অধিক বর্ষ গত হইলে ভারতযুদ্ধ ঘটিয়াছিল।

ঐ, ঐ, ৯৯ অঃ, পৃঃ, ৬৩৮—৯, “বৃহদ্রথের (বৃহদ্বলের) পুত্র বৃহৎক্ষয়; তৎপুত্র ক্ষয়; তৎপুত্র বৎস্যব্যূহ; তৎপুত্র প্রতিব্যূহ; তৎপুত্র দিবাকর; দিবাকরের পুত্র সহদেব; সহদেবের পুত্র বৃহদশ্ব; তৎপুত্র ভানুরথ; তৎপুত্র প্রতীতাশ্ব; তৎপুত্র সুপ্রতীত; তৎপুত্র সহদেব; তৎপুত্র সুনক্ষত্র; তৎপুত্র

কিন্নর; কিন্নরের পুত্র অন্তরিক্ষ; তৎপুত্র সুপর্ণ; তৎপুত্র অমিত্রজিৎ; তাঁহার পুত্র ভরদ্বাজ; ভরদ্বাজের পুত্র ধর্ম্মী; তৎপুত্র কৃতঞ্জয়; তৎপুত্র ব্রাত; ব্রাতের পুত্র রণঞ্জয়; তৎপুত্র সঞ্জয়; সঞ্জয়ের পুত্র শাক্য; শাক্য হইতে শুদ্ধোদনের আবির্ভাব। শুদ্ধোদনের পর রাহুল; তৎপরবর্ত্তী রাজা প্রসেনজিৎ; তদনন্তর ক্ষুদ্রক; তাহার পর কুলিক; তৎ পশ্চাৎ সুরথ এবং তাহার অবসানে সুমিত্র। সুমিত্র পর্য্যন্ত এই (ইক্ষ্বাকু) বংশের বিস্তৃত।" এই পুরাণে বৃহদ্বল হইতে সুমিত্র একত্রিংশ অধস্তন, অর্থাৎ দশ শতের অধিক বৎসর তখন গত হইয়াছে। অতএব, খ্রীষ্টাব্দের তিন শত বৎসর অতীত হইলে পর এই পুরাণ রচিত হইয়াছিল। শাক্য শুদ্ধোদনের পুত্র, তৎপুত্র রাহুল; এখানে পিতাপুত্রে সম্বন্ধে ভুল হইয়াছে। যে হস্তলিখিত পুথী দৃষ্টে ইহা মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে এই ভ্রম-প্রমাদ ঘটিয়াছে।

মৎস্যপুরাণ, ২৭১, অঃ, পৃঃ ৯৩১, "বৃহদ্বলের দায়াদ উরুক্ষয়। তৎপুত্র বৎসদ্রোহ; তৎপুত্র—প্রতিব্যোম; তৎপুত্র—দিবাকর; এই মহাত্মারই মধ্যদেশে অযোধ্যা নাম্নী নগরী ছিল। দিবাকর পুত্র—সহদেব; তৎপুত্র ধ্রুবাশ্ব; তৎপুত্র ভাব্য; তৎপুত্র—মরুদেব; তৎপুত্র—সুনক্ষত্র; তৎপুত্র—কিন্নরাশ্ব; তৎপুত্র—অন্তরীক্ষ; তৎপুত্র—সুমিত্র ও সুষেণ; সুমিত্র-তনয়—বৃহদ্রাজ; তৎপুত্র—কৃতঞ্জয়। তৎপুত্র রণঞ্জয়, তৎপুত্র—সঞ্জয়; তৎপুত্র—শাক্য; তৎপুত্র—শুদ্ধোদন; তৎপুত্র সিদ্ধার্থ; তৎপুত্র প্রসেনজিৎ; তৎপুত্র ক্ষুদ্রক, তৎপুত্র—কুনক; তৎপুত্র—সুরথ; তৎপুত্র—সুমিত্র। এতদ্ব্যতীত আর বহু রাজা এই সূর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন।"

এই পুরাণে বৃহদ্বল হইতে সুমিত্র সপ্তবিংশ অধস্তন, অর্থাৎ নয় শত বৎসর গত হইয়াছে। অতএব খ্রীষ্টাব্দের প্রায় দুইশত একুশ বৎসর অতীত হইলে মৎস্য পুরাণ রচিত হইয়াছে। শাক্য শুদ্ধোদনের পুত্র। এখানে পিতা পুত্র সম্বন্ধে ভুল হইয়াছে। যে হস্তলিখিত পুথী দৃষ্টে এই পুরাণ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে এই ভ্রমপ্রমাদ ঘটিয়াছে।

কূর্ম্মপুরাণ, পূর্ব্বভাগ, ২১ অঃ, পৃঃ ১১৩, "রামচন্দ্রের দুই পুত্র লব এবং কুশ। কুশের পুত্র অতিথি, অতিথির পুত্র নিষধ, নিষধের পুত্র নল এবং নলের পুত্র নভা। নভার পুত্র পুণ্ডরীকাক্ষ, পুণ্ডরীকাক্ষের পুত্র ক্ষেমধন্বা। ক্ষেমধন্বার পুত্র দেবানীক। দেবানীকের পুত্র অহীনগু, তাঁহার পুত্র মহস্বান্, মহস্বানের

পুত্র চন্দ্রাবলোক, চন্দ্রাবলোকের পুত্র তারাপীড়, তারাপীড়ের পুত্র চন্দ্রগিরি, চন্দ্রগিরির পুত্র ভানুবিত্ত এবং ভানুবিত্তের পুত্র শ্রুতায়ু। ইহারা সকলেই ইক্ষ্বাকু-বংশ সমুদ্ভব।" এখানে রামচন্দ্র হইতে শ্রুতায়ু ষোড়শ পর্য্যায়।

ব্রহ্মপুরাণ, ৮অঃ, পৃঃ, ৫০, "রামের পুত্র কুশ। তৎপুত্র অতিথি। তৎপুত্র নিষধ। তৎপুত্র নল। তৎপুত্র নভ। নভের পুত্র পুণ্ডরীক। পুণ্ডরীকের পুত্র ক্ষেমধন্বা। তৎপুত্র দেবানীক। তৎপুত্র অহীনগু। তৎপুত্র রাজা সুধন্বা। তৎপুত্র শল। শলের পুত্র উক্য। তৎপুত্র বজ্রনাভ। বজ্রনাভের পুত্র নল। পুরাণ প্রস্তাবে নল নামে দুইজন রাজা বিখ্যাত ছিলেন। যিনি এক্ষণে ইক্ষ্বাকু-কুলের বংশধর, তিনি এবং অপর জন বীরসেনের পুত্র।" ঐ, ২৪৬ অঃ, পৃঃ, ১০০৯, "দেবতুল্য ব্রহ্মাখ্য আদ্য পুরাণ।" ইহার আদিমত্ব প্রকৃত প্রমাণে সাব্যস্ত হইতেছে। অন্যান্য পুরাণে নলের পরবর্ত্তী সন্তান-সন্ততির উল্লেখ আছে। ইহাতে নল নামে সমাপ্ত। নল রামচন্দ্র হইতে এই পুরাণে চতুর্দ্দশ অধস্তন। অপিচ, "এক্ষণে" শব্দ প্রয়োগে নলের রাজত্ব কালে ইহা লিখিত হইয়াছিল। আর বঙ্গবাসীর প্রেস সেই লুপ্ত পুরাণ প্রকাশ করিয়াছে।

হরিবংশ, ১৫ অঃ, পৃঃ, ১৯, "রামের তনয় কুশ, কুশের পুত্র অতিথি, তাঁহার আত্মজ নিষধ, নিষধের পুত্র নল, নলের পুত্র নভ। নভের পুত্র পুণ্ডরীক, তাঁহার সুত ক্ষেমধন্বা, ক্ষেমধন্বার তনয় দেবানীক, দেবানীকের তনয় অহীনগু, তাঁহার দায়াদ সুধন্বা, সুধন্বার পুত্র অনল। অনলের পুত্র উক্‌থ, উক্‌থের আত্মজ বজ্রনাভ, তাঁহার পুত্র শঙ্খ, তিনি ব্যুষিতাশ্ব নামে বিখ্যাত। তাঁহার পুত্র পুষ্প, তাঁহার তনয় অর্থসিদ্ধি; তাঁহার পুত্র সুদর্শন, সুদর্শনের পুত্র অগ্নিবর্ণ, অগ্নিবর্ণের পুত্র শীঘ্র, শীঘ্রের পুত্র মরু, মরুর পুত্র বৃহদ্বল। পুরাণে নল নামে দুইজন নৃপতি বিখ্যাত, তন্মধ্যে একজন বীরসেন ভূপতির পুত্র, দ্বিতীয় ইক্ষ্বাকু-কুলধুরন্ধর।" এই সমুদয় অপরিমিত তেজঃশালী ব্যক্তিগণ সূর্য্যবংশে রাজা ছিলেন।" এখানে রামের দ্বাবিংশ অধস্তন বৃহদল।

বিষ্ণু পুরাণ, ৪ অংশ, ৪, অঃ, পৃঃ, ১৪৬, "রামের পুত্র কুশ ও লব, কুশের পুত্র অতিথি, অতিথির পুত্র নিষধ, নিষধের পুত্র নল, তৎপুত্র নভঃ, নভের পুত্র পুণ্ডরীক, তৎপুত্র ক্ষেমধন্বা, তৎপুত্র দেবানীক। তৎপুত্র অহীনগু। তৎ-পুত্র রূপ। তৎপুত্র রুরু। তৎপুত্র পারিপাত্র, তৎপুত্র দল, তৎপুত্র ছল,

তৎপুত্র উকৃথ। তৎপুত্র বজ্রনাভ, তৎপুত্র শঙ্খনাভ, তৎপুত্র ব্যুথিতাশ্ব, তৎপুত্র বিশ্বসহ, তৎপুত্র জৈমিনি শিষ্য হিরণ্যনাভ, এই হিরণ্যনাভের নিকট যাজ্ঞবল্ক্য যোগ শিক্ষা করেন। হিরণ্যনাভের পুত্র পুষ্য, তৎপুত্র ধ্রুবসন্ধি, তৎপুত্র সুদর্শন, তৎপুত্র অগ্নিবর্ণ। তৎপুত্র শীঘ্র, শীঘ্রের পুত্র মরু। মরুর পুত্র প্রসুশ্রুত, তৎপুত্র সুগন্ধি. তৎপুত্র অমর্ষ, তৎপুত্র মহস্বান্. তৎপুত্র বিশ্রুতবান্, তৎপুত্র বৃহদ্বল, ভারত যুদ্ধে অভিমন্যু এই বৃহদ্বলকে বিনাশ করিয়াছে।”

ঐ, ঐ ২২ অ:, পৃ:, ১৯০, “পরাশর কহিলেন—“অতঃপর ইক্ষাকুবংশী ভবিষ্য ভূপালগণের বিষয় বলিব। বৃহদ্বলের বৃহৎক্ষণ নামে এক পুত্র হইবে। তৎপুত্র গুরুক্ষেপ, তৎপুত্র বৎস, বৎসের পুত্র বৎসব্যূহ, তৎপুত্র প্রতিব্যোম, তৎপুত্র দিবাকার, তৎপুত্র সহদেব। তৎপুত্র বৃহদশ্ব, তৎপুত্র ভানুরথ, তৎপুত্র সুপ্রতীক, তৎপুত্র মরুদেব, মরুদেবের পুত্র সুনক্ষত্র, তৎপুত্র কিন্নর, কিন্নরের পুত্র অন্তরিক্ষ, তৎপুত্র সুবর্ণ, তৎপুত্র অমিত্রজিৎ, তৎপুত্র বৃহদ্রাজ, তৎপুত্র ধর্ম্মী, ধর্ম্মীর পুত্র কৃতঞ্জয়, কৃতঞ্জয়ের পুত্র রণঞ্জয়, রণঞ্জয়ের পুত্র সঞ্জয়, তৎপুত্র শাক্য, শাক্যের পুত্র ক্রুদ্ধোদন, তৎপুত্র রাতুল, তৎপুত্র প্রসেনজিৎ, তৎপুত্র ক্ষুদ্রক. তৎপুত্র কুণ্ডক, তৎপুত্র সুরথ, তৎপুত্র সুমিত্র; এই ইহাঁরাই ইক্ষ্বাকুবংশীয় বৃহদ্বলের সন্ততিভূপতিগণ হইবেন। এই বংশ সম্বন্ধে একটি শ্লোক আছে; যথা—“এই প্রসিদ্ধ ইক্ষ্বাকুবংশ সুমিত্র পর্য্যন্তই; কারণ ইক্ষ্বাকুবংশ সুমিত্র নামক রাজাকে পাইয়া কলিযুগে সমাপ্তি লাভ করিবে।”

পরাশর তৎকালীন প্রথা অনুযায়ী ভবিষ্য-ভাষণাত্মক বর্ণনা করিয়াছেন। এখানে বৃহদ্বল হইতে সুমিত্র ত্রিংশত্তম পর্য্যায়, অর্থাৎ বৃহদ্বলের মৃত্যুর পর, দশ শত বৎসর অতীত হইয়াছে। গণনায় খ্রীষ্টাব্দের তিন শত বৎসর আইসে। আর এই অধ্যায় যদ্যপি প্রক্ষিপ্ত না হয়, তাহা হইলে খ্রীষ্টাব্দের তিন শত বৎসর পরে বিষ্ণুপুরাণ রচনা হইয়াছে। শুদ্ধোদনকে ক্রুদ্ধোদন আর রাহুলকে রাতুল ভুল হইয়াছে। শাক্য শুদ্ধোদনের পুত্র আর রাহুল শাক্যের পুত্র। এখানে পিতা পুত্র সম্বন্ধে ভুল হইয়াছে। যে হস্ত-লিখিত-পুথী দৃষ্টে এই বিষ্ণু-পুরাণ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে এই সকল ভ্রম-প্রমাদ ঘটীয়াছে।

এখানে বৃহদ্বল রাম হইতে একবিংশ অধস্তন। অতএব, রামের স্বর্গারোহণের এক সহস্রাধিক বৎসর পরে ভারতযুদ্ধ হইয়াছিল।

মহাভারত, ভীষ্ম পর্ব্ব, ১১৩ অঃ, পৃঃ, ৯৫০, "কোশলরাজ বৃহদ্বল অর্জ্জুন পুত্র অভিমন্যুকে পঞ্চশরে বিদ্ধ করিয়া পুনর্ব্বার সন্নতপর্ব্ব বিংশতি শরে বিদ্ধ করিলেন। তৎপরে অভিমন্যু কোশলেন্দ্রকে অষ্টশরে বিদ্ধ করিয়া প্রকম্পিত করিতে না পারিয়া পুনর্ব্বার শরনিকরে বিদ্ধ করিলেন এবং পুনঃর্ব্বার কোশলনাথের ধনুক ছেদন করিয়া কঙ্ক পত্র সংযুক্ত ত্রিংশৎ শরে তাঁহাকে সমাহত করিলেন।" এক গণনায় বৃহদ্বল রামের দ্বাবিংশ অধস্তন। অতএব, মহাভারতের তুমুল যুদ্ধ রামের মৃত্যুর সাত শতের অধিক বৎসর পরে ঘটিয়াছিল।

বিষ্ণু পুরাণ, ৪ অংশ, ২৪ অঃ, পৃঃ, ১৯৭, "পরাশর কহিলেন—হে মৈত্রেয়! পরম নিষ্ঠবান্ ইক্ষ্বাকু, জহ্নু, মান্ধাতা, সগর, অবিক্ষিত ও রঘুবংশীয় এবং যযাতি নহুষ প্রভৃতি মহাবল ও বীর্য্যশালী, অনন্তধনাধিকারী, বলবান্ কালের প্রভাবে ইদানীং কথামাত্র শেষ।"

কোন ঘটনা শত শত বর্ষ অতীত হইলে, পরে বহু অসত্য ও অল্প সত্য মিশ্রিত প্রবন্ধে পরিণত হয়, যাহাকে জনশ্রুতি প্রবাদ কহে। পরাশরের সময়ে রঘুবংশ প্রাচীন কাহিনী পদবি প্রাপ্ত হইয়াছিল। অতি পূর্ব্বকালের ঘটনা বলিয়া, বিভিন্ন পুরাণে রামচন্দ্রের বংশাবলীর ঐক্য নাই। এরূপ স্থলে কোন পুরাণের বিবরণ গ্রাহ্য স্থির করা দুরূহ। তবে যে সকল নাম তাহাদের মধ্যে সার্ব্বজনিক অথবা অধিকাংশ সংখ্যায় পাওয়া যায় তাহা গ্রহণ করিয়া, অবশিষ্ট নাম পরিত্যাগ আর নয় জনের নাম নির্ব্বাচন করিলে ভারত-যুদ্ধের সময় বৃহদ্বল আসিতে পারে। এই নির্ব্বাচন অধস্তন বৃহদ্বল হইতে পূর্ব্ব-পুরুষ গণনা করিতে হইবে।

সূর্য্য উপাসনা

রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড, ১০৬ সর্গ, পৃঃ, ১৮৯, "রঘুনন্দনকে এবং রাবণকে যুদ্ধার্থ সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া অগস্ত্য রামচন্দ্রের সমীপে আগমন করতঃ কহিলেন;—হে রাম! যদ্দ্বারা তুমি এই শত্রুগণকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে, আমি তদ্বিষয়ক একটী সনাতন অতি গোপনীয় আদিত্য হৃদয় নামক

স্তব বলিতেছি, শ্রবণ কর। রঘুনন্দন তিনবার আচমন ও আদিত্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া এই উত্তম স্তব পাঠ করিলেন।"

দুর্গাপূজা

দেবী-ভাগবত, ৩ স্কন্ধ, ২৫ অঃ, পৃঃ, ১৫০-২ "বেদব্যাস কহিলেন, নৃপবর সুদর্শন এইরূপে অযোধ্যায় গমনপূর্ব্বক সুহৃদবর্গের সহিত রাজগৃহে প্রবেশ করিলেন। পূর্ব্বে মনোরমা যে সুরম্য ভবনে বাস করিতেন, তথায় যাইয়া সমুদয় মন্ত্রিগণকে ডাকাইলেন. এবং দৈবজ্ঞগণকে শুভদিন ও শুভ মুহূর্ত্তের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, মন্ত্রিগণ! আমি অগ্রে মনোরম স্বর্ণসিংহাসন নির্ম্মাণ করাইয়া, তাহাতে দেবী জগদম্বিকাকে স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিব। নৃপতি সুদর্শন এইরূপ কহিলে, মন্ত্রিগণ রাজার আদেশ অনুসারে শিল্পিগণ দ্বারা এক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইলেন, পরে ভূপতি দেব প্রতিমা নির্ম্মাণ করাইয়া, প্রাসাদ-মধ্যে সিংহাসনে দেবীর প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তৎপ্রতিষ্ঠিতা দেবীও সেই সুদর্শন, সেই কোশল দেশে অতিশয়-বিখ্যাত হইলেন। এদিকে নৃপতি সুবাহুও কাশীধামে দেবীর মন্দির-নির্ম্মাণপূর্ব্বক তন্মধ্যে দুর্গা প্রতিমা স্থাপন করাইলে, তত্রত্য জনগণ বিশ্বেশ্বরের ন্যায় তাঁহারও যথাবিধি পূজা করিতে লাগিল। তদবধি ভারতীয় সমুদয় মানবই দেবী আদ্যাশক্তির প্রতি ভক্তিযুক্ত হইয়া, যথাবিধি দেবীর পূজা, হোম ও যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইল।"

মুল রামায়ণে রাবণ বধের জন্য দুর্গাপূজার কোন উল্লেখ নাই। হরিবংশ অনুসারে, সুদর্শন রামের অষ্টাদশ অধস্তন পুরুষ। অর্থাৎ রামচন্দ্রের স্বর্গারোহণের প্রায় ছয় শত বৎসর পরে. তিনি প্রথমে অযোধ্যায় দেবীর পূজা প্রবর্ত্তন করেন। তারপরে এককালে কাশী ও ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে দুর্গাপূজা প্রচলিত প্রথা হইল।

শত্রুঘ্ন ও উগ্রসেন

হরিবংশ, ৫৪ অঃ, পৃঃ ৭০-১, "বসুধাতলে মথুরা নামে এক নগরী আছে, তাহা যমুনাতীরে সন্নিবিষ্টা। মধু নামে এক মহান দানব ছিল; মথুরা নগরীতে তাহার মহাসমৃদ্ধি ছিল; ঘোরতর মধুবন যে স্থানে সে পুরাকালে বসতি করিত। লবণ নামক দানব সেই মধুর পুত্র ছিল। অযোধ্যা নগরীতে দাশরথি রাম রাজ্য

শাসন করিতে থাকিলে, লবণ রামের নিকট পরুষভাষী এক দূতকে প্রেরণ করিল। সে কহিল, হে রাম! তুমি যে স্ত্রীর নিমিত্ত রাবণকে সংহার করিয়াছ আমি তোমার সেই কর্ম্মকে মহৎ ও উপযুক্ত বিবেচনা করি না; অতএব তুমি সমরে সমর্থ, অদ্য আমার সহিত যুদ্ধ কর।

রাম সেই দূতের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন আমার অনুজ ভ্রাতা শত্রুঘ্ন সমরে সেই দৈত্যের প্রতীকার করিবেন। সেই দূত শত্রুঘ্নের সহিত গমন করিল। শত্রুঘ্নের সহিত লবণ দানবের সংগ্রাম আরম্ভ হইল। শত্রুঘ্ন তখন খড়্গ দ্বারা লবণের মস্তক ছেদন করিলেন ও সেই দৈত্যের বন ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তথায় পুরী নির্ম্মানপূর্ব্বক বাস করিতে অভিলাষ করিলেন। সেই মধুবন নামক স্থানে শত্রুঘ্ন পুরাকালে মথুরা নামে পুরী সৃজন করিয়াছিলেন। সেই নগরীতে ভোজ-কুলোদ্ভব রাজা শূরসেন রাজ্যাধিকারী ছিলেন; তিনি উগ্রসেন নামে বিখ্যাত।"

অধ্যাত্ম-রামায়ণ, (ব্রহ্মাণ্ড পুরাণান্তর্গত) উত্তর কাণ্ডে, ৬ অঃ, পৃঃ, ৩১০-১, "মধু নামে এক দৈত্য ছিল। কুম্ভীনসী নাম্নী রাবণের অনুজা তাহার ভার্য্যা ছিল। লবণ নামে রাক্ষস সেই কুম্ভীনসীর গর্ভে উৎপন্ন। সে দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের হিংসা করিত। রাম, তাহা শুনিয়া শত্রুঘ্নকে বলিলেন,—আমি আজই তোমাকে মথুরা রাজ্য দিবার জন্য অভিষিক্ত করিব। শত্রুঘ্ন অনিচ্ছুক হইলেও তাঁহাকে অভিষিক্ত করিলেন। রাম তাঁহাকে বলিয়া দিলেন,—সেই লবণকে বধ করিয়া সেই মধু নামক বনে নগর স্থাপনপূর্ব্বক আমার আদেশে তুমি তথায় থাকিও। রাম যেরূপ বলিয়া দিয়াছিলেন, শত্রুঘ্নও তাহা করিলেন, এবং মধুতনয়কে নিহত করিয়া, তথায় মথুরাপুরী স্থাপন করিলেন।" ঐ, ঐ, ৯ অঃ, পৃঃ ৩২৫-৬, "শত্রুঘ্ন, পুত্রদ্বয়কে, আহ্বানপূর্ব্বক সুবাহুকে মথুরা নগর এবং যূপকেতুকে বিদিশা নগরে অভিষিক্ত করিলেন। তৎপরে তিনি স্বয়ং রাম দর্শনাভিলাষে দ্রুতগতি অযোধ্যা গমন করিলেন; এবং গিয়া মহাত্মা রামকে অবলোকন করিলেন।"

বিষ্ণুপুরাণ, ৪ অংশ, ৪ অঃ, পৃঃ, ১৪৬, "শত্রুঘ্ন মধুপুত্র লবনকে হনন পূর্ব্বক মথুরা নামে একটি পুরী স্থাপন করিলেন। শত্রুঘ্নের পুত্র সুবাহু ও শূরসেন।"

দেবী ভাগবত, ৪ স্কন্ধ, ২০ অঃ, পৃঃ, ২১১, "যমুনার পুলিনে মধুবন নামে এক বন ছিল। মধুপুত্র লবন নামে এক দানব তথায় বাস করিত। পরে লক্ষ্মণের অনুজ শত্রুঘ্ন উহাকে বধ করেন। শত্রুঘ্ন ঐ দানবকে নিহত করিয়া সেই মধু বনে মথুরা নামে এক পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেই শত্রুঘ্ন সেই রাজ্যে দুই পুত্রকে অভিষিক্ত করিয়া মৃত্যু সময় উপস্থিত হইলে, স্বদেশে গিয়াছিলেন। পরে সূর্য্য বংশের অবসাদ ঘটিলে, যযাতি কুলোৎপন্ন যাদব সেই মথুরা নগরী অধিকার করিলেন। শূরসেন নামক এক নরপতি তথায় রাজা হইয়া মথুরা ভোগ করিতে লাগিলেন। সেই শূরসেনের বসুদেব নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তৎপরে উগ্রসেন তথাকার রাজা হন। কিছুদিন পরে উগ্রসেনের ঔরসে কংস নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়।"

স্কন্দ-পুরাণ, বিষ্ণুখণ্ড, শ্রীভাগবত-মাহাত্ম্য, ১ অঃ, পৃঃ, ১২৮৩, "রাজা যুধিষ্ঠির বজ্রকে সমৃদ্ধ মথুরা দেশে অভিষিক্ত করিয়া গমন করিলেন।"

হরিবংশ রচনার সময়ে উগ্রসেন মথুরার রাজা বর্ণিত হইয়াছে। উগ্রসেনের বংশাবলী হরিবংশ, ৩৭ অঃ, পৃঃ, ৪৬-৭, লিখিত, "সাত্ত্বতের পুত্র অন্ধক। অন্ধক হইতে কুকুর, কুকুরের সুত ধৃষ্ণু, ধৃষ্ণুর তনয় কপোতরোমা, তাহার পুত্র তিত্তিরি, তাঁহা হইতে পুনর্ব্বসু জন্মগ্রহণ করেন। পুনর্ব্বসু হইতে অভিজিৎ জন্মেন, অভিজিতের পুত্রের নাম আহুক। আহুকের দুই পুত্র হইয়াছিল; তাঁহাদের নাম দেবক ও উগ্রসেন। দেবকের সাত কন্যা ছিলেন, সেই সকল কন্যা বসুদেবকে দান করেন, তাঁহাদিগের নাম দেবকী ইত্যাদি। উগ্রসেনের নয় পুত্র, তাহাদিগের মধ্যে কংশ অগ্রজ।" ঐ, ৩৫ অঃ, পৃঃ, ৪৫, "বসুদেব হইতে দেবকীর গর্ভে শৌরি (বাসুদেব) জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন।"

সাত্বত হইতে উগ্রসেন একাদশ অধস্তন। ইনি হরিবংশ রচনার সময় মথুরা রাজ্যাধিকারী ছিলেন। তৎকালে শত্রুঘ্নের সন্তান-সন্ততি মথুরা রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। কোন্ সময়ে এবং কাহার দ্বারা রাজ্যচ্যুত হন, ইহা তত্ত্ব—পরীক্ষকের তর্কের বিষয়।

পুত্র।

শ্রীরামচন্দ্র বিভিন্ন স্বভাবের পুত্র বর্ণনা করিয়াছেন। অধ্যাত্ম-রামায়ণ, (ব্রহ্মাণ্ড পুরাণান্তর্গত) অযোধ্যাকাণ্ডে, ৩ অঃ, পৃঃ, ৫০, "রাম বলিলেন,—যে

ব্যক্তি পিতার মৌখিক আদেশ না পাইয়াও তাঁহার অভিপ্রেত কার্য্য করে, সে উত্তম; আদিষ্ট হইয়া যে সেই কার্য্য করে, সে মধ্যম বলিয়া কীর্ত্তিত; আর যে আদিষ্ট হইয়া ঐ কার্য্য করে না, সে পুত্র পিতার মল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।"

মহাভারত, বনপর্ব্ব, ২০৪ অঃ, পৃঃ, ৪৭৭, "পিতা ও মাতা উভয়েই পুত্রেতে যশ, কীর্ত্তি, ঐশ্বর্য্য, সন্ততি ও ধর্ম্মের প্রত্যাশা করেন; অতএব যে ব্যক্তি তাহাদের সেই আশা সফলা করেন, তিনিই ধর্ম্মজ্ঞ। পিতামাতা যাঁহার প্রতি নিয়ত তুষ্ট থাকেন, তাঁহার ইহলোকে ও পরলোকে চিরন্তন কীর্ত্তি ও ধর্ম্ম সঞ্চয় হয়।"

মহানির্ব্বাণতন্ত্র. ৮ উল্লাস, ৯৯, পৃঃ ৪৬, "অধ্যয়ন, মাতা পিতার শুশ্রূষা, দাররক্ষণ পরিত্যাগ তীর্থ গমন পুরুষদিগের নরকের কারণ হয়।"

মহাভারত, বনপর্ব্ব, ১৮০ অঃ, পৃ, ৪৪৮, "পুরুষের নাড়ীচ্ছেদনের পূর্ব্বে জাতকর্ম্ম বিহিত হয়, তখন তাহার মাতাই সাবিত্রী এবং পিতাই আচার্য্য।"

যোগবাশিষ্ট-রামায়ণ, ২।১৩।৫১, "দেখ, জননীর দৃষ্টিতে যেরূপ সদসৎ সকল সন্তানই সমান বলিয়া বিবেচিত হয়।"

প্রবাদ।

"কুপুত্র যদ্যপি হয়, কুমাতা কদাপি নয়।"

"মায়ের চেয়ে ব্যথিত বড়, তারে বলি ডাইন।"
"মাতার সমান নাই শরীর পোষিকা।
কান্তার সমান নাই শরীর তোষিকা।"

লোকে স্ব স্ব উদ্দেশ্য সাধনার্থই প্রণয় করিয়া থাকে, কখনও কেহ অপরের প্রয়োজন সাধনার্থ কোন কার্য্য করে না।

পঞ্চদশী, ব্রহ্মানন্দে আত্মানন্দোনাম দ্বাদশঃ পরিচ্ছেদ, ৬, "পতি, পত্নী, পুত্র, পশু, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, লোক, দেবতা, বেদ ও ভূত ইত্যাদি সকলই আপনার সন্তোষের নিমিত্ত লোকে আদর করিয়া থাকে।" (উক্ত পতি প্রভৃতি দ্বারা আপনার ইষ্ট সাধন হইবে, এই নিমিত্তই লোকে পতি প্রভৃতি কামনা করে)। মহেশচন্দ্র পাল কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত।

ডকটার গান প্রণীত "নূতন পরিজন চিকিৎসক" (১৯০১) পৃঃ, ১১২-৭, বর্ণনা করিতেছেন,—"যখন আমাদের ও মাতার মধ্যস্থলে মৃত্যু আবরণ টানিয়াছে, তখন আমাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মাতার সদয় গুণ সমূহ দেখাইয়া দেয়; এবং আমাদের

প্রত্যেক নিষ্ঠুর কথা বা দৃষ্টি যাহা তাঁহার প্রতি প্রয়োগ হইয়াছিল, স্মরণ পথে আবির্ভাব হইয়া লজ্জা ও মনস্তাপ উদ্রেক করে। কথায় বলে, দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা কেহ বুঝে না। দাঁত পতিত হইলে, তখন ইহার আবশ্যকতা বোধ-গম্য হয়। তদ্রূপ মাতা জীবিত থাকিতে তাঁহার উপকারিতা কতিপয় অপত্য উপলব্ধি করিতে সক্ষম। যে কোন প্রকার পুত্রের চরিত্র হউক না কেন, মাতা তাহাকে তুল্য স্নেহ করেন। অপর ব্যক্তির প্রীতি-প্রদর্শন স্বার্থে স্থাপিত, কিন্তু মাতৃ-স্নেহ নিঃস্বার্থ। মাতা সন্তানের দৈন্য, বিপত্তি বা অপমান কালীন একই স্নেহময়।

সীতাদেবী।

বঙ্গবাসী প্রেসে প্রকাশিত রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড, ৪৮ সর্গ, পৃঃ ১৪, "সীতা কহিলেন,—আমার নাভি উন্নতপার্শ্ব ও সুগভীর।"

হীতবাদী যন্ত্রে মুদ্রিত রামায়ণ, যুদ্ধকাণ্ড, ৪৮ সর্গ, পৃঃ, ৫২২, "জানকী এই রূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন,—আমার নাভি মধ্যে নিম্ন ও পার্শ্বে-উন্নত।"

নাভি, অর্থাৎ একটী ছোট কুক্ষি-সম্বন্ধীয় গহ্বর নাভি-রজ্জু ভ্রূণ হইতে বিযুক্ত করায় যে উৎপাদিত ক্ষত-চিহ্ন দেখা যায়। মানবিক মাতৃ-গর্ভে ভ্রূণ অবস্থায় নাভি-রজ্জু উৎপন্ন হয়।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড, ১৭ অঃ, পৃঃ, ২৮৮, "নারায়ণ বলিলেন, পূর্ব্বে পিতৃগণের মানস হইতে কলাবতী, রত্নমালা, মেনকা, এই তিনটী কন্যা উৎপন্ন হন। তাহার মধ্যে রত্নমালা জনক রাজকে বরণ করিলেন। সেই রত্নমালার তনয়া অযোনিসম্ভবা শ্রীরাম পত্নী সীতাদেবী।" "মেনকা হিমালয়কে বরণ করিলেন; মেনকার কন্যা পার্ব্বতী। তিনি পূর্ব্বে দক্ষকন্যা সতী ছিলেন। তিনি শিবকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন।" অতএব সীতাদেবী ও পার্ব্বতী দেবী এক কালীন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ঋগ্বেদ ও বর্ণাশ্রম।

নারায়ণ ঋষি এই পুরাণের বক্তা বা গ্রন্থকার। তাঁহার প্রসিদ্ধ রচনা ঋগ্বেদ, ১০ মণ্ডল, ৯০ সূক্ত, পুরুষদেবতা। নারায়ণ ঋষি। সাধারণ কথায় পুরুষ সূক্ত, ঋক্ ১২।

"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূরাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূতদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥" অর্থ,—
"ব্রাহ্মণ তাঁহার মুখ হইল; রাজন্যকে তাঁহার বাহু যুগল করা হইল; বৈশ্য তাঁহার উরু যুগল হইল; পদদ্বয় হইতে শূদ্র নির্গত হইয়াছিল।"

ইহা কথিত যে শূদ্র পুরুষের চরণদ্বয় হইতে উৎপন্ন হইল। কিন্তু তিনটী উৎকৃষ্টতর বর্ণ এবং অঙ্গ, যাহাদের সহিত পরস্পর সম্বন্ধ-বিশিষ্ট, স্পষ্টরূপে বলা হয়:নাই জাতি বা অবয়ব শব্দের কোনটী কর্ত্তৃপদ আর কোনটি ক্রিয়া পদ, সুতরাং তিনটী বর্ণ তিন অবয়ব হইতে পরে, অথবা তিনটী অঙ্গ তিনটী জাতিতে পরিবর্ত্তিত হইল।

ঋগ্বেদের ১০।৯০।১২ ঋকের টীকায় রমেশচন্দ্র দত্ত লিখিয়াছেন, "ঋগ্বেদ রচনা কালের অনেক পর এই অংশ রচিত হইয়া, ঋগ্বেদের ভিতর প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। ঋগ্বেদের অন্য কোনও অংশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি জাতির উল্লেখ নাই, এই শব্দগুলি কোনও স্থানে শ্রেণী বিশেষ বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হয় নাই। ব্যাকরণবিৎ পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই ঋকের ভাষাও বৈদিক ভাষা নহে। ভাষা অপেক্ষাকৃত আধুনিক সংস্কৃত। জাতি বিভাগ প্রথা ঋগ্বেদের সময় প্রচলিত ছিল না। ঋগ্বেদে এই কুপ্রথার একটী প্রমাণ সৃষ্টি করিবার জন্য এই অংশ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।"

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, ৯ অঃ, পৃঃ, ১৪ "ধর্ম্মের পূর্ব্বপত্নী মূর্ত্তির গর্ভে, মহর্ষি নর ও নারায়ণ জন্ম গ্রহণ করেন। এই ধর্ম্ম পুত্রগণ সকলেই ধর্ম্ম পরায়ণ ছিলেন।"

বায়ু পুরাণ, ৬০ অঃ, পৃঃ ৩৪৬, "ধর্ম্মশর্ম্মা শাকপর্ণ রথীতরের এক জন শিষ্য।"

দেবী-ভাগবত, ৪ স্কন্ধ, পৃঃ, ১৭৫, "মুনিবর ধর্ম্ম দক্ষ প্রজাপতির দশটি কন্যাকে যাথাবিধি বিবাহ করেন।"

বেদব্যাস ঋগ্বেদের ১০ মণ্ডল, ৯০ সূক্ত, ১২ ঋকের সঙ্কেতে জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, চতুর্ব্বর্ণ পুরুষের চারি অঙ্গের বর্ণনা। তৎকালীন সাধারণ সম্মত দৃঢ় বিশ্বাসের বিরুদ্ধে তিনি প্রকাশ্যরূপে দণ্ডায়মান হয়েন নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন তদ্দ্বারা গৃহ বিচ্ছেদ ও বৌদ্ধ-ধর্ম্মকে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। কারণ বুদ্ধদেব জাতিভেদ স্বীকার করেন নাই।

মহাভারত, বন পর্ব্ব, ১৮৯ অঃ, পৃঃ, ৪৫৯, "দেব কহিলেন,—আমার শক্তি দ্বারা আমার মুখ ব্রাহ্মণ, আমার ভূজ-যুগল ক্ষত্রিয়, আমার উরুদ্বয় বৈশ্য এবং আমার চরণ যুগল শূদ্র ক্রমশ হইয়াছে।"

স্কন্দ-পুরাণ, কাশীখণ্ডে-উত্তরার্দ্ধম, ৫৮ অঃ, পৃঃ, ২৪৩৫, "সংসারে কথিত আছে—মুখ, বাহু, উরু এবং পদ হইতে চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি। পূর্ব্বতন মানবেরা এইরূপ কল্পনা করিয়াছে। বিচার করিলে ইহা অসঙ্গতই বোধ হয়। যদি এক ব্যক্তির একদেহ হইতেই চারি পুত্র হইবে, তবে তাহারা বিভিন্নরূপ হইল কেন? অতএব এই বর্ণাবর্ণ বিচার সঙ্গত নহে। সুতরাং মনুষ্যের মধ্যে কেহ কখন ভেদ জ্ঞান করিবেন না।"

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৩১৮ অঃ, পৃঃ, ১৭৬৭, "যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন,—সকল বর্ণই ব্রাহ্মণ, যেহেতু ব্রহ্মা হইতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে, সকলেই নিয়ত 'ব্রহ্ম' এই বাক্য উচ্চচরণ করিয়া থাকে, অতএব আমি ব্রহ্ম-বুদ্ধি বশত তত্ত্ব শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিলাম, সমস্ত বিশ্বই ব্রহ্মময়, সুতরাং এই দৃশ্যমান বিশ্বই ব্রহ্ম।" ঐ, ঐ, ২৯৬ অঃ, পৃঃ ১৭৪৩, "পরাশর বলিলেন,—বেদজ্ঞানসম্পন্ন বিপ্রগণ শূদ্রকে ব্রহ্মার সদৃশ অর্থাৎ ব্রাহ্মণতুল্য কহিয়া থাকেন; কিন্তু আমি শূদ্রকে সমস্ত জগতের প্রধান ক্ষত্রিয়বর্ণ বিষ্ণুস্বরূপ বিলোকন করিয়া থাকি। প্রজাপতি ব্রাহ্মণ এবং বিষ্ণু ক্ষত্রিয়বর্ণ, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।"

শ্রীমদ্ভাগবত, ১ স্কঃ ১৩ অঃ, পৃঃ ৩৩, "নারদ উত্তর করিলেন—এই পরিদৃশ্য-মান স্বজাতীয় এবং বিজাতীয় ভেদ কেবল ভ্রম মাত্র।"

পদ্ম পুরাণ, উত্তর খণ্ড, ১১৭ অঃ, পৃঃ, ৪০৩, "কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি, এই চারি যুগ যথ-ক্রম ব্রাহ্ম, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সংজ্ঞায় অভিহিত।"

পদ্ম পুরাণ, সৃষ্টি খণ্ড, ৫০ অঃ, পৃঃ, ৬৬১ "ভগবান্ কহিলেন,—দেখ, চণ্ডালও যদি স্বীয় বৃত্তিতে অবস্থান করে তাহা হইলে দেবগণ তাহাকেও ব্রাহ্মণ বলিয়াই অবধারণ করেন।"

লিঙ্গ পুরাণ, পূর্ব্বভাগ, ৮৬ অঃ, পৃঃ, ১১৬, "যথার্থ দেখিলে বর্ণ-আশ্রমও কেবল ভ্রমের নিমিত্ত।"

পদ্ম পুরাণ, ব্রহ্মখণ্ড, ২১ অঃ, পৃঃ, ৬২, "মৃত্তিকানির্ম্মিত শুভ্র উর্দ্ধ পুণ্ড্র যাহার ললাটে দৃষ্ট হয় নিশ্চিতই সে চণ্ডাল হইলেও সর্ব্বপূজ্য বিশুদ্ধাত্মা পুরুষ।"

দেবী-ভাগবত, ৭ স্কঃ, ৩০ অঃ, পৃঃ, ৪৭৩, "বেদব্যাস বলিলেন,—রাজন্! উক্ত পুণ্য ক্ষেত্রে যে সকল চণ্ডালাদিও অবস্থান করে, তাহাদিগকে দেবীরূপ জ্ঞানে পূজা করা বিধেয়।" ঐ, ৩৭ অঃ, পৃঃ, ৪৯২, "দেবী বলিলেন,—হে শৈলরাজ! ঐরূপ ভেদজ্ঞান বর্জ্জিত হওয়ায়, আচাণ্ডাল সকলকেই মদ্রূপ জ্ঞান করতঃ বিনীত ভাবে যথোচিত সমাদর করিয়া থাকে, কখন কাহারও অনিষ্টাচরণের ইচ্ছা করে না।"

কল্কি পুরাণ, ৩ অঃ, পৃঃ, ৬৭, "শ্রীরাম গমনকালে পথি মধ্যে বনপ্রবেশ কালীন নিজ মুনিবেশ এবং গুহ চণ্ডালের সহিত সখ্যভাব স্মরণ করিতে লাগিলেন।"

অধ্যাত্ম-রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ৫ অঃ, পৃঃ, ৬২, "রাম শৃঙ্গবেরপুরের গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন। গুহ রামের আগমন-সংবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে ভূতলে পতিত হইলেন। রাঘব সত্বর গুহকে উঠাইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন।"

শৃঙ্গবেরপুর, গঙ্গাতীরস্থ শিনগ্রৌর, আঠার (১৮) মাইল্ এলাহাবাদের (প্রয়াগের) উত্তর-পশ্চিম।

গরুড় পুরাণ, পূর্ব্বখণ্ড, ২৩১ অঃ, পৃঃ, ৫৪৯, "যদি চণ্ডালও ভগবদ্ভক্ত হয়, তবে সে যথেচ্ছাক্রমে জগৎ পবিত্র করিয়া থাকে।" ঐ, ঐ, ২৩৪ অঃ, পৃঃ, ৫৫৭, "হরিধ্যানপরায়ণ নর চণ্ডালান্ন ভক্ষণ করিলেও পাপে লিপ্ত হয় না।" ঐ, ঐ, ২৩৫ অঃ, পৃঃ, ৫৫৯, "শূদ্র, নিষাদ ও চণ্ডাল ইহারাও যদি ভগবান্ বিষ্ণুর ভক্তিভাজন হয়, তবে তাহারা ব্রাহ্মণের সাম্যলাভ করিতে পারে।"

বৃহন্নারদীয় পুরাণ, ৩২ অঃ, পৃঃ, ২১১, "বিষ্ণুভক্তি থাকিলে রাগদ্বেষবিহীন চণ্ডালও মুনি ও বিপ্রগণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়।" ঐ, ৩৩ অঃ, পৃঃ, ২১৪, "পূর্ব্ব-কালে রৈবত দেশে দেবমালি নামক কোন এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি বেদ-বেদাঙ্গের পারদর্শী। কিন্তু, পুত্র মিত্র ও কলত্রের ভরণ-পোষণার্থ দ্রবদ্রব্য প্রভৃতি অপণ্য বস্তুরও বিক্রয় এবং চণ্ডালাদি হইতেও প্রতিগ্রহ করিতেন।" রৈবত, গুজ্জর দেশে জুনাগরের নিকট গিরনার পর্ব্বত; বিন্ধ্য পর্ব্বতের পশ্চিম-দিকস্থ পর্ব্বত বিশেষ।

মহাভারত, অনুশাসনপর্ব্ব, ৩৩ অঃ, পৃঃ, ১৮৮০, "শক, যবন, কাম্বোজ প্রভৃতি সেই সেই ক্ষত্রিয় জাতি সকল ব্রাহ্মণগণের অনুগ্রহ নিবন্ধন চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত

হইয়াছে।” ঐ, ঐ, ৩৫ অঃ, পৃঃ, ১৮৮১, “মেকল, দ্রবিড়, লাট, পৌণ্ড্র-কোম্ব-শিরা, শৌণ্ডিক, দরদ, চৌর, শবর, বর্ব্বর, কিরাত ও যবন প্রভৃতি ক্ষত্রিয়জাতি সকল ব্রাহ্মণগণের কোপ সহ্য করিতে অসামর্থ-নিবন্ধন চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।”

জৈমিনি ভারত, ৮ অঃ, পৃঃ, ৪৪, “চণ্ডালও যদি মুক্তিদাতা ভগবান্ হরির আরাধনায় তৎপর হয়, তাহা হইলেও সে তাঁহার প্রিয় হইয়া তৎসাযুজ্য লাভের অধিকারী হয়।”

মহাভারত, বনপর্ব্ব, ১৮০ অঃ, পৃঃ, ৪৪৮, “যুধিষ্ঠির কহিলেন,—সত্য, দান, ক্ষমা, শীলতা, অক্রূরতা, তপস্যা ও দয়া যাঁহাতে দৃশ্যমান হয়, তিনিই ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হইয়াছেন। যে শূদ্রে ঐসকল লক্ষণ থাকে এবং যে ব্রাহ্মণে তাহা থাকে না, সে শূদ্র শূদ্র নয় এবং সে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নয়। যে ব্যক্তিতে এই সকল চরিত্র লক্ষ্য হয়, তিনি ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন, আর যে ব্যক্তিতে ইহা বিদ্যমান নাই তাহাকে শূদ্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। আমার এই বোধ হয়, সর্ব্ববর্ণের সঙ্কর হেতু মনুষ্য মাত্রেতে জাতি নিশ্চয় দুঃসাধ্য। সকল মনুষ্য সকল স্ত্রীতে চিরকাল পুত্রোৎপাদন করিয়া থাকে এবং মনুষ্য মাত্রেরই জন্ম, মরণ, বাক্য ও মৈথুন সমান। বিশেষতঃ “যে যজামহে” ইত্যাদি ঋষিবাক্য প্রমাণও রহিয়াছে।”

“যে যজামহে” এই উদ্ধৃতাংশ উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতম ঋষি লিখিত, ঋগ্বেদ, ১।১৫৩।১ ঋকের আদি শব্দ, অর্থ,—“হে অনুসারি ও প্রবল মিত্রা-বরুণ! আমরা তোমাদিগকে ভক্তি ও অর্ঘের সহিত অর্চ্চনা করি।”

মহাভারত, বনপর্ব্ব, ১৮০ অঃ, পৃঃ, ৪৪৮, “যুধিষ্ঠির কহিলেন,—বর্ণ সকলের সংস্কারাদি ক্রিয়া কৃত হইলেও যদি তাহাতে সচ্চরিত্রতা বিদ্যমান না থাকে, তবে সে স্থলে সঙ্করকে বলবান্ বলিয়া নিশ্চয় করিবে।”

পুরাণ-গ্রন্থকর্ত্তাদিগের “পৃথক্ কর ও শাসন কর” বর্ণ-শাসন-প্রণালী চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল, যখন স্কন্দ-পুরাণ, নাগর খণ্ডম, ২৪২ অঃ, পৃঃ, ৪৪০৬, রচনা হইল। এখানে বলা হইল, “শিল্পী, নর্ত্তক, কর্ম্মকার, প্রজাপতি, বর্দ্ধকি, চিত্রক, সূত্রক, রজক, গচ্ছক, তন্ত্রকার, চক্রিক, চর্ম্মকার, স্থনিক, ধবনিক, কৌহিলক মৎস্যঘাতক ও ঔনাসিক, সচরাচর এই অষ্টাদশ প্রকারকে চণ্ডাল বলা যায়।” অথচ, বৈধব্য দশা যে ভয়াবহ তাহার শোচনীয় দৃষ্টান্ত চণ্ডাল সম্বন্ধে এই স্কন্ধ-পুরাণ, মাহেশ্বর খণ্ডে—কেদার খণ্ডম, ৩৩ অঃ, পৃঃ, ১৯২, বলা হইয়াছে, “পূর্ব্বকালে কোন

এক চঞ্চলস্বভাবা ব্রাহ্মণ বিধবা ছিল। ঐ কামুকী বিধবা কামহেতু এক চণ্ডালের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিল। দুরাত্মা চণ্ডালের সংসর্গে তাহার গর্ভে এক পুত্র জন্মিয়াছিল।"

এই শিল্পীর মর্য্যাদাহানি করার বন্দোবস্ত আধুনিক চেষ্টা; কারণ, ব্যাস লিখিয়াছেন, মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ৯১ অঃ, পৃঃ, ৮৭, "যিনি শিল্প-কর্ম্মদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ না করেন……তিনিই ভিক্ষু বলিয়া উক্ত হন।" আর, পরিশ্রমের প্রয়োজন বলিয়াছেন, মহাভারত উদ্যোগপর্ব্ব, ৭৭ অঃ, পৃঃ, ৭২৬, "কর্ম্ম ব্যতীত লোকযাত্রা নির্ব্বাহের আর অন্য গতি নাই।" ঐ, শান্তিপর্ব্ব, ৮৯, অঃ, পৃঃ, ১৫৩১, "ভীষ্ম কহিলেন,—কৃষি. গোরক্ষণ, বাণিজ্য প্রভৃতি কর্ম্মদ্বারাই ইহলোকে প্রাণিগণের জীবিকা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।" ঐ, বনপর্ব্ব, ১৯৩ অঃ, পৃঃ, ৪৬৬, "কাহারও আশ্রয় ব্যতিরেকে স্বক্ষমতায় উপার্জ্জিত ফল বা শাক স্বগৃহে ভোজন করাই শ্রেয় ও মহৎ।"

ঐ, শান্তিপর্ব্ব, ৬০ অঃ, পৃঃ, ১৫০৩, "এক ব্রহ্ম হইতে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় উৎপন্ন হইয়াছে ও তাহারা পরস্পর সমান।"

শ্রীমদ্ভাগবত. ৬ স্কন্ধে, ৭ অঃ, পৃঃ, ৩২৯, "প্রাণিমাত্রই পরমেশ্বরের মূর্ত্তি।" ঐ, ঐ. ১৭ অঃ, পৃঃ, ৩৫১. "পরন্তু সেই হরির প্রিয় কেহ নাই এবং অপ্রিয়ও কেহ নাই, আত্মীয়ও কেহ নাই, পরও কেহ নাই। তিনি সকল ভূতের আত্মা, এই নিমিত্ত তিনি সকল ভূতের প্রিয়।"

বর্ণের বিদ্রূপাত্মক গম্ভীর অনুকরণ বর্ণনা, হিতোপদেশঃ, বিগ্রহঃ।" এক শৃগাল এক নীলের ভাণ্ডে পতিত হওয়ায়, আপনাকে নীলবর্ণ দেখিয়া, সমস্ত শৃগালকে ডাকিয়া কহিল,—ভগবতী বনদেবতা আসিয়া স্বহস্তে আমার মস্তকে সমস্ত ঔষধির রস সেচন পুর্ব্বক আমায় অরণ্য রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছেন। আমার আশ্চর্য্য বর্ণ দেখ! অতএব আজি হইতে আমারই আজ্ঞামত সমস্ত বিচারকার্য্য চলিবে। শৃগালেরাও তাহার সেই অপূর্ব্ব বর্ণ দেখিয়া তাহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম (হস্ত, পদ. জানু, বক্ষ, মস্তক, নেত্র, বাক্য, ও মন, এই আট অঙ্গ দ্বারা প্রণাম) করিয়া কহিল,—মহারাজের যে আজ্ঞা। এইরূপে ক্রমে সমস্ত অরণ্যবাসিগণের উপর তাহার আধিপত্য হইল। অনন্তর সে নিজ জাতি বর্গে পরিবৃত হইয়া প্রভুত্ব করিতে লাগিল।" এক বর্ণের আধিপত্য, ভিন্নবর্ণের দাস্যবৃত্তি। সময় ব্যক্তিগত

ভ্রম প্রদর্শন করাইয়া অকস্মাৎ সত্য প্রকাশ করেন। ভ্রম অবগত হইলে ব্যবহার পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক।

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ১৩৮ অঃ, পৃঃ, ১৫১৬, "কাল, কারণ আবিষ্কৃত করিয়া দেয়। কারণ কদাচ স্বার্থ-শূন্য হয় না।" ঐ, ঐ, ২৬১ অঃ, পৃঃ, ১৬৯৮, "গতানুগতিক হইয়া লোক ব্যবহার আচরণ করিবে না।"

যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ, বৈরাগ্য-প্রকরণ, ২৫ অঃ, পৃঃ, ২৬, "কালও কত জগৎ, বিবিধ দেশ, বন, অসংখ্য ও বিবিধ জীব ও তাহাদের স্থির অস্থির আচার পরম্পরা সৃষ্টি করিয়া থাকেন, কিন্তু শ্রান্ত হন না।"

অতিমাত্র পূর্ব্ব-সংস্কারের প্রতি সম্মান, সাধারণ দোষ। লোক-প্রিয়কর পূর্ব্ব-সংস্কার উদ্দেশ্য অপেক্ষা বারংবার ভাণ যোগায়। ইহা সুবিধাজনক আবরণ যাহাতে জ্ঞানের আলোক প্রবেশ করিয়া ভ্রমের অন্ধকারকে নষ্ট করিতে পারেনা। অধিকতম সরল স্বেচ্ছাচারী যিনি বলেন,—"আমি নির্ব্বাচিতের মধ্যে একজন; ঈশ্বর নির্ব্বাচিতকে কি ভাল কি মন্দ উপদেশ দিতে সাবধান হন। তিনি আমার নিকট প্রকটিত হন এবং আমার মুখদ্বারা কথা কহেন। তোমাদের মধ্যে যাহারা সন্দেহ কর, আমার কাছে আইস এবং ঈশ্বরের আপ্ত-বচন শ্রবণ কর।" এরূপ বচন পূর্ব্ব-সংস্কারের অন্তর্ভূত। ইহার ফল, সাধু উদ্দেশ্যের সহিত একটি মানব নিজে যন্ত্রণা ভোগ করেন এবং তাহার স্বজাতীয় ব্যক্তিদিগের কশা হন। কুসংস্কার, ভণ্ডতা, ধর্ম্ম-সম্প্রদায় এবং দলাদলির উৎসাহ, প্রায় সম্পূর্ণরূপে অন্ধ সহানুভূতি ও অন্ধ ঘৃণার উপর সুস্থিত হয়। প্রধানতঃ অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার—মতামতের তুচ্ছ বিভিন্নতা, রুচির বৈচিত্র্য অন্যের চোকে কোন লোককে শত্রুর আকার প্রদর্শন করিতে যথেষ্ট। বর্ত্তমান যুগের গৌরব হানি করিবার জন্য, এক শ্রেণীর লোক অতীত যুগের সতত প্রশংসা করেন। ইহারদ্বারা সমাজের উন্নতির ব্যাঘাত ঘটিতেছে। এই প্রশংসার মূলে স্বার্থ ও বিদ্বেষ সম্মিলিত রহিয়াছে। তাহাদিগকে এই প্রশংসার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে;—"আমাদের বিবেক এইরূপ বলে।" এই বিবেকের পরীক্ষা, ইহাতে সমাজের কষ্ট বা সন্তোষজনক হইবে কি না? হিতাহিত, সুবিধা ও অসুবিধা জ্ঞান বিবর্জ্জিত মনোবৃত্তিকে কলুষিত-বিবেক কহে।

হিন্দুসমাজের গার্হস্থ্য নিত্য জীবন-যাপনের আচারবিচার মিস্ ক্যাথেরাইন

মেও প্রণীত "মাতা ইণ্ডিয়া" গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। সেই সকল বর্ণনার সত্যতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা আবশ্যক। হিন্দুসমাজের দূরদর্শী নেতাদিগকে সহর ও পল্লী অধিবাসী স্ত্রী ও পুরুষদিগকে প্রশ্ন করিয়া প্রকৃত অবস্থা অবগত হওয়া দরকার। স্ত্রীলোকদিগের সংক্রান্ত প্রশ্ন মহিলা দ্বারা করান উচিত। কারণ, "স্ত্রীদিগের স্বভাব স্ত্রীরাই জানে"। ব্রহ্ম পুরাণ, ১২৯ অঃ, পৃঃ. ৫৫৫।

ঐ, ১৩১ অঃ, পৃঃ, ৫৮১. "যে হেতু স্ত্রীদিগের বিবাদ বিষয়ে স্ত্রীলোকেরাই অভিজ্ঞ; অপরে নহে।" ধর্ম্মশাস্ত্রাদি পুরুষ কর্ত্তৃক রচিত, কাজেই তাঁহার প্রাধান্ত প্রকাশক, যথা, পুরুষ কর্ত্তৃক চিত্রিত সিংহ মনুষ্যের সহিত বাহু-যুদ্ধে পরাস্তের ন্যায় নীতি ব্যাখ্যায় পরিপূর্ণ। মহাভারত, অনুশাসন পর্ব্ব, ১৬৪ অঃ, পৃঃ, ১৯৯৩, "যে নারী চন্দ্র সূর্য্য অন্ত কি পুরুষ-নামক তরুর প্রতিও দৃষ্টি নিক্ষেপ না করেন, সেই ভর্ত্তৃ-পূজ্যা বরারোহা স্ত্রী ধর্ম্মাচারিণী হন।"

মিস্ মেওর বিবরণ যথার্থ প্রমাণ হইলে, সেই সকল কলঙ্ক অধিবাসীদিগকে সৎ পরামর্শ দিয়া অপনয়ন করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কেবল সভায় নিন্দা-প্রস্তাব বিধিবদ্ধ, প্রতিবাদ পুস্তক ও সংবাদ-পত্রের রচনা সত্যের অপলাপ করিতে সমর্থ নহে। "সত্য, তেলের মত, উপরেই ভাসিয়া উঠে।" নতুবা, সামাজিক পাপাচার, কুপ্রথা ও কু-সংস্কারের প্রতীকার আশা করা যাইতে পারে না। ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া মিস্ মেওকে গালা-গালি দেওয়ার পূর্ব্বে, তাঁহার পুস্তকের বর্ণনা মিথ্যা কল্পনা-প্রসূত কি সত্যে প্রতিষ্ঠিত, অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য-কর্ম্ম। যিনি নিজ নিত্য জীবন-যাপনে মিস্ মেও কথিত বিবরণ বিষয়ে অনভিজ্ঞ, তিনি মনে করিতে পারেন কতকগুলি বর্ণনা একেবারে অলীক ও অসম্ভব এবং কতকগুলি বিবরণ অতিরঞ্জিত ও বিকৃতি-কারক। তাঁহার কোন মত প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে, স্বয়ম্ তদন্ত করা প্রয়োজন। মিস্ মেও যে সকল ব্যাপার লিখিয়াছেন, তিনি বলেন সে সকল বর্ত্তমান কালের অবস্থা। তিনি বলেন নাই ইহা পৌরাণিক যুগ-ধর্ম্ম। অতএব ইহা অনুসন্ধান সাপেক্ষ। চক্ষু নিমীলিত করিয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে থাকিলে কিরূপে সত্য আবিষ্কার হইবে? সত্য কি মিথ্যা পরীক্ষা না করিয়া কাহারও গ্লানি করা পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক নহে। অন্যান্য দেশের কুৎসা করিয়া স্বদেশের পাপাচার, কুপ্রথা ও কু-সংস্কার অগ্রাহ্য করা জ্ঞানী ব্যক্তির অন্তরায়। স্বদেশানুরাগ প্রকাশ হইবে যখন

পাপাচার, কুপ্রথা ও কু-সংস্কার অপনয়ন্ কার্য্যে পরিণত হইবে। বাগ্‌যুদ্ধ অনর্থক।

মিস্ মেও তাঁহার পুস্তকের পৃঃ, ৩৫৫, লিখিয়াছেন, "বাঙ্গালায়, সম্প্রতি, অনেক ঘটনায় প্রকাশ হইয়াছে যে, যৌবনোদ্ভেদ সান্নিধ্যলাভ কালীন বালিকা তাহাদের পিতাকে বিবাহের যৌতুকের পেষক ভার হইতে রক্ষা করিবার জন্ম আত্মহত্যা করিয়াছে।"

স্নেহলতার পিতা কলিকাতায় দালালি-উপজীবিকায় পরিবার প্রতিপালন করিতেন। স্নেহলতা শিক্ষিত বালিকা ছিলেন। তাঁহার চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল। তাঁহার মাতা ব্যাধি-গ্রস্ত হওয়ায় তিনি সংসারের সমস্ত কার্য্য করিতেন। তাঁহার পিতা একটী যোগ্য বর প্রত্যাশা করিতেন। তিনি একটী আইবড় যুবা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এল, ছাত্রকে দেখিলেন। যখন তিনি পাত্রের পিতার নিকট আসিয়া তাঁহার কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন, পাত্রের পিতা তাঁহার পুত্রকে নীলাম ডাকিলেন। অনেক দর কসার পর তিনি চাহিলেন আট শত নগদ টাকা আর বারশত টাকার অলঙ্কারাবলী।

স্নেহলতার পিতার দুই সহস্র টাকা পুঁজি ছিল না। তিনি সম্পত্তি বন্ধক দিয়া টাকা ধার করিতে মনস্থ করিলেন। স্নেহলতা বিবাহের ব্যাপার জন্য সাবধানে অপেক্ষা করিতেছিলেন এবং পিতার ঋণের দারুণ পরিণাম অনুভব করিলেন। তিনি অপরাহ্ণ দেড়টার সময় অলক্ষিতে এক বোতল কেরোসিন তৈল ও এক বাক্স দিয়াশলাই লইয়া বাটীর ছাদে যাইয়া তাঁহার সাড়ি কেরোসিন তৈলে ভিজাইয়া জ্বালাইয়া দিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী মন্দিরের এক ব্রাহ্মণ দেখিতে পাইয়া বাটীর সহবাসীদিগকে বিপদের সংবাদ দিয়া সকলে ছাদে গেলেন। দেখিলেন বালিকা অগ্নি পরিবৃতা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাঁহার আনন স্থির ও অনাকুল। তাঁহারা অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া তাঁহাকে মেডিকেল কলেজ হাঁসপাতালে পাঠাইলেন। সেই দিন সূর্য্যাস্তকালে স্নেহলতার মৃত্যু হইল।

পরে, অন্যান্য অবিবাহিতা বালিকা তাহাদের পিতাকে বিবাহের ব্যয়ের জন্য ঋণগ্রস্ত হইতে হইবে জানিতে পারিয়া, স্নেহলতার শোচনীয় দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিল। এই সকল শোকার্ত্ত ঘটনা সত্ত্বেও হিন্দু সমাজে অনেক পাত্রের পিতা পীড়নাত্মক নগদ টাকা ও অলঙ্কারাবলী কনের পিতার নিকট হইতে আদায়

করিতে নিন্দাজনক বিবেচনা করেন না এবং ভদ্র-সমাজে গৌরবান্বিত ভাবে চলেন। তাহাকে সমাজ-চ্যুত করিবার অপর—লোকের স্বপ্নেও আসে না। কারণ, "শঠ বাছতে গ্রাম উজর।"

যাঁহারা "ইটটী মারিলে পাঠকেলটী খাইতে হয়" নীতি-চাতুর্য্যের পক্ষপাতী, তাঁহারা আমেরিকা বিশেষতঃ ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স সম্বন্ধীয় পাপাচার, কুপ্রথা ও কুসংস্কার পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বর্ণিত পুস্তক, ফিল্যাডেলফিয়া, পে; ওয়েষ্ট ফিল্যাডেলফিয়া পাবলিশিং কো, ৩৯৪১ মারকেট্ ষ্ট্রীট্ প্রকাশিত "সান-লাইট য়্যাণ্ড শ্যাডো অভ আমেরিকান্ গ্রেট্ সিটিজ্" এবং লানডান্; প্যাসিফিক প্রেস পাবলিশিং কম্পেনি, ৪৮ পাটারনোষ্টার রো, প্রকাশিত ডক্‌টার্ কেল্লোঘ প্রণীত "ম্যান, দি মাষ্টারপিস" (১৮৯১) পৃঃ ৮৭—৮, পাঠ করিলে দেখিতে পাইবেন মিস্ মেওর পুস্তকের আদর্শ তাঁহার স্বদেশে পূর্ণ-মাত্রায় জাজ্বল্যমান রহিয়াছে।

পঞ্চতন্ত্র, মিত্র-ভেদ, (কঃ, ৩) পৃঃ, ৪৩, (বঙ্গবাসীপ্রেসে) "সাম, দান, ভেদ, ও দণ্ড এই চতুর্ব্বিধ সুসজ্জিত পাশ লইয়া পণ্ডিতেরা মূর্খদিগের প্রতীক্ষা করিতেছে।"

"লৌকিক ব্যবহারে কোনরূপ বিশ্বাস না করিয়া তাহা উপেক্ষা করিবে।" পঞ্চদশী, ১৩।৯৭।

"অজ্ঞকে তুষিতে লাগে অল্প পরিশ্রম, বিজ্ঞকে তুষিতে শ্রম লাগে আরো কম; কিন্তু বিন্দুমাত্র জ্ঞানে মত্ত যেই জন, ব্রহ্মাও না পারে তারে করিতে রঞ্জন। ১০৪। হিতোপদেশঃ, সন্ধিঃ।

শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন কর্ত্তৃক অনুবাদিত।

এ, এ, ম্যাকডোনেল লিখিয়াছেন,—"১০১৭ সূক্ত ঋগ্বেদের অন্তর্ভূত। স্তোত্র দশটী গ্রন্থে শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে; তাহাদিগকে মণ্ডল কহা হয়। ইহার মধ্যে ছয়টী (২—৭) ব্যবস্থায় সমধর্ম্ম-সম্পন্ন; প্রত্যেকটী বিভিন্ন বংশের ঋষির গ্রন্থ। প্রথম, অষ্টম, এবং দশমমণ্ডল, প্রত্যুত, কতকগুলি মণ্ডলী স্বরূপস্ব-গ্রন্থকর্ত্তা কর্ত্তৃক একত্র করা মিলিতেছে। নবম মণ্ডলের সমস্ত মন্ত্র একটী দেবতা সোমের উদ্দেশে বলার নিমিত্ত ইহার একতা সম্পন্ন হইয়াছে। "পরিবার-গ্রন্থ" সংগ্রহের ইহার বীজ স্বরূপ কোনও সন্দেহ করা যাইতে পারে না। দশম মণ্ডলে যৌগিক মন্ত্র সমূহ সর্ব্বশেষে যোগ করা হইয়াছে। ইহার আধুনিকতার অনেক প্রমাণ আছে। ইহার অনেকগুলি মন্ত্র প্রাচীন মণ্ডলের

বিসদৃশ বিষয়ে ব্যবহার করা হইয়াছে, যেমন বিশ্বোৎপত্তি এবং দার্শনিক কল্পনা, বিবাহ-সংস্কার ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, জাদুমন্ত্র ও বশীকরণ, মরণাদি। ভাষা-সম্বন্ধীয় অন্যান্য বেদের পরিবর্ত্তন বিষয়ে ইহা আকৃতি প্রদান করিয়াছে। ঋগ্বেদের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় পদ্ধতি সংহিতা বলা হয়, অথবা সন্ধিসূত্রে সম্মিলিত করা হইয়াছে, (সং+হিতা 'একত্র করা')। এই মূল-বচনের সৃষ্টি যে ব্রাহ্মণ (আখ্যাতগ্রন্থ) সমূহের সমাপনের পর সম্পাদন করা হইয়াছে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।" দি ইম্পিরিয়্যাল গেজেটিয়ার অভ ইণ্ডিয়া, দি ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার, ভল, ২, পৃঃ, ২০৯—১০, নূতন সংস্করণ।

"সকল স্থলে (ঋগ্বেদের) দশম মণ্ডলের রচনার রীতি একরূপ নহে। তাহার মধ্যে ছয়টী (২—৭) সমজাতিক। প্রাচীন কিংবদন্তী অনুযায়ী, প্রথমতঃ, পৃথক্ পৃথক্ ঋষির রচনা অথবা তাঁহাদের সন্তান-সন্ততির। রচনার অভ্যন্তরীণ প্রমাণ দ্বারা ইহা সমর্থন হয়। যে বংশে মন্ত্রের উৎপন্ন, সে সকল মন্ত্র স্বতন্ত্র-ভাবে পরম্পরাক্রমে বংশধরগণ প্রাপ্ত হইয়াছে। অপিচ, যেগুলিকে সচরাচর "পরিবারগ্রন্থ" বলা হয়, তাহাদের অন্তর্ভূ‍র্ত মন্ত্রসকল সমান অভিপ্রায়ে শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে এবং অবশিষ্টাংশের রচনা ভিন্নপ্রকার। প্রথম, অষ্টম ও দশম মণ্ডল একবংশীয় ব্যক্তিবর্গের উৎপাদন নহে, কিন্তু সমবায় প্রণেতৃত্বে একত্ব স্থাপিত হইয়াছে। নবম মণ্ডলের বিন্যাসে গ্রন্থকারদিগের কোনরূপ যোগ নাই। ইহার একতার কারণ সকল মন্ত্রে এক দেবতা সোমকে আবেদন করা হইয়াছে, আর ইহার অভিন্নতা সমবায় ছন্দঃবিন্যাসের পদ্ধতির উপর নির্ভর করে। পরিবার গ্রন্থেও মণ্ডলী আছে

দশম মণ্ডল সম্বন্ধে; ইহার মন্ত্র সমূহের উৎপন্ন প্রথম নয়টীর বর্ত্তমানতার পর। ইহার প্রণেতারা প্রাচীনতর মণ্ডলের জ্ঞানে বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। যাহার সম্যকজ্ঞান তাঁহারা সকলদিকে দেখান। ইহার একটী মণ্ডলী (২০-২৬) "অগ্নিম ঈলে" উদ্ঘাটন শব্দে ঋগ্বেদের প্রথম শ্লোক আরম্ভ করা হইয়াছে। ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে ১-৯ মণ্ডল সম্মিলিত সংগ্রহ গ্রন্থকারের সময় বর্ত্তমানছিল। দশম মণ্ডল যে সঙ্কলিত যৌগিক মন্ত্র সোম মন্ত্রের পরে রচনা এই স্থানে প্রকাশ হইতেছে এবং ইহার মন্ত্র প্রথম মণ্ডলের (১৯১) সংখ্যায় পূরণ করা হইয়াছে।

ইহার ছন্দোবন্ধের একতা কালক্রমানুগত, কারণ, এই পুস্তক আধুনিক মণ্ডলী এবং আধুনিক স্বতন্ত্র মন্ত্র।

দেবতাখ্যান সম্বন্ধে; প্রাচীনতর দেবতারা অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী গায়কের কল্পনা শক্তির স্থান-ভ্রষ্ট হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে কতক বিলুপ্ত হইতেছে, যেমন ঊষা দেবী। আর, নূতন দেবতা "ক্রোধ" ও "শ্রদ্ধা" প্রথম দৃষ্টি-গোচর হইতেছে।

ভাষা সম্বন্ধে; দশম মণ্ডল অন্যান্য মণ্ডল অপেক্ষা আধুনিক, অনেক বিষয়ে অন্যান্য বেদের অবস্থান্তর-প্রবৃত্তি ইহার কারণ। স্বরবর্ণ-সঙ্কোচ বারবার ঘটিয়াছে; পদাংশদ্বয়ের সন্নিকৃষ্ট স্বরের একতা সংযোগ বিরল অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। "ল" অক্ষরের প্রয়োগ "র" সহিত তুলনা করিলে, অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী সংস্কৃতের সহিত ঐক্য হয়; ইহা স্পষ্টতঃ বর্দ্ধনশীল। শব্দাদিরূপ পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে; বৈদিক কর্ত্তৃপদ-সম্বন্ধীয় বহুবচন "আসস" ব্যবহার কমিয়া গিয়াছে। ব্যবহৃত শব্দাবলী সম্বন্ধে; অনেক প্রাচীন শব্দ নিঃশেষ হইতেছে, অন্যান্য প্রথা প্রচলিত হইতেছে। যেমন অব্যয় শব্দ "সীম" পঞ্চাশবার ঋগ্বেদের অবশিষ্টাংশে দৃষ্ট হয়, কিন্তু দশম মণ্ডলে একবার মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকগুলি শব্দ যাহা অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী ভাষায় সচরাচর দৃষ্ট হয়, সে সকল শব্দ এই দশম মণ্ডলে কেবল দেখিতে পাওয়া যায়; যথা, "লভ্" গ্রহণ করা, "কাল" সময়, "লক্ষ্মী" ভাগ্য, "এবম্" এইপ্রকারে।

দশম মণ্ডলের রচনা ঋগ্বেদের স্পষ্টরূপে অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী স্তর বর্ণনা করে। এ, এ, ম্যাকডোনেল প্রণীত সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, পৃঃ ৪১—৫।

এ, এ, ম্যাকডোনেল যে যথেষ্ট বৈদিক পাণ্ডিত্য উপার্জ্জন করিয়াছেন তাঁহার বৈদিক গ্রন্থাবলী তাহা প্রকাশ করিতেছে। প্রথমতঃ, তাঁহার বৈদিক নিদর্শন পুস্তক রোমীয় অক্ষরে বর্ণানুযায়ী ব্যবস্থা করায় কোন মন্ত্রের আদ্য শব্দ মাত্র হিন্দু শাস্ত্রে ব্যবহার দেখিলে, তাহা কোন বেদের মন্ত্র সহজে জানিতে পারা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, মহাভারত, বন পর্ব্ব, ১৮০ অঃ, পৃঃ, ৪৪৮, কেবল "যজামহে" শব্দ লিখিত, ইহার ব্যবহার আমি পূর্ব্বোক্ত নিদর্শন পুস্তক হইতে বাহির করিয়াছি। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার বৈদিক নির্ঘণ্ট, বৈদিক দেবতাখ্যান ও অন্যান্য গ্রন্থ তাঁহার বিখ্যাত সংস্কৃত পাণ্ডিত্যের খ্যাতি স্থাপন করিতেছে। যদি কেহ বলেন তাঁহার ঋগ্বেদ সংক্রান্ত মত ভ্রমাত্মক, সে স্থলে তিনি নিজের

নিকৃষ্ট ঈর্ষ্যা প্রকাশ করিবেন, আর তাঁহার বৃথা মানসিক দাবি যে তিনি ম্যাক্‌ডোনেল অপেক্ষাকৃত পণ্ডিত।

"অন্যের নিন্দা ও আত্মপ্রশংসা না করেন, এমন গুণসম্পন্ন লোক এই জগতীতলে অতি দুর্ল্লভ।" মহাভারত, বনপর্ব্ব, ২০৭।৫০। ঐ, শান্তি পর্ব্ব, ২৮৭, অঃ, পৃঃ, ১৭৩৩-৪, "অন্যের নিন্দা দ্বারা আপনার উৎকর্ষ চেষ্টা করিবে না।" ঐ, উদ্‌যোগ পর্ব্ব, ৫৫ অঃ, পৃঃ, ৭০৯, "আপনাকে সকলেই বড় বলিয়া মনে করে।"

দি ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার, ভল, ২, পৃঃ, ২১২-৩, নূতন সংস্করণ, ম্যাকডোনেল লিখিতেছেন,—"ঋগ্বেদে তেত্রিশটী দেবতা পুনঃপুনঃ বলা হইয়াছে। তাঁহাদিগের মধ্যে প্রধান, বজ্র-পাতক ইন্দ্রের ২৫০ মন্ত্র; অগ্নির দেবতা হুতাশনের প্রায় ২০০ মন্ত্র; এবং সোমের শত ছাড়াইয়া মন্ত্র; বৃষ্টির দেবতা পর্জ্জন্য এবং মৃত ব্যক্তি-সমূহের দেবতা যমের উদ্দেশে প্রত্যেকের তিনটী মাত্র মন্ত্রে প্রর্থনা করা হইয়াছে।" পৌরাণিক প্রাদুর্ভাব যুগে ইহাদের মর্য্যাদা ও অর্চ্চনা ক্রমশঃ হ্রাস করা হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবত, ৪ স্কন্ধ, ৫ অঃ, পৃঃ, ১৭৯, "চণ্ডেশ সূর্য্যদেবকে, এবং নন্দীশ্বর ভগদেবকে বন্ধন করিলেন এবং তাঁহাকে ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার দুই চক্ষু উৎপাটন করিলেন! বীরভদ্র পূষার দশন সকল ভাঙ্গিয়া দিলেন।"

বরাহ পুরাণ, ২১ অঃ, পৃঃ, ৭৮, "রুদ্রদেব স্বয়ং এক শর নিক্ষেপে ভগের দুই চক্ষু বিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। সুতরাং ভগ নষ্ট চক্ষু হইয়া পড়িলেন। রুদ্রদেব পূষার দন্তোৎপাটন করিয়া দিলেন।"

পদ্মপুরাণ, উত্তর খণ্ড, ২৫৩ অঃ, পৃঃ, ১০৪৪, "বৈষ্ণব মানব অপরাপর বৈদিক দেবতাগণেরও অর্চ্চনা পরিহার করিবে।"

পদ্মপুরাণ, সৃষ্টি খণ্ড, ৪৩ অঃ, পৃঃ, ৫২৮, "তারক উত্তর করিল,—কেবল মাত্র ইন্দ্রের মস্তক মুণ্ডিত, কুক্কুর পাদচিহ্নে চিহ্নিত এবং শ্বেতবস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হউক। অনন্তর ঐরূপ কৃত হইলে।"

দেবী-ভাগবত ৫ স্কন্ধ, ২২ অঃ, পৃঃ, ২৭৫ "বেদে যত প্রকার মন্ত্রের উল্লেখ আছে, সকলেরই ফল দৈবের অধীন; কোন মন্ত্রের স্বাধীন ভাবে একান্তিক ফল প্রদানে সামর্থ্য নাই।"

কূর্ম্ম পুরাণ, পূর্ব্বভাগ, ১৫ অঃ, পৃঃ, ৭৬, "তিনি অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা ভগদেবতার নেত্রদ্বয় উৎপাটন করিলেন ও মুষ্ট্যাঘাতে পুষার দন্ত সকল চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। চন্দ্রকে পাদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ধর্ষণ করিলেন। অগ্নির হস্তদ্বয় ছিন্ন করিল ও তাঁহার জিহ্বা উৎপাটন করিয়া ফেলিল।"

ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণ, শ্রীকৃষ্ণজন্ম খণ্ড, ২১ অঃ, পৃঃ, ৩০৫, "এমস্তূত পরমেশ্বরের বিদ্যমানতা থাকিতে ইন্দ্রের পূজা করা বিড়ম্বনা মাত্র।" ঐ, ৪৭ অঃ, পৃঃ, ৩৭৫, "এই আমি শক্রের দর্পভঙ্গের বিষয় সমুদয় কীর্ত্তন করিলাম, আর নন্দযজ্ঞেও তাঁহার দর্পভঙ্গ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছ।"

পুরাণে মহাদেব ও শ্রীকৃষ্ণের পূজা প্রচার করিবার জন্য বৈদিক উপাস্য দেবতাদিগকে ত্যাগ করা হইয়াছে। ঋগ্বেদের প্রাচীন দেবতাদিগকে পূজনীয় স্থানচ্যুত করা, ইহাও সময়ের পরিবর্ত্তনশীল ধর্ম্ম।

বিশ্বকোষ ২২ ভাগ পৃঃ, ১৮০-৬ "বেদে যজ্ঞাবসানে সোমরস পানের বিধান আছে। সোমলতার রস। এই সোমরস সেবন করিলে শরীরের জরাব্যাধি বিনষ্ট হয়। অতি প্রাচীন বৈদিককাল হইতে সোম আর্য্য জাতির অতি প্রিয়, ইহা লতা বিশেষ। ঋক্ সংহিতার মতে এই লতা (হিমালয়ের উত্তরে) মৌজবত পর্ব্বতে জন্মে (ঋক্ ১০।৩৪।১)। যজ্ঞে দেবগণের উদ্দেশে সোমদান করা হয়, তৎপরে যজ্ঞাবসানে ঋষিগণ সোম পান করিয়া থাকেন। ঋগ্বেদ, ১।৯৩।১, ঋকে দেখা যায় অগ্নির সঙ্গে একত্র সোমের পূজা করা হয়। সোমের সঙ্গে আবার রুদ্রেরও মিলন দেখিতে পাওয়া যায়। ৬।৭৮, সূক্তে একত্রে ইহাঁদিগের মহিমা কীর্ত্তন করা হইয়াছে। বৈদিক যুগের শেষ হইতেই সোম শব্দ চন্দ্র শব্দের অর্থজ্ঞাপক হইয়া আসিতেছে। এমন কি ঋক্ বেদেরও স্থানে স্থানে সোম শব্দের এইরূপ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া মনে হয়। ইহার ১০।৮৫।২এ সোম শব্দ যেন এই দুই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। শূদ্র ভিন্ন অপর তিন বর্ণই সোমপানের অধিকারী। চন্দ্রের তিথি অনুসারে সোমের বিকাশ দৃষ্টে ঋষিগণ চন্দ্র বা সোমকেই সোমলতার অধিদেবতা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।"

বিশ্বকোষ, ১৩ ভাগ, পৃঃ, ৩১৮, "হিন্দুর প্রাচীন বেদাদি গ্রন্থেও ভাঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদ ও অথর্ব্ববেদে ইহা সোমের অঙ্গভূত বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

যজ্ঞে ঋষিগণ সোমের পরিবর্ত্তে ইহা পান করিতেন। ইহার ছাল হইতে শণ নামক এক প্রকার দড়ি প্রস্তুত হয়। সুপ্রাচীন বৈদিক যুগে তাহারও ব্যবহার ছিল। ঋগ্বেদান্তর্গত কৌশিকী ব্রাহ্মণের 'ভঙ্গা-জাল' ও 'ভঙ্গ শয়ন' শব্দ তাহারই পরিচয় দিতেছে। দুর্গাপূজার বিজয়া বরণের সময় দুর্গা দেবীর মুখে ভাঙ্গ ও পাণ দেওয়া হয়। যাত্রাকালে সিদ্ধি প্রদান করে বলিয়া ভাঙ্গের অপর একটী নাম সিদ্ধি হইয়াছে। বাঙ্গালার বিজয়দশমীর দিন উহ দুর্গার প্রসাদী পবিত্র দ্রব্য বোধে সাধারণে পানীয়রূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। ঐ দিন হিন্দু মাত্রেই গৃহে সমাগত বন্ধু ও কুটুম্বদিগকে সিদ্ধি ও মিষ্টান্ন ভোজন করাইয়া শুভালিঙ্গন করেন।"

রাবণ।

হিতবাদী যন্ত্রে মুদ্রিত রামায়ণ, যুদ্ধকাণ্ড, ১১২ সর্গ, পৃঃ, ৬১৬, "মন্দোদরী বিলাপ করিতে লাগিলেন,—পানগোষ্ঠীতে মদিরারসে নেত্র যুগল চঞ্চল হইলে ইহার যারপর নাই শ্রী হইত।"

বঙ্গবাসীপ্রেসে প্রকাশিত রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড, ১১৩ সর্গ, পৃঃ, ২০০, "মন্দোদরী বিলাপ করতঃ কহিলেন;—পান ভূমিতে মদ ব্যাকুল ও চঞ্চল লোচন যুগল সমন্বিত।"

রাবণের দুই চক্ষু; দশটি মাথায় দুটী চক্ষু বলিলে, তাঁহার মাথার প্রশস্ততা স্বাভাবিক মাথার প্রস্থ হইতে দশ গুণ অধিক। ইদানীন্তন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত বলেন যে মাথার খুলির প্রস্থ অন্ততঃ দৈর্ঘ্যের পাঁচ ভাগের চারি অংশ তাহাকে ব্র্যাকিশেফয়্যালিক্ কহে। যে মাথার খুলির প্রস্থ দশ গুণ অধিক তাহার নাম এ পর্য্যন্ত উদ্ভাবন হয় নাই। কারণ, "যাহা প্রকৃতির অতিরিক্ত, তাহাই অচিন্তনীয়।" মহাভারত, ভীষ্মপর্ব্ব, ৫ অঃ, পৃঃ, ৮৩২। "কারণ, স্বভাবের ত পরিবর্ত্তন নাই।" শিব পুরাণ, বায়বীয় সংহিতা, ২৬ অঃ, পৃঃ, ৭৯৪।

অবিসংবাদিত মত, কোন একটী জাতির বুদ্ধিবৃত্তি তাহাদের কল্পনা সম্ভূত সাহিত্য অতি উত্তমরূপে ব্যক্ত করে এবং বিশুদ্ধরুচি সম্পন্ন লোকের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি হাস্যাস্পদ বিবরণের গুণ গ্রহণ করে। শেষোক্ত ব্যক্তির অতি পুরাতন ও সমাদৃত গ্রন্থকার যিনি ব্যঙ্গবাক্যে আপনাকে প্রশ্রয় দিয়াছেন! সেই হেতু, আশ্চর্য্যজনক

জন্ম বিবরণ প্রচুর পরিমাণে তাঁহার লিখিত গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। শিল্পী এবং চিত্রকরও এইরূপ গ্রন্থকারকে নিজ কর্ম্মে অনুকরণ করিয়া থাকে।

যদ্যপি কোন বিষয় বারংবার বলা হয়, প্রায় সকল লোক তাহা বিশ্বাস করে; আর যদ্যপি কোন মত, চিন্তাশীল সুশ্রাব্য কণ্ঠ-স্বর, গৌরিক-বসন পরিধেয় গায়ক স্বর-মাধুর্য্য গীতে বারংবার গায়, শ্রোতারা সেই মতের সত্যতা বিশ্বাস করে। কোন প্রসঙ্গ প্রচার করিতে হইলে এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কএকটী রচনা পরে উদ্ধৃত করিলাম।

শ্রীমদ্ভাগবত, ১১ স্কন্ধে, ৮ অঃ, পৃঃ, ৭১৫, "হরিণীতনয় ঋষ্যশৃঙ্গ।" এই পুরাণের গ্রন্থকার ইহার ১২ স্কন্ধে, ৪ অঃ, পৃঃ, ৭৬৮, লিখিত, "পূর্ব্বে অব্যয় ঋষি নারায়ণ নারদকে এই (শ্রীমদ্ভাগবত) পুরাণ সংহিতা কহিয়াছিলেন।"

পদ্মপুরাণ, সৃষ্টিখণ্ড, ২২ অঃ, পৃঃ, ৩১৩, "ইন্দ্রের এই অভিশাপের ফলে বায়ু ও বহ্নি উভয়েই তৎক্ষণাৎ মহীতলে পতিত হইলেন। তাঁহারা মিত্রাবরুণের বীর্য্যাবলম্বনে কুম্ভ হইতে বশিষ্ঠ ও অগস্ত্য নামে জন্মগ্রহণ করিলেন। এই জন্যই বশিষ্ঠ ও অগস্ত্য মুনি মিত্রাবরুণ নন্দন বলিয়া প্রসিদ্ধ।"

মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ৫০ অঃ, পৃঃ, ৪৬, "সেই ঋষির শৃঙ্গী নামে গো-গর্ভ-জাত অতি কোপন স্বভাব এক পুত্র ছিলেন।" ঐ, ঐ, সম্ভব পর্ব্বে, ৯৫ অঃ, পৃঃ, ৯০—১, "ইলা নৃপতির বংশাবলী লিখিত, যথা, "দক্ষ হইতে অদিতি, অদিতি হইতে বিবস্বান্, বিবস্বান্ হইতে মনু, মনু হইতে ইলা, ইলা হইতে পুরূরবা, পুরূরবা হইতে আয়ু, আয়ু হইতে নহুষ এবং নহুষ হইতে যযাতি উৎপন্ন হইয়াছিলেন।"

এই ইলা নৃপতিকে লিঙ্গান্তর করিয়া ক্ষত্রিয় সূর্য্য ও চন্দ্র বংশীয় নৃপতিদিগের উপহাস্য উৎপত্তি আবৃত্তি করিতে পৌরাণিক গ্রন্থকার বিরত হন নাই। ব্রহ্ম-পুরাণ, ১০৮, অঃ, পৃঃ, ৪৩৫—৪৪, যখন পুরুষ তখন ব্যাকরণ-সম্মত "ইল" নাম দেওয়া হইয়াছে; আর তাহার অবলা দশায় নিজ "ইলা" নাম, অর্থাৎ তাঁহার নামকে স্বার্থক বাক্যে প্রয়োগ করা হইয়াছে। এইরূপে তিনি ক্ষত্রিয় সূর্য্য ও চন্দ্র বংশীয় পূর্ব্ব-পুরুষ হইয়াছেন।

অথর্ব্ববেদ, ৪।৬।১, "প্রথমে ব্রাহ্মণ দশ মাথা ও দশাননের সহিত জন্মগ্রহণ করিলেন। তিনি প্রথমে সোম পান করিলেন; তিনি বিষকে শক্তিহীন করিলেন।"

রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড, ৯ সর্গ, পৃঃ, ১৫, "রাবণের মস্তক দশটী। তিনি বিশ্রবা মুনির ঔরসে কৈকসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।" অতএব তিনি ব্রাহ্মণ। পক্ষান্তরে, তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া বৈদিক বিধানে সম্পাদন করা হইয়াছিল। রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড, ১১৩ সর্গ, পৃঃ, ২০৩, "রাক্ষসরাজকে পবিত্র স্থানে স্থাপন করতঃ রাঙ্কব আস্তরণের উপর বেদোক্ত বিধনানুসারে অগ্নিকোণে চিতা নির্ম্মাণ করিল। অনন্তর, ঋত্বিকগণ বেদী নির্ম্মাণ করতঃ, তৎপরে শ্রুতি সমীরিত ও সূত্রকারী মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক বিহিত বিধানানুসারে।"

বরাহপুরাণ, ৭৫ অঃ, পৃঃ, ১৯৪, "যাহা প্রকৃতির অতীত, তাহা অচিন্ত্য, যাহা অচিন্ত্য, তাহা তর্ক দ্বারা সপ্রমাণ করা সহজ ব্যাপার নহে।"

রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড, ১৩০ সর্গ, পৃঃ, ২৩০, লিখিত, "রাম জন্মের বহুকাল পূর্ব্বে বাল্মীকি যাহা প্রণয়ন করিয়াছিলেন;" এরূপ অক্ষর—বিন্যাস কবির স্বাধীনতা ব্যঞ্জক ব্যতীত আর কিছু নয়। প্রকৃত পক্ষে সত্য বলিয়া মানিয়া না লওয়া যায়। ইহার প্রমাণ, রামায়ণ, আদিকাণ্ড, ১ সর্গ, পৃঃ, ১, "নারদ বাল্মীকিকে বলিলেন, এক ব্যক্তি ইক্ষাকুবংশে সম্ভূত হইয়াছেন। তাহার নাম রাম; তাঁহাকে মনুষ্য মাত্রই বিজ্ঞাত আছে" "ও বিখ্যাত হইয়াছেন।"

বাল্মীকি ও ব্যাস।

কোন সমায়ে ইহাঁরা জীবিত ছিলেন অতঃপর বিচার্য্য। তাহা নির্ণয় হইলে, রামায়ণের রচণার কাল স্বয়ং প্রতীয়মান হইবে। শ্রুতিতে বসিষ্ঠ ও পরাশরের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। স্মৃতি ও পুরাণ উহাঁদের এবং বাল্মীকি, ব্যাস আর অন্যান্য বিখ্যাত লোকের নাম অলঙ্কৃত করিয়াছে। ব্যাসের বংশ বিবরণ পুরাণে বিস্তারিতরূপে পাওয়া যায়। তাঁহার মহাভারত ও আর আর পুরাণগ্রন্থ এই প্রবন্ধের প্রধান অবলম্বন। পুর্ব্বে বলা হইয়াছে পরাশরের শিষ্য বাল্মীকি এবং ব্যাস বাল্মীকির শিষ্য।

বাল্মীকি প্রণীত অদ্ভুত-রামায়ণ, ১ সর্গ, পৃঃ, ১, লিখিত, "কবিবাক্যের প্রথমোৎপত্তিস্থান মুনিবর তপোনিধি বাল্মীকি একদিন তমসাতীরস্থ নিজাশ্রমে বসিয়া রহিয়াছেন, এই সময় তাঁহার প্রিয় শিষ্য মুনিবর ভরদ্বাজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।"

লিঙ্গ পুরাণ বর্ণিত বৃহদ্বল রামচন্দ্র হইতে ষোড়শ সন্তান-সন্ততি। শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণিত শাক্য বৃহদ্বল হইতে দ্বাবিংশ সন্তান-সন্ততি। অতএব শাক্য রামচন্দ্র হইতে অষ্টত্রিংশ অধস্তন। সুতরাং তৎকালীন রামচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর এক সহস্র দুই শত ছয়ষট্টি বৎসর গত হইয়াছে! বাল্মীকি বুদ্ধকে উল্লেখ করিতেছেন, ইহাতে প্রমাণ হইতেছে তিনি বুদ্ধদেবের সমসাময়িক গ্রন্থকর্ত্তা। ৩৫ বৎসর বয়সে বুদ্ধদেব নিজ ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে নিযুক্ত হন। আর ৮০ বৎসর বয়সে তিনি স্বর্গারোহণ করেন।

প্রাচীনত্বের জ্যোতিঃ দ্বারা বেষ্টন করিবার নিমিত্ত পুরাণ গ্রন্থকারেরা দুই তিন শত বৎসর মৃত হইয়াছেন এরূপ লব্ধ-প্রতিষ্ঠ রাজা, ঋষি ও পুরোহিতকে আপনাদের সমকাল-সঞ্জাত ঘটনা সমূহে যোগ দিয়াছেন। অথবা তাঁহাদের সমকালীন রাজা, ঋষি, ও পুরোহিতকে দুই তিন শত বৎসর অতীত ঘটনায় কল্পনা করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য, তাঁহারা সকলেই দীর্ঘ-জীবী ছিলেন। অথচ,

ঋগ্বেদ, ১ মণ্ডল, ৮৯ সূক্ত, রহুগণের পুত্র গোতম ঋষির রচনা, ঋক্ ৯, "হে দেবগণ! মনুষ্যের পক্ষে শত শরৎকাল (আয়ুঃকল্পিত হইয়াছে); ঐ সময়ের মধ্যে তোমরা আমাদের শরীরে জরা উৎপাদন করিয়া থাক, ঐ সময়ের মধ্যে আমাদের পুত্রগণ পর পর পিতা হন। সেই নির্দ্দিষ্ট আয়ুর মধ্যে আমাদিগকে বিনাশ করিও না।

ঋগ্বেদ, ২।২৭। গৃতসমদ অথবা তৎপুত্র কূর্ম্ম ঋষির রচনা, ঋক্ ১০, "হে বরুণ! তুমি প্রধান, তুমি সকলের উপরি, তাহারা দেবতাই হউক, বা অসুরই হউক, বা মনুষ্যই হউক। আমাদিগকে শত শরৎকাল অবলোকন করিতে দাও, যেন আমরা পূর্ব্বপুরুষদিগের দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারি।"

রমেশচন্দ্র দত্ত এই ঋকের টীকায় লিখিয়াছেন, "ঋগ্বেদের ঋষিগণ এইস্থানে ও অন্যান্যস্থানে একশত বৎসরই মনুষ্য-পরমায়ুর সীমা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সহস্র বৎসরজীবী ঋষিও সত্য যুগের লোক সম্বন্ধে পৌরাণিক উপন্যাসগুলি তখনও সৃষ্ট হয় নাই।"

ঋগ্বেদ, ৩।৩৬।১০ ঋকটীর অঙ্গিরাবংশীয় ঘোর ঋষি রচিত, "হে ইন্দ্র! মঘবন্, বেগবান্ চালক, আমাদিগকে প্রভূত ধন দান কর, যাহা আমাদের সকল আশীর্ব্বাদ আনয়ন করে। আমাদের জীবনের জন্য শত শরৎকাল প্রদান কর।"

রমেশচন্দ্র এই ঋকের টীকায় লিখিয়াছেন, "এখানেও ঋগ্বেদের অন্যান্য অনেকস্থানে একশত বৎসরই মনুষ্যদিগের আয়ুর পরিমাণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ঋষিগণের সহস্রাধিক বৎসর দীর্ঘজীবন সম্বন্ধীয় পৌরাণিক গল্পকথা ঋগ্বেদ রচনার সময় কল্পিত হয় নাই।"

ঋগ্বেদ, ৭।৬৬, বসিষ্ঠ ঋষি রচিত, ঋক্ ১৬, "আমরা যেন শত শরৎকাল সেই উজ্জ্বল চক্ষুকে দর্শন করি, পরমেশ্বর-নিয়মিত, উত্থান কর। আমরা যেন শত শরৎকাল জীবিত থাকি।"

রমেশচন্দ্র এই ঋকের টীকায় লিখিয়াছেন, "মনুষ্যের পরমায়ুর সীমা শত বৎসর।"

ঋগ্বেদ, ৭।১০১, অগ্নি পুত্র কুমার অথবা বসিষ্ঠ ঋষি রচয়িতা, ঋক্ ৬, "এই (ধর্ম্ম্য) অনুষ্ঠান যেন আমাকে রক্ষা করে, আমার শততম শরৎকাল যে পর্য্যন্ত না হয়।"

ঋগ্বেদ, ১০।১৮, সংকুসুক ঋষি রচিত, ঋক্ ৪, "যাহারা জীবিত আছে, তাহাদিগের চতুর্দ্দিকে এই বেষ্টন দিতেছি; ইহাদের মধ্যে কেহই যেন, অপর কেহই না, এই সীমা পেঁাছাইতে পারে। তাহারা যেন একশত দীর্ঘ শরৎকাল অতিক্রম করিয়া জীবিত থাকে, এবং তাহারা যেন মৃত্যুকে এই পর্ব্বতের নিম্নে সমাধিস্থ করে।"

ঋগ্বেদ, ১০।৮৫, সূর্য্যাঋষি রচয়িত্রী, ঋক্ ৩৯, "এই বনিতার পতি দীর্ঘায়ুঃ হউক; যেন সে একশত শরৎকাল জীবিত থাকে।"

রমেশচন্দ্র এই ঋকের টীকায় লিখিয়াছেন, "মনুষ্য জীবনের সীমা শত বৎসর।"

ঋগ্বেদে অন্যান্য ঋতুর উল্লেখ।

ঋগ্বেদ, ১০।৯০।৬, "তখন বসন্ত ঘৃত হইল, শরৎ হব্য হইল, গ্রীষ্ম কাষ্ঠ হইল।"

ঋগ্বেদ, ১০।১৬১।৪, "সবল হইয়া একশত হেমন্ত জীবিত থাক, একশত বসন্ত ঋতু, একশত শীতকাল জীবিত থাক।"

ঋগ্বেদ, ৭।১০৩।৩, "বর্ষাকাল আগত হইলে পর্জ্জন্য যখন কামনাবান্ ও তৃষ্ণার্ত্ত মণ্ডূকগণকে জলদ্বারা সিক্ত করেন।"

পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রটী বসিষ্ঠ ঋষির রচনা। ইহার ৭ ও ৮ ঋকে মণ্ডূকদিগকে ব্রহ্মণ বলা হইয়াছে। ম্যাকস্ মুল্লার তাঁহার "প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস" পৃঃ, ২৫৫, (পাণিনি অফিস্ প্রকাশিত) গ্রন্থে বলেন,—"আর এক এবং অধিকতম বিশ্বাসজনক প্রমাণ আমাদের কতক মন্ত্র বৈদিক কবিতায় দ্বিতীয়-স্থানস্থ সময়ের বসিষ্ঠকে অরোপিত গীতে সংযত আছে। যদ্বারা ব্রাহ্মণদিগের যত্ন ও পরিশ্রমপূর্ব্বক সম্পাদিত ক্রিয়াকাণ্ড বিদ্রূপে প্রকৃতপক্ষে ব্যবহার করা হইয়াছে। ঋগ্বেদের ৭।১০৩। মন্ত্র, যাহাকে ভেকদিগের স্তুতি বলা হয়, স্পষ্টতঃ পুরোহিতদিগের প্রতি ব্যঙ্গকাব্য এবং ইহা বিচিত্র যে, পুরোহিতদিগের প্রতিনিধিত্বে বৈদিক ব্যঙ্গ্যকাব্য—লেখক একই জন্তুকে বাছিয়াছেন যাহাকে গ্রিসের প্রাচীনতম ব্যঙ্গ্যকাব্য—লেখক হোমারিক শূরদিগের প্রতিনিধিত্বে নির্ব্বাচন করিয়াছিল।"

স্কন্দ-পুরাণ, বিষ্ণুখণ্ডে, বৈশাখমাস মাহাত্ম্যম, ২১ অঃ, পৃঃ, ১৩৮৬, "কৃণু নামক জনৈক মুনি তত্রত্য এক সরোবর-তীরে তপশ্চরণ করেন; তিনি তপস্যা করিতে থাকিলে ক্রমে তাঁহার দেহ বল্মীক মৃত্তিকায় (উই মাটী) আচ্ছন্ন হইল; এ জন্য সেই মুনি সত্তমকে সকলেই বাল্মীক বলিয়া বিদিত হইয়াছিল। অনন্তর তাঁহার তপস্যার বিরাম হইলে তিনি রমণী স্মরণ করিলেন, এক শৈলুষীর (ভিল্লজাতিয়) উদরে ঐ বনেচর ব্যাধ জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। অনন্তর এই বনেচরই ভূতলে মহাযশা বাল্মীকি নামে বিখ্যাত হন, ইনি স্বীয় রচিত প্রবন্ধ নিচয় দ্বারা দিব্য মহাকথাপূর্ণ "রামায়ণ" প্রণয়ন করিয়াছিলেন।" ঐ, আবন্ত্যখণ্ডে—অবন্তী ক্ষেত্র মাহাত্ম্যম, ২৪ অঃ, পৃঃ, ২৭৬৯—২৭৭১, "পূর্ব্বে সুমতি নামে ভৃগুবংশী এক বিপ্র ছিলেন; কৌশিকা নামে তাঁহার এক ভার্য্যা ছিল। তাঁহাদের অগ্নিশর্ম্মা নামে এক পুত্র জন্মিয়াছিল। একদা অনাবৃষ্টি উপস্থিত হয়। এই অনাবৃষ্টি সময়ে সুমতি বিপদ্গ্রস্ত হইয়া ভার্য্যা পুত্র সমভিব্যাহারে কাননে গিয়া আশ্রম স্থাপিত করেন। আভীর দস্যুদিগের সহিত অগ্নি-শর্ম্মার সঙ্গ হয়। একদা সপ্তর্ষিগণ ঐ পথে উপস্থিত হন। অত্রি তাহাকে উপদেশ দিয়া শিষ্য করিলেন! অগ্নিশর্ম্মা অত্রির উপদেশে অবিচল অবস্থায় তপস্যা করিতে থাকিলে উহার উপরিভাগে বল্মীক উৎপন্ন হইল। ঋষিগণ তাহাকে উত্থাপিত করিলেন, এবং বলিলেন, তুমি

বল্মীক মধ্যে ছিলে বলিয়া বাল্মীকি নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে। তাঁহারা প্রস্থিত হইলে, বাল্মীকি কুশস্থলীতে গমনপূর্ব্বক মনোরম রামায়ণ কাব্য প্রণয়ন করিলেন। এই রামায়ণই প্রথম কাব্য।" কুশস্থল, কান্যকুব্জদেশ, কণোজদেশ।

স্কন্দপুরাণ, নাগর খণ্ডম, ১২৪, অঃ, পৃঃ, ৪০৪৩—৪০৪৯; "মহামুনি বাল্মীকি পূর্ব্বে চৌর ছিলেন। পূর্ব্বকালে চমৎকারপুরের মাণ্ডব্য বংশে লৌহজঙ্ঘ নামক জনৈক দ্বিজ জন্মগ্রহণ করেন। একদা দেবেন্দ্র আনর্ত্ত দেশে দ্বাদশ বর্ষ বারি বর্ষণ করিলেন না। দ্বিজ লৌহজঙ্ঘ মহা কষ্টে পতিত হইলেন। অনন্তর দুঃখার্ত্ত লৌহজঙ্ঘ ফলার্থী হইয়া অরণ্যে প্রবেশ করিলেন এবং চৌর্য্যের প্রতি লব্ধ লক্ষ্য হইলেন। কালে দুর্ভিক্ষ দূর হইলে, দ্বিজ কিন্তু অভ্যাস বশতঃ দুষ্কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। একদা মরীচি প্রমুখ সপ্তর্ষিগণ লৌহজঙ্ঘের নয়ন পথে পতিত হন। পুলহ নামক ঋষি কহিলেন, তুমি অনলস হইয়া মন্ত্র জপ কর। লৌহজঙ্ঘ সমাধিস্থ হইয়া উত্তম অবস্থা লাভ করিলেন। সেই জপ পরাপরায়ণ দ্বিজ সত্তমের চতুর্দ্দিকে বল্মীক স্তূপ সঞ্চিত হইয়া তাঁহার দেহ আবৃত করিল। লৌহজঙ্ঘ সিদ্ধিলাভ করিয়া রামায়ণ নিবন্ধ রচনা পূর্ব্বক পরম বিখ্যাত হইয়াছিলেন!" আনর্ত্তদেশ, দ্বারিকা।

স্কন্দপুরাণ, প্রভাস-খণ্ডে প্রভাস ক্ষেত্র মাহাত্ম্যম, ২৭৮ অঃ, পৃঃ, ৪৯৬৪—৬৮, "পূর্ব্বে শমীমুখ নামে এক দ্বিজ ছিলেন। তাঁহার পুত্রটীর নাম—বৈশাখ। কালে তাঁহার পিতা মাতা বার্দ্ধক্য দশায় উপনীত হইয়া তাঁহার পোষ্য হইতে বাধ্য হইলেন। দ্বিজ পুত্র তখন কান্তারে গমন করিয়া দস্যুবৃত্তি অবলম্বনে পিতা মাতা ভার্য্যা প্রভৃতি পোষণ করিতে লাগিলেন। একদা সপ্তর্ষিগণকে ঐ পথে গমন করিতে দেখিয়া তিনি লগুড় উদ্যত করত তাঁহাদিগকে বলিলেন,—থাক্ থাক্ আর যাইতে হইবে না। অঙ্গিরা প্রকাশ্যে বলিলেন—তুই অবহিত হইয়া ক্ষণকাল আমাদের বাক্য শ্রবণ কর। তাঁহাদের নিকট পাপ কর্ম্মের পরিণাম অবগত হইয়া চোর বৈশাখ পরে বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইল। বৈশাখ মুনি মুনিগণ কর্ত্তৃক এই রূপ উক্ত হইয়া সর্ব্বদা মন্ত্রজপ করিতে লাগিলেন। ক্রমে বল্মীকে তাঁহার গাত্র বেষ্টন করিল। ঋষিগণ বলিলেন,—মুনে! আপনি একাগ্রতা সহকারে মন্ত্রজপ করিয়া বাল্মীকিময় হইয়াছেন বলিয়া জগতে বাল্মীক নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিবেন। অতঃপর আপনি রামায়ণ কাব্য রচনা করিয়া মুক্ত প্রাপ্ত হইবেন।"

সপ্তর্ষিগণের ভ্রমণ; কিথ্ জন্‌ষ্টন্ তাঁহার প্রণীত "প্রকৃতি-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় ভূগোল-বিদ্যা" ২ সং, পৃঃ, ৩০৭, লিখিয়াছেন, "যদি কেহ ভারতবর্ষে উত্তর দিক্ হইতে দক্ষিণ দিক্ বা পূর্ব্ব দিক্ হইতে পশ্চিমদিক পর্য্যন্ত পদব্রজে পর্য্যটন করেন, আর প্রত্যহ দশ মাইল (পাঁচ ক্রোশ) করিয়া ভ্রমণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার ভ্রমণ সম্পাদন করিতে ছয় মাস লাগিবেক!" এই পর্য্যটনে ঋষিরা ভিন্ন ভিন্ন দেশের প্রাচীন কাহিনী সঞ্চয় করিতেন। পরে নিজেদের মত সন্নিবেশ করিয়া গ্রন্থ রচনা করিতেন।

রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড, ১২৪ সর্গ, পৃঃ, ১৫৭, "প্রচেতো নন্দন বাল্মীকি ভবিষ্য ও উত্তরের সহিত এই আয়ুষ্য আখ্যান রচনা করিলে ইহা পিতামহ কর্ত্তৃক অনুমত হয়।" মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২০৭ অঃ, পৃঃ, ১৬৪২, "অসিত, দেবল, মহাতপা বাল্মীকি এবং মার্কণ্ডেয়, শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ে সুমহৎ অদ্ভুত কথা বলিয়া থাকেন।" পদ্মপুরাণ, সৃষ্টি খণ্ড, ৮ অঃ, পৃঃ, ৬৭, "ভার্গব শ্রেষ্ঠ বাল্মীকি ইহাঁর (রামচন্দ্র) চরিত রচনা করেন।"

শ্রীমদ্ভাগবত, ৬ স্কন্ধে, ১৮ অঃ, পৃঃ, ৩৫২, "প্রসিদ্ধি আছে; বল্মীক সম্ভূত মহাযোগী বাল্মীকিও বরুণের পুত্র।" বিষ্ণুপুরাণ, ৩ অংশ, ৩ অঃ, পৃঃ, ৬৮, "চতুর্ব্বিংশে ভার্গবান্বয় ঋক্ষ—যিনি বাল্মীকি বলিয়া অভিহিত হয়েন।"

মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ৬৩ অঃ, পৃঃ, ৫৭-৮, "একদা মৎস্যগন্ধা পিতার (মৎস্যাঘাতীর) আজ্ঞাক্রমে নৌকাবাহন-কর্য্যে নিযুক্ত আছেন, এমত সময় পরাশর ঋষি তাঁহাকে দেখিলেন। অনন্তর সত্যবতী পরাশর ঋষির সহিত সঙ্গম করিলেন। দ্বৈপায়ন পরাশরের ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। বেদের ব্যাস অর্থাৎ বিভাগ করিলেন, তন্নিমিত্ত তাহার নাম বেদব্যাস হইল। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন হইতে বিচিত্রবীর্য্যের পত্নীর গর্ভে রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও মহাবল পাণ্ডু উৎপন্ন হইলেন এবং ঐ দ্বৈপায়ন হইতেই বিদুর শূদ্র যোনিতে জন্মিলেন। পাণ্ডুর দুই মহিষীতে পঞ্চপাণ্ডব জন্মগ্রহণ করিলেন, তাহাদের মধ্যে যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠ ছিলেন। ধীমান্ ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধন প্রভৃতি শত পুত্র এবং বৈশ্য গর্ভজাত যুযুৎসু নামক একটি পুত্র জন্মিল।"

মনুসংহিতা, ৯।২৩। "নিকৃষ্ট কুলসম্ভূতা অক্ষমালা এবং শারঙ্গী নামে কন্যা-

দ্বয় ক্রমান্বয়ে ঋষি বসিষ্ঠ ও মন্দপালের সহিত উদ্বাহসূত্রে মিলিত হইয়া পরম মান্যা হইয়াছিলেন।

বসিষ্ঠ।

দেবী-ভাগবত, ৪ স্কন্ধ,৬ অঃ, পৃঃ, ১৭৭-৮, "মুনিবর নারায়ণ করদ্বারা উরু-তাড়ন পূর্ব্বক হঠাৎ এক সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী রমণী সৃষ্টি করিলেন। সেই রমণী উর্ব্বশী নামে খ্যাত হইল।" ঐ, ৬ স্কন্ধ, ১৪ অঃ, পৃঃ, ৩৪৮-৯, "অনন্তর একদা উর্ব্বশী বরুণালয়ে আগমন করিলে, দেবদ্বয় মিত্রাবরুণ তাহাকে কহিলেন, তুমি আমাদিগকে পতিত্বে বরণ করত এই স্থানে বিহার করিতে থাক। উর্ব্বশী তাঁহাদের আলয়েই অবস্থান করিতে লাগিলেন। একদা মিত্রাবরুণ ক্রীড়াসক্ত থাকায়, দৈবাৎ তাহাদিগের বীর্য্য এক অনাবৃত কুম্ভ মধ্যে পতিত হয়। সেই কুম্ভ মধ্যে সুমুনিদ্বয় জন্ম গ্রহণ করেন। তন্মধ্যে অগস্তি প্রথম ও দ্বিতীয় বশিষ্ঠ।"

কুম্ভ নামধেয় উর্ব্বশী। কারণ, বসিষ্ঠের জন্ম বৃত্তান্ত লিখিত, ঋগ্বেদ, ৭ মণ্ডল, ৩৩ সূক্ত। ৯ ঋকের পরবর্ত্তী ঋকের বসিষ্ঠ পুত্রগণ ঋষি। বসিষ্ঠ দেবতা। ঋক্ ১১, "এবং আপনি, হে বসিষ্ঠ, মিত্র ও বরুণের পুত্র, হে ব্রাহ্মণ, উর্ব্বশীর আত্মা হইতে জাত।"

"আত্মা হইতে জাত" জন্ম সম্বন্ধে হিন্দুদিগের পরিকল্পনা, যথা, মার্কণ্ডেয় পুরাণ ৬৯ অঃ, পৃঃ, ২৮৫, "আত্মাই পুত্ররূপে ভার্য্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে বলিয়া সন্ততি রক্ষা করিলে আত্মাই রক্ষিত হইয়া থাকে। অতএব ভার্য্যাকে রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।"

মিত্র, বরুণ ও উর্ব্বশীর মিলন নার-সিংহ পুরাণে স্বতন্ত্ররূপে বর্ণিত। নার-সিংহ পুরাণ, ৬ অঃ, পৃঃ, ২০-২, "কশ্যপ অদিতিগর্ভ হইতে দ্বাদশ পুত্র সমুৎপাদন করেন। তন্মধ্যে মিত্র ও বরুণ দুই জন। বরুণ মিত্রের সহিত কুরুক্ষেত্র তীর্থে তপশ্চরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। এমত সময়ে তথায় এক বনোদ্দেশে ব্রহ্মচারী মিত্র বরুণ ভ্রাতৃযুগল ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে দেখিলেন উর্ব্বশী সরোবরে নির্জ্জন বনে স্নান, গান এবং হাস্য কৌতুক করিতেছে। তাহাকে অবলোকন করিয়া, তাহার রূপে উভয়েই বিমুগ্ধ হইলেন।"

পদ্মপুরাণ, সৃষ্টিখণ্ড, ৪৬ অঃ, পৃঃ, ৬০৫, "ব্রহ্মা কহিলেন,—শ্রোত্রিয় কুলজাত অসৎক্রিয় ব্যক্তি পূজ্য নহে, পরন্তু অসৎ কুলজ ব্যক্তিও সদাচারপর হইলে ব্যাস ও ঋষ্যশৃঙ্গের ন্যায় পূজ্য হইয়া থাকেন। ক্ষত্রিয় কুলজ বিশ্বামিত্র কর্ম্মফলে আমার তুল্য হইয়াছেন। বেশ্যাসুত বশিষ্ঠও সমাজে সমধিক সম্মানাহ, আরও অনেক সিদ্ধ মহাত্মা ব্রাহ্মণাদি আছেন।"

অক্ষমালা সম্পর্কে স্কন্দ-পুরাণ, প্রভাস খণ্ডে-প্রভাস-ক্ষেত্র মাহাত্ম্যম, ১২৯ অঃ, পৃঃ, ৪৮০০—২, যথা, "একদা ঋষিগণ জনৈক চণ্ডাল গৃহে গমন করেন, এবং তাহার নিকট অন্ন প্রার্থনা করিয়া বলেন, হে অন্ত্যজ! আমাদিগকে অন্ন দাও। চণ্ডাল কহিল, আমি অন্নদানে স্বীকার করিলাম। পরন্ত, আপনারা আমার এই অক্ষমালা কন্যার আপনাদের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠ অগ্রণী, পাণি-গ্রহণ করুন। মহামনা বসিষ্ঠ তৎ শ্রবণে, আপদ্ধর্ম্ম আলোচনা করিয়া, সেই অন্ত্যজ কন্যার পাণি পীড়ন করিলেন। ঐ কন্যা অক্ষমালা নামে প্রসিদ্ধা। তৎপর অরুন্ধতী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। যে রূপ ভর্ত্তা, পত্নী ও সেই রূপই হইয়া থাকে। অধম যোনি জাতা অক্ষমালা বসিষ্ঠ সহ সংযুক্ত হইয়া মন্দপালানুগা শার্ঙ্গীর ন্যায় পুজনীয়া হইল।"

লিঙ্গপুরাণ, পূর্ব্বভাগ, ৬৩ অঃ, পৃঃ, ৬৯, "নারদ, বসিষ্ঠকে নিজ কন্যা অরুন্ধতী দান করেন। বসিষ্ঠ, অরুন্ধতীর গর্ভে শত পুত্র উৎপাদন করেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ শক্রি। অদৃশ্যন্তীর গর্ভে শক্রির ঔরসে পরাশরের জন্ম। রুধির নামে রাক্ষস শক্রিকে ভক্ষণ করিবার পর পরাশর ভূমিষ্ঠ হন। কালী (মৎস্যগন্ধা) পরাশরের সংসর্গে প্রভু কৃষ্ণ দ্বৈপায়নকে উৎপাদন করেন। দ্বৈপায়ন, অরনীর গর্ভে শুককে এবং পীবরীর গর্ভে উপমন্যুকে উৎপাদন করেন। ভুরিশ্রবা, প্রভু, শম্ভু, কৃষ্ণ এবং গৌর এই পাঁচ জন শুক পুত্র জানিবে। যোগমাতা শুকের কন্যা। ইনি অনুহের পত্নী এবং ব্রহ্মদত্তের জননী।

মৎস্য পুরাণ, ২০১ অঃ, পৃঃ, ৭৪৫-৬, "বসিষ্ঠ, নারদের ভগিনী অরুন্ধতীকে বিবাহ করেন। সেই বরারোহার গর্ভে তাঁহার শক্রি নামক পুত্র জন্মে। শক্রির পুত্র পরাশর। পরাশরের পুত্র দ্বৈপায়ন।" মৎস্য নামধেয় ঋষি এই পুরাণের গ্রন্থকর্ত্তা শাকল্যের (শাকল্ল) শিষ্য ছিলেন। বায়ুপুরাণ, ৭০ অঃ, পৃঃ, ৩৪৬, দেখ।

পুরাণ রচনাকারী ভবিষ্য-ভাষণাত্মক উক্তি ব্যবহার করিতে আনন্দ অনুভব করিতেন। পরাশর লিখিত বিষ্ণু পুরাণে দৃষ্টান্ত আছে। বিষ্ণুপুরাণ, ৪র্থ অংশ, ২১, অঃ, পৃঃ, ১৮৯, "যিনি এইক্ষণে রাজা, তাঁহার চারিজন পুত্র হইবে ; জনমেজয়, শ্রুতসেন, উগ্রসেন ও ভীমসেন। জনমেজয়ের শতানীক নামে এক পুত্র হইবে। ঐ শতানীক যাজ্ঞবল্ক্য সকাশে বেদ অধ্যয়ন করিবেন।" যাজ্ঞবল্ক্য পরাশরের পরিচিত ঋষি, এবং তাঁহার প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিয়া ব্যাসকে শুনাইয়াছিলেন। পরাশর-সংহিতা, ১।১৩—১৫, "ব্যাস পরাশরকে বলিলেন, পিতঃ! আমি আপনার কাছে মনু, বসিষ্ঠ, কশ্যপ, গর্গ, গোতম, উশনা, অত্রি, বিষ্ণু, সম্বর্ত্ত, দক্ষ, অঙ্গিরা, শাতাতপ, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, কাত্যায়ন, প্রচেতস, আপস্তম্ব, শঙ্খ প্রভৃতি ঋষিগণ প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রবণ করিয়াছি।" অতএব পরাশর-সংহিতা উপর-উক্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের পরবর্ত্তী রচনা। আর তাঁহারা তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বা সমসাময়িক ঋষি ছিলেন।

বাৎস্যায়ন।

বিষ্ণুপুরাণ, ৪র্থ অংশ, ২৪।৬। পৃঃ, ১৯১ পরাশর কহিলেন,—"কৌটিল্য প্রধান একজন ব্রাহ্মণ (চাণক্য) এই নয় জন নন্দবংশীয়কেই উচ্ছেদ করিবেন।"

হেমচন্দ্র স্থরি প্রণীত অভিধান চিন্তামণি, (নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য অনূদিত) মর্ত্ত্যকাণ্ডঃ ১২, পঃ, অঙ্ক ১৮, পৃঃ, ২১৮, "বাৎস্যায়ন মুনির নাম। বাৎস্যায়ন, মল্লনাগ, কৌটিল্য (কোটিল্য) চণকাত্মজ, দ্রামিল, পক্ষিলস্বামিন্, বিষ্ণুগুপ্ত, অঙ্গুল (পুং)।

পরাশরের "কৌটিল্য প্রধান একজন ব্রাহ্মণ" কামসূত্র প্রণেতা বাৎস্যায়ন অপর কোন ব্রাহ্মণ নহেন ; মুদ্গলের সহিত তাঁহার বৈবাহিক সম্বন্ধেও প্রমাণ হইবে! বিষ্ণুপুরাণ, ৩য় অংশ, ৪ অঃ, পৃঃ ৭১, "মুদ্গল, গালব, বাৎস, শালীয় ও শিশির। এই পাঁচজন মহামুনিই বেদমিত্রের শিষ্য।" ঐ, ৪র্থ অংশ, ১৯ অঃ, পৃঃ ১৮৫, "হর্য্যশ্বের পাঁচজন পুত্র—মুদ্গল, সৃঞ্জয়, বৃহদিষু, প্রবীর, ও কাম্পিল্য। পিতা ঐ পুত্রগণের উদ্দেশে 'এই আমার পুত্রগণই আমার অধীন পাঁচটী দেশ রক্ষা করিতে সমর্থ' এই কথা বলায় উহাঁদের নাম 'পাঞ্চাল' হয়। মুদ্গল হইতেই জাত ক্ষত্রিয়গণ কোন কারণে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করতঃ মৌদ্গল্য

নামে অভিহিত হন। মুদ্গলের পুত্র বৃদ্ধশ্ব, বৃদ্ধশ্বের দিবোদাস নামে ও অহল্যা নামে এক কন্যা হয়। অহল্যার গর্ভে গৌতমের ঔরসে শতানন্দ নামে এক পুত্র হয়। শতানন্দের পুত্র সত্যধৃতি; এই সত্যধৃতির ঔরসে উর্ব্বশী অপ্সরার গর্ভে একটি পুত্র ও একটি কন্যা হয়। রাজা শান্তনু সেই পুত্র ও কন্যাকে দেখিয়া গ্রহণ করেন। সেই কুমারের নাম হইল কৃপ, আর ঐ কন্যার নাম কৃপী। এই কৃপী অশ্বত্থামার জননী এবং দ্রোণপত্নী। দিবোদাসের পুত্র মিত্রায়ু, মিত্রায়ুর পুত্র চ্যবন।"

রামায়ণ, আদিকাণ্ড, ৪৮ সর্গ, পৃঃ, ৬১, "মহামুনি বিশ্বামিত্র রঘুনন্দন রামকে প্রত্যুক্তি করিলেন, হে নরবর! পূর্ব্বে এই দিব্য আশ্রম মহাত্মা গৌতমের ছিল। গৌতম বহুবর্ষ এই আশ্রমে অহল্যার সহিত তপস্যা করিয়াছিলেন।"

ঐ, ঐ, ৫১ সর্গ, পৃঃ, ৬৪, "জাজ্বল্যমান-প্রভাশালী জ্যেষ্ঠ গৌতমনন্দন শতানন্দ প্রহৃষ্টরোমা হইলেন, এবং রামকে সন্দর্শন করিয়া বিস্ময় লাভ করিলেন।"

স্কন্দ-পুরাণ, নাগর খণ্ডম, ১৪৭, অঃ, পৃঃ, ৪১১৯, "কোন সময়ে ব্যাসের কলত্রার্থ ইচ্ছা হয়। ঐ সময় বিচিত্রবীর্য্যাদি কুরুবংশীয়গণ ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে ব্যাসদেব সত্যবতীর আদেশে বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে পাণ্ডু প্রভৃতি তিনজন পুত্র উৎপাদন করেন। পরে দারপরিগ্রহ করিবার ইচ্ছায় তিনি জাবালির নিকট বটিকানাম্নী তাঁহার কন্যাকে প্রার্থনা করিলেন। জাবালি তাঁহাকে কন্যা প্রদান করিলেন। ব্যাসের ঔরসে বটিকার গর্ভে শুক নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন।"

রামায়ণ, আদিকাণ্ড, ৮ম সর্গ, পৃঃ, ১২, বাল্মীকি লিখিয়াছেন, জাবালি দশরথের পুরোহিত ছিলেন। ঐ, অযোধ্যাকাণ্ড, ১০৯ সর্গ, পৃঃ, ১৭৯, রাম জাবালিকে বলিতেছেন, "পিতা তাহা জানিয়াও আপনাকে যে যজ্ঞকর্ম্মে বরণ করিয়াছিলেন, তজ্জন্য আমি পিতার সেই কৃতকর্ম্মকে নিন্দা করিতেছি।" এখানে বাল্মীকি ও ব্যাসের সমকালীন পুরোহিতকে রামের সমকালীন কল্পনা করা হইয়াছে।

ঋগ্বেদ, ৬।৬১।১, ভরদ্বাজ ঋষি লিখিতেছেন, "এই সরস্বতী দেবী হব্যদাতা বধ্র্যশ্বকে বেগসম্পন্ন ও ঋণ মোচনকারী দিবোদাস (নামক একটী পুত্র) প্রদান করিয়াছেন।" বিষ্ণুপুরাণের "বৃদ্ধশ্ব" ঋগ্বেদে "বধ্র্যশ্ব" লিখিত।

যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ, মুমুক্ষুব্যবহার-প্রকরণ, ১৮ সর্গ, পৃঃ, ৫৫, "এই মোক্ষোপায়গ্রন্থের রচয়িতা বাল্মীকি অন্য যে, সমুদয় গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতেও এই নিয়ম জানিবে যে, দৃষ্টান্ত সমূহের সম্ভবপর অংশের সহিতই সাম্য।" ঐ, বৈরাগ্য-প্রকরণ, ৩৩ সর্গ, পৃঃ, ৩৩, "বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, বামদেব, সচিববৃন্দ, নারদ, দেবপুত্র, মুনিপুঙ্গব ব্যাস, মরীচি, দুর্ব্বাসা, আঙ্গিরস মুনি, ক্রতু, পুলস্ত্য, পুলহ, মুনিবর শরলোমা, বাৎস্যায়ন, ভরদ্বাজ, মুনিপুঙ্গব বাল্মীকি, উদ্দালক, ঋচীক, শর্য্যাতি চ্যবন—এই সমস্ত এবং আরও বেদবেদাঙ্গ পরায়ণ বহুতর শ্রেষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞ মহাত্মগণ তথায় উপবিষ্ট হইলেন।" তবেই ইহারা সমকালীন মুনি ছিলেন। এই সময় মুনি ঋষিদিগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট যুগ হইয়াছিল।

অভিধান—চিন্তামনিঃ, মর্ত্তকাণ্ডঃ, ১২, পঃ, ১৫ অঙ্ক, পৃঃ, ২১৮। "কোষকার মুনি বিশেষের নাম। ব্যাড়ি, বিন্ধ্যবাসিন্, নন্দিনী তনয় (পুং)।"

বিশ্বকোষ, ২০ ভাগ, পৃঃ, ৪৭, "ব্যাড়ি, কোষ ও ব্যাকরণকারক মুনি বিশেষ। পা ১।২।৬৪ সূত্রের ৪৫ বার্ত্তিকে ব্যাড়ির উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাতিশাখ্যকারিকা ও সংগ্রহ নামক গ্রন্থপ্রণেতা। নাগোজী ভট্ট ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।"

বামন-পুরাণ, ৯১ অঃ, পৃঃ, ৪১২, "পুরাকালে মহর্ষি মুদগলের কোশকার নামে এক বিখ্যাত পুত্র ছিল। কোশকার জ্ঞান ও বিজ্ঞানে পারদর্শী এবং তপস্বী ছিলেন। তাঁহার সতী সাধ্বী পতিব্রতা ভার্য্যার নাম ছিল ধর্ম্মিষ্ঠা, ধর্ম্মিষ্ঠা বাৎসায়নের কন্যা; তিনি" ধর্ম্মশীলা ও পতিব্রতা। ধর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে কোশকারের এক পুত্র উৎপন্ন হয়। পিতা তাহার নাম করিলেন নিশাকর"। কোশকারের মাতার নাম নন্দিনী ছিল।

বাৎস্যায়ণের উল্লেখ পদ্মপুরাণ, পাতাল খণ্ড, ১ অঃ; পৃঃ, ১, "একদা মুনিবর বাৎস্যায়ন ভূভারধারী সর্পরাজ অনন্তের নিকট এই অতি পবিত্র রামকথা জিজ্ঞাসু হইয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন।" ঐ, ঐ; ৩১ অঃ, পৃঃ, ২৪৭, "ব্যাস বলিলেন,—মুনিবর বাৎস্যায়ন, মহাবল সম্পন্ন লবের এই রমণীয় ইতিবৃত্ত শ্রবণে সন্দিহান হইয়া সহস্রানন অনন্তদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন।" ঐ, ঐ, ৩৭ অঃ, পৃঃ, ৩১৭, "ব্যাস বলিলেন, মুনিবর বাৎস্যায়ন অনন্ত দেবের মুখোচ্চারিত ইত্যাদি বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক সর্ব্বধর্ম্মসমন্বিত রামায়ণ শ্রবণে-

অভিলাষী হইয়া অনন্তদেবকে কহিলেন,—হে স্বামিন্! বাল্মীকি কোন্ সময়ে কি নিমিত্ত ঐ মহৎরামায়ণ প্রণয়ন করেন? এবং কোন্ কোন্ বিষয়ই বা তাহাতে বর্ণিত হইয়াছে? তৎ সমুদয় আমায় বলুন।"

স্কন্দ-পুরাণ, আবন্ত্য খণ্ডে-রেবাখণ্ড, ৯৭ অঃ, পৃঃ, ৩৪১৪, "মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—অনন্তর গৌতম, ভৃগু, মাণ্ডব্য, নারদ, লোমশ, পরাশর, শঙ্খ, কৌশিক, চ্যবন, পিপ্পলাদ, বশিষ্ঠ, মহতপা, নাচিকেতা, বিশ্বামিত্র, অগস্ত্য, উদ্দালক, যম, শাণ্ডিল্য, জৈমিনি, কণ্ব, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা, শাতাতপ, দধীচি, কপিল, গালব, জৈগীষব্য, দক্ষ, ভরত, মুদগল, বাৎস্যায়ন, মহাতেজা, সংবর্ত্ত, শক্তি, জাতুকর্ণ, ভরদ্বাজ, বালখিল্য, আরুণি প্রভৃতি ও অন্যান্য সহস্র সহস্র দ্বিজসত্তম ঋষি স্নান তর্পন ও নিত্য সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন পূর্ব্বক ব্যাস কুণ্ড সমীপে গমন করিয়া হোম করিলেন।" অতএব, ইঁহারা সকলে সমকালীন ঋষি ছিলেন।

মৎস্যপুরাণ, ১৯৯ অঃ, পৃঃ, ৭৪১, "বাৎস্যায়ন কশ্যপ বংশীয় গোত্র প্রবর্ত্তক ঋষি ছিলেন।"

ঋগ্বেদ, ১০।১০২। মুদগল ঋষি দ্বারা লিখিত। ইহার প্রথম শ্লোকে, "হে মুদ্গল! যুদ্ধে তোমার রথ যখন অসহায় হয়, তখন দুর্দ্ধর্ষ ইন্দ্র তাহা রক্ষা করুন। ২। মুদগলের পত্নী যখন রথারূঢ় হইয়া সহস্র জয়িনী হইলেন, তখন বায়ু তাঁহার বস্ত্র সঞ্চালিত করিল, গাভীজয়ের সময় মুদ্গল পত্নী রথী হইলেন। ইন্দ্রসেনা নাম্নী সেই মুদগলানী যুদ্ধের গাভীগণকে শত্রু সৈন্য হইতে বাহির করিয়া আনিলেন।"

মহাভারত, বনপর্ব্ব, ১১৩ অঃ, পৃঃ, ৩৯০, "ইন্দ্রসেনা নারায়ণী মুদগল ঋষির নিয়ত বশবর্ত্তিনী হইয়া পরিচর্য্যা করেন।" উভয় গ্রন্থে ইন্দ্রসেনার নামের ঐক্য এবং ব্যাসের মহাভারত রচনাকালীন তাঁহারা যেন জীবিত ভাব প্রকটিত হইয়াছে।

মুদগল একটি পুরাণও প্রণয়ণ করিয়াছিলেন। ইহার উল্লেখ উইলসনের বিষ্ণুপুরাণ ফ্রেড্রিক হলের দ্বারা সম্পাদিত ভূমিকার নবতিতম পৃষ্ঠায় আছে।

সন ১৩১৩ সালে, মহেশচন্দ্র পাল কর্ত্তৃক বাৎস্যায়ন প্রণীত কাম-সূত্রে

বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। কামসূত্র, ঔপনিষদিকাধিকরণ, ২ অঃ, ২৫, পৃঃ, ৬৬২, যথা,

"বাভ্রবীয়াংশ্চ সূত্রার্থ নাগমং সুবিমৃশ্চ চ।
বাৎস্যায়নশ্চ কাবেদং কামসূত্রং যথা বিধি॥ ২৫॥

অর্থ,—বাভ্রব্যের সূত্রার্থ ও কামাগম সুচারুরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া বাৎস্যায়ন এই কাম-সূত্র যথা বিধি রচনা করিয়াছেন।"

পাল মহাশয় উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলেন, "ব" শব্দে বায়ু; তাহার সংখ্যা ১৫। অভ্র-শব্দে শূন্য ০। ব-শব্দে বরুণ; তাহার সংখ্যা ২৪। তাহা হইলে সমুদয় সংখ্যাকে ক্রমে স্থাপন করিলে,—(১৫০২৪) এই হয়। এই ক্ষণ "অঙ্কের বামাগতি,"—এই নিয়মানুসারে (৪২০৫১) এই হয়। ইহার উপরে, অর্থ-শব্দে দ্বিতীয় বর্গ; তাহার সংখ্যা ২ সূত্রিত করিতে হইবে। তাহা হইলে (৪২০৫১২) অঙ্ক সমষ্টি হইল। এত অঙ্ক কল্যব্দের আগামী অঙ্ক হইবে। তাহা হইলে, ৪২০৫১২ অঙ্কের মধ্য হইতে কল্যব্দ ৪৩২০০০ অন্তর করিলে, থাকিল অবশিষ্ট ১১৪৮৮ অঙ্ক।

এইক্ষণ 'আগং অং সুবিমৃষ্য চ' দেখা যাউক। অ-শব্দে বিষ্ণু; তাহার সংখ্যা ২২। অগ—শব্দে নাগ; তাহার সংখ্যা ৮। তদুভয়ের সমাহারে ৩০ হইবে। আর তাহার পর অ—র ২২ সংখ্যা বসিবে। তাহা হইলে ৩০২২ অঙ্ক হইল। পৃথক্ করিয়া বলায় এখানে আর বামাগতির মর্য্যাদা নাই।

এখন ঐ অবশিষ্ট ১১৪৮৮ অঙ্ককে ৩০২২ দিয়া সুচারুরূপে বিয়োগ করিতে হইবে। অর্থাৎ ১১৪৮৮ অঙ্কের মধ্য হইতে ঐ ৩০২২ অঙ্ক যতক্ষণ বাদ যায়, ততক্ষণ বাদ দিতে হইবে।

১১৪৮৮
৩০২২
————
৮৪৬৬
৩০২২
————
৫৪৪৪
৩০২২
————
২৪২২

অবশিষ্ট ২৪শত, ২২সের মধ্য হইতে আর ৩০২২ বাদ যায় না; সুতরাং কল্যব্দের ২৪২২ বৎসরে বাৎস্যায়ন এই কামসূত্র রচনা করিয়াছিলেন। তাহা হইলে, এক্ষণে, ৫০০৭ বৎসরের অঙ্ক হইতে ১৪২২ বৎসর বাদদিলে ২৫৮৫ অঙ্ক অবশিষ্ট থাকে; অতএব এই কামসূত্র বর্ত্তমান কল্যব্দ সংখ্যার ঐ ২৫৮৫ বৎসর পুর্ব্বে বিরচিত হইয়াছিল।" অর্থাৎ ৬৭৯ খৃষ্টাব্দের পুর্ব্বে কামসূত্র রচিত।

মহেশচন্দ্র পাল কর্ত্তৃক কামসূত্র সন ১৩১৩ সালে প্রকাশিত হয়। তখন কলির ৫০০৭ অব্দ চলিতেছিল। তিনি তাঁহার গণনার বিপক্ষে ছিদ্রান্বেষীকে অনুরোধ করেন চতুঃষষ্টিকলার "ম্লেচ্ছিতকবিকল্প" কলার পর্য্যালোচনা করুন।

চার্ব্বাক।

রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ১০০সর্গ, পৃঃ ১৬৬, রাম ভরতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভ্রাতঃ! তুমি লৌকায়তিক উপাধিধারী চার্ব্বাক মতানুসারী অথবা শুষ্ক তর্ক নিপুণ ব্রাহ্মণগণকে সেবা কর না' ত?" ঐ, ঐ, ১০৯ সর্গ, পৃঃ, ১৭৯, "রাম, কহিলেন,—আপনি (জাবালি) এই মাত্র যে প্রত্যক্ষ-প্রমাণবাদী চার্ব্বাক মতানুসারী বাক্য সকল বলিলেন।" "চোর যেমন দণ্ডার্হ, বুদ্ধ-মতানুসারী তথাগত নাস্তিককে ও আপনি সেইরূপ দণ্ডার্হ জ্ঞান করুন।"

হেমচন্দ্রের অভিধান চিন্তামণিঃ (নারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য অনূদিত) দেবকাণ্ড, ২ পঃ, অঙ্ক, ৮৯, পৃঃ, ৫৭, বুদ্ধের অন্য নাম তথাগত। ঐ, শিলোঞ্ছঃ, ৩ কাঃ, অঙ্কঃ, ১৮৭, পৃঃ ৪২০, চার্ব্বাকের নাম। চার্ব্বাক, লৌকায়তিক।

ইহাতে প্রমাণ হইতেছে বুদ্ধ ও চার্ব্বাকের মত সর্ব্বত্র প্রচার হইবার পর বাল্মীকি তাঁহার রামায়ণের সংস্করণ করিয়াছিলেন।

মহাভারত, শল্যপর্ব্ব ৬৪ অঃ, পৃঃ, ১৩৯৭, "দুর্য্যোধন বলিলেন বাক্য বিশারদ পারব্রাট চার্ব্বাক যদি আমার এই অবস্থা জানিতে পারেন, তবে অবশ্যই তিনি আমার বৈর নির্য্যাতন করিবেন।" ঐ, শান্তিপর্ব্ব, ৩৮ অঃ, পৃঃ, ১৪৮০, "কিয়ৎক্ষণ পরে পৌরজন ও ব্রাহ্মণগণ নিঃশব্দ হইলে দুর্য্যোধনের সখা চার্ব্বাক রাক্ষস মায়াদ্বারা আত্মগোপন পূর্ব্বক অক্ষমালা, শিখা ও ত্রিদণ্ড ধারণ করিয়া ভিক্ষু ব্রাহ্মণের বেশে ঐ স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণগণ সেই

ছদ্মবেশী আগন্তুক ব্রাহ্মণের বিষয় জানিতে চেষ্টা করিলেন, তাহাকে চার্ব্বাক রাক্ষস বলিয়া জানিতে পারিলেন। তখন যুধিষ্ঠীরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, এ দুর্য্যোধনের সখা, চার্ব্বাক নামক রাক্ষস। ব্রাহ্মণগণ যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিতে বলিতে ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া সেই পাপাচার রাক্ষস চার্ব্বাককে নানাবিধ বাক্যে ভর্ৎসনা করিয়া হুঙ্কার দ্বারা ভস্মীভূত করিয়া ফেলিলেন।" প্রাচীন কালের হুঙ্কার শক্তি যদি ব্রাহ্মণগণ অনুশীলন করিতেন তাহা হইলে ইদানীন্তন হিন্দুর প্রতিমা-ভঞ্জক ও নারী-চোর দুরাত্মন্ দিগকে অক্লেশে দমন করিতে পারিতেন।

মহাভারত, শান্তি পর্ব্ব, ৩২০ অঃ, পৃঃ, ১৭৭১-২, "অব্যক্তই হউক, অথবা ব্যক্ত পরমাণু প্রভৃতিই হউক, কিম্বা চার্ব্বাক মতানুসারে চতুর্ব্বিধ পরমাণুই হউক।" এইস্থলে চার্ব্বাকের মত ব্যাস ব্যক্ত করিতেছেন। চার্ব্বাক ব্যাসের সমকালীন দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন। তবে ব্রাহ্মণদের মতের বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত প্রচার করায় তাঁহাকে ছদ্মবেশী রাক্ষস নামে অলঙ্কৃত করা হইয়াছে।

পুরাণে বুদ্ধদেবের প্রসঙ্গ।

নারসিংহ পুরাণ, ২৭ অঃ, পৃঃ, ৯৩-৫, "ইক্ষ্বাকুর বিকুক্ষি নামে পুত্র; তিনি স্ববাহুদ্যোত শব্দে প্রথিত হন। তাহার পুত্র বেন; বেনের পৃথু; পৃথুর পৃথ্বীশ; পৃথ্বীশের অসংহতাশ্ব; অসংহতাশ্বের মান্ধাতা নামে পুত্র। সংসারে তাঁহারই শ্লোক গীত হয় যে;—

যতদিন চন্দ্র সূর্য্য হইবে উদিত।
যতদিন স্বর্গভবে রবে প্রতিষ্ঠিত॥
যৌবনাশ্ব মান্ধাতার তাবৎ নিশ্চয়।
ঘুষিবে পবিত্র কীর্ত্তি নাহিক সংশয়॥

তাহার পুত্র পুরুকুৎস। পুরুকুৎস হইতে দৃশদ, দৃশদ হইতে অতিশম্ভু, অতিশম্ভু হইতে দারুণ, দারুণ হইতে সগর, তাঁহার ঔরসে হর্য্যশ্ব, হর্য্যশ্ব হইতে হারীত, হারীতের ঔরসে রোহিতাশ্ব, রোহিতাশ্বের ঔরসে অংশুমান, অংশুমান হইতে ভগীরথ জন্মগ্রহন করেন। ভগীরথ হইতে দিবোদাস, দিবোদাস হইতে

সৌদাস, সৌদাস হইতে সত্রশ্রব, সত্রশ্রবাৎ অণরণ্য, অণরণ্য হইতে দীর্ঘবাহু, দীর্ঘবাহু হইতে অজ, অজ হইতে দশরথ, তাঁহারই গৃহে রাবণ বিনাশন সাক্ষাৎ নারায়ণ রামচন্দ্র অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। রাম হইতে লব, লব হইতে পদ্ম, পদ্ম হইতে ঋতুর্পণ, ঋতুর্পণ হইতে অম্নপাণি, অম্নপাণি হইতে শুদ্ধোদন, শুদ্ধোদন হইতে বুদ্ধ, বুদ্ধ হইতে সূর্য্যবংশ নিবর্ত্তিত হয়।"

শ্রীমদ্ভাগবত, বায়ুপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ ও মৎস্যপুরাণে শাক্যের পিতা-পুত্র নাম সম্বন্ধে বিশৃঙ্খল বিরক্তি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কারণ, প্রথমতঃ, বুদ্ধদেব বৈদিক এবং তান্ত্রিক রক্তপাত সমন্বিত যাগে দোষ দেখাইয়াছেন; তাঁহার মূলমন্ত্র "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" অর্থাৎ হত্যা হইতে বিরতি অত্যুৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। দ্বিতীয়তঃ, বর্ণের প্রাধান্য অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তৃতীয়তঃ, শূদ্র ও নীচ-জাতিকে নির্ব্বিশেষে উপদেশ দিতেন। চতুর্থতঃ, পালি গ্রন্থ, চুল্ল-বাগ্‌গ, ৫, ৩৩, দেখিতে পাওয়া যায়, বুদ্ধদেব প্রত্যেককে তাঁহার আদেশ নিজ ভাষায় অধ্যয়ন করিতে অনুমতি দিয়াছেন। আর্য্যদিগের শূদ্র ও নীচ-জাতির প্রতি কঠোর শাসন ধর্ম্ম-শাস্ত্রে বিধি-বদ্ধ করায় বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষে ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিয়াছিল। তাহার দৃষ্টান্ত।

মনুসংহিতা, ৪অঃ, শ্লোক ৮০, "শূদ্রকে বিষয় কর্ম্মের কোন উপদেশ দিবে না—কোন ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবে না, কিম্বা কোনরূপ ব্রত করিতে আদেশ দিবে না।"

অত্রি সংহিতা, ১ অঃ, শ্লোক, ১৯, "যে শূদ্র (গায়ত্রী মন্ত্র) আবৃত্তি করণে নিযুক্ত হয় এবং হোম কর্ম্মে অর্ঘ অর্পণ করে, তাহাকে রাজা বধ করিবেন।" মন্মথ নাথ শাস্ত্রী প্রণীত ধর্ম্ম-শাস্ত্র, ভল, ১, পৃঃ, ২৮৯।

এই প্রসিদ্ধ গায়ত্রী মন্ত্র ঋগ্বেদ, ৩।৬২।১০, বিশ্বামিত্র ঋষি কর্ত্তৃক রচিত,—

"তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
ধিয়ো যোনঃ প্রচোদয়াৎ ॥"

সত্যব্রত সামশ্রমী কর্ত্তৃক অনুবাদ "আমরা সবিতৃ দেবতার সেই বরণীয় তেজ ধ্যান করি যাহার প্রভাবে আমরা স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হই।"

"ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ যথাকালে যথানিয়মে বেদ-পারদর্শী আচার্য্যের নিকট হইতে গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত হন, তখন তাহাদের পুনর্জ্জন্ম হয় এবং তখন হইতে দ্বিজ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।" বিশ্বকোষ, ৫ ভাগ, পৃঃ, ৩৪৮।

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ১০ অঃ, পৃঃ, ১৮৩৬, "কোন হীনজাতি ব্যক্তিকে উপদেশ করা উচিত নহে, তাদৃশ মানবকে উপদেশ করিলে উপদেশ কর্ত্তার মহান্ দোষ ঘটে, ইহা শাস্ত্রে কথিত আছে।"

কূর্ম্মপুরাণ, উপরিভাগঃ, ১৬ অঃ, পৃঃ, ২৭৭, "শূদ্রদিগকে দান করিলেও কুল সত্বর নাশ প্রাপ্ত হয়।" ঐ, পৃঃ ২৮০, শূদ্রকে জ্ঞানোপদেশ করিবে না। শূদ্রকে ব্রতোপদেশ বা ধর্ম্মোপদেশ করিবে না।"

কালিকাপুরাণম্, ৮৮ অঃ, পৃঃ ৫৭২ "রাজা বিধিপথ উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক শূদ্রকে পুরাণ ধর্ম্মশাস্ত্র এবং মুনিগণ নির্দ্দিষ্ট ষট্ সংহিতা অধ্যয়ন করিতে বারণ করিবেন। যে রাজার সাম্রাজ্যে শূদ্রজাতি নিরন্তর পুরাণ সংহিতাদি পাঠ করে, উক্ত পাপে রাজা বংশ এবং রাজ্যমণ্ডলের সহিত হতায়ু হন। শূদ্রজাতি অজ্ঞানবশত অথবা ইচ্ছা-পূর্ব্বক যদ্যপি পুরাণ সংহিতা কিম্বা স্মৃতি অধ্যয়ন করে, তাহা হইলে পরলোকগামি পিতৃগণের সহিত কুম্ভীপাক নরকে অবস্থিতি করে। শূদ্রগণের উচ্চারণীয় যে সকল মন্ত্র বিহিত হইয়াছে, সে মন্ত্র শূদ্র স্বয়ং উচ্চারণ না করিয়া ব্রাহ্মণ-মুখে শ্রবণানন্তর উচ্চারণ করিবে। রাজা শূদ্রকে ব্যবহার-দর্শনে (ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচারে) নিযুক্ত করিলে উক্ত পাপে তামিস্র নরকে নিপতিত হয়। এবং প্রজাগণ উক্ত পাপে হতায়ু হয়। রাজার বংশীয় সকলেও অল্পায়ু হয়।"

বিশ্বকোষ, ১১ ভাগ, পৃঃ, ২২৬—৭, "নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং বিহিত কর্ম্মের ত্যাগে মনুষ্যদিগের পাপোৎপত্তি হইয়া থাকে। শাস্ত্রে যে সকল কার্য্য নিষিদ্ধ হইয়াছে, যদি সেই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করা যায়, এবং যাহা বিহিত হইয়াছে, তাহার যদি অনমুষ্ঠান অর্থাৎ সেই কার্য্য যদি না করা যায়, তাহা হইলে পাপ হয়।"

নিষেধ কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত অভিসম্পাত প্রয়োগের ক্রটি নাই। শাপের প্রবাদ, "কাক মরে ঝড়ে, পেঁচা বলে আমার শাপ লেগে গেছে হাড়ে হাড়ে।"

আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, শ্রীকৃষ্ণ জন্ম-খণ্ড, ১০৫ অঃ, পৃঃ, ৪৬৮, এস্থলে দ্রষ্টব্য।

স্কন্দ-পুরাণ, ব্রহ্মখণ্ডে-সেতুমাহাত্ম্যম, ৩৬ অঃ, পৃঃ, ১৬৫৪, "যে দ্বিজ শূদ্র-পূজিত শিবলিঙ্গ বা বিষ্ণু-বিগ্রহকে নমস্কার করে, পরমর্ষিগণ স্মৃতি-বাক্যে তাহার প্রায়শ্চিত্তের উল্লেখ করেন নাই।"

"বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ সমাজে তাহাদিগকে বর্ণের ব্রাহ্মণ বলা হয়। শূদ্র সমাজে যাঁহারা নবশাখ নহেন, অথচ আচার, ব্যবহার, শিক্ষা, ধনবত্তা প্রভৃতিতে নবশাখ-গণের অপেক্ষা কোন বিষয়ে হীন নহেন, তাহারা মধ্যম শ্রেণীর শূদ্র। সুবর্ণ বণিক্, স্বর্ণকার, মাহিষ্য, সূত্রধর প্রভৃতি এই শ্রেণীর শূদ্র। ইহাদের মধ্যে অনেকেই— বিশেষতঃ সুবর্ণ বণিক্ সমাজের প্রায় সকলেই উচ্চ শ্রেণীর শূদ্র অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহেন। অথচ যে সকল ব্রাহ্মণ এই মধ্যম শ্রেণীর শূদ্রের বাটীতে যজন যাজনাদি করেন, তাঁহারা বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণ সমাজে পতিত বোধে পরিত্যক্ত। তাঁহারাই বর্ণের ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত। শূদ্র সমাজের নিম্নস্তর ডোম, দুলে, বাগ্দি, হাড়ি প্রভৃতি লইয়া গঠিত। ইহাদের ব্রাহ্মণগণও যে পতিত একথা বলাই বাহুল্য। এবং চলিত কথায় ইহারা "বেনের বামুন" "স্যাকরার বামুন" "ছুতারের বামুন" প্রভৃতি নামে অভিহিত।" "বর্ণের ব্রাহ্মণের" বাটিতে "অ-বর্ণের ব্রাহ্মণগণ" পান ভোজনাদি করিতেও সম্মত নহেন।" হিতবাদী।

বরাহ পুরাণ, ৬৬ অঃ, পৃঃ ১৭১, "পঞ্চরাত্র কেবল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যর নিমিত্ত বিহিত, শূদ্রের নিমিত্ত নহে।"

পঞ্চরাত্র নারদমুনি প্রকাশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য অনু-বাদ করিয়াছেন। শূদ্র যদি পাঠ করেন, তাহা হইলে তাঁহার নিম্নে উদ্ধৃত বিষয়ে জ্ঞান স্ফুরিত হইবে।

পঞ্চরাত্র, প্রথম রাত্র, ২ অঃ, পৃঃ, ১৯, "শ্রীবৈষ্ণবজনের তপস্যার পরিশ্রম বৃথা হয়॥ ১৮॥ তীর্থ, স্নান, অনশন এবং বেদ বিড়ম্বনা মাত্র॥ ১৯॥" ঐ, ঐ, ১৩ অঃ, পৃঃ, ১৪৯, "বৈষ্ণব স্বাভাবিক পবিত্র, অতএব তাহার তন্ত্র, দান ও শ্রাদ্ধ সকলি বিফল॥ ২০॥" ঐ, ঐ, ১০ অঃ, পৃঃ, ১১২, 'যে স্বয়ং অসিদ্ধ দুর্ব্বল গুরু তিনি কি প্রকারে শিষ্যকে উদ্ধার করিবেন॥ ১৯॥ গর্ব্বিত কার্য্যাকার্য্যানুভিজ্ঞ

উৎপথগামী গুরুকে পরিত্যাগ করিতে হয়॥ ২০॥ সংসার বিষয়োন্মত্ত স্বকর্ম্মাক্ষম দুর্ব্বল গুরু আপন পিতাকেও দুর্ব্বহভার প্রদান করেন॥২২॥" তখন অন্যান্য শিষ্যের দুর্ব্বহ ভারের আর কথা কি।

মহাভারত, উদ্‌যোগপর্ব্ব, ১৭৯, অঃ, পৃঃ, ৮১৩, "কার্য্যাকার্য্যের অনভিজ্ঞ, উৎপথে প্রধাবিত, গর্ব্বপরীত গুরুকেও পরিত্যাগ করা বিধেয়"

কালিকাপুরাণম্, ৮৮অঃ, পৃঃ, ৫৭২, "অন্ধ, বিকলাঙ্গ, পুত্রহীন, অনভিজ্ঞ, অজিতেন্দ্রিয়, হ্রস্বাকৃতি এবং ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে পুরোহিত করিবেন না।"

দেবীভাগবত, ১২ স্কন্ধ, ৯ অঃ, পৃঃ, ৭৬০, "তোমরা পঞ্চরাত্রে, কাম শাস্ত্রে, কাপালিক ও বৌদ্ধমতে শ্রদ্ধাযুক্ত হইবে।"

রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড, ৪৩ সর্গ, পৃঃ, ৭৮, "অধিক কি বেদ, পুরাণ, পঞ্চরাত্র প্রভৃতি গ্রন্থ সকল দ্বারা যোগিরা নিয়ত তাঁহার ধ্যান এবং ক্রতু সকল দ্বারা তাঁহারই অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।"

যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ,উৎপত্তি-প্রকরণ, ১৫ সর্গ, পৃঃ, ৭৭, "এই ভূমণ্ডলে নিজ বংশরূপ সরোবরে বিকসিত পদ্মের স্বরূপ বিবেকশালী ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন বহু পুত্রবান্ শ্রীমান্ পদ্ম নামে এক নরপতি ছিলেন।"

স্কন্দ-পুরাণ, আবন্ত্যখণ্ডে-রেবাখণ্ডে, ১৪৫ অঃ, পৃঃ, ৩৫০২—৪, "রাজর্ষি চাণক্য ইক্ষ্বাকুকুলে জন্মগ্রহণ করেন, ইনি শুদ্ধোদনের পৌত্র।" "উজ্জয়িনী নগরে প্রতাপবান্ মহীপাল চাণক্য বিদ্যমান ছিলেন।" উজ্জয়িনী, অবন্তির প্রধান নগর; ইহা সিপ্রা নদীর তীরে অবস্থিত।

হেম চন্দ্রের অভিধান- চিন্তামণিঃ, দেবকাণ্ড, ২ পঃ, ৯১ অঃ, পৃঃ, ৫৮, "শাক্য সিংহ বুদ্ধের নাম। শাক্যসিংহ, গোতমান্বয়, মায়াসুত, শুদ্ধোদনসুত, দেবদত্তাগ্রজ (পুং)।"

লিঙ্গপুরাণ, পূর্ব্বভাগ, ৭১ অঃ, পৃঃ ৮৮—৯০, "শাক্যমুনি ত্রিপুর নগরে প্রবেশ করিয়া ত্রিপুরবাশীদিগকে নিজ ধর্ম্মে জ্ঞানোপদেশ দিতে লাগিলেন। তৎপরে মহেশ্বর ত্রিপুরদাহ করিলেন।" ত্রিপুর, ময়দানব নির্ম্মিত পুরত্রয়।

দেবী-ভাগবত, ৭ স্কঃ, ৩৯ অঃ, পৃঃ, ৪৯৭, "বেদরক্ষার জন্যই, যাহারা বেদের রক্ষক, তাহারা দেব ও যাহারা বেদ নাশক, তাহারা দানব, এই দ্বিবিধ বিভাগ হইয়াছে।"

পদ্মপুরাণ, উত্তর খণ্ড, ২৫২ অঃ, পৃঃ, ১০৩৭, "মহাদেব কহিলেন,—আমি ত্রিপুরদাহে অভিলাষী হইয়া হরিকে পূজা করিয়াছিলাম। বুদ্ধ শাস্ত্রে মোহিত, দেব শত্রুগণকে আমি নারায়ণাস্ত্রে নিহত করিয়াছিলাম।"

অগ্নিপুরাণ, ১৬ অঃ, পৃঃ, ৩৪, "মায়ামোহস্বরূপ ভগবান্ শুদ্ধোদনসুতরূপে অবতীর্ণ হইয়া বুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। তাঁহার মায়ায় দানবেরা বদধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধ হইল।" ঐ, ৪৯ অঃ, পৃঃ, ৯৯, "ভগবান্ বুদ্ধের মূর্ত্তি অতি শান্ত; তাঁহার কর্ণ লম্বিত, অঙ্গ গৌর বর্ণ, পরিধান সুন্দর বস্ত্র, আসন উর্দ্ধপদ্ম; তিনি বর ও অভয় প্রদানে উদ্যত।"

গরুড় পুরাণ, পূর্ব্বখণ্ড, ১ অঃ, পৃঃ, ৩, "একবিংশতি অবতারে ভগবান্ কলি-যুগের সাঙ্খ্যাপ্রবৃত্ত দেবদ্বেষিদিগের মোহনার্থ কীকটে (মগধদেশে) জিনসুত বুদ্ধনামে আবির্ভূত হইবেন।" ঐ, ১৬ অঃ পৃঃ, ৪১, "বুদ্ধেরও পূজা করিবে।" ঐ, ১৪৯ অঃ, পৃঃ; ৩৩৫—৬, "অতঃপর বাসুদেব, অসুরগণের মোহন, দেবগণের রক্ষা ও অধর্ম্ম নিবারণের নিমিত্ত বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।" ঐ, উত্তর খণ্ড, ৩০ অঃ, পৃঃ, ৭১৯, "মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, শ্রীরাম, পরশুরাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, ও কল্কী পণ্ডিতগণ সর্ব্বদা এই দশ নাম স্মরণ করিবেন।"

লিঙ্গপুরাণ, পূর্ব্বভাগ, ৮০ অঃ, পৃঃ, ১০৪, "দেবগণ বলিলেন,—পূর্ব্বে ত্রিপুর-দাহের সময় আমরা পশুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। আমরা তাহাতে বড় শঙ্কিত আছি।"

ব্রহ্মপুরাণ, ১২২ অঃ, পৃঃ, ৪৯৯—৫০০, "ইন্দ্র কহিলেন,—বুদ্ধরূপী তোমাকে নমস্কার করি।" অন্যান্য পুরাণে ইন্দ্রের উক্তি বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না।

দেবী-ভাগবত, ১ স্কঃ, ১৬ অঃ, পৃঃ, ৪৩, "জনকের জীবন্মুক্তি কি বৌদ্ধমতা-বলম্বীদিগের অন্তর্গত দেহাত্মবাদী চার্ব্বাকের নির্ব্বাচিত মুক্তি স্বরূপ?"

পদ্মপুরাণ, ক্রিয়াযোগসারঃ, ৫ অঃ, পৃঃ, ৫৫, "তুমি বুদ্ধরূপে পশুহিংসা দেখিয়া বেদ নিন্দা করিয়াছ, তোমাকে নমস্কার।"

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২৮৭, অঃ, পৃঃ, ১৭৩৩, "দ্বিতীয় শাক্যসিংহাদি কল্পিত চৈত্য বন্দনাদিরূপ ধর্ম্মশাস্ত্র।"

কল্কিপুরাণ, দ্বিতীয়াংশ, ৬ অঃ, পৃঃ, ৫০, "কীকটপুর, অতীব বিস্তীর্ণ। ইহা

বৌদ্ধদিগের প্রধান আলয়। তাহাদের কুলাভিমান বা জাত্যভিমান কিছুমাত্র নাই। তাহারা ধনবিষয়ে, স্ত্রী পরিগ্রহ বিষয়ে বা ভোজন-ব্যাপারে সকলকেই সমান জ্ঞান করে, কাহাকেও উচ্চ বা নীচ জ্ঞান করে না। এই দেশে নানাবিধ মনুষ্য আছে।" কীকট, মগধ, বেহার দেশের দক্ষিণ ভাগ।

স্কন্দপুরাণ, আবন্ত্য-খণ্ডে-অবন্তীক্ষেত্র মাহাত্ম্যম্, ৫৭, অঃ, পৃঃ, ২৮৭২—৩, "ব্যাস বলিলেন,—কীকটে পুণ্যা গয়া, পুণ্যা পুনঃপুনা নদী, পুণ্যরাজগিরি বিরাজিত।" "যেখানে মহাপুণ্যা গয়া, মহানদী ফল্গু ও গিরিশ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তম অবস্থিত; যেখানে বুদ্ধগয়া, আত্মগয়া।"

শিবপুরাণ, জ্ঞানসংহিতা, ২১ অঃ, পৃঃ, ৮৫—৬, "নারদ ত্রিপুরে প্রবেশ করত (জৈনধর্ম্মে) দীক্ষিত হইলেন। এইরূপে দীক্ষিত হইয়া নারদ, রাজা বিদ্যুন্মালীর নিকট গমন করত সকল নিবেদন করিলেন,—হে দৈত্যরাজ! কোন এক ধর্ম্মপরায়ণ যতি এই রাজ্যে আগমন করিয়াছেন, আমি অনেক ধর্ম্ম দেখিয়াছি, এরূপ কখন দেখি নাই। আমরা সেই সনাতন ধর্ম্ম অবলোকন করিয়া তাহাতে দীক্ষিত হইয়াছি। নারদের তাদৃশ বাক্য শ্রবণে রাজা বিদ্যুন্মালী দীক্ষিত হইলেন; পরে ত্রিপুরবাসী সকলে দীক্ষিত হইল।"

পদ্মপুরাণ, সৃষ্টিখণ্ড, ১২ অঃ, পৃঃ, ১০২, "বৃহস্পতি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়াও স্বার্থসাধনার্থ জৈন-ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন।"

মৎস্যপুরাণ, ২৪ অঃ, পৃঃ, ৮০, "বেদবিৎবৃহস্পতি স্বয়ং জিন-ধর্ম্ম অবলম্বন করত।"

বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ, উত্তর খণ্ড, ১৯ অঃ, পৃঃ, ৩৬৬—৭, "শঙ্করাচার্য্য নৈয়ায়িক মত দ্বারা বৌদ্ধ সমূহের মত নিরাকরণ করিবেন।"

বরাহপুরাণ, ৪ অঃ, পৃঃ, ১২, "বরাহদেব বলিলেন,—নারায়ণের দশ অবতার;—মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, শ্রীরাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কি।" ঐ, ২১১ অঃ, পৃঃ, ৬৯৫, "এই দশাবতারকে ভক্তিভরে পুষ্প, ধূপ, দীপ, নানারূপ নৈবেদ্য দ্বারা এইরূপে পূজা করিবে।"

পদ্মপুরাণ, উত্তর খণ্ড, ৬৬ অঃ, পৃঃ, ২৫১, "অনন্তর মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রামচন্দ্র, কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও কল্কিকে আমি নিখিল পাপরাশিনাশার্থ পূজা করিতেছি, এই বলিয়া প্রত্যেকতঃ নমস্কার করিবে।"

স্কন্দপুরাণ, প্রভাস খণ্ডে—বস্ত্রাপথক্ষেত্র মাহাত্ম্যম, ১৮ অঃ, পৃঃ, ৫১৪৩, "হে বরাহ! তুমি নরসিংহ, জামদগ্ন্য, সলক্ষ্মণরাম, কৃষ্ণ, জগন্নাথ, দেবকীনন্দন, বুদ্ধ, কৃষ্ণ, ও কল্কি, তোমাকে আমরা প্রণাম করি।"

সৌর পুরাণ, ১৫ অঃ, পৃঃ, ৪৭, "মৎস্য, কূর্ম্ম বরাহ, নরসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ এবং কল্কী এই দশাবতার মন্ত্রে নৈবেদ্য দ্বারা (এবং অন্যান্য উপচার দ্বারা) পূজা করিবে।"

মৎস্যপুরাণ, ৪৭ অঃ, পৃঃ, ১৬১, "নবম অবতার—পুষ্করেক্ষণপরম সুন্দর বুদ্ধদেব।"

বিষ্ণু শর্ম্মা প্রণীত হিতোপদেশ, সুহৃদ্ভেদ, ২৯, লিখিত, "মগধদেশে ধর্ম্মারণ্যের নিকটবর্ত্তী একস্থানে শুভদত্ত নামে এক কায়স্থ একটি বিহার (অর্থাৎ বৌদ্ধ দিগের মঠ) নির্ম্মাণ করিতেছিলেন।" পঞ্চতন্ত্র বিষ্ণুশর্ম্মার প্রথম গ্রন্থ এবং উহা হইতে তিনি সার সঙ্কলনপূর্ব্বক পশ্চাৎ হিতোপদেশ প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার প্রকৃত নাম বিদ্‌পাই। তাঁহার ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত উল্লেসটন কর্ত্তৃক অনুবাদিত আনওয়ার-ই- সুহাইলি গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ আছে। তিনি লিখিয়াছেন য়্যালেকস্‌য়্যাণ্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণের পর, তাঁহার এক কর্ম্মচারীকে বিজিত দেশে নিজ শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। তৎপরে প্রজাবর্গ সেই শাসনকর্ত্তার অধীনতা স্বীকার করিল না। তাহারা রায় ডাবিশলিমকে রাজা করিল। তিনি সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলে, তাঁহার ভাগ্য সকল কার্য্য অনুকুল করিয়াছিল। পরে তিনি ভোগাসক্ত হইলেন ও প্রজা-পীড়ন আরম্ভ করিলেন। ব্রাহ্মণ বিদ্‌পাই রাজাকে ন্যায় ও মনুষ্যত্বে প্রত্যানয়নের নিমিত্ত পঞ্চতন্ত্র প্রণয়ন করিলেন।

বিদ্‌পাই রাজ-সম্মুখে ডাবিশলিম প্রজাদের উপর অত্যাচার করার জন্য ভৎর্সনা করিয়াছিলেন। তজ্জন্য রাজা ক্রোধে পাগলপ্রায় হইয়া, তাহাকে প্রথমে বধ্যকাষ্ঠে হত্যা করিতে আদেশ দেন। যখন ঘাতক দার্শনিক পণ্ডিতকে ধৃত করিল, তখন রাজা তাঁহার মতলব পরিবর্ত্তন ও আদেশ প্রত্যাহরণ করিয়া, পণ্ডিতকে কারাগারে প্রক্ষেপ করাইলেন। অনেক দিন গত হইলে, একদা রাজা তারকারাজির পরিভ্রমণ মীমাংসার্থ বিদ্‌পাইকে স্মরণ করিলেন এবং তাহার প্রতি অবিচার করার জন্য অনুতপ্ত হইলেন। বিদ্‌-

পাইকে আনয়ন করিবার জন্য দূত প্রেরণ করিলেন। তিনি উপস্থিত হইলে, তাহাকে পূর্ব্বকথা সকল পুনরুক্তি করিতে বলিলেন। ডাবিশলিম মনোযোগ-পূর্ব্বক তাহার উক্তি শুনিয়া দুঃখিত হইলেন এবং তাহার বন্ধন মোচন করাইলেন। আর বিদ্‌পাইকে রাজ্য-নির্ব্বাহক পদে নিযুক্ত করিলেন।

য়্যালেকস্‌য়্যাণ্ডার ভারতবর্ষে ৩২৬ বৎসর খ্রীষ্টাবদের পূর্ব্বে মার্চ্চ মাসে ইনডাস নদীর আড় পার হয়েন, এবং ৩২৫ বৎসর খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে সেপ্টেম্বর মাসে গৃহাভিমুখে যাত্রা করেন। কোন প্রকারে উনিশ মাস ভারতবর্ষে অবস্থান করিয়াছিলেন। তৎকালে কায়স্থগণ সম্ভবতঃ বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ইহা হিতোপদেশের উদ্ধৃত অংশের বর্ণনায় অনুমান হয়।

পঞ্চতন্ত্র, মিত্র-সম্প্রাপ্তি. কথা, (৩) পৃঃ, ১৭৫, "আয়ু, কর্ম্ম, বিত্ত, বিদ্যা এবং মৃত্যু এই পাঁচটী দেহীদিগের গর্ভাবস্থা হইতেই সৃষ্ট হইয়াছে।" ঐ,ঐ, কঃ, (৬) পৃঃ, ২০২, " পরন্তু অপ্রিয় অথচ সত্য কথা কয়, এরূপ বক্তা এবং এরূপ কথার শ্রোতা উভয়ই দুর্ল্লভ। যাহারা অপ্রিয় অথচ সত্য কথা বলে, মানুষের উহারাই সুহৃৎ ; অন্য সুহৃৎ কেবল নামধারী।"

ধর্ম্মসংক্রান্ত আরাধনার ন্যায়, মানবিক প্রকৃতির আকার এত বিধি-বিরুধ ও অপরূপ আধ্যাত্মিক আর নাই। যদ্যপি সমস্ত বিশ্বাস ঐশিক আদ্য জ্ঞানের ফল হইত, তাহা হইলে এক সমাহৃত মত এবং এক নৈতিক নিয়মাবলী হইত; অতএব অভিজ্ঞতা হইতে আমরা তর্কের দ্বারা সমর্থন করিতে বাধ্য হই যে, ঈশ্বর বিশ্বাস-সম্বন্ধীয় কার্য্য-কলাপের অঙ্কুর স্বভাব কর্ত্তৃক রোপণ করা হইয়াছে, কিন্তু ইহার ফল মৃত্তিকা পুষ্টির যত্নের উপরে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। প্রকৃত পবিত্রতা পরিমাণ করিতে কোনও ঔপদেশিক পথ নাই; সুতরাং, এক ধর্ম্ম সমাজ বিরুদ্ধে গৃহীত-মতের বিপরীত কথার প্রমাণ করিলে অন্য ধর্ম্ম সমাজের আস্তিকতা অর্থ বুঝান হয় না, যেমন যুদ্ধ-কারী ধর্ম্ম সমাজের প্রবলতা অকাট্য যুক্তি যোগান দেয় না যে, ঈশ্বর স্বয়ং ধর্ম্ম-বিশ্বাসের সার সংগ্রহ এবং গুরু-শিষ্য সংবাদ সঙ্কলনে তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। এক সম্প্রদায়ের এক জন উৎসাহশীল সভ্য নিন্দা, বা, বাস্তবিক, তর্কের নিয়মানুসারে প্রদর্শন করিতে পারে যে, অন্যান্য সম্প্রদয়

ভ্রমের সেবক, কিন্তু ইহা প্রমাণ করে না যে, তাহার নিজ সমাহৃত মত নির্দোষ। সত্য ও অসৎএর একমাত্র পরিমাণ, পক্ষপাতশূন্য হিতাহিত বিবেক—পরমার্থিক সারভূত নৈসর্গিক নিয়ম—সেই সত্য ও সদাচারের অর্থ. পরস্পরের প্রতি যাহাকে যদ্দেয় তাহাকে তদ্দান, লিপিবদ্ধ ব্যবস্থা-পত্র বা ধর্ম্ম-সমাজ সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী সত্তেও পালন করা আবশ্যক। ধর্ম্মের সারভাগ মহাভারত সংক্ষেপে ব্যক্ত করিয়াছে। পুরুষ পরস্পরে ও রমণীদিগের প্রতি সমানরূপে আচরণ করা উচিত।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, প্রকৃতিখণ্ড, ১২ অঃ, পৃঃ, ৮০, "যে ব্যক্তি পণ্ডিত হয়, সে প্রকৃতিকে অবমাননা করে না; কারণ, সকল পুরুষ প্রাকৃতিক এবং কামিনীগণও প্রকৃতির কলা হইতে সমুদ্ভূত।"

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২৫৮ অঃ, পৃঃ, ১৬৯৪, "আপনার নিমিত্ত যাহা ইচ্ছা করিবে, পরের নিমিত্ত তাহাই বাঞ্ছা করা উচিত। যাহা আপনার প্রিয়, অন্যের সম্বন্ধে তাহাই কর্ত্তব্য, যাহা আপনার প্রিয় নহে, অন্যের জন্য তাহা কর্ত্তব্য নহে। ধর্ম্মাধর্ম্মের এই লক্ষণ যাহা কীর্ত্তন করিলাম।"

মিস্ কর্নেলিয়া শোরাবজী ১৯২৮ সালের ২৮শে জানুয়ারি তারিখে এষ্টেস্‌ম্যান সংবাদ পত্রে "ভারতীয় পল্লীগ্রামের কৃষক" রচনা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন,—"আমাদের মধ্যে যাঁহারা ভারতের দলিত রাস্তার বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন, রাজ-পথ বা নদী দিয়া অন্যান্য গ্রামে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহারা অবগত হন, কিরূপ তিক্ত সুমিষ্ট কষ্ট দেখিলে তাঁহাদের হৃদয় নিষ্পেষিত হয়। বাস্তবিক হর্ষের বিষয়, প্রকৃতি যে কোনও প্রকার হউক না কেন সুন্দর দৃশ্য প্রদর্শন করে। সন্দর্শকগণ করুণায় মনঃকষ্ট অনুভব করেন। নিরাশ্রয় মানব ছড়ান পাড়াগাঁয় নিহিত, প্রকৃতির সম্পূর্ণরূপে অনুগ্রহাধীন এবং অত্যধিক মূর্খতা ও কুসংস্কারের সম্পূর্ণরূপে ক্ষমতার অধীনে রহিয়াছে। তাঁহারা এই সকল বিষয় আবিষ্কার করিতে পারেন, যদি তাঁহারা আরও অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত কিছু সময় তথায় অপেক্ষা করেন।"

বাঙ্গালার গ্রামবাসীদিগের কষ্টান্বিত অবস্থা ও অনিষ্টকর কুসংস্কার অপগত হইতে পারে, যদি নিঃস্বার্থ সামাজিক কার্য্যকারকবর্গ, গ্রামে গমন

করেন এবং কৃষকদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য গল্প-পুস্তক, গান-সংগ্রহ, বক্তৃতা, বাউল ও যাত্রা,-গানকারী-দল, নাটক, ক্রীড়া, ম্যাজিকলণ্ঠন-বক্তৃতা ও নগর-কীর্ত্তন করিয়া বৃহৎ পরিমাণে প্রচার কার্য্যের ব্যবস্থা করেন। অত্যন্ত বিস্তৃত প্রচার কার্য্য সফল চেষ্টার গুপ্ত-বিষয়।

বক্তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন বর্ণিত, মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২৩০ অঃ, পৃঃ, ১৬৬৯ "তিনি অতিশয় বক্তা, এই জন্য সর্ব্বত্র পূজিত হন।"

মিস্ শোরাবজী বলেন,—"মিষ্টার ব্রেয়ন প্রণীত "ভিলেজ আপ্‌লিফট্ ইন্ ইণ্ডিয়া" (ভারতে পল্লীগ্রাম শ্রীবৃদ্ধি) (দি পাওনিয়ার প্রেসে প্রকাশিত, মূল্য দুই টাকা) বিস্ময়কর পুস্তক। অতএব গ্রাম্য মতের নেতৃবর্গের ইহা পাঠ করিয়া প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া উচিত"।

স্যার্ ম্যালকলম্ হেইলি, পাঞ্জাবের গভারনার "ভিলেজ্ আপ্‌লিফট্ ইন্ ইণ্ডিয়া" পুস্তকের অগ্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন, "যে মনুষ্য প্রকৃতির অত্যন্ত নিকটে কাল যাপন করে তাহার ন্যায় গ্রামবাসীর তীব্র স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। যাহাকে সে নির্ভর করিতে শিক্ষা করে নাই তাহার দ্বারা প্ররোচিত হইবে না, যতই তিনি বুদ্ধিমানের মত বিমুগ্ধ করুন না কেন। যিনি একান্তর দাবি ও সর্ত্ত ত্যাগ করিতে আপাততঃ প্রস্তুত ও তাহাদের সহিত কাল যাপন করিবার অভিপ্রায়ে বাস এবং তাহাদের কষ্ট অবগত ও সর্ব্ব-প্রকার বিঘ্নের মধ্য দিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহাকেই তাহারা বিশ্বাস করে।"

গ্রন্থকর্ত্তা ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "একমাত্র পথ দ্বারা প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইতে পারে, যদি আগ্রহান্বিত কার্য্যকারক প্রকৃত গ্রামে অবতরণ করেন এবং জন-সাধারণকে উপদেশ ও ব্যবহার দ্বারা যে সকল শারীরিক বা মানসিক কষ্ট তাহারা সহ্য করে সে বিষয় সম্বন্ধে অনায়াস-সাধ্য প্রতীকার শিক্ষা দেন।"

বাঙ্গালা সরকারের শিল্প-বিভাগের আফিস হইতে পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ যতটুকু বাঙ্গালায় প্রয়োগার্হ অনূদিত করিয়া ও অন্যান্য গৃহ শিল্প হিসাবে সহজ বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত পুস্তক সাধারণ লোকের জীবিকা অর্জ্জনের জন্য সুলভ-মূল্যে ছাপান আবশ্যক। আর উহাদের বিস্তর প্রচারের জন্য প্রত্যেক জেলা ও

জেলার মহকুমায় পুস্তকের ক্ষুদ্র দোকান আরম্ভ করা এবং ফেরিওয়ালা দ্বারা গ্রামে গ্রামে ফেরি করান দরকার। কারণ, কৃষকেরা সংবাদ-পত্রের বিজ্ঞাপন পাঠ করে না।

হিতবাদী যন্ত্র, কলিকাতা, কতকগুলি কৃষি গ্রন্থ বিক্রয় করিতেছে।

জমীদারগণ "ভিলেজ আপ্ লিফট্ ইন্ ইণ্ডিয়া" অনূদিত এবং বাঙ্গালা সরকারের গৃহ শিল্প পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইলে ও অন্যান্য কৃষি গ্রন্থাবলী ক্রয় করিয়া তাঁহাদের প্রত্যেক নায়েব ও গোমস্তাকে প্রদান করা কর্ত্তব্য-কর্ম্ম। আর তাঁহাদের অধীনে স্থিত ব্যক্তিদিগকে আদেশ করা যে, সাবকাশ মত পুস্তকের মর্ম্ম প্রজাদিগের মধ্যে প্রচার কার্য্য অত্যাবশ্যক। অপরঞ্চ, স্বতন্ত্র ব্যক্তি দ্বারা সংবাদ লওয়া তাঁহাদের আদেশ পালন হইতেছে কিনা।

কমিশনার অভ ডিভিসান, ডিষ্ট্রীকট্ ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ সময়ে সময়ে জমীদারদিগের পল্লীগ্রাম শ্রীবৃদ্ধি সম্বন্ধে মনোযোগ আকর্ষণ করিলে যথেষ্ট ফলোদয় হইবে। এ ব্যতীত জমীদারদিগকে অনুরোধ করা প্রতি বৎসর গ্রামের কত প্রকার উৎকর্ষসাধন হইয়াছে তাহার বিবরণ বিবেচনার্থ পেশ করিবেন।

জমীদার, নায়েব ও গোমস্তার গ্রামবাসীর অবস্থার উন্নতি করিবার চেষ্টা সন্দেহ-জনক হইবে না, যেমন সরকারী কর্ম্মচারীকৃত হইলে মনে করিত ইহা স্বার্থপর এবং কেবল তাহাদের মঙ্গলের জন্য সম্ভবতঃ কিছুমাত্র নহে।

মানব জাতির উৎপত্তি।

শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ স্কঃ, ৮৭, অঃ, পৃঃ, ৩৭৮, "বায়ুসহকৃতজল হইতে বুদ্বুদেবের ন্যায় প্রকৃতি—পুরুষ উভয়েরই সংযোগ হইতে প্রাণিগণ উৎপন্ন হইয়া থাকে।"

শ্রীমদ্ভাগবত এখানে নির্দ্দেশ করিতেছে যে, প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে প্রাণিগণ উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ স্ত্রী ব্যতীত একক পুরুষের বিভিন্ন অঙ্গ হইতে মনুষ্য জাতির জন্ম হইতে পারে না। অন্যান্য পুরাণও এই মত সমর্থন করিতেছে। সুতরাং ঋগ্বেদের, ১০।৯০।১২র অর্থ পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের চিহ্নিত করণ হইয়াছে। মনুষ্যজাতি শুক্তি ও কোঁচোর ন্যায় জন্মগ্রহণ করে নাই।

অন্ত অর্থ যাহা করা হয়, সে বর্ণ-আশ্রম আধিপত্যের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার চালাকির অন্তর্ভূত, "পৃথক্‌ কর ও শাসন কর।"

ব্রহ্মপুরাণ, ২৪৩ অঃ, পৃঃ, ৯১৬, "পুরুষ ব্যতীত স্ত্রী কখনও গর্ভ ধারণে সক্ষম হয় না। স্ত্রী পুরুষের গুণ-সংযোগে দেহ উদ্ভূত হয়।"

মৎস্যপুরাণ, ১৫৪ অঃ, পৃঃ, ৫৪৪ "স্ত্রীজাতি ব্যতীত জীব সৃষ্টি হয় না।"

মনুসংহিতা, ৯ অঃ, ৩৩ শ্লোক, "নারী ক্ষেত্র স্বরূপা এবং পুরুষ বীজস্বরূপ;— ক্ষেত্র ও বীজ উভয় সংযোগে যাবতীয় শরীরীর সমুৎপত্তি হইয়া থাকে।"

ব্যাস-সংহিতা, ২।১৪, "পুরুষ যাবৎ দার পরিগ্রহ না করে, তাবৎ তিনি কেবল অর্দ্ধ-শরীর বিশিষ্ট হইয়া থাকেন। সেই অর্দ্ধমাত্র শরীর হইতে প্রজা উৎপন্ন হইতে পারে না। এক সম্পূর্ণ শরীরী হইতে প্রজা উৎপন্ন হইতে পারে।" মন্মথনাথ শাস্ত্রী প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র, ভল, ১, পৃঃ, ৫০৯।

মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ৭৪ অঃ, পৃঃ, ৭০, "বামাগণ আত্মার সনাতন পবিত্র জন্মক্ষেত্র; ঋষিদিগেরও এমন শক্তি নাই যে, স্ত্রী ব্যতিরেকে প্রজা সৃষ্টি করিতে পারেন।"

দেবী-ভাগবত, ৪ স্কঃ ১৩ অঃ, পৃঃ, ১৯৩, "ব্যাস কহিলেন,—ব্রহ্মাদির দেহও পঞ্চবিংশতি-তত্ত্ব হইতে উদ্ভূত।"

বিশ্বকোষ, ৭ ভাগ, পৃঃ, ৪৮৬, "তত্ত্ব প্রথমতঃ প্রকৃতি ও পুরুষ। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণাত্মিকা প্রকৃতি মহৎ (বুদ্ধিতত্ত্ব) অহঙ্কার, মন, চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্‌, বাক্‌, পাণি, পায়ু, পাদ, উপস্থ, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, ক্ষিতি, অপ্‌, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম ও পুরুষ এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব।"

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২১৩ অঃ, পৃঃ, ১৬৪৮, "নারীগণ স্বভাবতঃ অপত্যোৎপত্তির ক্ষেত্রভূত, নর সকল ক্ষেত্রজ্ঞ।" ঐ, ঐ, ৬ অঃ, পৃ, ১৮৩২, "ব্রহ্মা বলিলেন,—বীজহীন কোন বস্তুই জন্মগ্রহণ করে না এবং বীজ ব্যতীত ফল জন্মে না, বীজ হইতেই বীজ হইয়া থাকে, অতএব বীজ হইতেই ফল হয়, ইহা স্মরণ আছে।"

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ড, ৬১ অঃ, পৃঃ, ৩৯২, "স্ত্রী-ভিন্ন সৃষ্টি হয় না"। ঐ, ঐ, ৮৭, অঃ, পৃঃ, ৪১০, "শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—শরীরধারীমাত্রেই

প্রাকৃতিক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, কারণ সেই নিত্যা প্রকৃতি বিনা দেহ হয় না। সনৎকুমার বলিলেন,—শোণিত—শুক্রোৎপন্ন দেহই প্রাকৃতিক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট"।

বুদ্ধদেব মৃত্যু—শয্যায় শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন,—"তোমরা নিজে আলোক হও, নিজে আশ্রয় হও। অন্য কোন আশ্রয় লইও না। সত্যতা তোমাদের আলোক এবং তোমাদের আশ্রয় হউক। অন্য কোন আশ্রয় লইও না"।

সমাপ্ত।

শোকাতুর হিন্দু বিধবা।

অন্যপূর্ব্বা-বিবাহ।

প্রথম খণ্ড।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব।

য়্যাটর্ণি-য়্যাট্-ল, (প্রাণ্ডাবসর)

প্রণীত।

অন্যপূর্ব্বা বিবাহ।

প্রথম খণ্ড।

"জগতে ঔষধ যেরূপ কটুতিক্ত বলিয়া অপ্রিয় হইলেও রোগনাশক বলিয়া মানবের হিতকারী, তদ্রূপ সত্য বাক্যও আপাতত অপ্রিয় হইলেও হিতকর আর মিথ্যা প্রিয়বাক্য অহিতকর জানিবেন।"

দেবী-ভাগবত, ৫ম স্কন্ধ, পৃঃ ২৪৮।

"একপক্ষ অবলম্বন করিলে সত্যের আবিষ্কার হইতে পারেনা।"

দেবী পুরাণ, ১০৯, অঃ, পৃঃ, ৩৭০।

"অন্যপূর্ব্বা" শব্দ বিশ্বকোষ, ১ খণ্ড, পৃঃ, ৩৬১, ব্যাখ্যায় লিখিত, যথা,—"অন্যপূর্ব্বা (স্ত্রী) অন্যোঽন্য পুরুষঃ পূর্ব্বো যস্যাঃ। ৬ বহুব্রী। পূর্ব্বপতি মরিলে বা অকর্ম্মণ্য হইলে যে স্ত্রীলোক পুনর্ব্বার বিবাহ করে।"

যাস্ক এবং অপর সংস্কৃত বৈয়াকরণ বিধবা শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে বলেন "বি" বিনা এবং "ধব" স্বামী। বিধবা-বিবাহ যে ধর্ম্মশাস্ত্র অনুযায়ী এবং সামাজিক নীতির আনুকূল্যকারক তাহা ধর্ম্মশাস্ত্রের আদেশ দেখিলে প্রতিপন্ন হইবে। অতএব, প্রথমতঃ শাস্ত্রের অবতারণা আবশ্যক। শাস্ত্রবিৎ গ্রন্থকর্ত্তারা যে মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহার তত্ত্ব পরীক্ষা করা প্রয়োজন।

শৌনক।

হরিবংশ, ৩ অঃ, পৃঃ,৫, "ব্রহ্মর্ষি সংস্কৃত শ্রেষ্ঠ ঋগু মন্ত্র সকল প্রত্যাঙ্গিরস অর্থাৎ শৌনক হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল।" শৌনকের পূর্ব্বপুরুষদিগের নাম হরিবংশ, ২৯অঃ, পৃঃ, ৩৬, উল্লেখ আছে, যথা, "ক্ষত্রবৃদ্ধের পুত্র সুনহোত্র,

সুনহোত্রের, তিন পুত্র, তাহাদিগের নাম, কাশ, শাল, ও গৃৎসমদ, গৃৎসমদের পুত্র শুনক, তাহার পুত্র শৌনকগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ছিল।”

ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের গৃৎসমদ ঋষি রচয়িতা। পদ্মপুরাণ, সৃষ্টি খণ্ড, ১অঃ, পৃঃ, ২-৩, “বিজ্ঞানারণ্যক গুরু কুলপতি শৌনক ধর্ম্ম-শ্রবণেচ্ছু হইয়া কহিলেন,—হে সূত! তুমি ইতিহাস—পুরাণ জ্ঞানার্থ ব্যাস দেবের সম্যক উপাসনা করিয়াছ।” শৌনক শব্দে যিনি সর্ব্বপ্রকার বিবেচনা করিতে সক্ষম। আর, যিনি অন্ন ও শিক্ষাদানাদি দ্বারা দশ সহস্র মুনি পোষণ করেন, তাহাকে কুলপতি বলে। শৌনক ব্যাস দেবের নাম উল্লেখ করিতেছেন. তখন তিনি ব্যাসের সমকালীন ঋষি। এ ব্যতীত, ইহার দ্বারা ঋগ্বেদের রচনা বা সংগ্রহের কাল নির্দ্ধারিত হইতেছে। ব্রহ্মপুরাণ, ১২অঃ, পৃঃ, ৬৩, “কুরু বংশধর পরীক্ষিত নন্দন, রাজা জনমেজয় গর্গের একটী শিশু পুত্রকে হিংসা করেন। তাহাতে তিনি ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হন। তখন তিনি দুঃখ-সন্তপ্ত হইয়া কোথাও শান্তি লাভে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর তিনি শৌনকের শরণাপন্ন হয়েন।” কাজেই শৌনক জনমেজয়ের সমসাময়িক ব্যক্তি।

বায়ু পুরাণ, ৬১অঃ, পৃঃ ৩৫১, “পথ্য (মুনি) ঐ (অথর্ব্ববেদ) সংহিতাভাগ ত্রিধা বিভক্ত করিয়া জাজলি, কুমুদাদি, এবং শৌনক এই শিষ্য ত্রয়কে দান করেন। ধীমান শৌনক আবার ইহা দ্বিধা বিভক্ত করিয়া একভাগ বভ্রুকে, ও অপর ভাগ সৈন্ধবায়নকে প্রদান করিয়াছিলেন।” অথর্ব্ববেদেও শৌনকের হাত ছিল।

বায়ুপুরান, ৯২অঃ, পৃঃ,৫৫৩, “প্রভার গর্ভে পঞ্চ স্বর্ভানু-তনয় জন্মগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে নরপতি, নহুষ জ্যেষ্ঠ, তৎপুত্র পুত্রধর্ম্মা, তৎ পুত্র ধর্ম্মবৃদ্ধ, তৎপুত্র সুতহোত্র। সুতহোত্রের তিনটী পুত্র উৎপন্ন হয়; তাহাদের নাম-কাশ, শল, ও গৃৎসমদ। গৃৎসমদের পুত্র শুনক, তৎপুত্র শৌনক। শৌনকও আর্ষ্টিষেণগণ ক্ষত্রোপেত দ্বিজাতি।”

পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, ১৯৩ অঃ, পৃঃ, ৬৭৬, “একদা কথামৃধাস্বাদকুশল শৌনক নৈমিষকাননে সমাসীন মহামতি সূতকে অভিবাদন করিয়া এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। শৌনক কহিলেন,—হে সূত! এই ঘোর কলিকালের

লোক প্রায় অসুর ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে।" সুতরাং, এই ঘোর কলিকালে ব্রহ্মর্ষি সংস্কৃত শ্রেষ্ঠ ঋঙ্‌ মন্ত্র সকল শৌনক দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে, আরও তিনি অথর্ব্ববেদ দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছিলেন।

ঋক্ বেদের, ১০।১৮।৮, সংকুসুক ঋষি রচিত শ্মশানে প্রবোধবাক্যের মন্ত্র "হে মৃতের পত্নি, তুমি গৃহে যাইবার জন্য উঠ। এই মৃত পতির নিকটে তুমি শুইয়া রহিয়াছ; অতএব তুমি আইস। যে হেতু তুমি তোমার পাণি-গ্রহীত ও গর্ভাধানকর্ত্তা এই পতির জায়াত্ব স্মরণ করিয়া অনুমরণে কৃত নিশ্চয়া হইয়াছ, সেই হেতু তুমি আইস।"

এই শ্লোকের ব্যাখ্যাত্মক বর্ণনা আশ্বলায়ন-গৃহ্য সূত্রে লিখিত, ৪।২।১৫, ১৬, ১৮—২০তে পাওয়া যায়, যথা,—"যজ্ঞীয় তৃণ ও কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম্মের লোম উপরিভাগে বিস্তারের পর, যে মৃত দেহ গার্হপত্যায় অগ্নির উত্তর দিক দিয়া বহন করা হইয়াছে, তাহা তথায় স্থাপন করাইবে। ইহার মাথা আহ্বনীয়র অভিমুখে ফিরাইয়া প্রেতের উত্তরদিকে তাহার পত্নীকে শয়ন করাইবে। পতিস্থানীয় দেবর, অথবা শিষ্য, কিংবা বৃদ্ধদাস 'হে মৃতের পত্নি, গাত্রোত্থান কর, জীবলোকে' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠকরত তাহাকে উঠাইবে। বৃদ্ধদাস উঠাইলে দাহকর্ত্তাই মন্ত্র পাঠ করিবে।" সেক্রেড বুকস্ অব দি ইষ্ট, ভল, ২৯, পৃঃ, ২৩৯।

সূত্রোক্ত পতিস্থানীয় পদটি দেবর, শিষ্য বা বৃদ্ধদাসের বিশেষণ। দ্বিতীয় বিবাহ করিবার জন্য তাহাকে তুলিয়া লইবার সূত্রকারের অভিপ্রেত। এই সূত্রের বৃত্তিকার সায়ণাচার্য্য বড় প্রমাদ অনুভব করিলেন। ইহাতে যদি হস্তক্ষেপ না করা হয়, বিধবা-বিবাহ শাস্ত্র অনুমোদিত হইয়া পড়ে। তিনি এক কল্পনাত্মক ভাষ্য সৃষ্টি করিলেন। তিনি ব্যাখ্যা করিলেন, উত্থাপন মন্ত্রই যখন শূদ্রকে পড়িতে বারণ করিতেছে, তখন সংস্কার-কার্য্যের মন্ত্র পাঠে অধিকার দিতে পারে না। এ স্থলে তিনি কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করিলেন না, জরদ্দাস উঠাইলে দাহকর্ত্তাই মন্ত্র পাঠ করিবে, তখন অভিনেতাই সংস্কার কার্য্যে মন্ত্রপাঠ করিতে পারিবে না কেন?

স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য তাঁহার উদ্বাহতত্ত্বম্ পৃঃ, ১৪২, শাস্ত্রোক্ত প্রতিনিধি ব্যবস্থায় একটি শ্রুতি আবৃত্তি করিয়াছেন, যথা,—"এইরূপ একটি শ্রুতি আছে

যে, "পুরোহিত কার্য্যানুষ্ঠানের সময় যে সকল প্রার্থনামন্ত্র পাঠ করেন, উহা যজমানের স্বয়ংকৃত প্রার্থনাই হয়।" বৃদ্ধদাসের ব্রাহ্মণী-বিবাহ-সংস্কার কার্য্যে মন্ত্র পাঠ পুরোহিতের দ্বারা সম্পাদিত হইত। রঘুনন্দন তাঁহার শ্রাদ্ধতত্ত্বম্ সপিণ্ডনাধিকারী, পৃঃ, ৫১১—১২ লিখিয়াছেন, "এ বিষয়ে প্রমাণস্বরূপ বরাহ পুরাণের বচন, যথা,—"শূদ্রগণের পক্ষে কেবল মাত্র মন্ত্রবর্জ্জিত পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসরণীয়। মন্ত্র উচ্চারণে অনধিকারী শূদ্রের উচ্চারণীয় মন্ত্রদ্বারা ব্রাহ্মণেরই সম্বন্ধ করিতে হইবে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণই ঐ সকল মন্ত্র পাঠ করিবেন।" এই বচনস্থিত "অমন্ত্র" এই পদটী যেখানে যেখানে ব্যাবহৃত হয়, সেই সেই স্থলে উহা স্ত্রী, শূদ্র এবং অনুপনীত দ্বিজবালকের বোধ করায়।" রঘুনন্দন, শ্রাদ্ধতত্ত্বম্, সামবেদীয়ানাং ষাটপুরুষিকাভ্যুদয়বিধিঃ পৃঃ, ৫৮৮, লিখিয়াছেন, "এই ছন্দোগপরিশিষ্টের বচন দ্বারা সর্ব্বশাখাশ্রয় কর্ম্ম একজাতীয়ই হইয়া থাকে, এই ন্যায় অনুসারে, এবং "যাহা আপনাদিগের গৃহ্যশাস্ত্রে উক্ত হয় নাই, পরকীয় গৃহ্যশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহার অনুষ্ঠানে কোনরূপ দোষের সম্ভাবনা নাই, বিদ্বানৃগণ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের ন্যায় তথাবিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারেন।" রঘুনন্দনের তিথিতত্ত্ব, শূদ্রস্য পঞ্চযজ্ঞস্নানশ্রাদ্ধেষু পুরাণমন্ত্রোঽপি নিষিদ্ধঃ, পৃঃ, ১৪২, "শূদ্র স্বয়ং মন্ত্রপাঠ করিবে না, কিন্তু ব্রাহ্মণ তাহার হইয়া মন্ত্রপাঠ করিবে।"

অপরঞ্চ, শূদ্রেরা প্রতিলোম বিবাহপদ্ধতিতে উত্তম বর্ণের কন্যাকে বিবাহ করিত। প্রমাণসরূপ মনুসংহিতা, ১০।৩০, যথা,—"শূদ্র কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণী-গর্ভজাত চণ্ডালাদি সন্তানের," অথচ, বিষ্ণু-সংহিতা, ১৬।১,২, ব্যবস্থায়, "সবর্ণা স্ত্রীতে সবর্ণ পুত্র উৎপন্ন হয়। অনুলোমা স্ত্রীতে মাতৃ-সবর্ণ পুত্র উৎপন্ন হয়।" যত গোলযোগ প্রতিলোমা সম্ভূতের জন্য। অনুলোমে মাতৃ-সবর্ণ প্রতিলোমে বহুবর্ণ সৃষ্ট হইল। সুতরাং, হিন্দুদিগের একতার মূলে সর্ব্বকালের জন্য কুঠারাঘাত করা হইল। ইহাও বিবেচ্য সূত্রকালে শূদ্র সপিণ্ড ব্রাহ্মণের ছিল। মনুসংহিতা ৫।৬০, যথা,—"উর্দ্ধতন গণনায় হউক বা অধস্তন গণনায় হউক, পিণ্ডসম্বন্ধ সপ্তম পুরুষে ক্ষান্ত পায়।"

শঙ্খ-সংহিতা ১৫।১৭, ব্যবস্থায়, "শূদ্র প্রভৃতি সপিণ্ড চতুর্ব্বর্ণের জনন মরণে ব্রাহ্মণের যথাক্রমে একদিন, তিনদিন, ছয়দিন এবং পূর্ণ অর্থাৎ দশদিন অশৌচ স্মৃত হইয়াছে।" তথা, আপস্তম্ব-সংহিতা, ৯।১২, "শূদ্র সপিণ্ড জাত ও মরণে

ব্রাহ্মণের একাহ অশৌচ।" সেইরূপ, উশনঃ-সংহিতা, ৬।৩৬-৩৮, "সপিণ্ড-শূদ্রের মরণে, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের যথাক্রমে ষড়্‌রাত্র, ত্রিরাত্র ও একরাত্র অশৌচ।" তজ্জন্য তখন তাঁহারা ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইত।

এই সকল ব্যবস্থায় চূড়ান্ত প্রমাণ হইতেছে যে, তৎকালে অসবর্ণ-বিবাহ প্রচলিত ছিল; নতুবা, ব্যবস্থাদাতা এই সকল অশৌচের ব্যবস্থা প্রচার করিবার কোন আবশ্যক বিবেচনা করিতেন না।

দ্বিতীয় আপত্তি, বৃদ্ধ দাস কিরূপে পতিস্থানীয় হইবে অধিকন্তু বৃদ্ধ? তৎকালে সেবককে হেয়জ্ঞান না করিয়া দ্বিজ একত্রে আহার করিতেন এবং শূদ্রের অন্ন ভোজনেরও ব্যবস্থা আছে। যথা,—ব্যাস-সংহিতা ৩।৬৯, "দ্বিজ প্রত্যহ আজ্ঞাকারী দাস ও আশ্রিত ব্যক্তিগণের সমভিব্যাহারে ভোজন করিবে।" মনু-সংহিতা, ৪।১৮৫, "দাসবর্গকে আপনার ছায়ার ন্যায় বিবেচনা করিবে।"

গৌতম-সংহিতা, ১৭ অঃ, "শূদ্রজাতির মধ্যে নিজের পশুপালক ও ক্ষেত্র-কর্ষক এবং কুলপরম্পরা বন্ধুভাবাপন্ন ও পিতার পরিচারক ইহাদের অন্ন ভোজন করা যাইতে পারে। শিল্পী ভিন্ন বণিকের অন্নও ভোজন করা যাইতে পারে।" মনু-সংহিতা ৪।২৫৩, "যে যাহার কৃষিকর্ম্ম করে, যে পুরুষানুক্রমে আপন বংশের মিত্র; যে যাহার গোপালন করে, যে যাহার দাস্যকর্ম্ম করে ও যে যাহার ক্ষৌরকর্ম্ম করে, শূদ্রের মধ্যে ইহাদিগের অন্ন ভোজন করা যায় এবং যে যাহার নিকট আত্মসমর্পণ বা নিবেদন করিয়াছে, তাহারও অন্ন ভোজন করা যায়।" সর্ব্ববর্ণ শাস্ত্র আলোচনা না করায় পূর্ব্বেকার সদাচারের অধিকার বিস্মৃত হইয়া ক্রমে ক্রমে অশাস্ত্রীয় আচার প্রবর্ত্তন হইয়াছে। এই অবহেলার ফল অতিশয় শোচনীয়। কোন কোন বানরওয়ালা বানরের গলদেশে দড়ি বন্ধন করিয়া ভূমিতে লাঠি মারিয়া নাচায়, যে বানরগুলা ভাল নাচে, তাহাদের নাম দেয় প্রহ্লাদ, আর যেগুলি নাচতে পারে না, তাহাদের নাম হয় দৈত্য। হিন্দুস্তানী প্রবাদ আছে, জিস কা বান্দর উহ নাচাওয়ে দুসারে বোলনেবালা কোন্? হিন্দুসমাজে কেহ কেহ এই প্রকার প্রহ্লাদ উপাধি অর্জ্জন করেন।

ডক্‌টার হল তাঁহার "শিনেসেনস্" (বার্দ্ধক্য) নামক গ্রন্থের ২৯ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "চল্লিস বৎসরে বার্দ্ধক্যের শৈশবাবস্থা; পঞ্চাশ ইহার বাল্যাবস্থা;

ষাট হইতে যৌবনাবস্থা; সত্তরে ইহার সাবালকত্ব প্রাপ্ত।" ঐ, ১২১ পৃষ্ঠায় "বার্দ্ধক্য আভ্যন্তর প্রকৃতির বিষয়, বয়সের নয়।"

ডক্টার ভুবনেশ্বর মিত্র, তাঁহার "হিন্দুবিবাহ সমালোচন", প্রথম খণ্ড, পৃঃ, ১০৪, লিখিয়াছেন, "পক্ষান্তরে পুরুষ ৪০ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে ক্ষীণবল হইতে আরম্ভ হয়। বাঙ্গালির বৃদ্ধত্ব সচরাচর ৪০ বৎসর হইতে প্রারব্ধ হয়, ইহা বোধ হয়, কেহই অস্বীকার করিবেন না।" চল্লিশ বৎসর হইতে যখন বার্দ্ধক্যের আরম্ভ, তখন চল্লিশ পার হইলে বিবাহ অকর্ত্তব্য বা হেয় হইয়া দাঁড়ায়। আমাদের বাস্তব জ্ঞান, চল্লিশ কেন ষাট বৎসরের বৃদ্ধ টোপর মাথায় দিয়া দ্বাদশ বৎসরের বালিকার পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইতে যান। কাম মোহিত হইয়া বিস্মৃত হন যে, বাৎস্যায়ন কামসূত্র পারদারিকাধিকরণ, ১।১৫, বৃদ্ধদিগকে সতর্ক করিয়াছেন,—"যে বৃদ্ধ তাহার (যুবতি) স্ত্রী সামান্য অভিযোগেই নায়কের অঙ্কশায়িনী হইতে পারে।"

স্কন্দপুরাণ, নাগরখণ্ড, ৩২ অঃ, পৃঃ ৩৭৭৮, যথা,—জমদগ্নি বলিলেন,—যে ব্যক্তি মৃণাল লইয়াছে, সে বৃদ্ধকে কন্যা সম্প্রদান করুক এবং বৃষলপতি ও বার্দ্ধুষিক হউক।" প্রবাদ আছে,—"কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে, কড়ি লেগে মরে গিয়ে।"

ঋক্‌বেদের ১০।১৮।৮, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া স্তোত্রের ব্যাখ্যায়, শৌনক লিখিত, (বিশ্বকোষ, ২০ভাগ, পৃঃ ৫৮৫) বৃহৎ-দেবতা, ৭।১৩, বি ১৪, বি ১৫, (ম্যাক্‌ডোনেলের অনুবাদিত) যথা,—১৩, "স্ত্রী মৃত স্বামীর পর চিতা আরোহণ করে। "হে নারী! গাত্রোত্থান কর" এই মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া মৃতার অনুজ তাহাকে সহমরণ করিতে নিষেধ করে।

বি ১৪, দেবরের অভাবে হোত্রীর এই অনুষ্ঠান সম্পাদন করা উচিত, কারণ, ব্রাহ্মণ বিধবা নারীকে আদেশ করিতেছে, "মৃত স্বামীর অনুগমন হইতে ক্ষান্ত হও" অর্থাৎ চিতায় মৃতের সহিত নিজে দহন হইও না।"

বি ১৫, এই বিধি অন্য জাতীয় স্ত্রীর সম্বন্ধে প্রয়োগ হইতে পারে, নাও হইতে পারে।

মৃতার হস্ত হইতে ধনু লইবার সময় (ঋক্‌, ১০।১৮।৯, "মৃতব্যক্তির হস্ত হইতে ধনু গ্রহণ করিলাম") এই মন্ত্র অনিষ্ট নিবারণ করিবার জন্য মুখে চাপিয়া কথা কহিবে। আর কারণ এই সকল মন্ত্র ঔর্দ্ধদৈহিক অনুষ্ঠান কালে শ্মশানে ব্যবহারকরা হয়।"

এই সকল ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান এক্ষণে শ্মশানে পরিত্যাগ করা হইয়াছে। তজ্জন্য কোন পাপকর্ম্ম বলিয়া বোধ হয় না। ইহা এককালে সদাচার বলিয়া গণ্য হইত। একালে বৃদ্ধ পিতামহের গল্প বলিয়া বিবেচিত হয়।

ঋগ্বেদের প্রসিদ্ধ ভাষ্যকার, সায়ণাচার্য্য সম্বন্ধে বাল গঙ্গাধর তিলক তাঁহার "ওরাইঅন্" (মৃগশীর্ষঃ) নামক গ্রন্থের ১৯০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"কিন্তু প্রত্যেক বিষয়ে তিনি (সায়ণ) প্রবন্ধকে ঐক্য করিবার জন্য শব্দ সমূহ পেষণ করিয়াছেন।" যাস্কের নিরুক্ত সংক্রান্ত ১৯৩ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন,—"আমি বিবেচনা করি এই ব্যাখ্যা অতিমাত্র কৃত্রিম এবং অসঙ্গত রীতিতে লিখিত।" ব্লুম্‌ফিলড্ অথর্ব্ববেদের স্তোত্রের অনুবাদে বলিয়াছেন,—"এ বিষয়ে সায়ণ উন্মত্ত প্রমাণ;" আর যাস্কের নিরুক্ত সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "যে ব্যক্তি জানিতে চাহেন ভুষির মধ্যে কত দানা পাওয়া যায়, তাঁহাকে আমি অনুরোধ করি যাস্কের নিরুক্ত তিনি যেন নিরন্তর পাঠ করেন।"

সেকরেড্ বুকস্ অব দি ইষ্ট, ভল, ৪২, পৃঃ ২৮২।

সতীদাহ বা জীবিত-সমাধিস্থ করা ১৮২৯ সালের ১৭ বেঙ্গল রেগুলেসন দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াছে। আইনজারীর পূর্ব্বে তীব্র প্রতিবাদ আন্দোলন হইয়াছিল। ম্যাক্স্ মুল্লার তাঁহার "চিপস্ ফ্রম এ জারম্যান ওয়ারকৃসপ্" পুস্তকের, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৫, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যথা,—"ইহা সত্য যে, যখন ইংরাজ-রাজশক্তি এই শোকাবহ প্রথা নিষেধ করিয়াছিলেন, যেমন সম্রাট জাহাঙ্গীর অগ্রে করিয়াছিলেন, সমগ্র ভারতবর্ষ ধর্ম্ম-রাষ্ট্রবিপ্লবের সীমায় আসিয়াছিল, ব্রাহ্মণগণ এই পবিত্র আচারের দলিল স্বরূপ বেদকে প্রার্থনা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন; যে হেতু, তাঁহাদের ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ হইবে না আশা পাইয়াছিলেন, তাঁহারা সতীদাহের জন্য মান্য দাবি করিয়াছিলেন। রঘুনন্দন (শুদ্ধিতত্ত্ব) এবং অন্যান্য পণ্ডিতসমূহ বিশদরূপে ঋকৃবেদ প্রকৃতপক্ষে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন; অতঃপর ভাষা,

"ইমা নারীরবিধবাঃ সপত্নীরাঞ্জনেন সর্পিষাসংবিশন্তু।
অনশ্রু বোহনমীবাঃ সুরত্না, আরোহন্তু জনয়ো যোনিমগ্রে ॥

ঋক্, ১০।১৮।৭।

অর্থ,—এই শোভন-পতিযুক্তা সধবা নারীরা চক্ষে ঘৃত মাখিয়া স্ব স্ব গৃহে

প্রবেশ করুক। এবং অলঙ্কারধারিণী এই ভার্য্যারা রোদন পরিত্যাগ করিয়া ও শোকরহিত হইয়া সকলের অগ্রে আসুক। "আরোহন্তু জনয়ো যোনিমগ্রে" ইহা ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ পরিবর্ত্তিত করিলেন।

"আরোহন্তু জনয়ো যোনিমঅগ্নে"

অর্থাৎ—"তাহারা অগ্নিতে পরিবর্ত্তিত হউক"—সামান্য পরিবর্ত্তন, কিন্তু, অনেক জীবনকে অগ্নির (অগ্নে) গর্ভে (যোনিম্) সমর্পণ করিবার জন্য যথেষ্ট। এরূপ সহানুভূতিহীন টীকাকার বর্ত্তমান কালে বিরল নহে।

রঘুনন্দন প্রণীত শুদ্ধিতত্ত্ব, (বঙ্গবাসী প্রেসে প্রকাশিত), সহমরণ প্রয়োগ, পৃঃ ৪৫—৬, ঋগ্বেদোক্ত মন্ত্র, ১০।১৮।৭, অশুদ্ধরূপে উদ্ধৃত, যথা,

ওঁ ইমা নারীরবিধবা সুপত্নীরঞ্জনেন সর্পিষ সংবিশন্তু।
অনশ্রবো অনমীরা সুরত্না আরোহন্তু জলযোনিমগ্নে॥ ইতি

অর্থ,—হে অগ্নি, এই শোভন পতি বিশিষ্ট অবিধবা অশ্রুজলশূন্য, নিষ্পাপা, নারী চক্ষে কজ্জল এবং শরীরে ঘৃত লেপন পূর্ব্বক শোভনরত্নে ভূষিতা হইয়া চিতাগ্নিতে আরোহণ করুক।"

ম্যাক্স মুলার রঘুনন্দনের "অগ্রে" শব্দের ভয়াবহ পরিবর্ত্তন "অগ্নে"র তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। রঘুনন্দন তাঁহার গ্রন্থে ঋগ্বেদের ১০ মণ্ডল, ১৮ সূক্ত ৭ ঋক্ উল্লেখ করেন নাই। অর্থাৎ কোন ব্যক্তিকে মূল গ্রন্থের সহিত মিলাইয়া দেখিবার জন্য সুবিধা দেন নাই। ঋগ্বেদ একটী ছোট গ্রন্থ নয় যে খুঁজিতে আয়াস-সাধ্য নহে। তিনি ইচ্ছা করেন নাই যে কেহ তাঁহার ভ্রম-প্রমাদ দেখাইয়া দেয়। সম্ভবতঃ, তিনি বাচস্পতি মিশ্রের পদ্ধতি অনুকরণ করিয়াছেন। তাঁহার যে সকল গ্রন্থ বঙ্গবাসী প্রেসে প্রকাশিত হইয়াছে, তৎসমুদয় একই প্রথায় রচিত।

রঘুনন্দনের এই ঋগ্বেদে অশুদ্ধ প্রক্ষিপ্ত ঋক্ সংক্রান্ত কার্য্যে রমেশচন্দ্র দত্ত এই ঋকের অনুবাদে লিখিয়াছেন,—"মূলে এই ঋকের শেষে এই শব্দগুলি আছে, "আরোহন্তু জনয়ঃ যোনিং অগ্রে।" শেষ শব্দটীর একটী বিস্ময়কর ইতিহাস আছে। ঋগ্বেদে সতীদাহের উল্লেখ নাই, আধুনিক কালে ঐ কুপ্রথা ভারতবর্ষে প্রচলিত হয়। ঐ কুপ্রথা ঋগ্বেদ সম্মত এইটী প্রমাণ করিবার জন্য বঙ্গদেশের কোন কোন পণ্ডিত এই "অগ্রে" শব্দ পরিবর্ত্তন করিয়া "অগ্নেঃ" করিয়া

এই ঋকের সতীদাহ বিষয়ক একটী অদ্ভুত অর্থ করিয়াছিলেন। আধুনিক কু-প্রথাগুলি সংরক্ষণার্থে কপট শাস্ত্র ব্যবসায়ীগণ প্রাচীন শাস্ত্রের যে ভূরি ভূরি অযথা ও মিথ্যা অর্থ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে এই কার্য্যটি সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ও জঘন্য।"

পদ্মপুরাণ কতক পরিমাণে ব্রাহ্মণী-বিধবাদিগের প্রাণরক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিল। পদ্মপুরাণ, সৃষ্টি-খণ্ড, ৫২ অঃ পৃঃ ৬৮২, যথা,—"যে ব্রাহ্মণজাতীয়া নারী মৃত পতির অনুবর্ত্তন করে, সে স্বীয় আত্মঘাতন দ্বারা আত্মাকে এবং পতিকে স্বর্গে উপনীত করিতে পারে না। ব্রাহ্মণী ব্রহ্ম শাসন হেতু পতিসহ গমন করিয়া মৃত্যুগ্রস্ত হইবে না, সে প্রব্রজ্যা গতি অবলম্বন করিবে; অন্যথা মরণে আত্মঘাতিনী হইয়া থাকে।"

মহানির্ব্বাণতন্ত্র, দশম উল্লাস, ৭৯, ৮০, পৃঃ, ৬৯, (বঙ্গবাসী প্রেসে প্রকাশিত), লিখিত, "কুলকামিনীকে ভর্ত্তার সহিত দগ্ধ করিবে না। যে হেতু ঐ রমণী তোমার (দেবীর) স্বরূপা। কিন্তু জগতে অপ্রকাশিত শরীরা; মোহ বশতঃ ভর্ত্তার চিতারোহণ করিলেও নিরয় গামিনী হইয়া থাকে।"

দীর্ঘতমা, যিনি পরবর্ত্তী কালে গৌতম বা গোতম নামে পরিচিত হইয়াছিলেন, তাঁহার ঔরসে শূদ্রা ধাত্রেয়িকার গর্ভে কক্ষীবান্ উৎপন্ন হন। কক্ষীবান্ ঋষির কন্যা ঘোষা, তিনি ঋগ্বেদ, ১০।৪০।২০, রচয়িত্রী, যথা,—"কে তোমাদিগকে গৃহাভিমুখে আনয়ন করিতেছে, যেরূপ বিধবা নারী তাহার দেবরকে পর্য্যঙ্কে আকর্ষণ করে, যেমন পাত্রী পাত্রকে আকর্ষণ করে।"

এই ঋকের টীকায় রমেশচন্দ্র দত্ত লিখিয়াছেন,—"এতদ্দ্বারা বোধ হয়, বিধবার অসচ্চরিত্র অবলম্বন করা প্রকটিত হইতেছে না, স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা স্বামীর ভ্রাতাকে বিবাহ করিবার প্রথাই বোধ হয় উল্লিখিত হইতেছে। মনু, ৯।৬৯ ও ৭০, দেখ। পণ্ডিতবর রথ এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। নিরুক্তের উদাহরণ পৃঃ, ৩২।"

মনু-সংহিতা, ৯।৬৯, যথা,—"বিবাহের পূর্ব্বে কোন বাগ্‌দত্তা কন্যার বরের মৃত্যু হইলে, নিম্ন শ্লোকোক্ত বিধান অনুসারে তাহার দেবরের সহিত সেই কন্যার বিবাহ বিধি-সঙ্গত।"

বহুপতিত্ব সম্বন্ধে অথর্ব্ববেদে স্তোত্র আছে, যথা,—৫।১৭। ৮,৯,১০,১১, "এমন

কি যত্তপি দশ জন পূর্ব্ব ভর্ত্তা—তৎ মধ্যে একজনও ব্রাহ্মণ নহেন—এক যুবতীকে বিবাহ করিয়াছে। তৎপরে একজন ব্রাহ্মণ তাহার পাণিগ্রহণ করিল, একক সেই তাহার স্বামী। বৈশ্য নয়, রাজন্ত (ক্ষত্রিয়) নয়, না, ব্রাহ্মণ যথার্থই তাহার স্বামী। ইহা সূর্য্য তাহার গতিতে পঞ্চ মানব জাতিকে প্রচার করেন। তজ্জন্য দেবতারা তাহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন, এই জন্য পুরুষেরা সেই রমণীকে পুনরায় প্রত্যর্পণ করিল। রাজকুমারেরা যাহারা অঙ্গীকার পূর্ণ করিল, তাহারা ব্রাহ্মণের পরিণত স্ত্রীকে প্রত্যর্পণ করিল। ব্রাহ্মণের স্ত্রীকে প্রত্যর্পণ করিয়া, এবং দেবতা নিবহের সাহায্যে, তাহাদিগকে দুষ্কৃতি হইতে মুক্ত করিল। তাহারা ধরাতলের প্রচুরতার অংশ লইল, এবং বিস্তৃত প্রভুত্বের জয় লাভ করিল।"

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী অনুবাদক) উক্ত স্তোত্রে পর পর আগত পত্যন্তর গ্রহণ সমর্থন করিতেছে, যথা, ৩।১২, পৃষ্ঠা, ২৬৯, "সেই জন্য এক পুরুষের বহু পত্নী হইয়া থাকে, কিন্তু এক স্ত্রীর বহু পতি একসঙ্গে হয় না।" ইহা তখনকার সদাচার, নতুবা, দ্বিজশ্রেষ্ঠ মুনি ও রাজর্ষি সমর্থন করিতেন না। উক্ত স্তোত্র তৎকালীন আইনমতে দাম্পত্য-বিচ্ছেদ ব্যক্ত হইতেছে। যেরূপ, যে ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ে দাম্পত্য-বিচ্ছেদ আইন প্রচলিত, স্ত্রীকে ত্যাগ করিলে, সে দ্বিতীয় বিবাহ আইন সঙ্গত করিতে পারে। এমন সংসার আছে যেখানে স্বামী স্ত্রীকে নির্দ্দয় যন্ত্রণা দেয়। যদি হিন্দুদিগের মধ্যে দাম্পত্য-বিচ্ছেদ আইন প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে সে স্থলে দম্পতির শান্তি হইত। এই তথ্য স্ত্রীর আত্মহত্যার কারণ, অনুসন্ধানে সর্ব্বসাধারণে জানিতে পারে।

মহাভারত, উদযোগপর্ব্ব, ১১৫—১২০, অঃ, পৃঃ, ৭৫৬—৯, "বিপ্রর্ষি গালবকে রাজা যযাতি তাঁহার মাধবী-নাম্নী কন্যা দান করেন। গালব কন্যার সহিত প্রথমত হর্য্যশ্ব অযোধ্যার অধিপতির সন্নিহিত হইয়া কহিলেন, এই কন্যাটিকে শুল্কদ্বারা ভার্য্যার্থ প্রতিগ্রহ করুন। রাজর্ষি হর্য্যশ্ব গালবকে বলিলেন। আপনার কন্যাতে আমি একটি মাত্র অপত্য উৎপন্ন করিব। গালবমুনি হর্য্যশ্বকে বলিলেন, আমার প্রার্থিত শুল্কের চতুর্থাংশ প্রদান দ্বারা এই কন্যাকে প্রতিগ্রহ করিয়া একটি পুত্র উৎপন্ন করুন। হর্য্যশ্ব কন্যা গ্রহণ পূর্ব্বক যথাকালে ও যথা প্রদেশে পুত্র লাভ করিলেন। গালব হর্য্যশ্ব সমীপে যথা

কালে পুনরায় উপস্থিত হইলে, হর্য্যশ্ব মাধবীকে প্রত্যর্পণ করিলেন। তখন গালব কন্যা সমভিব্যাহারে দিবোদাস নামক, কাশী-প্রদেশ-নিচয়ের অধিপতি, ভীমসেন-নন্দন, সন্নিধানে প্রস্থান করিলেন। দিবোদাসের সহিত গালব হর্য্যশ্বের ন্যায় সর্ত্ত করিলেন। তৎপরে ভোজনাগারের নরপতি উশীনরের সহিত তদ্রূপ ব্যবস্থা করিলেন। অবশেষে, গালব মহামুনি বিশ্বামিত্রকে একই কন্যারে কন্যারত্নটী অশ্বর স্থানে প্রদান করিলেন। পরে বিশ্বামিত্র গালবকে কন্যা প্রত্যর্পণ করিলেন। তখন গালব কন্যাকে তাহার পিতৃসন্নিধানে সমর্পণ করিলেন।

রাজা যযাতি নিজ কন্যা মাধবীর পুনর্ব্বার স্বয়ম্বর করণে অভিলাষী হইলে, তাঁহার দুইপুত্র, পুরু ও যদু, ভগনীকে রথোপরি আরোহণ করাইয়া প্রয়াগের আশ্রম-পদে গমন-পূর্ব্বক আশ্রমে আশ্রমে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।"

দ্বিতীয় পতিপ্রাপ্ত, প্রথম পতির মৃত্যুর পর, মন্ত্রের বিধি অথর্ব্ব বেদে আছে; যথা,—৯।৫।২৭, ২৮, "যখন বিবাহিতা (প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর) উত্তর কালে দ্বিতীয় স্বামী প্রাপ্ত হয়, তখন যদি পঞ্চৌদন ছাগ প্রদান করে সেই দম্পতি পৃথক হইবে না। এক সংসার পুনঃ বিবাহিতা পত্নীর সহিত দ্বিতীয় স্বামীর স্বগৃহে পরিবর্ত্তিত হয়। যে পঞ্চৌদন ছাগ শোভিত যাজকীয় পারিশ্রমিক সহ প্রদান করে।" এক সংসার; পঞ্চত্বের পর স্বর্গ।

অথর্ব্ববেদ, ১৮।৩।২, ৩, যথা, "হে মৃতের পত্নী, তুমি পুত্র পৌত্রাদি সমন্বিত গৃহে যাইবার জন্য উঠ। এই মৃত পতির নিকটে তুমি শুইয়া রহিয়াছ; অতএব তুমি আইস। যেহেতু তুমি তোমার পাণিগৃহীতা ও গর্ভাধান কর্ত্তা এই পতির জায়াত্ব স্মরণ করিয়া অনুমরণে কৃত নিশ্চয়া হইয়াছ, সেই হেতু তুমি আইস।" "আমি দৃষ্টিপাত করিলাম এবং দেখিলাম, হেঁপাজাতে তরুণ-বয়স্কা যুবতি, জীবন্ত যাইতেছে মৃতার কাছে; আমি দেখিলাম, তাহারা তাহাকে বহণ করিতেছে। যখন সে দৃষ্টিহীন অন্ধকারে আবরিত হইল, তখন আমি তাহাকে ফিরাইলাম এবং গৃহাভিমুখে লইয়া গেলাম।" বক্তা সম্ভবতঃ তাহার দেবর, যে কোন কোন স্থলে বিধবার পাণিগ্রহণ করে।

এই সকল অথর্ব্ব বেদের মন্ত্র অন্যান্য বেদে প্রযোজ্য হইবে; ইহার বিধি, "বঙ্গবাসী" প্রেসে প্রকাশিত রঘুনন্দনের শুদ্ধিতত্ত্ব, বৃষোৎসর্গ বিচার,

পৃঃ, ৬১৪, লিখিত, যথা "মাধবাচার্য্যও এই কথাই বলিয়াছেন, যথা, "কোন একটি বেদ মন্ত্রে আকাঙ্ক্ষিত অর্থের অন্যত্র মন্ত্রে উক্ত বৈদিক পদ দ্বারা পূর্ত্তি করাকেই অনুষঙ্গ (অনুবৃত্তি) বলা হয়। কারণ, সকল বেদের সকল মন্ত্রে কিছু অপেক্ষিত যাবৎ পদের উক্তি করা হয় নাই, কোন বেদের কোন মন্ত্রে একটি পদ আছে, অপর বেদের অপর মন্ত্রে আবার সে পদটি নাই, সুতরাং ঐ পদের অভাবে মন্ত্রটি আপাততঃ সাকাঙ্ক্ষ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে বটে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে, যে হেতু ঐ অপর বেদস্থিত, পদটী ঈশ্বরের বুদ্ধিতে অবস্থিত, তিনি ঐ অপর বেদস্থিত পদটি এই বেদোক্ত মন্ত্রে অনুকৃতি করিতে হইবে, ইহা মনে মনে প্রথম হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়াছেন।"

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২৬৯ অঃ, পৃঃ, ১৭০৮, যথা, "কপিল বলিলেন, বেদ সমুদয়ই সমস্ত লোকের ধর্ম্ম শিক্ষার প্রমাণ; অতএব বেদবাক্য অমান্য করা কাহারও উচিত নহে।" যাঁহারা বিধবা-বিবাহ প্রতিবাদ করেন, তাঁহাদের কি বেদবাক্য অমান্য করা হয় না? উপরোক্ত স্তোত্র সমূহ স্ত্রীর পত্যন্তর গ্রহণ সম্পূর্ণ প্রতিপাদন করিতেছে।

মনুসংহিতা, ৯।৭৬, যথা,—"পতি ধর্ম্মকার্য্যার্থ বিদেশ গমন করিলে আট বৎসর পর্য্যন্ত পতির প্রতীক্ষা করিবে, বিদ্যার্জ্জন বা যশোলাভের জন্য গমন করিলে ছয়, দূরদেশস্থ সতিনকে দেখিতে যাইলে তিন বৎসর কাল স্ত্রী তাহার প্রতীক্ষা করিবে।" তদনন্তর মনু বিবেচনা-পূর্ব্বক তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়াছেন এবং শব্দাদির অভাব, অন্যের কল্পনা শক্তিদ্বারা পূরণ করিবার জন্য ছাড়িয়া দিয়াছেন।

উল্লিখিত অবস্থায় নির্দ্ধারিত কাল গত হইলে স্ত্রী পুনরায় বিবাহ করিবে কি না, তাহার বিধি বা নিষেধ নাই। এস্থলে জীমূতবাহনের দণ্ডাপূপ ন্যায় প্রযোজ্য, ইহার অর্থ অংশ। আর, সমর্থনে বলা যাইতে পারে, পরবর্ত্তী শ্লোক, ৮১, স্ত্রী অপ্রিয়ভাষিণী হইলে কালক্ষয় না করিয়া তৎক্ষণাৎ স্বামী দ্বিতীয় বিবাহ করিবে। ৯০, শ্লোকে ঋতুমতী হইলে ও কুমারী তিন বৎসর কাল অপেক্ষা করিয়া তদনন্তর আপন উপযুক্ত পতি নির্ব্বাচন করিয়া লইবে। নন্দ পণ্ডিতের মতে "যদি স্ত্রী দ্বিতীয় বিবাহ করে, তাহার কোন

প্রত্যবায় হইবে না।" কুল্লূকের ভাষ্য নির্দ্দিষ্ট সময় শেষ হইলে তৎসন্নিধানে গমন করিবে। মনু জানিতেন স্ত্রীর পক্ষে স্থানান্তর গমনে বিপদের আশঙ্কা যথেষ্ট। সে সময়ে রেলের পথ ছিল না। সে আজ ৬৭৯ বৎসর খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বেকার কথা। অতএব, বিবাহ করা বা না করা তিনি স্ত্রীর অভিরুচির উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন। আরও তিনি প্রনিধান করিয়াছিলেন, বাৎস্যায়ন প্রণীত কাম-সূত্র, পঞ্চম পারদারিকাধি করণ, ১।১৫।৩৭৭, যথা, "বিনা অপরাধে যে স্ত্রী ভর্ত্তার নিকট অবমানিত হয়; যাহার পতি চির প্রবাসী; এই সকল স্ত্রীরা সামান্য অভিযোগেই নায়কের অঙ্কশায়িনী হইতে পারে; সুতরাং ইহারা অযত্ন-সাধ্যা।"

এছাড়া স্ত্রীকে সৎপথে রক্ষা করিবার জন্য মনু নিজ সংহিতায় লোক-দিগকে সরলভাবে সতর্ক করিয়াছেন, যথা, ৯।১৩, "মদ্যপান, অসৎপুরুষ সংসর্গ, ভর্ত্তৃবিরহ, ইতস্ততঃ ভ্রমণ, অকাল নিদ্রা এবং পর গৃহবাস—এই ষড় বিধ ব্যভিচার দোষের কারণ হইয়া থাকে।" এই শ্রেষ্ঠ উপদেশ ব্যাস স্বীকার করিয়া স্কন্দ পুরাণে অন্তর্ভূত করিয়াছেন, যথা, কাশীখণ্ড-পূর্ব্বার্দ্ধম, ৪০অঃ, পৃঃ, ২৩২৯-৩০, "মদ্যপান, অসৎসঙ্গ, পতি-বিরহ, ইতস্ততোভ্রমণ, অকালে শয়ন ও পর গৃহে বাস—এই ছয়টী নারীগণের ব্যভিচারের কারণ।" অতএব, নীতি বিধবা-বিবাহ সমর্থন করিতেছে। "স্থিরীকৃত ন্যায়ই প্রধান" যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, ২।২২।

মনু-সংহিতা, ৮।২২৬, "বিবাহ বিষয়ে যে সকল মন্ত্র আছে, উহা কেবল কন্যার প্রতিই প্রযুক্ত হইয়া থাকে এবং কুত্রাপি অকন্যা অর্থাৎ ক্ষতযোনি স্ত্রীলোকের প্রতি বিহিত নহে, কারণ তাহারা ধর্ম্মক্রিয়ার বহির্ভূত।" ঋতুচ্ছদ (হাইমেন্) অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি পাতলা চর্ম্মময় ভাঁজ কুমারীর যোনি-দ্বারে স্থিত। উহা সচরাচর প্রথম সঙ্গমে ফাটিয়া যায়। যেখানে সহবাস দ্বারা দাম্পত্য-সম্বন্ধের দৃঢ় করণ হয় নাই অর্থাৎ স্বামী অগ্রেই মৃত, সেখানে মৃতার স্ত্রীকে অক্ষত যোনি ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে। সে মনুর ব্যাখ্যায় কন্যাই থাকে।

মনুসংহিতা, ৯।১৭৫—৬, যথা,—"পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা অথবা মৃতপতিকা বিধবা, স্বেচ্ছাতঃ পুনর্ব্বার অন্যের ভার্য্যা হইয়া যে পুত্র উৎপাদন করে, ঐ

পুত্রকে পৌনর্ভব পুত্র বলে। ঐ স্ত্রী যদি অক্ষত যোনি থাকিয়া পত্যন্তর গ্রহণ করে অথবা পূর্ব্বপতির নিকট প্রত্যাগত হয়, তবে ভর্ত্তা উহার পুনর্ব্বার বিবাহসংস্কার করিয়া লইবে। ঐ স্ত্রী ভর্ত্তার পুনর্ভূ পত্নী হইবে।" এ স্থলে. বিবাহ সংস্কারের অনুষঙ্গিক বিবাহ-মন্ত্র পাঠ করিতে কোন বাধা নাই, বরং বিধিমতে হইতেছে।

মনু সংহিতা।

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৩৩৫, অঃ, পৃঃ, ১১৯২, ব্যাস লিখিয়াছেন, "সায়ম্ভুব-মনু প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্র শুক্রাচার্য্য কৃত।"

হেমচন্দ্রের অভিধান-চিন্তামণি, দেবকাণ্ড, ১পঃ, অঙ্ক, ৫৭, পৃঃ, ২৯, । শুক্রের নাম। শুক্র, মঘাভব, কাব্য, উশনস্, ভার্গব, কবি, ষোড়শার্চ্চিষ, দৈত্যগুরু, ধিষ্ণ্য (পুং)।

বায়ুপুরাণ, ৬৫ অঃ, পৃঃ ৩৮৫, ৩৮৭, যথা, "মহাদেব ভৃগুকে পুত্রত্বে কল্পনা করিলেন। এই নিমিত্ত বারুণ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। ভৃগুর সদ্বংশীয়া দুইটী ভার্য্যা। তন্মধ্যে দিব্যা নাম্নী শুভা ভার্য্যা—হিরণ্যকশিপুর কন্যা; আর বয়বর্ণিনী পৌলোমী—পুলোমোর কন্যা। ভৃগু সংসর্গে কাব্যা, বেদবিদ্গণের অগ্রগণ্য কাব্যকে প্রসব করেন। কবিসুত সেই কাব্য শুক্র নামে খ্যাত। ইনি দেব ও অসুরগণের আচার্য্যত্ব প্রাপ্ত হয়েন। ইহাঁর শুক্র, উশনা, কাব্য নাম প্রসিদ্ধ।"

কালিকা পুরাণ, ৮৪ অঃ, পৃঃ, ৫৪৯, যথা, "উশনা অনেক প্রকার উপধার (ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—চতুর্ব্বর্গ সেবার নামই উপধা) বিষয় বিবেচনা করিয়াছেন ; তৎ সমস্ত উশনস শাস্ত্রেই জ্ঞাতব্য।"

পদ্মপুরাণ, সৃষ্টিখণ্ড, ১৩ অঃ, পৃঃ, ১২৫, যথা, "অঙ্গিরার পুত্র দেবাচার্য্য বৃহস্পতিকে ভৃগুনন্দন শুক্রাচার্য্য অবলোকন করিয়া কহিলেন,—"পূর্ব্বে তোমার পুত্র কচ বিদ্যার্থী হইয়া, আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল।"

দেবীভাগবত, ৪ স্কন্ধ, ১৩—১৫, অঃ, পৃঃ, ১৯২—৭, লিখিত, "ভৃগুনন্দন শুক্রাচার্য্য মনে মনে ভাবিলেন,—(মহর্ষি অঙ্গিরার পুত্র) বৃহস্পতি যিনি দেব-গণের গুরু এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক" "ভৃগুনন্দন শুক্রাচার্য্য প্রহ্লাদের বাক্য

শ্রবণ করিয়া” “প্রহ্লাদ, মহাত্মা ভার্গবের এইরূপ বাক্য শুনিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন।”

উশনার পুত্র ঔশন। তিনি উশনঃ-সংহিতার গ্রন্থকর্ত্তা। উশনঃ-সংহিতা ১অঃ, ২।৩। লিখিত, “পূর্ব্বকালে ধর্ম্মতত্ত্ববিৎ উশনা, স্বীয় পিতা ভার্গব উশনাকে প্রণাম পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন।”

মার্কণ্ডেয়পুরাণ, ৮ অঃ, পৃঃ, ৫৪-৫, “হরিশ্চন্দ্র কৌশল নগরের নৃপতি ছিলেন। গাধিতনয় বিশ্বামিত্র রাজার প্রীতি সাধন করিবার নিমিত্ত রাজ-পুত্র রোহিতাশ্বকে আনয়ন করত মনোহর অযোধ্যানগরে অভিষিক্ত করিলেন। তৎপরে নরপতি হরিশ্চন্দ্র স্বর্গারোহণ করিলেন। তখন সর্ব্বশাস্ত্রার্থ-তত্ত্ববিৎ, দৈত্যাচার্য্য মহাভাগ উশনা নরপতির সেই ঐশ্বর্য্য অবলোকন করিয়া এইরূপ শ্লোকে গান করিতে লাগিলেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র রাজ্যচ্যুত হইয়া ত্রিদশালয়ে গমন করিলে পর তদীয় পুরোহিত গঙ্গাবাসী মহাতেজা বশিষ্ঠ মুনি।” এখানে হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিতাশ্ব অযোধ্যা নগরের রাজা হইলেন। বিশ্বামিত্র, উশনা এবং বশিষ্ঠ তাঁহার সমকালীন ঋষি। এই মার্কণ্ড পুরাণ তৎকালে রচিত।

ঋগ্বেদ সংহিতা, ৯, মণ্ডল, ৯৭, সূক্ত, বসিষ্ঠ ঋষি লিখিত ; ৭ ঋক্, “উশনার ন্যায় কবির রচনা উচ্চারণ করিতে করিতে এই দেব সোম দেবতাদিগের জন্ম বৃতান্ত কহিতেছেন।” ঐ, ৯, মণ্ডল, ৮৭, সূক্ত, উশনাঋষি লিখিত, ৩, ঋক্ “উশনাঋষি বুদ্ধিমান ও একজন অগ্রগণ্য বক্তি, উজ্জ্বল মূর্ত্তি ও ধীর।” ঐ, ৮ মণ্ডল, ২৩ সূক্ত, ১৭, ঋক্, ব্যশ্বের পুত্র বিশ্বমনা ঋষিলিখিত, “তুমি যজ্ঞশীল, কবি পুত্র, জাতবেদা, উশনা মনুর (রাজার) গৃহে তোমাকে হোতা রূপে উপবেশন করাইয়াছিল।” ঐ, ১ মণ্ডল, ৮৩ সূক্ত, ৫ ঋক্, বহুগণের পুত্র গোতম ঋষি লিখিত, “কবির পুত্র উশনা ইন্দ্রের সহায় হইয়াছিলেন।” ঐ, ৬ মণ্ডল, ২০ সূক্ত, ১১ ঋক্, ভরদ্বাজ ঋষি লিখিত, “হে ইন্দ্র! তুমি ধনার্থী হইয়া কবি পুত্র উশনার প্রাচীন উপকারক হইয়াছে। তুমি নববাস্ত্বকে বধ করিয়া ক্ষমতাশালী পিতা (উশনার) নিকট স্বদীয় দেয় পুত্রকে সমর্পণ করিয়াছ।” ঐ, ১ মণ্ডল, ৫১ সূক্ত, ১১ ঋক্, অঙ্গিরার পুত্র সব্য-ঋষি লিখিত, “যখন ইন্দ্র কমনীয় উশনার সহিত স্তুত হয়েন।” ঐ, ৪ মণ্ডল

৪৩ সূক্ত, ১ ঋক্, বামদেব ঋষি লিখিতেছেন, "আমি কবি উশনা, আমাকে দর্শন কর।" ঐ, ৫ মণ্ডল, ২৯ সূক্ত, ৯ ঋক্, শক্তি গোত্রজ গৌরিবীতি ঋষি লিখিত, "হে ইন্দ্র! যখন তুমি এবং উশনা বলবান ও দ্রুতগামী অশ্বগণের সহিত কুৎসের গৃহে গিয়াছিলে।" ঐ, ১ মণ্ডল, ১২১ সূক্ত, ১২ ঋক্, দীর্ঘতমার পুত্র কক্ষীবান্ ঋষি লিখিতেছেন, "কবির পুত্র (উশনা) যে হর্ষকর বজ্র তোমাকে দিয়াছেন।" ঐ, ১ মণ্ডল, ৫১ সূক্ত, ১০ ঋক, অঙ্গিরার পুত্র সব্যঋষি লিখিত, "হে ইন্দ্র! যখন উশনার বলদ্বারা তোমার বল তীক্ষ্ণ হইয়াছিল।" ঐ, ৫ মণ্ডল, ৩৪ সূক্ত, ২ ঋক্, সম্বরণ ঋষি লিখিত, "যখন উশনা তাঁহাকে, যাহাতে বিকটাকার পশুহত্যা করিতে পারেন, তজ্জন্য বলশালী সহস্র সূক্ষ্মাগ্রভাগ সমন্বিত আয়ুধ দিয়াছিলেন।"

পূর্ব্বোক্ত উদ্ধৃত বাক্যে উশনার যৎসামান্য বিবরণ পাওয়া যায়। ইহার ঐতিহাসিক উপকারিতা সমকালীন মুনিদের নাম ও তৎ দ্বারা তাঁহাদের জীবিত কাল নির্দ্ধারিত করিতে পারা যায়, অর্থাৎ ৬৭৯ বৎসর খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বেকার কথা এবং তাঁহাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবন-চরিত প্রকাশিত হইলে, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, তাঁহাদের মত কতদূর যুক্তিসঙ্গত, সুতরাং মাননীয়। অধিকন্তু, ইহাও স্পষ্টরূপে প্রদর্শন করায় যে, আমাদের বর্ত্তমান আচার নিত্যকাল হইতে পুরুষ পরম্পরায় চলিয়া আসে নাই। অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কতক ক্রমশঃ উন্নতি কতক কাজের বুদ্ধির অভাবে, ঘটনাক্রমে উপস্থিত হইয়াছে।

ভারতীয় সাক্ষ্য আইন।

ভারতীয় সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ সনের ১০৮ প্রকরণে ব্যবস্থিত, "কোন ব্যক্তি জীবিত বা মৃত তর্ক উত্থাপিত হইলে, আর ইহা প্রমাণীকৃত হয়, যে সপ্ত বৎসর ব্যাপ্ত যাহারা স্বভাবতঃ তাহার জীবিত সংবাদ পাইত অথচ পায় নাই, যে ব্যক্তি নিশ্চয় রূপে বলে সে জীবিত আছে, প্রমাণের ভার তাহার উপর চাপিত হয়।"

১০৮ প্রকরণের ভাষ্যে সার জন্ উডরোফ্ লিখিয়াছেন, "হিন্দু ও মুসলমান এবং সর্ব্ব অন্ততরের জন্য এই সকল প্রকরণ ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। হিন্দু-

শাস্ত্র অনুসারে দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলে ইহার ব্যবহিত কালে নিরুদ্দেশ লোকের কোন সংবাদ প্রাপ্ত না হইলে অনুমান করা হইবে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। মুসলমান সরীয়াৎ অনুসারে হানাফী মত নিরুদ্দেশের জন্মদিন হইতে নবতি বৎসর অতীত হইলে তাহার মৃত্যু অনুমিত হইবে। মালিকি মত এখন হানিফিদের মধ্যে বলবৎ, যথা, নিরুদ্দেশের দিবস হইতে চারিবৎসর গত হইলে তাহার মৃত্যু অনুমিত হইবে। সীয়াদিগের মধ্যে দশ বৎসর, এবং সাফীদের মধ্যে সাত বৎসর। অতঃপর, তথাচ, এই সকল প্রকরণের সন্নিবিষ্ট প্রামাণের ধারা দ্বারা-হিন্দু ও মুসলমান পরিচালিত হয়।"

নেভিল গিয়ারির "বিবাহ ও জন্ম বা বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ আইন" গ্রন্থের পৃঃ, ১৪৪—৫ (১৮৯২) লিখিয়াছেন, "তজ্জন্য জুলিয়াস (কল্পিত পূর্ব্ব স্বামী) শাত বৎসর অদৃশ্য হইবার ও তাহার শেষ সংবাদ শাত বৎসর গত হইবার পর ক্লডিয়াসের সহিত য়্যাগনেসের (জুলিয়াসের স্ত্রী) বিবাহ বৈধ ধরিয়া লওয়া হয়; যে ব্যক্তি এই বিবাহ প্রতিবাদ করে, যদি সে প্রমাণ না করে দ্বিতীয় বিবাহের সময় প্রথম স্বামী জীবিত ছিলেন।"

মৌলবী আজহার আলী কর্ত্তৃক প্রণীত, "এস্লামধর্ম্ম শিক্ষা" পুস্তকের পৃঃ, ২৫০, লিখিয়াছেন "পু। নিরুদ্দেশ লোকের পত্নীর কত দিন পরে অন্যের সহিত নেকা হইতে পারে? পি। নিরুদ্দেশের দিবস হইতে চারি বৎসর গত হইলে এবং চারি মাস এদ্দত পালন করিয়া পরে নেকা হইতে পারে। পু। তবে শুনি যে, নব্বই বৎসর গত হইলে নেকা হইতে পারে? পি। ইহা এমাম আজমের মত, কিন্তু জরুরাত সময়ে এমাম মালেকের ফতওা লইয়া তৎ সঙ্গে কাজি কিম্বা হাকিমের আদেশ লইয়া চারি বৎসর চারি মাস বাদে নেকা করা যায়। (জামেরামুজ, ৫১ পৃষ্ঠা)"

স্মার্ত্ত-রঘুনন্দন প্রণীত শ্রাদ্ধতত্ত্ব, আত্মশ্রাদ্ধেতি-কর্ত্তব্যম, পৃঃ, ৪৫৮, লিখিত, "মরণের সন্দেহ স্থলে যম এই কথা বলিয়াছেন,—"যদি কোনও বিদেশ প্রস্থিত ব্যক্তির দ্বাদশ (১২) বৎসর পর্য্যন্ত একেবারে কোনও সংবাদ না পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার পুত্র এবং বন্ধুগণ তাহাকে মৃত বলিয়া অবধারণ করিবে, এবং যে মাসে যে তিথিতে সেই ব্যক্তি প্রস্থান করিয়াছিল, সেই মাসের সেই তিথিতেই তাহার শ্রাদ্ধ করিবে। তাহার মরণ তিথির যদি জ্ঞান না থাকে,

তাহা হইলে, যে মাসে প্রস্থান করিয়াছিল, সেই মাসের অমাবস্যা অথবা আষাঢ় মাসের অমাবস্যায় তাহার শ্রাদ্ধ করিবে।" এক্ষণে, মৃত্যুর তারিখের অনুমান ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের দ্বারা নিয়মিত হইয়াছে।

মনু-সংহিতা, ১।৩৫, "মহর্ষিভাবাপন্ন দশজনের মধ্যে নারদ একজন।" অতএব, নারদ-স্মৃতি মনুর অবিদিত ছিল না। নারদ স্মৃতি, ১২।২৪, নারদ কহিতেছে, যথা, "কুমারীকে বিবাহ করিয়া যখন বর বিদেশে যায়, কুমারী তিন মাসিক-ঋতু প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে, তৎপরে অন্য বর মনোনীত করিয়া লইবে।" পুনরায়, তাঁহার স্মৃতি, ১২।১৬তে বলিতেছেন, "যাহার স্বামী শুক্র-ক্ষয়কারী, অথবা প্রজননশক্তি বিহীন হইলে, যদিও তাহারা দাম্পত্য কর্ত্তব্য নির্ব্বাহ করিয়াছে, অর্দ্ধ বৎসর স্ত্রীর অপেক্ষার পর, তাহার জন্য অপর স্বামী সংগ্রহ করা চাই।"

সেক্রেড্ বুকস্ অভ দি ইষ্ট, ভল, ৩৩, পৃঃ, ১৬৮, ১৭০।

ইহাতে প্রতীয়মান হয়, মনু এই তিন মাসিক-ঋতু এবং প্রজনন শক্তি বিহীনত্ব কাল পরিবর্দ্ধন করিয়া, ইহার ব্যবস্থা তাঁহার সংহিতা, ৯।৭৬, লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মনু-সংহিতা, ৯।১৭৬, লিখিত, "ঐ স্ত্রী (পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা) যদি (এখনও) অক্ষত যোনি, অথবা, যে পূর্ব্ব পতিকে পরিত্যাগ করিয়া তাহার নিকট প্রত্যাগত হয়, সেই নারী পুনর্ব্বার তাহার দ্বিতীয় (অথবা পরিত্যক্ত প্রথম) স্বামীর সহিত আবার বিবাহ সংস্কার সম্পাদন করিবার যোগ্য।" এই ধারায় মনু দ্বিতীয় বিবাহ স্পষ্টরূপে অনুমোদন করিতেছেন।

স্মার্ত্ত রঘুনন্দন শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর সমকালীন ছিলেন। তাঁহার উদ্বাহ-তত্ত্বে উপর-উক্ত মনু-সংহিতার নিকটবর্ত্তী ব্যবস্থা প্রকাশ করিয়াছেন। যথা, পত্নীত্যাগ বিধিঃ, পৃঃ, ২০২—৩, "মিতাক্ষরাধৃত স্মৃতির একটি বচন এ সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে, যথা,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যজাতীয়া স্ত্রী যদি শূদ্রের সহিত সঙ্গত হয়, তবে তাহাদের ঐ শূদ্রসংসর্গে গর্ভ না হওয়া পর্য্যন্ত, তাহাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া ঘরে লওয়া যাইতে পারে।" ৩৭। এই বিধি অপেক্ষা বিধবা-বিবাহ প্রশংসনীয় নয় কি? যদি তাহাই বিবেচিত হয়, সমাজের যে, বিধবার প্রতি নিষ্ঠুর শাসন প্রচলিত আছে, যে উপায়ে অপনয়ন হইতে পারে সহৃদয় ব্যক্তির তাহার চেষ্টা করা আবশ্যক।

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, ২।৫২, যথা, "যে ধনাধিকারী তাহাকে ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। তদাভাবে ভার্য্যাগ্রাহী (অর্থাৎ স্বামীর অবর্ত্তমানে তাহার স্ত্রীকে যে বিবাহ করিবে)।" এরূপ স্থলে বিধবা-বিবাহ আসিতেছে।

পরাশর-সংহিতা, ৪।২৬, "স্বামী যদি নিরুদ্দেশ হয়, মরিয়া যায়, প্রব্রজ্যা অবলম্বন করে, ক্লীব বলিয়া স্থির হয় বা পতিত হয়, তাহা হইলে নারী পত্যন্তর গ্রহণ করিবে।" বঙ্গবাসীপ্রেশে প্রকাশিত উনবিংশতি সংহিতা।

বসিষ্ঠ-সংহিতা, ১৭।৭৪, লিখিত, যথা, "যদ্যপি কোন যুবতী স্বামীর মৃত্যু-কালীন কেবল মাত্র মন্ত্রপূত বিবাহ হইয়া থাকে এবং সহবাস দ্বারা দাম্পত্য-সম্বন্ধের দৃঢ়ীকরণ হয় নাই, তাহার আবার বিবাহ হইতে পারে।" ঐ, ১৭। ৭৩, যথা, "যদ্যপি, অনূঢ়া কন্যাকে বলপূর্ব্বক লইয়াগিয়া থাকে, এবং বিনা মন্ত্রে পরিণীত হইয়া থাকে, অন্য পুরুষের সহিত বিধিসঙ্গত বিবাহ হইতে পারে। সে কুমারীর ন্যায়।" এখানে মন্ত্রের প্রাধান্য, অক্ষতা উপেক্ষিত। অবৈধ উপায়ে সহবাস দ্বারা দাম্পত্য-সম্বন্ধের দৃঢ়ীকরণ এ স্থলে অস্বীকার করা হইয়াছে। ঐ, ২০।৮, যথা, "অতঃপর, যাহার অনুজ প্রথমে বিবাহ করিয়াছে, (তজ্জন্য) পাপ ক্ষয়ার্থ একটি কৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্ত আরও একটি অতি কৃচ্ছ্র প্রায়শ্চিত্ত সম্পাদন করিবে (তাহার স্ত্রীকে) সেই অগ্রজকে অর্পণ করিবে, পুনর্ব্বার বিবাহ করিবে, এবং যে নারীকে প্রথমে বিবাহ করিয়াছিল, তাহাকে আবার লইবে।"

সেক্রেড্ বুকস্ অভ দি ইষ্ট্, ভল, ১৪, পৃঃ, ৯২, ১০৩।

মহাভারত, শান্তি পর্ব্ব, ৩৫ অঃ, পৃঃ ১৪৭৫, লিখিত, "পরিবেত্তা (যে ব্যক্তি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে রাখিয়া অগ্রে বিবাহ করে) পরিবিত্তি (যাহার কনিষ্ঠের অগ্রে বিবাহ হইয়াছে তাদৃশ জ্যেষ্ঠের নাম) ইহারা উভয়েই সংযতে-ন্দ্রিয় হইয়া দ্বাদশ দিবস নিয়মে অবস্থান পূর্ব্বক কৃচ্ছ্র অর্থাৎ প্রাজাপত্য ব্রতা-নুষ্ঠান করিলেই শুদ্ধ হইবে; এবং পরিবেত্তা অর্থাৎ কনিষ্ঠাকে জ্যেষ্ঠের প্রায়শ্চিত্তের পর পুনশ্চ দার পরিগ্রহ করিতে হইবে, অন্যথা শুদ্ধিলাভ হইবে না, সুতরাং সে শ্রাদ্ধাদি দ্বারা পিতৃলোকের উত্তারণে সমর্থ হইবে না।"

ইহা একটি প্রাচীন বিবাহের বিধি, এক্ষণে প্রচলিত নাই। যে শাস্ত্র-

বিহিত বিধি পালনে লোকে অসুবিধা অনুভব করে, কালে তাহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। সাত শত বৎসর খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বেকার বিবাহ ও অন্যান্য বিধি নিষেধ ক্রমশঃ শিথিল হইয়া আসিতেছে। যাহা বর্ত্তমান কালে অশুভ তাহা ত্যাগ করাই উচিত। যখন ত্যাগের আদর্শ পাওয়া যাইতেছে।

বিষ্ণু-সংহিতা, ৬।৩০, যথা, "নির্ধন ব্যক্তির যে স্ত্রী গ্রহণ করিবে, সে ঋণ শোধ করিবে।" যাজ্ঞবল্ক্যের বিধানের সহিত ঐক্য হইতেছে। ইহা বিধবা-বিবাহের অনুমতি।

নারদ-স্মৃতি, ১২।৯৭, যথা, "স্বামী নষ্ট বা মৃত হইলে, যখন তিনি ধর্ম্ম-পরায়ণ তপস্বী হইয়াছেন, যে যখন তিনি পুরুষত্ব বিহীন, যখন তাঁহাকে সমাজচ্যুত করা হইয়াছে, এই, পঞ্চ অবস্থায় বৈধ অনিবার্য্য কারণে স্ত্রীর অপর পতি গ্রহণ ন্যায় সঙ্গত।"

সেক্রেড্ বুকস্ অভ দি ইষ্ট, ভল, ৩৩, পৃঃ, ১৮৪-৫।

বৌধায়ন-সূত্র, ৪।১।১৫, যথা, "যদ্যপি কোন যুবতীকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া থাকে, এবং মন্ত্রপূত পরিণীত হয় নাই, তাহার বৈধরূপে অন্য পুরুষের সহিত পরিণয় হইতে পারে ; সে অনূঢ়া কন্যার ন্যায়।" ঐ, ৪।১ ১৬, যথা, "যুবতীর বিবাহ হইবার পর, পরিণয় উৎসর্গ হইলে পরেও, স্বামীর মৃত্যু হয়, যে (এমতে) তাহার পিত্রালয় ত্যাগ করিয়াছিল, এবং প্রত্যাগমন করিয়াছে, আবার দ্বিতীয় বিবাহ-বিধি অনুসারে পুনর্ব্বার তাহার বিবাহ হইতে পারে, যদিস্যাৎ তাহার সহবাস দ্বারা দাম্পত্য-সম্বন্ধের দৃঢ়ীকরণ না হইয়া থাকে।"

সেক্রেড্ বুকস্ অভ দি ইষ্ট, ভল, ১৪, পৃঃ, ৩১৪-৫।

শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়ই নারীর দ্বিতীয় বিবাহ প্রতিপাদন করিতেছে। স্মৃতিতে মতান্তর আছে, সেরূপ প্রভেদ বর্ত্তমান কালে পণ্ডিত মণ্ডলীতে বিদ্যমান। শাস্ত্র সকল আলোচনার সাপেক্ষ। বিধবা-বিবাহ প্রসঙ্গ মহাভারত, পুরাণ ও তন্ত্রাদি গ্রন্থে পাওয়া যায় ; সম্প্রতি তাহাই পরে উদ্ধৃত করিয়াছি।

মহাভারত, ভীষ্মপর্ব্ব, ৮৭অঃ, পৃঃ, ৯১৯, "পক্ষিরাজ গরুড়, মহাত্মা ঐরাবতের পুত্রকে হরণ করিলে ঐরাবত তাঁহার পুত্র-বধূকে সন্তান-হীনা, দীনচিত্তা ও দুঃখিতা দেখিয়া অর্জ্জুনকে দান করেন। অর্জ্জুনও অভিলাস-বিষেশ বশবর্ত্তিনী সেই নাগরাজ দুহিতাকে ভার্য্যার্থ পরিগ্রহ করেন।"

নিকৃষ্টজাতি নাগরাজ তাহার কন্যা বিধবা হইলে যত্নপূর্ব্বক তাহার দীন-চিত্তা ও দুঃখিতা লক্ষ্য করিয়া সমবেদনা অনুভব করিলেন। আর দুঃখ নিবারণের জন্য তাহার পুনরায় বিবাহ দিলেন। অন্যতর চিত্র দেখুন, উচ্চবংশে জাত, পালিত ও শিক্ষিত মহাজন এবিষয়ে অতীব উদাসীন ও নির্ম্মম। অথচ তাঁহার স্ত্রীলোক কুটুম্ব মধ্যে অভাগা স্বামিহীনা রমণী থাকিতে পারে।

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ১৬৮ অঃ, পৃঃ, ১৬০৬-৭, "মধ্যদেশীয় গৌতম নামা কোন ব্রাহ্মণ দেবোক্ত-কর্ম্ম-বিবর্জ্জিত এক উন্নতিশীল গ্রাম নিরীক্ষণ করিয়া ভিক্ষার আকাঙ্ক্ষায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। তথায় সর্ব্ববর্ণ-বিশেষবিৎ এক ধনবান্ দস্যু বাস করিত। ব্রাহ্মণ তদীয় ভবনে উপনীত হইয়া বাসের নিমিত্ত গৃহ ও বার্ষিক ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। দস্যু সেই বিপ্রকে দশাযুক্ত নূতন বসন এবং এক পতি-বিহীনা যুবতী নারী প্রদান করিল।" ঐ, ঐ, ১৭১ অঃ, পৃঃ, ১৬০৮, "গৌতম কহিলেন, আমি মধ্যদেশে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলাম, এক্ষণে শবরালয়ে বাস করি; এক বিধবা শূদ্রাকে বিবাহ করিয়াছি, ইহা তোমার নিকট যথার্থ কহিলাম।" থানেশ্বর ও প্রয়াগের মধ্যস্থ দেশকে পৌরাণিক কালে "মধ্যদেশ" বলিয়া উল্লেখ করা হইত।

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৭২অঃ, পৃঃ, ১৫১৫ "যেরূপ রমণীগণ পতির অভাবে দেবরকে পতি করিয়া থাকে।" ঐ, অনুশাসনপর্ব্ব, ৮. অঃ, পৃঃ, ১৮৩৫, "নারী যেমন পতির অভাবে দেবরকে পতি করে।"

ঐ, আদিপর্ব্ব, অনুক্রমণিকাধ্যায়, পৃঃ, ৭, "ইহা (মহাভারত) মহত্ত্বে ও গুরুত্বে বেদ অপেক্ষা অধিক, সুতরাং মহত্ব ও গুরুত্ব হেতু ইহা মহাভারত বলিয়াই প্রসিদ্ধ হইয়াছে।" ঐ, ঐ, ৬২ অঃ, পৃঃ ৫৫, "কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মুনি তিন বৎসর সতত উদ্‌যোগী হইয়া এই অদ্ভুত আখ্যান মহাভারত রচনা করিয়াছেন। যে বিষয় এই ভারতে নাই, তাহা কোন স্থলেই প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না।" অতএব, দেবরকে পতি করা মহাভারত রচনার সময়ে প্রচলিত প্রথা ছিল। গ্রন্থের রচনার কাল লিখিত, মহাভারত, আদিপর্ব্ব, অনুক্রমণি-কাধ্যায়, পৃঃ, ৩, "কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নিয়োগানুসরে বিচিত্রবির্য্যের ক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ড, ও বিদুর এই তিন সন্তান উৎপাদন করেন। পরে ঐ পুত্রেরা বৃদ্ধ হইয়া পরলোক প্রাপ্ত হইলে মহর্ষি বেদব্যাস মহাভারত প্রচার করিলেন।"

মহাভারত, বনপর্ব্ব, ২৯৬ অঃ, পৃঃ, ৫৫৬, "যম কহিলেন, সাবিত্রি! প্রতি-নিবৃত্তা হও; যাও, ইহাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নির্ব্বাহ কর; ভর্ত্তার নিকটে তোমার আর ঋণ নাই।" যম ধর্ম্মরাজ, তিনি বলিতেছেন পতির মৃত্যুতে পত্নী ঋণ-মুক্ত হন, অতএব, তাঁহাকে স্বাধীনতা দেওয়া হইতেছে, যেন তিনি আবার অবিবাহিতা নারীর অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। পুনরায় বিবাহ করা বা না করা অতঃপর তাঁহার ইচ্ছাধীন। বিবাহ করিলে প্রত্যবায় হইবে না। নতুবা, অবৈধ হইলে ধর্ম্মরাজ এরূপ বলিতেন না।

পদ্ম পুরাণ, ভূমিখণ্ড, ৮৫, অঃ, পৃঃ ৩১৬, "ব্রাহ্মণগণ বলিলেন, রাজন! কন্যার বৈধ বিবাহই দৃষ্ট হয়। পতি যদি স্ত্রী সঙ্গ না করিয়া মৃত্যুগ্রস্ত হয়, কিম্বা অতিমাত্র আধিব্যাধিগ্রস্ত হইয়া স্ত্রী পরিত্যাগ-পূর্ব্বক চলিয়া যায়, অথবা যদি প্রব্রজিত হয়, তবে ধর্ম্ম-শাস্ত্রের বিধান এই যে, অনুদ্বাহিত কন্যার উদ্বাহ করা হয়। ইহাই বুধগণের মত।" এখানে অনুদ্বাহের অর্থ অনূঢ়া কন্যার তুল্য।

অগ্নি পুরাণ, ১৫৪ অঃ, পৃঃ, ৩১২, লিখিত, "স্বামী নিরুদ্দেশ, মৃত, প্রব্রজিত ক্লীব কিম্বা পতিত হইলে, এই পঞ্চ বিধ আপদে স্ত্রীগণের পত্যন্তর পরিগ্রহ বিধেয় হইয়া থাকে। স্বামীর মৃত্যু হইলে, দেবরকে পতিত্বে বরণ করিবে। তদভাবে যথেচ্ছ স্বামিগ্রহণ করিবে।"

স্কন্দ-পুরাণ, কাশীখণ্ডে-পূর্ব্বার্দ্ধম, ২৮ অঃ, পৃঃ, ২২২৭, যথা, "কলিঙ্গদেশে বাহীক নামে এক ব্রাহ্মণ ছিল। সেই বাহীকের গৃহে গৃহিণী ছিল, এক বিধবা তন্তুবায়-পত্নী।"

মৎস্য পুরাণ, ২২৭ অঃ, পৃঃ, ৮০০, যথা, "বর স্বীয় দোষ গোপন করিয়া যদি কোন কন্যার পাণি পীড়ন করে, তবে তাহার দ্বিশত পন দণ্ড হইবে, আর ঐ কন্যা দত্তা হইলেও অদত্তার ন্যায় হইবে।

গরুড় পুরাণ, পূর্ব্বখণ্ড, ১০৭, অঃ, পৃঃ, ২৪৮, যথা, "স্বামী যদি নিরুদ্দেশ হয়, মৃত্যু মুখে পতিত হয়, প্রব্রজ্যা অবলম্বন করে, ক্লীব হয়, অথবা পতিত হয়, এই পাঁচ প্রকার বিপদ্ উপস্থিত হইলে অন্য পাত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে।"

কূর্ম্ম পুরাণ, উপরিভাগ, ২৩ অঃ পৃঃ, ৩১৬, যথা, "যে নারী পূর্ব্বে

অন্ত পুরুষের ভার্য্যা ছিল, তাহার মরণে ও তদ্গর্ভজাত পুত্রের মরণে ত্রিরাত্রাশৌচ হইবে।" ত্রিরাত্রাশৌচ অবজ্ঞাসূচক নহে। কারণ, এই ত্রিরাত্রাশৌচ মাতামহের মরণে দৌহিত্রের অশৌচ কূর্ম্মপুরাণের একই অধ্যায়ে ব্যবস্থিত হইয়াছে। আরও ইহাতে প্রমাণ হইতেছে, যে নারী পত্যন্তর গ্রহণ করিয়াছে, তাহার জ্ঞাতিদের সহিত সমাজচ্যুত ব্যক্তির ন্যায় সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হয় নাই।

বৃহন্নারদীয় পুরাণ, ২২ অঃ, পৃঃ, ১৫১, যথা, "মনুষ্যগণ কলিযুগে দত্তা অক্ষত যোনি বিধবা কন্যার পুনরায় অন্যকে প্রদান, ইত্যাদি, এই সকল ধর্ম্ম বর্জ্জন করিতে কহিয়াছেন।" কিন্তু, পরাশর-সংহিতা, ৪।২৬, পত্যন্তর গ্রহণের বিধান আছে। আর, পরাশর-সংহিতা, ১।২৩, আদেশ, "কলিযুগে পরাশর নিরূপিত ধর্ম্ম।" ব্যাস কহিয়াছেন "যেখানে শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণের, বিরোধ দেখা যায়, সেখানে শ্রুতি কথিত বিধিই বলবান, এবং যে স্থলে স্মৃতি ও পুরাণের বিরোধ দেখা যায়, সে স্থলে স্মৃতি কথিত বিধিই বলবান।" ব্যাস-সংহিতা, ১।৪।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে, গনেশখণ্ড, ২৯ অঃ, পৃঃ, ২১৪, লিখিত, "এবং আপনিই (হর) তন্ত্রশাস্ত্রের উৎপত্তি স্থান।" আর ব্যাসপ্রণীত নারসিংহ পুরাণ, ৯ অঃ, পৃঃ, ৩৫, লিখিত, "কণাদ শঙ্করোক্তি মহানির্ব্বাণতন্ত্র।"

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, ১১, উল্লাস, ১৬৯, পৃঃ, ৮২, লিখিত, "সুব্যক্ত অর্থযুক্ত শিব প্রণীত এই শাস্ত্রে যাঁহারা কুট অর্থ করিবেন, তাঁহারা পতিত হইয়া অধোগতি লাভ করিবেন।" এই মহানির্ব্বাণতন্ত্র, ১১, উল্লাস, ৬৬, ৬৭, পৃঃ, ৭৭, লিখিত, "কন্যা নপুংসক কর্ত্তৃক পরিণীতা হইয়াছে, বহুকাল অতীত হইলেও তাহা জানিতে পারিলে, রাজা পুনর্ব্বার সেই কন্যার বিবাহ দেওয়াইবেন ইহা শিবোদিত বিধি। যদি কন্যা পরিণীতা হইয়া পতিসহবাসের পূর্ব্বে বিধবা হয়, তাহা হইলে তাহার পিতা তাহার পুনর্ব্বার বিবাহ দিবে।" ইহার ৯ উল্লাস, ২৭৮, পৃঃ, ৬৫, "শম্ভুর আদেশক্রমে ভর্ত্তৃহীনা ও অসপিণ্ডা হইলেই বিবাহ করিবে।"

বাচস্পতি মিশ্রের বিবিধ চিন্তামণির, ঋণ আদায় বিধির অধ্যায়, লিখিয়াছেন, —"বৃহস্পতি বলিয়াছেন, যে মৃতার স্ত্রীকে লইয়াছে, সে তাহার ঋণ পরিশোধ করিবে। কাত্যায়ন বলিয়াছেন, যে মৃতার পুত্রের মাতাকে লইয়াছে, সে

তাহার ঋণ পরিশোধ করিবে। নারদ বলিয়াছেন, যে দরিদ্র ও অপত্যহীন মৃতার স্ত্রীকে লইয়াছে, সে তাহার ঋণ পরিশোধ করিবে, কারণ স্ত্রী মৃতার সম্পত্তি। কাত্যায়ন বলিয়াছেন, যাহারা দীর্ঘকাল দেশান্তরে কালযাপন করে, যাহারা নিঃসন্তান, যাহারা বুদ্ধিশূন্য, যাহারা পাগল, এবং যাহারা সন্ন্যাসী, তাহাদের ঋণ, যাহারা তাহাদের স্ত্রী ও সম্পত্তি লইয়াছে তাহাদিগকে পরিশোধ করিতে হইবে, এমন কি যখন তাহারা জীবিত আছে।" উত্তরাধিকার বিধি অধ্যায় লিখিয়াছেন, "হারীত বলেন, রমণী মৃত ভর্ত্তৃকা ও তরুণী হইলে অশাসনীয় হয়।"

১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে কোলব্রুক সাহেব বাচস্পতি মিশ্রের কালনির্ণয়ে লিখিয়াছেন, "এক্ষণে দশ বা বার পুরুষ গত হইয়াছে বাচস্পতি শিমুল নগরে ত্রিহুত জেলায় জীবিত ছিলেন।" বিবিধ চিন্তামণি মিথিলা বা বিহার প্রদেশে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। বাচস্পতি মিশ্রের উল্লেখ রঘুনন্দন শ্রাদ্ধতত্ত্বম, শ্রাদ্ধাধিক্যনির্ণয়, পৃঃ, ৪৭৩, আছে, যথা, "বাচস্পতিমিশ্রও ঐরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন।" অতএব বাচস্পতিমিশ্র রঘুনন্দনের সমকালীন ছিলেন। কোলব্রুকের গণনায় দশ পুরুষ ধরিলে একই সময় মোটে আসে।

দেবীবর ঘটক।

"চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের কিছুকাল পরে দেবীবর ঘটক রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে মেলবন্ধন কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। ১৪০৭ শকে অর্থাৎ ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে ফাল্গুন মাসে পূর্ণিমা তিথিতে সন্ধ্যাকালে নবদ্বীপে নিমাই চৈতন্যের জন্ম হয়। চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণের অর্থাৎ ১৫০৯ খৃষ্টাব্দের অব্যবহিত পরে দেবীবর ঘটক রাঢ়ীয় কুলিনগণকে ৩৬ মেলে বন্ধন করেন।" সূর্য্যকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত কালীক্ষেত্র দীপিকা, পৃঃ, ৬৮—৯।

হরিলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ-ইতিহাস, ২ সং, পৃঃ, ৭৩, লিখিত, "সর্ব্বানন্দ ঘটকের পুত্র দেবীবর ঘটক তৎকালিক সমাজস্থ কুলীনগণের দোষাদি পর্য্যালোচনা করিয়া ১৪০২ শকে অর্থাৎ ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে এক এক প্রকার দোষযুক্ত ব্রাহ্মণগণকে এক এক দলভুক্ত করিয়া এক এক মেলের নামাকরণ করেন।

রাধাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত "বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-বিবৃতি", পৃঃ, ৫৮,

লিখিত, "বন্দ্যকুলোদ্ভব দেবীবর কুলাচার্য্যগণের সহিত নানা প্রকার মন্ত্রণা করিয়া ১৪০২ শকে মেলবন্ধন করিতে আরম্ভ করেন।" ঐ, পৃঃ, ৯৫, "১৪০৭ শকে দেবীবর রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের কুলবন্ধন সমাপন করিয়া পরলোক গমন করেন।"

দেবীবর ঘটকের সময় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত ছিল, তিনি তাঁহার কারিকায় লিপি-বদ্ধ করিয়াছেন। হরিলাল চট্টোপাধ্যায়ের ব্রাহ্মণ ইতিহাস, পৃঃ, ৭৭, লিখিত, "বাৎস্য গোত্রীয় প্রভাকরের পুত্র সু-রায় সদাশিব চট্টোপাধ্যায়ের অন্যপূর্ব্বা কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন।"

এই "অন্যপূর্ব্বা" শব্দ পরপূর্ব্বাও লিখিত হয়, যথা, মনুসংহিতা, ৩ অঃ, ১৬৬, "যে ব্রাহ্মণ পর-পূর্ব্বা-পতি, অর্থাৎ একবার বিবাহ হইয়াছে এমন স্ত্রীর স্বামী।" হরিলাল চট্টোপাধ্যায়ের ব্রাহ্মণ ইতিহাস, পৃঃ, ৭৮, ৭৯, ৮১-২, "বিদ্যাধরী, শ্রীরঙ্গভট্টি, প্রমোদিনী, ছয়ী, মালাধরখানী, এবং শ্রীবর্দ্ধনীমেলে অন্যপূর্ব্বা বিবাহ ঘটিয়াছিল। তিনি পৃঃ, ৮৩ এড়ু মিশ্র কৃত ৩৬ মেল কারিকা উল্লেখ করিয়াছেন।

রাধাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ বিবৃতি, পৃঃ, ৪৫, এড়ু মিশ্র সংক্রান্ত বর্ণনায় বলেন, "তিনি (রাজা দনৌজামাধব) এড়ু মিশ্রকে আহবান করিয়া রাজা বল্লাল সেন কৃত ব্রাহ্মণগণের কুলাবিধি বর্ণানা করিতে বলেন। এড়ু মিশ্র কর্ত্তৃক কুলবিধি শ্রবণান্তর ইত্যাদি।" তাঁহার পুস্তকের পৃঃ, ৪৭, "রাজা মাধব ব্রাহ্মণগণের কুলাচারাদি এইরূপে নির্দ্ধারণ করিয়া ১২১১ শকে অর্থাৎ ১২৮৯ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।" পৃঃ, ৬৮, সুরাই। সদাশিব চট্টোর অন্যপূর্ব্বা কন্যা বিবাহ করেন। পৃঃ, ৭৩, মালাধর খাঁনী মেলে অন্যপূর্ব্বা বিবাহ। পৃঃ, ৭৬, বিদ্যাধরী মেলে অন্যপূর্ব্বা বিবাহ। পৃঃ, ৭৮-৯, শ্রীবর্দ্ধিনী মেলে অন্যপূর্ব্বা বিবাহ। রঙ্গভট্টী (শ্রীরঙ্গভট্টী) মেলে অন্যপূর্ব্বা বিবাহ। পৃঃ, ৮১, ছয়ী মেলে অন্য পূর্ব্বা বিবাহ। পৃঃ,৯৩, প্রমোদিণী মেলে অন্য পূর্ব্বা বিবাহ।"

স্কন্দ-পুরাণ, মহেশ্বর খণ্ডে-কেদার খণ্ড, ২৪ অঃ, পৃঃ, ১৪৯ যথা, "তখন শঙ্কর মধুসূদনকে কহিলেন,—বিশ্বকর্ম্মা এক অবিদ্যাবৃত মণ্ডপ প্রস্তুত করিয়াছেন। কিন্তু হে বিষ্ণো! কেবল সেই মণ্ডপই যে অবিদ্যাময়, তাহা আমি বলিতেছি না। হে মহাভাগ! এই যে বিবাহ-ব্যাপার, ইহাও অবিদ্যামূলক।"

মহাভারত, বন পর্ব্ব, ৩১২ অঃ, পৃঃ,৫৭৫-৬, "তর্কের নির্ণয় নাই; শ্রুতি সকল ভিন্ন ভিন্ন; এবং এমন একজনও ঋষি নাই যাঁহার মতটি প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যায়; সুতরাং ধর্ম্মের তত্ত্ব গুহায় নিহিত রহিয়াছে, অতএব মহাজন যে পথে গিয়াছেন তাহাই পথ।" ঐ, শান্তিপর্ব্ব, ১৪২ অঃ, পৃঃ, ১৫৮৬, "যুক্তি দ্বারা যে শাস্ত্র নষ্ট হয়, তাহা শাস্ত্র মধ্যেই গণ্য নহে, শুক্রাচার্য্য দানবদিগকে এই সংশয়চ্ছেদক বাক্য বলিয়াছিলেন; সন্দেহ-সমন্বিত জ্ঞান থাকা আর না থাকা সমান। অতএব বুদ্ধিবল অবলম্বন পূর্ব্বক ধর্ম্ম সংস্কারে প্রবৃত্ত হওয়া বিধেয়।"

কূর্ম্মপুরাণ, উপরিভাগ, ১২অঃ, পৃঃ,২৬০, "ব্রাহ্মণের গুরু অগ্নি; ব্রাহ্মণ সর্ব্ববর্ণের গুরু।" ব্রাহ্মণেরা নিজেদের মধ্যে পূর্ব্বকালের ন্যায় পুনরায় অন্ত পূর্ব্বাবিবাহ প্রচলন করিলে অন্যান্য বর্ণ অনুকরণ করিতে দ্বিধা করিবে না। ইহার কারণ শাস্ত্রে বলে;—

মহাভারত, ভীষ্ম পর্ব্ব, ২৬অঃ, পৃঃ, ৮৫০ "শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে যে কর্ম্ম করেন, ইতর ব্যক্তিরা সেই সেই কর্ম্মই করিয়া থাকে, শ্রেষ্ঠজন কর্ম্ম প্রবর্ত্তক বা কর্ম্ম নিবর্ত্তক যে শাস্ত্রকে প্রমাণ বলিয়া চলেন, লোকে তাহারই অনুবর্ত্তী হয়।" ঐ, ২৬৭ অঃ, পৃঃ, ১৭০৪, "মানবগণ গুরুতর লোকের অনুবর্ত্তনে সতত নিরত হইয়া থাকে।"

শ্রীমদ্ভাগবত, ৫ স্কন্ধে, ৪ অঃ, পৃঃ, ২৬১, "শ্রেষ্ঠ লোকেরা যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, অন্য লোকে তাহারই অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে।"

স্কন্দ-পুরাণ, কাশী-খণ্ডে, পূর্ব্বার্দ্ধম, ৩৫ অঃ, পৃঃ, ২২৮৬, "শাস্ত্রে যে স্থলে দুই বিরুদ্ধ কর্ম্মই কর্ত্তব্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তথায়, যে কর্ম্ম করিলে অন্তরাত্মা প্রসন্ন হয়, তাহাই কর্ত্তব্য; এতদ্ভিন্ন কর্ম্ম কর্ত্তব্য নহে।"

যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ, মুমুক্ষুব্যবহার-প্রকরণ, ১৮ সর্গ, পৃঃ, ৫৪, "যে শাস্ত্র, যুক্তিদ্বারা তত্ত্বনির্ণয়ের অনুকূল, তাহা মানুষ-প্রণীত হইলেও গ্রাহ্য; আর যাহা সেরূপ নহে, এমন শাস্ত্র বেদের অন্তর্গত হইলেও উপাদেয় নহে; ফলে ন্যায় সম্বলিত মার্গ সেবা করাই লোকের উচিত। যুক্তিযুক্ত বাক্য বালকের নিকট হইতেও গ্রহণ করা উচিত; ব্রহ্মা কর্ত্তৃক কথিত হইলেও অযুক্ত বাক্য তৃণের ন্যায় পরিত্যাগ করা উচিত।"

যাঁহারা উপরোক্ত শাস্ত্রীয় বচন অগ্রাহ্য করিবেন, তাঁহাদের স্থায় বুদ্ধির অবস্থা শোচনীয়। যে বুঝতে চায় না তাহাকে কেহ বুঝাতে পারে না। তাঁহার শিক্ষা কোনও স্থলে অঙ্গহীন হইয়াছে। যদি তিনি আত্মপরীক্ষা করিতে পারেন তবে তাঁহার মুক্তি।

বিধবা-বিবাহ আইন।

"হিন্দু বিধবাদের বিবাহের আইন ঘটিত সকল বাধা রহিত করিবার আইন। ইংরাজী ১৮৫৬ সাল ১৫ আইন" দ্বিতীয় খণ্ডের পরিশিষ্টে দেওয়া হইয়াছে। উক্ত আইনের দুইটি ধারা সংশোধন করা আবশ্যক। প্রথমতঃ, বিধবা বিবাহ করিলে তাহার নাবালক সন্তানের অভিভাবকতা পদচ্যুতি উঠাইয়া দেওয়া। ইহার ফলে, মাতৃ-স্নেহ তাহার পত্যন্তর গ্রহণ ইচ্ছা প্রতিনিবৃত্ত করে। দ্বিতীয়তঃ, পত্যন্তর গ্রহণে স্বামীর ত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকার স্বত্বে বঞ্চিত না করা। ইহা, পুনরায় বিবাহের পক্ষে প্রধান অন্তরায়। প্রেম শূন্য-উদরে জীবিত থাকিতে পারে না। এরূপ স্থলে, কুকার্য্যের উৎসাহিত করা হইয়াছে। পরে হাইকোর্ট মীমাংসায় স্পষ্টতঃ বোধগম্য হইবে।

কেরি কোলিটানী, বনাম, মোনিরাম কোলিটা, (১৩, বেঙ্গল ল রিপোর্ট ১), কলিকাতা হাইকোর্ট সিদ্ধান্ত করেন, যে বিধবা একবার তাহার স্বামীর সম্পত্তি উত্তরাধিকার-সূত্রে গহণ করিয়াছে, তাহার পরবর্ত্তী ভ্রষ্টতা উত্তরাধিকার স্বত্বে বঞ্চিত করিবে না।

পারভোতিকোম ধোণ্ডিরাম, বনাম, ভিকুকোম ধোনড্রাম, (৪ বোম্বে হাইকোর্ট রিপোর্ট, এ, সি, জে, ২৫), বোম্বে হাইকোর্ট সিদ্ধান্ত করেন, যে বিধবা একবার তাহার স্বামীর সম্পত্তি উত্তরাধিকার সূত্রে গ্রহণ করিয়াছে, তাহার পরবর্ত্তী ভ্রষ্টতা জাতি-চ্যুত করাতে ১৮৫০ সালের ২১ আইন অনুসারে তাহার উত্তরাধিকার সত্বে বঞ্চিত হইবে না।

ভারতবর্ষের ১৯২১ সালের লোকসংখ্যা গণনা, ভলিউম, ১, খণ্ড, ১, বিবরণী, পৃঃ, ১৫২, লিখিত, "অসমবর্ণ বিবাহ, যদিও মোটামুটি বলিতে গেলে, নারীর বিবাহ সমতুল্য বা সম্ভব হইলে সামাজিক মর্য্যাদায় অপেক্ষাকৃত পরিবারে হওয়া চাই, এই প্রথা অপরিমেয় প্রভাবে সামাজিক এবং গৃহস্থ-

জীবনকে চালাইত এবং এখনও চালাইতেছে। হইতে পারে, বিধবা-বিবাহের ইহা মৌলিক প্রতিষেধ কারণ, এবং সুযোগের মনোনয়ন সীমাবদ্ধ করায় কন্যার বিবাহে নিয়মাতীত ব্যয়ভূষণ অপরিহার্য্য। উত্তর ভারতবর্ষে কোন কোন প্রধান শ্রেণীতে এবং কতক অংশ বম্বে প্রদেশে অনুপাতে স্ত্রী-জাতি কম হইবার কারণ ইহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে দায়ী।"

পুনরায়, পৃ, ১৫৩, লিখিত, "প্রত্যেক এক সহস্র স্ত্রীলোকের মধ্যে বিধবার সংখ্যা—

বয়স	পতিহীনা রমণী
০—৫	১
৫—১০	৫
১০—১৫	১৭
১৫—২০	৫১
২০—২৫	৭২
২৫—৩০	১১২
৩০—৩৫	১৮৪
৩৫—৪০	২৫৮
৪০—৪৫	৩৮৭
৪৫—৫০	৪৬০
৫০—৫৫	৬১৯
৫৫—৬০	৬৩৬
৬০—৬৫	৭৯৬
৬৫—৭০	৭৭৮
৭০ এবং উপরি	৮৫৯

পৃঃ, ১৫৫, লিখিত, বিধবা সংখ্যায় সমধিক, তাহার হেতু কতক অল্পবয়সে বিবাহ, কতক স্বামী ও স্ত্রীর বয়সের বৈষম্য, কিন্তু প্রধানতঃ বিধবার পত্যন্তর গ্রহণ সম্বন্ধে বিরুদ্ধ পূর্ব্ব-সংস্কার।"

ভারতবর্ষের ১৯২১ সালের লোকসংখ্যা গণনা, ভলইউম, ৫, বেঙ্গল, খণ্ড, ১, বিবরণী, পৃঃ, ২৭৩, লিখিত, প্রত্যেক এক সহস্র স্ত্রীলোক প্রজাবর্গের

মধ্যে মৃতভর্ত্তৃকা ১৭৯। কারণ, প্রথমতঃ, অল্পবয়সে বালিকাদের বিবাহ; দ্বিতীয়তঃ, হিন্দুদিগের মধ্যে অন্ততঃ বিধবা পুনরায় বিবাহ করিতে পারে না।

প্রত্যেক এক সহস্র বৈধব্য-দশা-প্রাপ্ত বেঙ্গলে ফি আয়ুসকালে।

হিন্দু	
০—৫	১
৫—১০	৬
১০—১৫	৩৮
১৫—২০	৯৪
২০—২৫	১৫৪
২৫—৩০	২৩৬
৩০—৩৫	৩৪৩
৩৫—৪০	৪৫৫
৪০—৪৫	৫৭৮
৪৫—৫০	৬৭৭
৫০—৫৫	৭৮৩
৫৫—৬০	৮৩৬
৬০—৬৫	৮৯৫
৬৫—৭০	৮৯৮
৭০ এবং উপরি	৯১০

গোঁড়া হিন্দুদের নিন্দাবাদ বিধবার পত্যন্তর গ্রহণে প্রতিবন্ধক। নৈষ্টিকগণ কার্‌কস্‌ প্রণীত শারীর-স্থান-বিদ্যার স্ত্রী-ঋতু সম্বন্ধীয় ক্রিয়া পরিচ্ছেদ অধ্যয়ন করিলে বুঝিবেন তাঁহাদের আপত্তি প্রকৃতির কার্য্যপ্রণালীর বিরুদ্ধ কি না। তাঁহাদের নিন্দায় বিধবার দেহের কোন অংশের শোণিত সঞ্চালন স্থগিত হয় না। ডকটার আই, বি, রায় লিখিয়াছেন। নিরামিষ আহার এবং একাদশীব্রত আচরণ পারে কি ত্বকের স্পর্শ শক্তি নাশ করিতে এবং শ্লৈষ্মিক আবরণে স্নায়ুর শাখা-বিস্তার নিয়মিত-রূপে মাসিক রজঃস্রাব প্লাবন পারে কি আটকাইতে ?"

শিবপুরাণ, ধর্ম্ম সংহিতা, ৩৮ অঃ, পৃঃ, ১২১৭, "আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন,

প্রাণী মাত্রেরই তুল্য।" ঐ, ঐ, ৪৯ অঃ, পৃঃ, ১২৬৭, "শঙ্কর বলিলেন,—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, এবং আমিও স্বীয় কর্ম্মপাশ দ্বারা সর্ব্বদা আবদ্ধ রহিয়াছি, যে হেতু আমরা কাম, ক্রোধ প্রভৃতি রিপুগণের বশতাপন্ন হইয়া তদনুরূপ কার্য্য করিয়া থাকি; অতএব নিশ্চয় জানিবে, সকলেই পরাধীন অর্থাৎ কাম, ক্রোধ প্রভৃতির বশতাপন্ন।"

রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড, ৭১, সর্গ, পৃঃ, ১০৭, "বিনয় শিক্ষা করিয়া মানব নিজ প্রকৃতি শোধন করিতে চেষ্টা করিলেও তাহার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হয় না; কারণ, প্রকৃতি নিশ্চলা, ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত।"

শিব পুরাণ, বায়বীয় সংহিতা, ২৬ অঃ, পৃঃ, ৭৯৪, যথা, "কারণ, স্বভাবের ত পরিবর্ত্তন নাই।" ঐ, ২৭ অঃ, পৃঃ, ৮০৪, "স্বভাবের কথনই ব্যত্যয় হয় না।"

মহাভারত, ভীষ্ম পর্ব্ব, ৫ অঃ, পৃঃ, ৮৩২, "যাহা প্রকৃতির অতিরিক্ত, তাহাই অচিন্তনীয়।" ঐ, শান্তি পর্ব্ব, ৩০১ অঃ, পৃঃ, ১৭৫০, "পণ্ডিতেরা কাম, ক্রোধ, ভয়, নিদ্রা, ও শ্বাস, এই পাঁচটিকে দোষ বলিয়া থাকেন, উক্ত দোষ সমস্ত সকল শরীরে দৃষ্ট হইয়া থাকে।" ঐ, বন পর্ব্ব, ৩৩ অঃ, পৃঃ, ৩১২, "হে রাজন্! যে ধর্ম্ম আপনার ও মিত্রদিগের পীড়াকর হয়, তাহা ধর্ম্মই নহে, তাহাকে কুধর্ম্ম-প্রকাশক ব্যসন বলা যায়।"

দেবী-ভাগবত, ৬ স্কন্ধ, ১৫ অঃ, পৃঃ, ৩৫০, "সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিত, নিদ্রা ও ক্ষুধাতৃষ্ণাবিহীন, যোগাভ্যাস নিরত, তপঃ-পরায়ণ মুনিও দেহমধ্যস্থিত কাম, ক্রোধ, লোভ ও অহঙ্কার এই রিপু চতুষ্টয়কে জয় করিতে সমর্থ নহেন। যে ব্যক্তি ঐ রিপুবর্গকে জয় করিতে পারেন, তাদৃশ পুরুষ, এই সংসারে কখন হনও নাই, হইতেছেনও না এবং হইবেনও না। বস্তুতঃ উক্ত অন্তঃশত্রু-জেতা পুরুষ, কি ভূলোক, কি স্বর্গ, কি কৈলাস, কি ব্রহ্মলোক ও কি বৈকুণ্ঠ—কুত্রাপী নাই। ব্রহ্মার মানস পুত্র মুনিগণও অন্যান্য মহা তপস্বিগণও যখন গুণত্রয়ের বশীভূত, তখন সামান্য মানবগণের আর কথা কি বল।" ঐ, ঐ, ৬স্কঃ ১অঃ, পৃঃ, ৩১১, "পাপভীত মুনিগণও মায়ায় মোহিত হইয়া সর্ব্বদা নিন্দনীয় কার্য্য করিয়া থাকেন।"

স্কন্দ-পুরাণ, নাগরখণ্ড, ১৩৪ অঃ, পৃঃ, ৪০৮১-২, "কাম সাদরে বলিতে লাগিলেন,—আমার বাক্য শ্রবণ কর। চারুহাসিনি! আমি লোক প্রসিদ্ধ

কুসুমায়ুধ কাম; অন্যের কথাকি, আমার শরে সুরগণও বিড়ম্বিত হন। দেখ, আমার বাণে আহত হইয়া রুদ্র দূরে লজ্জা পরিহার-পূর্ব্বক অর্দ্ধ-নারীশ্বর হইয়াছেন, আমার শরে নির্ভিন্ন হইয়া ব্রহ্মা তনয়ার প্রতি কামান্বিত হইয়াছিলেন এবং আমারই শরপ্রভাবে তিনি বালখিল্য ঋষিগণকে সৃজন করেন। শক্র আমার শরে অতীব আহত হইয়া স্বর্গ হইতে ধরাতলে আসিয়া গৌতমের প্রিয়া সতী পত্নী অহল্যায় কামযুক্ত হন। এইরূপ কত সুর আমার বাণে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। হে সুভ্রু! কৃমিপ্রায় সুচঞ্চল মানবগণের কথা কি কহিব? চারুহাসিনি! ব্রহ্মা হইতে কীট পর্যন্ত সমগ্র জগৎ আমার বাণে আহত হইয়া পরম বিড়ম্বনা প্রাপ্ত হয়।"

জে, এফ্, নিস্‌বেট্ প্রণীত "বিবাহ ও পিতৃপিতামহানুক্রমে (দোষ-গুণাদির) সমাগম" গ্রন্থ, ৩য়, সংস্করণ, পৃঃ, ৪৫, লিখিত "১২৭৮ খ্রীষ্টাব্দে য়ুরোপে আইন জারি করিতে বাধ্য হইয়াছিল। মাতা ও ভগিনীদিগের সহিত পুরোহিত-দিগের একত্র বাস নিষেধ করা হইয়াছিল; কারণ অগম্যা-সম্ভোগ তাহাদের মধ্যে প্রবল হইয়াছিল।"

৬৭৯ বর্ষ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে মনু তদ্রূপ বিধি আর্য্যদিগের জন্য ব্যবস্থাপিত করিয়াছিলেন, যথা, মনু-সংহিতা, ২।২১৫, "মাতা ভগিনী কন্যা প্রভৃতিরও সহিত নির্জ্জন গৃহে বাস করিতে নাই। ইন্দ্রিয়গণ এতদূর বলবান্ যে তাহারা জ্ঞানবান্ লোকেরও চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে।"

মহাভারত, ভীষ্ম পর্ব্ব, ৪১ অঃ, পৃঃ, ৮৬৮, "কোন প্রাণিজাতই পৃথিবীতে মনুষ্যাদিলোকে বা স্বর্গে দেবলোকে এই প্রকৃতিসম্ভূত-সত্ত্বাদি গুণত্রয় হইতে বিমুক্ত নাই।"

শ্রীমদ্ভাগবত, ৭ স্কন্ধে, ২ অঃ, পৃঃ৩৬৩, "স্বভাব অন্যথা করা অসাধ্য বলিয়াই কোন কোন প্রধান ব্যক্তিগণও শোক-কাতর হন।"

কাম, ক্রোধ, লোভ মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য এই ছয়টী শরীরস্থ সহজ রিপু। রিপুগণ পুরুষের শরীরে পরস্পর স্বপ্রভুত্ব বিস্তারের জন্য দৃঢ় চেষ্টা করে। যে রিপু অপেক্ষাকৃত প্রবল হইয়া উঠে, সে অন্য রিপুদিগকে নিজের অধীনস্থ করে। তাহার প্রভাব অধিকৃত পুরুষের শরীরে তদানুযায়ী চরিত্র গঠন করে। যাহার শরীরে ক্রোধ অধিপতি সে ক্রোধী; যাহার শরীরে

লোভ প্রভু সে লোভী; যাহার শরীরে মোহ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সে মোহিত যাহার শরীরে মাৎসর্য্য নায়ক সে দ্বেষকারী। সেই একই মূলতত্ত্বে সমাজ গঠিত। কোন রিপু ঘটিত ক্রিয়া বারংবার সমাজ দ্বারা আচরিত হইলে তাঁহাই অবশেষে সামাজিক প্রথা ও রীতিতে পর্য্যবসিত হয়। মোহ সূক্ষ্ম বিবেচনা করিতে পারে না। তাহার নিকট পণ্ডিত ও মূর্খ তুল্য অবস্থার পাত্র।

দীর্ঘতমা।

স্ত্রীর পুনরায় বিবাহ নিষেধের কারণ, মহাভারত, আদিপর্ব্ব, সম্ভব পর্ব্বে, ১০৪ অঃ, পৃঃ, ১০১-২, লিখিত, যথা, "একদা দীর্ঘতমা ভার্য্যাকে অসন্তুষ্ট দেখিয়া কহিলেন যে, তুমি কি নিমিত্ত আমার প্রতি বিদ্বেষাচরণ কর? প্রদ্বেষী কহিলেন, স্বামী ভার্য্যার ভরণপোষণ করেন, এই নিমিত্ত তাঁহাকে ভর্ত্তা বলা যায় এবং পালন করেন, এই নিমিত্ত তাঁহাকে পতি বলিয়া থাকে। হে মহাতপ! আমি চিরকাল তোমার জন্মান্ধতা-প্রযুক্ত তোমার ও তোমার পুত্রগণের ভরণপোষণ করিয়া শ্রমাতুরা হইয়াছি, এক্ষণে আর ভরণ করিতে পারিব না। ঋষি, পত্নীর বাক্য শ্রবণ-পূর্ব্বক কোপাকুল হইয়া সপুত্রা-পত্নী প্রদ্বেষীকে কহিলেন যে, আমাকে ক্ষত্রিয় কুলে লইয়া যাও, তাহা হইলে তুমি ধনবতী হইতে পারিবে। প্রদ্বেষী কহিলেন, হে বিপ্রেন্দ্র! তোমার দত্ত দুঃখজনক ধনে আমার ইচ্ছা নাই, তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর, আমি পূর্ব্বের ন্যায় আর ভরণপোষণ করিতে পারিব না। দীর্ঘতমা কহিলেন, আমি অদ্য-প্রভৃতি এইরূপ লোক মর্য্যাদা স্থাপন করিলাম যে, নারীর একমাত্র পতি যাবজ্জীবন পরায়ণ হইবে। সেই একমাত্র স্বামী জীবিত থাকুক বা মৃত হউক, অন্য পতিকে আশ্রয় করিতে পারিবে না। যদ্যপি কোন নারী অন্য পতিকে প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সেই নারী পতিতা হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। যাহাদের ভর্ত্তা নাই, তাহাদের পদে পদে পাতক হইবে ও তাহাদের বিপুল ধন থাকিলেও তাহা বৃথা ভোগ হইবে। তাহারা নিত্য অকীর্ত্তি ও নিন্দাভাজন হইবে।"

দীর্ঘতমা কোন সময়ে জীবিত ছিলেন, তাঁহার উৎপত্তি কি প্রকার

হইয়াছিল এবং তাঁহার স্বভাব চরিত্র জানিতে পারিলে তাঁহার ক্রোধে উৎপন্ন নিষেধ বুঝিতে পারা যাইবে। ক্রোধ মানবের দারুণ শত্রু, সে ব্যক্তি এক প্রকার উন্মাদগ্রস্ত হয়। ইহার যে কুফল তখন জ্ঞান থাকে না। রাগ উপশমিত হইলে মনস্তাপ উদয় হয়। প্রবাদ বাক্য, রাগীর সুখ কোথাও নাই।

মাহাভারত, আদিপর্ব্ব, ১০৪ অঃ, পৃঃ, ১০১-২, দীর্ঘতমার জীবন-চরিত বিবৃত হইয়াছে, যথা, "পূর্ব্বকালে উতথ্য নামে এক ঋষি ছিলেন; তাঁহার মমতা নাম্নী এক ভার্য্যা ছিল। একদা উতথ্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, বৃহস্পতি ঐ মমতার নিকট উপগত হইলেন, ইহাতে মমতা সেই দেবরকে কহিলেন, তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হইতে আমি অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছি, অতএব তুমি বিরত হও। মমতা এইরূপ কহিলে বৃহস্পতি অকামাকামিনীর প্রতি অনুরাগী হইলেন। গর্ভস্থ বালক কহিল, হে তাত! আপনি ক্ষান্ত হউন, আমাকে পীড়া দিবেন না। বৃহস্পতি সেই গর্ভস্থ মুনির বাক্য শ্রবণ না করিয়াই সম্ভোগ ইচ্ছায় মমতার প্রতি গমন করিলেন। অনন্তর গর্ভস্থ সেই মুনি বলাৎকার অবরোধ করিলেন।

তাহা দেখিয়া ঋষি বৃহস্পতি ক্রুদ্ধ হইয়া গর্ভস্থ পুত্রকে শাপপ্রদান করিলেন যে, যেহেতু এতাদৃশ সময়ে তুমি আমাকে এরূপ বাক্য কহিলে, এ কারণে তুমি দীর্ঘ তমতে প্রবৃষ্ট থাকিবে, অথাৎ অন্ধ হইবে। বৃহস্পতির এই শাপ হেতু সেই ঋষি জন্ম গ্রহণ করিয়া দীর্ঘতমা নামে বিখ্যাত হইলেন। দীর্ঘতমা প্রদ্বেষী নামে এক তরুণী ব্রাহ্মণীকে পত্নী লাভ করিলেন। তাহাতে গৌতম প্রভৃতি পুত্র উৎপাদন করিলেন। দীর্ঘতমা প্রকাশ্যে লজ্জাজনক ব্যবহার প্রশ্রয় দিয়াছিলেন। আশ্রামবাসী মুনিগণ দীর্ঘতমাকে মর্য্যাদা অতি-ক্রম করিতে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন ও বলাবলি করিতে লাগিলেন যে, কি আশ্চার্য্য! এই ব্যক্তি মর্য্যাদা ও লজ্জা অতিক্রম করিয়াছে। সুতরাং এই পাপাত্মা আশ্রামে থাকিবার উপযুক্ত নয় আমরা ইহাকে আশ্রাম হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিই। ব্রাহ্মণী দীর্ঘতমার উপর-উক্ত কর্কশ বাক্য শ্রবণ করিয়া পুত্রগণকে কহিলেন, ইহাকে গঙ্গায় নিক্ষিপ্ত করিয়া আইস।

পুত্রগণ অন্ধ-পিতাকে বন্ধন-পূর্ব্বক উড়ুপে নিক্ষিপ্ত করিয়া গঙ্গায় ভাসাইয়া দিল। পরে অন্ধ বিপ্র উড়ুপ দ্বারা গঙ্গাস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে বহুদেশ

গমন করিলেন। বলি নামক এক রাজা অন্ধ ঋষিকে দেখিতে পাইলেন। বলি তাঁহাকে স্বগৃহে আনয়ন করিলেন এবং তাহাকে কহিলেন আমার বংশ রক্ষার নিমিত্ত সন্তান উৎপাদন করুন। ঋষি সম্মত হইলেন। রাজমহিষী সুদেষ্ণা স্বীয় দাসীকে প্রেরণ করিলেন। ঋষি সেই শূদ্রাণীতে কাক্ষীবদাদি একাদশ পুত্র উৎপাদন করিলেন। মহর্ষি রাজাকে কহিলেন ইহারা আমার পুত্র। অনন্তর বলি পুনর্ব্বার সেই ঋষিকে প্রসন্ন করিয়া স্বীয় ভার্য্যা সুদেষ্ণাকে তাহার নিকট প্রেরণ করিলেন। দীর্ঘতমা রাজমহিষীর অঙ্গ স্পর্শ করিলে তাহার অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম নামে পুত্র হইল। অঙ্গের নামে অঙ্গদেশ, বঙ্গের নামে বঙ্গদেশ, কলিঙ্গের নামে কলিঙ্গদেশ, পুণ্ড্রের নামে পুণ্ড্র দেশ ও সুহ্মের নামে সুহ্ম দেশ।"

বায়ুপুরাণ, ৯৯ অঃ, পৃঃ, ৬২১-৫, লিখিত, "পুরাকালে অশিজ নামে এক ঋষি ছিলেন। তাহার ভার্য্যার নাম ছিল—মমতা। অশিজ ঋষির কনিষ্ঠ ভ্রাতা দেব-পুরোহিত বৃহস্পতি একদা মমতাকে স্বীয় কামাকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করেন। মমতা সে প্রস্তাবে অনিচ্ছা জানাইয়া বৃহস্পতিকে বলিলেন,—আমি তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আহিত-গর্ভ ধারণ করিতেছি। মমতা বৃহস্পতিকে এই কথা কহিলেন বটে। মমতার নিষেধ-সত্ত্বেও বৃহস্পতি তাঁহার সহিত সঙ্গত হইলেন। গর্ভস্থ পুরুষ বলিয়া উঠিলেন,—ওহে তাত! তুমি এক্ষণে বিরত হও। বাধা পাইয়া বৃহস্পতি ক্রুদ্ধ হইলেন এবং গর্ভস্থ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্রকে এইরূপ অভিসম্পাত করিলেন যে, যে হেতু, এমন কথা কহিলে, এই জন্য তোমাকে দীর্ঘ তমো মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। অনন্তর গর্ভস্থ অশিজনন্দন বৃহস্পতির শাপে দীর্ঘতমা ঋষি হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। তখন হইতে ইহার ভ্রাতার আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর দীর্ঘতমা সম্মূঢ় চিত্তে তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঔতথ্যের পত্নীসহ সঙ্গত হইবার উপক্রম করিলেন। ঔতথ্য-পত্নী এই গর্হিত কার্য্যে যথাসাধ্য বাধা প্রদান করিলেন, অবশেষে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঋষি শরদ্বান্ ইহা জানিয়া দীর্ঘতমার গর্ব্বিত ব্যবহার সহ্য করিতে পারিলেন না। ক্রোধে আরক্তনেত্র হইয়া দীর্ঘতমাকে কহিলেন,—মূঢ়! তুমি গম্যাগম্য বুঝ না, গোধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া কনিষ্ঠ ভাতৃ-বধূকে কামনা করিতেছ। অতএব তুমি দুর্ব্বৃত; তোমার স্বীয় কর্ম্ম ফলেই আমি তোমায়

ত্যাগ করিলাম। তুমি যথেচ্ছা গমন কর। তুমি অন্ধ ও বৃদ্ধ বলিয়া এতদিন আমি তোমায় পোষণ করিয়াছি। কিন্তু এক্ষণে দুষ্কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ; তাই তোমায় পরিত্যাগ করিলাম। এই ঘটনার পর সেই দীর্ঘতমা ঋষির নিয়ত ক্রূর কর্ম্মেই বুদ্ধি জন্মিল। ঋষি শরদ্বান্ কেবল তাঁহাকে বহুবার ভর্ৎসনা করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি বাহুদ্বয় দ্বারা দীর্ঘতমাকে জড়াইয়া ধরিয়া সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর দীর্ঘতমা সপ্তাহ কাল সমুদ্র স্রোতে ভাসিয়া চলিলেন। বলিরাজ তাঁহাকে জলমগ্ন অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। তিনি দীর্ঘতমাকে তথা হইতে লইয়া আসিলেন—তাঁহাকে অন্তঃপুরে রক্ষা করিলেন। একদা ঋষি দীর্ঘতমা বলিকে বর গ্রহণে প্ররোচিত করিলে, বলি বলিলেন মদীয় ভার্য্যার গর্ভে আপনি কতিপয় পুত্র উৎপাদন করুন। ঋষি সম্মতি প্রকাশ করিলেন। বলিরাজ তখন তাঁহার নিকট স্বীয় ভার্য্যা সুদেষ্ণাকে প্রেরণ করিলেন।

দেবী সুদেষ্ণা নিজে তাঁহার নিকট গেলেন না। স্বীয় ধাত্রেয়িকাকে তৎসমীপে পাঠাইয়াদিলেন। ঋষি সেই শূদ্রার গর্ভে দুইটী পুত্র উৎপাদন করিলেন। ঐ পুত্রদ্বয়ের নাম কক্ষীব ও চক্ষুষ। বলিরাজ ঋষিকে কহিলেন, আমার এই দুইটী পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে। ঋষি বলিলেন, ইহারা আমার পুত্র। ভবদীয় মহিষী স্বীয় ধাত্রেয়িকাকে মৎসমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই শূদ্রা হইতেই এই দুই পুত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। অনন্তর বলি পুনর্ব্বার পত্নীকে ঋষি সমীপে উপনীত করিলেন। দেবী সুদেষ্ণা ঋষির কথানুযায়ী সমস্ত কার্য্য করিলেন। অনন্তর সুদেষ্ণা হইতে পাঁচজন পুত্র, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম উৎপন্ন হন। সুরভি (দেবগাভি) প্রীত হইয়া দীর্ঘতমাকে বলিলেন, এখন আমি তোমার দীর্ঘ তমোভাব অপনয়ন করিতেছি। এই বলিয়া সুরভি আঘ্রাণ করিবা মাত্র ঋষি দেখিলেন—সহসা তাহার তমোরাশি বিনষ্ট হইল। গো কর্তৃক তাঁহার দীর্ঘতমঃ অপনীত হইল বলিয়া পরবর্ত্তীকালে তিনি গৌতম নামে পরিচিত হইলেন। অনন্তর কক্ষীবান পিতার সহিত গিরিব্রজে গমন করিলেন। দীর্ঘকাল পরে দীর্ঘতমা ব্রহ্মপদে বিলীন হইলেন।" গিরিব্রজ, নামান্তর বিহারের রাজগিরি। মগধের প্রাচীন প্রধান নগর। যেখানে জরাসন্ধের রাজবাটী স্থাপিত ছিল। ঐ, ঐ, পৃঃ, ৬২৮-৯, "তখন এক শিশু

ভূমিষ্ঠ হইল। সদ্যোজাত কুমারকে দেখিয়া অশিজপত্নী মমতা (বৃহস্পতির ভ্রাতৃ-বধূ) কহিলেন,—হে বৃহস্পতে! আমি গৃহে যাই ; তুমি এই দ্বাজ অর্থাৎ জারজ শিশুকে ভরণ কর। মমতা এই বলিয়া পুত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক তৎ-ক্ষণাৎ চলিয়া গেলেন। 'ভরদ্ব দ্বাজম্' এই কথা বলায় তৎকালে সেই পুত্রের নাম হইল ভরদ্বাজ।'

মনু সংহিতা, ৩।১৬। গৌতমের উল্লেখ আছে যথা, 'শূদ্রা স্ত্রী বিবাহ করিলেই পতিত হয়েন, ইহা অত্রি ও উতথ্য পুত্র (গৌতম) মুনির মত।"

সেক্রেড্ বুকস্ অভ দি ইষ্ট, ভল, ২৫, পৃঃ, ৭৮।

কালিকা পুরাণ, ৪৯ অঃ, পৃঃ, ২৯০, যথা, "পূর্ব্বে উতথ্য পুত্র গোতম প্রম্লোচার সম্ভোগাভিলাষ করিয়াছিলেন।"

ঋগ্বেদ সংহিতায় উতথ্যের বংশধর লিখিত ঋক্ সমূহ অন্তর্ভুক্ত আছে। ঋগ্বেদ সংহিতা ১ মণ্ডল, ১৪০ সূক্ত। ইহা এবং পরবর্ত্তী ২৪টী সূক্ত উতথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা ঋষিকে নিরূপিত হইয়াছে। ঐ ১৪৭ সূক্ত, ৩ ঋক্, "হে অগ্নি! তোমার যে প্রসিদ্ধ পালনশীল রাশ্মিগণ মমতার পুত্র দীর্ঘতমাকে অন্ধ দেখিয়া তাহাকে দুঃখ (অন্ধত্ব) হইতে রক্ষা করিয়াছিল।" ঐ, ১৫৮ সূক্ত, ১ ঋক্, "যে হেতু উচথ্য পুত্র দীর্ঘতমা তোমাদের নিকট ধন প্রার্থনা করিতেছে।" ঐ, ঐ, ৬ ঋক্, "মমতার পুত্র দীর্ঘতমা, দশম যুগ অতীত হইলে জীর্ণ হইয়াছিল।" ঐ, ৪ মণ্ডল, ৪ সূক্ত, বামদেব ঋষি লিখিতেছেন, ১৩, ঋক্, "হে অগ্নি! তোমার যে রক্ষণক্ষম রশ্মি-সকল কৃপা করিয়া মমতার পুত্র চক্ষুহীন (দীর্ঘতমাকে) শাপ হইতে রক্ষা করিয়াছিল।" "ঐ, ৮ মণ্ডল, ৯ সূক্ত, ১০, ঋক্, শশকর্ণ ঋষি লিখিতেছেন, "হে অশ্বিদ্বয়! কক্ষিবান্ ঋষি যেরূপে তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছে, যেরূপে ব্যশ্ব ও দীর্ঘতমা, যেরূপে বেণের পুত্র পৃথী যজ্ঞগৃহে আহ্বান করিয়াছেন।" ঐ, ১, মণ্ডল ৫৮ সূক্ত, গোতমের পুত্র নোধা ঋষিকে নিরূপিত হইয়াছে। ঐ, ৬০ সূক্ত, ৫ ঋক্, গোতমের পুত্র নোধা ঋষি লিখিতেছেন, "হে অগ্নি! আমরা গৌতম গোত্রীয়" ঐ, ৬১, সূক্ত, ১৪ ঋক্, গোতমের পুত্র নোধা ঋষি লিখিতেছেন, "নোধা ঋষী সেই কামনীয় ইন্দ্রের রক্ষণ কার্য্য অনেক সূক্ত দ্বারা বার বার প্রার্থনা করিয়া সত্বই বীর্য্য লাভ করিয়াছিলেন।" ঐ, ৬২ সূক্ত, ২ ঋক্, গোতমের

পুত্র নোধা ঋষি লিখিতেছেন, "তাঁহার সহায়তায় আমাদের পূর্ব্বপুরুষ অঙ্গিরাগণ পদচিহ্ন দেখিয়া পূজা করতঃ।" ঐ, ১৩ ঋক্, "গোতম ঋষির পুত্র নোধা আমাদের নিমিত্ত তোমার এই নূতন স্তোত্র রচনা করিয়াছেন।"

সকল যুগ সমান এবং দীর্ঘতমা, তাঁহার বংশধর ও মতাবলম্বী লোক সকল যুগে আবির্ভাব হন। বায়ু পুরাণ, ৫৮ অঃ, পৃঃ ৩৩১, যথা "এক চতুর্যুগে যে সকল ঘটনা ঘটে, অপরাপর সমস্ত চতুর্যুগেই তদনুরূপ ঘটনা হইয়া থাকে। আর কল্প-যুগাদি পরস্পর সমান লক্ষণাক্রান্তই হয়। মন্বন্তর সমূহের ইহাই লক্ষণ। প্রকৃতি বশেই যুগ সমূহের পরিবর্ত্তন চির প্রবৃত্ত রহিয়াছে। তজ্জন্য ক্ষয়োদয় দ্বারা নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইয়াও জীবলোক উৎপন্ন হয় না। ধীমান্ মানব, অতীত মন্বন্তরের দ্বারা আগামী মন্বন্তর সম্বন্ধেও অনুমানসিদ্ধ বিশেষ জ্ঞান লাভ করিতে পারেন।" ঐ, ৩১ অঃ, পৃঃ, ১৬৯, লিখিত, "অতীত স্বায়ম্ভুব মনুর, সৃষ্টিবিস্তার সাম্প্রতিক মনুর ন্যায়ে জ্ঞাতব্য।"

দেবী ভাগবত, ৪ স্কন্ধ, ৫ অঃ, পৃঃ, ১৭৪, যথা, "সকল যুগেই সাধু, অসাধু ও মধ্যম এই ত্রিবিধ মানব দেখাগিয়া থাকে। কদাচিৎ কোনও ব্যক্তি সত্যধর্ম্মের অনুবর্ত্তন করিয়া থাকেন; নতুবা, ভিন্ন ভিন্ন যুগের সকল ব্যক্তিই সেই সেই যুগধর্ম্মে অনুবর্ত্তন করিত।"

কূর্ম্ম পুরাণ, পূর্ব্বভাগ, ২৯ অঃ, পৃঃ, ১৫৩, যথা, "এক মন্বন্তর কথন দ্বারা অন্যান্য সকল মন্বন্তরের কথাই বলা হইল এবং এক কল্প দ্বারা অন্যান্য কল্পের কথাও বলা হইল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। হে অর্জ্জুন! অতীত এবং অনাগত সকল মন্বন্তরেই সকলে আপনাদের তুল্যরূপ নাম ধারণ করিয়া আবার তুল্যরূপ কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিবে।"

যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ, নির্ব্বাণ-প্রকরণ-পূর্ব্বভাগ, ৬৬ সর্গ, পৃঃ, ৪৯৪, "এই সর্গে যে যে মুনি ও যে যে ব্রাহ্মণ বা তাঁহাদিগের যাদৃশ আচার, ভবিষ্যৎ সৃষ্টিতেও তাদৃশ হইবে, অনেকবার হইয়াও গিয়াছে ও হইবে। এই ভিক্ষুর ন্যায় আচারও আমার তোমার মত আচার এবং অন্যান্য মুনির ন্যায় মুনিগণের আচার ও ভিক্ষুর আচারও হইবে।"

বংশপরম্পরাগত স্বভাব।

ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায় প্রতি মন্বন্তরে দীর্ঘতমা জন্মগ্রহণ করিয়া বিধবা-বিবাহ নিষেধ করেন। তদ্ব্যতীত তাঁহার সন্তান-সন্ততিতে তাঁহার মত আদরণীয় ও পালিত হয়, আর তাঁহার মতাবলম্বীগণ তাঁহার আজ্ঞা পালন করেন। এই প্রস্তাবনায় মাতাপিতার শারীরিক ও মানসিক বৃত্তির সন্তানে বর্ত্তান বিচারের প্রশ্ন উত্থাপনও হয়। এই বিধবা-বিবাহের আপত্তি সেই বংশপরম্পরাগত স্বভাবের অন্তর্গত মনোভাব। এই বংশপরম্পরাগত স্বাভাবিক মনোভাব পরিবর্ত্তন হইবে যখন বিধবা-বিবাহ অত্যন্ত আবশ্যক বলিয়া জ্ঞানোদয় হইবে।

মনু সংহিতা, ১০।৫৯, ৬০, "অসদ্বংশ-সম্ভূত-ব্যক্তি পিতৃ-প্রকৃতি-সম্পন্ন বা মাতৃ-প্রকৃতি-সম্পন্ন অথবা তদুভয়-প্রকৃতি-সম্পন্ন হয়, নিজ নীচকুলোদ্ভূতি কোনরূপে গোপন করিতে পারে না। মহাকুল প্রসূত ব্যক্তিরও জননে কোন দোষ থাকিলে, সে অবশ্যই অল্প পরিমাণে হউক আর প্রচুর পরিমাণেই হউক তাহার পিতৃ-স্বভাবের অনুকরণ করিবে।" এই নিয়মে দীর্ঘতমার প্রকৃতির কোন লক্ষণযুক্ত ব্যক্তি আছে কি না দোষজ্ঞ বিচার করিবেন।

সুশ্রুত-সংহিতা (দেবেন্দ্র ও উপেন্দ্র সেন অনূদিত), সূত্রস্থান, ২৪ অঃ, পৃঃ, ১১৬-৭, যথা, "তন্মধ্যে যে সকল ব্যাধি শুক্র শোণিত স্থিত বাতাদি দোষ সম্বন্ধী অর্থাৎ পিতামাতার শুক্র শোণিত-দুষ্টিতে উৎপন্ন, সেই সকল ব্যাধি আদিবল প্রবৃত্ত, যেমন কুষ্ঠ অর্শঃ প্রভৃতি। সেই আদিবল প্রবৃত্ত ব্যাধি সকলও আবার দ্বিবিধ, যথা—মাতৃজ ও পিতৃজ।

যে সকল ব্যাধি মাতার অপচারে অর্থাৎ অবৈধ আহার-বিহারে উৎপন্ন হয়, তাহারা জন্মবল প্রবৃত্ত; যেমন পঙ্গু, বধির, মূক (বোবা) মিম্মিন (সানুনাসিক, খনা) ও বামন প্রভৃতি। এই মাতৃজ ব্যাধি সকলও আবার দ্বিবিধ, যথা—রসকৃত ও দৌহৃদাপচারকৃত।"

কিন্তু চরক বংশপরম্পরাগত স্বভাব-বাদ বিশ্বাস করেন না। তাঁহার মত প্রারব্ধ কর্ম্ম-ফল। চরক-সংহিতা (দেবেন্দ্র ও উপেন্দ্র সেন অনূদিত), সূত্রস্থান, ১১ অঃ, পৃঃ, ৮০, যথা, "পুনর্জ্জন্ম বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণেরও উপলব্ধি-

হয়, যথা—অনেক স্থলে পুত্র পিতামাতার সদৃশাবয়ব হয় না; এক পিতামাতা হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াও পরস্পরের বর্ণ, স্বর, আকৃতি, মন, বুদ্ধি ও ভাগ্যের পার্থক্য ঘটে।”

বাল্মীকি পুরুষকার মতাবলম্বী ছিলেন। তাঁহার রচিত যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ, মুমুক্ষুব্যবহার প্রকরণ, ৭ সর্গ, পৃঃ, ৪১-২, “যাহা মঙ্গলজনক, যাহা যথার্থ সত্য ও যাহাতে কোন অপায় শঙ্কা নাই, তাদৃশ কর্ম্মই যত্নপূর্ব্বক করিবে” ইহাই গুরুগণ উপদেশ করেন। আমার যাদৃশ প্রযত্ন, ফলও শীঘ্র তাদৃশ ঘটিবে। সুতরাং পৌরুষবলেই আমি ফলভাগী, দৈববলে নহে। পৌরুষ বলেই সিদ্ধি হয়, ধীমান্‌গণ পৌরুষ লইয়াই কার্য্য করেন। যাহারা অল্পবুদ্ধি, দুঃখের সময় রোদন করিতে থাকে, তাহাদিগকে আশ্বাস দিবার নিমিত্তই দৈবশব্দের ব্যবহার। এই লোকে দেশান্তর-গমনাদি পুরুষকার প্রত্যক্ষ প্রমাণেই ফলবান্ দৃষ্ট হয়। ভোজনকর্ত্তারই তৃপ্তিলাভ হয়, অভোক্তার কিরূপে তৃপ্তি হইবে? গমনশীল ব্যক্তিই গমন করে, গতিহীন কিরূপে যাইবে? বক্তাই বলে, অবক্তা কি বলিতে পারে? অতএব মনুষ্যের পৌরুষই সফল হয়। সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণ পৌরুষবলেই অনায়াসে দুরন্ত সঙ্কট হইতে উদ্ধার হন, দৈব আশ্রয় করিয়া নিশ্চেষ্ট হইলে কিছুই করিতে পারেন না। যে যে ব্যক্তি যেরূপ প্রযত্নবান্ হন, তিনি তত্তৎফলভাগী হন, তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া থাকিলে কেহই কোন ফল লাভ করিতে পারে না। শুভ পুরুষকারে শুভ ফল লাভ করা যায়, অশুভ পৌরুষে অশুভ ফল।”

রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ৩৫ অঃ, পৃঃ, ৭০, “ইহলোকে পুরুষেরা পিতার ও রমণীরা জননীর স্বভাবানুসারে জন্মিয়া থাকে।”

বরাহ পুরাণ, ৫৩ অঃ, পৃঃ, ১৫২, যথা, “পিতার পুত্রের যে পুত্র, সে পিতামহ-গুণ সম্পন্নই হইয়া থাকে।” যেখানে পূর্ব্ব-পুরুষের আকৃতি অনেক পুরুষ বাদ্ সন্তান-সন্ততিতে দৃষ্টিগোচর হয় তাহাকে য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ য়্যাভ্যাটি-জম্ বা অবতারইজম্ কহে।

পদ্মপুরাণ, ভূমি খণ্ড, ২৮অঃ, পৃঃ, ৯৯, যথা, “কালাঞ্জার আত্মজ বেন মাতামহের দোষে নিজ-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অধর্ম্মে নিরত হইয়াছিলেন।”

বায়ু পুরাণ, ৯৯ অঃ, পৃঃ, ৬২৮, যথা, “মাতা ভস্ত্রারূপিণী; পুত্র পিতারই

আত্মা, কেননা, যে যাহা হইতে জন্মগ্রহণ করে, সে তৎস্বরূপই হইয়া থাকে।” ঐ, ১০০ অঃ, পৃঃ, ৬৫৪, “বস্তুত এ কথা নিশ্চিতই যে, পুত্র সর্ব্বথা পিতার রূপেরই অনুকরণ করিয়া থাকে। অতএব বীর্য্যানুসারে পুত্র পিতামাতার আত্ম তুল্যই হয়।” ঐ, ৬৯ অঃ, পৃঃ ৪২৩, “জানিও—পুত্র, মাতুলের এবং কন্যা পিতার তাবৎগুণ প্রাপ্ত হয়।”

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, শ্রীকৃষ্ণজন্ম খণ্ড, ২৩ অঃ, পৃঃ, ৩১৪, যথা, ”নিশ্চয় জনকের স্বভাব জন্যেও বিদ্যমান থাকে।” ঐ, ঐ, ১৩অঃ, পৃঃ ২৭২, “যাহার যে কুলে জন্ম হয়, সে তদ্রূপই হইয়া থাকে।” ঐ, ঐ, ২৪ অঃ, পৃঃ, ৩১৫, “স্বভাব অলঙ্ঘনীয়, নীতিবাক্যে কেহই তাহা ত্যাগ করিতে পারে না।”

বিষ্ণু পুরাণ, ৪ অংশ, ১৯ অঃ, পৃঃ, ১৮৩, “পুত্র যাহার ঔরস-জাত, তাহারই স্বরূপ।”

হরিবংশ, ২৭ অঃ,পৃঃ, ৩৪, “পিতা ও মাতার কারণে পুত্র উগ্রকর্ম্মা হয়।”

ব্রহ্ম পুরাণ, ১০ অঃ, পৃঃ, ৫৬, “পিতামাতার কারণেই সন্তান ক্রূর কর্ম্মা হয়।”

বংশপরম্পরাগত মানসিক স্বভাব বিধবা-বিবাহের প্রতিবন্ধক। কিন্তু, ব্যক্তিগত চরিত্র যাহা বাহ্য অবস্থায় জীবনে অর্জ্জিত হয়, তাহা বংশপরম্পরায় সংক্রমণ হইতে পারে না। একটী অঙ্গুলির নাশ হইলে উত্তরাধিকরণীয় নহে। যে সমস্ত মনোবৃত্তি বিভিন্ন ইন্দ্রিয় বা সমস্ত শরীর নিয়োগে অর্জ্জিত হইয়াছে, তাহা ব্যক্তিগত; ভাবীবংশে হস্তান্তরিত হয় না। যেমন, পিতা পণ্ডিত হইলেও তাঁহার পুত্রকে শিক্ষা না দিলে, সে পড়িতে পারে না। বুদ্ধির ক্রমশঃ উন্নতি হইয়া থাকে। ইহা কালে সংস্কৃত হইলে, সমাজের কলঙ্ক স্বরূপ বিধবার পত্যন্তর গ্রহণের আপত্তি পরিত্যাগ হইবে।

আর, ইহা যে প্রথম প্রত্যাখ্যান হইবে তাহাও নহে। গুরুতর পরিবর্ত্তন সমাজের প্রজ্ঞায় ঘটিয়াছে। তাহা মনুসংহিতা বা পুরাণের বিধি ব্যবস্থা নিবারণ করিতে পারে নাই, কোনও কালেই পারিবে না। এরূপ স্থলে, গোঁড়া হিন্দুরা যাহাই বলুন, ইহাতে সুবুদ্ধির পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে। আর অন্যান্য সামাজিক অসামঞ্জস্য প্রথা কালে অপসারিত হইবে আশা করা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মনু-সংহিতা, ১৮৮—৯১ বর্ণ-ধর্ম্ম উদ্ধৃত করিলাম।

মনুসংহিতা, ১।৮৮—৯১, যথা, “অধ্যাপন, অধ্যয়ন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ, এই ছয়টী কর্ম্ম তিনি ব্রাহ্মণদিগের জন্য নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। ৮৮। প্রজারঞ্জণ, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, ভোগাসক্তির পরিবর্জ্জন এই কয়েকটী কর্ম্ম, তিনি ক্ষত্রিয়গণের জন্য সংক্ষেপতঃ নিরূপিত করিলেন। ৮৯। পশুরক্ষণ, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বাণিজ্য, বৃদ্ধির জন্য ধন প্রয়োগ এবং কৃষিকর্ম্ম, তিনি বৈশ্যদিগের জন্য ব্যবস্থা করিলেন। ৯০। এবং অক্ষুন্নচিত্তে উপরোক্ত তিনবর্ণের সেবা করা শূদ্রগণের প্রধান কর্ত্তব্য, ইহা ব্রহ্মা নির্দ্দেশ করিলেন। ৯১।”

পৌরাণিক যুগে অনেক প্রকার ব্যবহার “ধর্ম্মলোপ” বলিয়া বিবেচিত হইত। তন্মধ্যে দ্যূত-ক্রীড়ায় আহূত হইলে তদনুরূপ কার্য্য করিতে অস্বীকৃত হওয়া “ধর্ম্মলোপ” বলিয়া গণ্য হইত। তজ্জন্য সর্ব্বস্বান্ত হউক সেও ভাল, এরূপ ধর্ম্ম নিত্য থাকিলেই হইল। যে সময়কার লোকের বুদ্ধি-বৃত্তি ইহাকে নিন্দনীয় না বলিয়া ধর্ম্মাচরণ বলিত, তখন স্ত্রীর পত্যন্তর গ্রহণ অধর্ম্ম বলিবে, তার আর আশ্চর্য্য কি। তৎকালীন সামাজিক ধর্ম্মাধর্ম্ম এই আদর্শ দ্বারা পরীক্ষা করিলে বুঝিবেন, তখনকার সমাজের প্রথা, দ্যূত-ক্রীড়ার আদেশ ও বিধবা বিবাহের নিষেধ এক ক্ষেত্রে ব্যবস্থিত কি না। বেদব্যাস শ্রীমহাভাগবত, ৫৫ অঃ, পৃঃ, ২২৭, লিখিতেছেন,—“প্রতিজ্ঞাবশতঃ রাজা যুধিষ্ঠির ক্রমে সমস্ত রাজ্য পরিত্যাগ করিলেন। দুষ্টাত্মা দুর্য্যোধন তথাচ পুনরপি তাঁহাকে দ্যূত কার্য্যে আহ্বান করিল। ধর্ম্মনিষ্ঠ রাজা ধর্ম্মলোপ ভয়ে পাপাত্মা ধার্ত্তরাষ্ট্র সহ পুনরায় দ্যূতারম্ভ করিলেন।”

সেক্রেড বুকস্ অভ দি ইষ্ট, ভল, ৪২ পৃঃ, ১৪৫, মরিস ব্লুমফীলড্ কর্ত্তৃক অনুবাদিত, অথর্ব্ব বেদ, ৩।২৮।২, “যে গাভী যমজ বাছুর প্রসব করিয়াছে তাহাকে ব্রাহ্মণকে দান করিতে হইবে।” এই স্তোত্রের ভাষ্য পৃঃ, ৩৫৯-৬০, লিখিত, “এই স্তোত্র কৌশিকে তিনবার রক্তাক্ষরে লিখিত হইয়াছে। অধ্যায় ১০৯, ৫; ১১০, ৪; ১১১, ৫, গাভী, ঘোটকী, গর্দ্দভ, এবং রমণী যমজ প্রসব উপলক্ষে নিয়োগ করা হয়। মাতাকে ব্রাহ্মণকে দান করা হয়। যদ্যপি মানবিক প্রসূতি হয়, তদুদ্ধারার্থ ‘তাহার অনুযায়ী মূল্য, অথবা, পিতার ঐশ্বর্য্য অনুসারে পরিশোধ করা হয়।’

এই আচার এক্ষনে বিস্ময়জনক বিবেচিত হইবে। ইহা সময়ের পরিবর্ত্তন।

বিষ্ণুর উপাসককে বৈষ্ণব বলে; শিবের উপাসককে শৈব বলে; অতএব, দীর্ঘতমার পক্ষাবলম্বী ব্যক্তিকে দৈর্ঘতমঃ বলিলে ঋষি সম্বন্ধীয় প্রয়োগের ব্যত্যয় হয় না। ইহা একটী সাম্প্রদায়িক নামকরণ মাত্র।

দীর্ঘতমার কাল নির্ণয়।

এ অবস্থায় দীর্ঘতমার জীবিত কাল নির্ণয় আবশ্যক। ইহা তৎকালের মুনি ও রাজাদের কুলজি দ্বারা নিশ্চিত জানা যাইবে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ১১৩—১৩৬ অঃ, পৃঃ ৪২০—৪৯০, যথা, "কারূষ ক্ষত্রিয়গণ করূষের পুত্র। দিষ্ট পুত্র নাভাগ, ঋচীক তাঁহার মুনি ও বাভ্রব্য তপস্বী নাভাগের পুত্র ভনন্দন। রাজর্ষি নীপ ভনন্দনকে অস্ত্রবিদ্যা প্রদান করিলেন। ভনন্দনের পুত্র বৎসপ্রী। বৎসপ্রীরের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রাংশু। প্রাংশুর প্রজাতি নামে পুত্র হইয়াছিল। খনিত্র প্রজাতির পুত্র। মহামুনি বশিষ্ঠ তাঁহার গৃহাগত হইয়াছিলেন। খনিত্রের পুত্র ক্ষুপ। ক্ষুপের পৌত্র বিবিংশ। খনীনেত্র বিবিংশের পুত্র। খনীনেত্রের পুত্র বলাশ্ব, তিনি 'করন্ধম' নামে বিখ্যাত হইয়াচিলেন। করন্ধমের পুত্র অবীক্ষিত। অবীক্ষিত কন্বপুত্রের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। অবীক্ষিতের পুত্র মরুত্ত। তিনি ভৃগুবংশীয় ভার্গবের নিকট সমুদয় অস্ত্র গ্রহণ করেন। অঙ্গিরারপুত্র, বৃহস্পতির ভ্রাতা, তপোনিধি সংবর্ত্ত তাঁহার ঋত্বিক ছিলেন। মরুত্তের নরিষ্যন্ত জ্যেষ্ঠ পুত্র। নরিষ্যন্তের পুত্র দম। দম বভ্রুদুহিতা ইন্দ্রসেনার গর্ভে নরিষ্যন্তের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নররাজ বৃষপর্ব্বার নিকট ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন। তিনি শক্তি মুনি, (পরাশরের পিতা), সকাশে বেদবেদাঙ্গ এবং আর্ষ্টিষেনের নিকট যোগ শিক্ষা করিয়াছিলেন। দশার্ণাধিপতি মহাবল চারুকর্ম্মার কন্যা সুমনা স্বয়ংবরে দমকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। মদ্ররাজ পুত্র মহাবল মহানন্দ, বিদর্ভাধিপতি সংক্রন্দনের পুত্র বপুষ্মান; দাক্ষিণাত্য-ভূপালতনয় কুণ্ডিনাধিপতি বপুষ্মান এবং মহাধনু নামক রাজপুত্র সেই সুমনার প্রতি সানুরাগ হইয়াছিলেন।"

মহর্ষি জৈমিনি প্রণীত জৈমিনি ভারত, ১অঃ, পৃঃ,৩, মরুত্তের উল্লেখ, যথা, "ব্যাসদেব তাঁহাকে (যুধিষ্ঠিরকে) সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—বৎস! পূর্ব্বকালে মহারাজ মরুত্তের যজ্ঞে ব্রাহ্মণেরা রাশি রাশি সুবর্ণদান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"

ব্রহ্ম পুরাণ, ১৩ অঃ, পৃঃ, ৭৫, "তর্ব্বসুর পুত্র বহ্নি, তৎপুত্র গোভানু, তৎপুত্র অপরাজিত ঐশানু, তৎপুত্র করন্ধম, তৎপুত্র মরুত্ত। এই মরুত্তের অপর নাম অবিক্ষিত। ইহাঁর পুত্র সন্তান কিছুই ছিলনা। মহীপতি মরুত্তের সংযতা নাম্নী এক দুহিতা ছিল। তিনি মহাত্মা সংবর্ত্তকে যজ্ঞের দক্ষিণা স্বরূপ সেই কন্যা সম্প্রদান করেন এবং পৌরব দুষ্মন্তকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন।"

পদ্ম পুরাণ, উত্তর খণ্ড, ১১০ অঃ, পৃঃ, ৩৮৬, "একদা মরুত্ত জয়-বিজয়কে যজ্ঞ কর্ম্মে আহ্বান করিলেন। তাঁহারা যজ্ঞ কর্ম্মে নিপুণ ছিলেন; তাই রাজার আহ্বানে দেবর্ষিগণে সেবিত হইয়া যজ্ঞ-স্থলে গমন করিলেন।"

মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ৬৬ অঃ, পৃঃ, ৬০, লিখিত, "অঙ্গিরার তিন পুত্র জন্মিয়াছিল; তাঁহাদের নাম, বৃহস্পতি, উতথ্য এবং সংবর্ত্ত।"

বায়ুপুরাণ, ৬৪ অঃ, পৃঃ, ৩৮২, "এক্ষণে সম্প্রতি যে সকল সপ্তর্ষি স্বর্গে অধিস্থিত রহিয়াছেন, তাঁহাদের বিষয় বলিতেছি। বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, বৃহস্পতি-তনয় ভরদ্বাজ, উতথ্য পুত্র শারদ্বত, গৌতম, অত্রি, বশিষ্ঠ পুত্র বসুমান ও কশ্যপনন্দন বৎসার।" ঐ, ৯৯ অঃ, পৃঃ, ৬৩৩, "শারদ্বৎ হইতে অহল্যার গর্ভে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। এই পুত্র ঋষি শ্রেষ্ঠ শতানন্দ।" শিবপুরাণ, ধর্ম্ম-সংহিতা, ১২ অঃ, পৃঃ, ১০৮৫, ভরদ্বাজ পুত্র যবক্রীত।"

রামায়ণ, আদি কাণ্ড, ২ সর্গ, পৃঃ, ৫, "বাল্মীকি মুনি এরূপ বাক্য বলিলে, শিষ্য ভরদ্বাজ তাহা সন্তোষ পূর্ব্বক স্বীকার করিল।"

মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ৬৩ অঃ, পৃঃ, ৫৭, "ব্যাস শিষ্য সুমন্তকে, জৈমিনিকে, পৈলকে ও বৈশম্পায়নকে এবং স্বকীয়-পুত্র শুকদেবকে মহাভারতের সহিত চারিবেদ অধ্যয়ন করাইলেন।"

শিব পুরাণ, কৈলাস সংহিতা ১২অঃ, পৃঃ, ৪৬০, "বৈশম্পায়ন, পৈল, জৈমিনি এবং সুমন্ত এই চারিজন, বেদব্যাসের শিষ্য।"

উৎকল খণ্ড ৪৬ অঃ, পৃঃ, ২৬০, "জৈমিনি শিষ্য উদ্দালক নামক মুনি।"

কূর্ম্ম পুরাণ, উপরিভাগ, ১১ অঃ, পৃঃ, ২৫৫, "আমার (ব্যাসের) পিতা সর্ব্বতত্ত্ব-দর্শী পরাশর মুনিও সনকের নিকট হইতে সেই পরম জ্ঞান লাভ করিয়াছেন এবং আমার পিতার নিকট হইতে বাল্মীকি উহা প্রাপ্ত হইয়াছেন।"

বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ, ২৯ অঃ, পৃঃ, ১১৫—৬, "আমি (বাল্মীকি) মহাত্মা ব্যাসকে কাব্য-বীজ উপদেশ দিব। ব্যাস বাল্মীকির আশ্রমে থাকিলেন, বাল্মীকি বেদব্যাসকে সনাতন কাব্য-বীজ সাদরে উপদেশ দিলেন।"

সুতরাং, দীর্ঘতমা, উদ্দালক, বাল্মীকি ও ব্যাসের সমসাময়িক ঋষি। এবং তাঁহারা বাৎস্যায়ন প্রণীত কাম-সূত্র, ঔপনিষদিকাধিকরণ, ২, অঃ, ২৫ পদ্য, পৃঃ, ৬৬২, অনুযায়ী ৬৭৯ বর্ষ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন।

উদ্দালক ও শ্বেতকেতু।

মহাভারত, আদি পর্ব্ব, সম্ভব পর্ব্বে, ১২২ অঃ, পৃঃ, ১১৪, লিখিত, "পূর্ব্বকালে স্ত্রীগণ অবারিত ছিল; তখন তাহারা স্বতন্ত্রা অর্থাৎ ভর্ত্রাদির অনিবার্য্যা হইয়া সুখাভিলাষে পর্য্যটন করিয়া বেড়াইত। তাহাতে তাহাদের অধর্ম্ম হইত না, যেহেতু তাহাই পূর্ব্ব-কালের ধর্ম্ম ছিল। মহর্ষিরাও প্রমাণ দৃষ্ট এই ধর্ম্মের প্রশংসা করিয়া থাকেন। পরন্তু অল্পকাল হইল এবিষয়ে বর্ত্তমান নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; যে কারণে যাঁহা কর্ত্তৃক ইহা স্থাপিত হইয়াছে, তাহা বিস্তাররূপে বলিতেছি শ্রবণ কর। উদ্দালক নামে এক মহর্ষি ছিলেন। শ্বেতকেতু নামে তাঁহার এক পুত্র হইয়াছিলেন। সেই শ্বেতকেতুই ক্রুদ্ধ হইয়া এই ধর্ম্মানুসারিণী মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন। তাহার কারণ, একদা এক ব্রাহ্মণ শ্বেতকেতুর পিতার সমক্ষে তাঁহার জননীর হস্ত ধারণ করিলেন ও কহিলেন যে, আইস আমরা গমন করি। শ্বেতকেতু, মাতাকে অন্য পুরুষ কর্ত্তৃক যেন বলপূর্ব্বক নীয়মানা দেখিয়া অমর্ষান্বিত ও রোষপরবশ হইলেন। তাঁহার পিতা উদ্দালক তাঁহাকে ক্রোধে কম্পিত দেখিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি কোপাকুল হইও না, ইহা সনাতন ধর্ম্ম। পরে শ্বেতকেতু তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া ভূমণ্ডল মধ্যে স্ত্রী পুরুষের এই মর্য্যাদা স্থাপন করিলেন। সেই অবধি মানব সমাজে স্ত্রী-পুরুষের এই নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শ্বেতকেতু নিয়ম করিয়াছিলেন যে, অদ্য প্রভৃতি যে নারী ভর্ত্তাকে অতিক্রম করিয়া ব্যভিচারিণী হইবে, তাহার

ঘোর দুঃখদায়ক ভ্রূণহত্যা সদৃশ পাতক হইবে। অপিচ এই ভূমণ্ডলে যে পুরুষ কৌমার-ব্রহ্মচারিণী পতিব্রতা প্রণয়িনী ভার্য্যাকে অতিক্রম করিয়া পরনারী সম্ভোগ করিবে, তাহারও ঐরূপ পাতক হইবে।”

স্কন্দ পুরাণ, নাগর খণ্ড, ২৭৮, অঃ, পৃঃ, ৪৫২৬-৮, “চমৎকারপুরে শাকল্য মুনির আশ্রম। উদ্দালক তাঁহার একজন শিষ্য ছিলেন।”

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৫৭ অঃ, পৃঃ, ১৪৯৬, “মহাতপা শ্বেতকেতু অতিথি সৎকার করিব বলিয়া ব্রাহ্মণগণকে বৃথা নিমন্ত্রণ করিয়া আসিত ; এই নিমিত্ত তিনি পিতার প্রিয় হইলেও তদীয় পিতা মহর্ষি উদ্দালক তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।”

ঐ, আদিপর্ব্ব, ৩ অঃ, পৃঃ, ১৫, “যখন রাজা জনমেজয় তক্ষশিলাদেশ জয় করেন, সেই সময়ে আয়োদধৌম্য নামক যে এক ঋষি ছিলেন, তাঁহার উপমন্যু, আরুণি ও বেদ এতিনজন শিষ্য হইলেন। ঋষি একদা পাঞ্চালদেশী শিষ্য আরুণিকে আজ্ঞা করিলেন ক্ষেত্রে গমন করিয়া আলিবন্ধন কর। পরে তিনি কেদার খণ্ডের নিকট গমন করিয়া আরুণিকে আহ্বান করিলেন। আরুণি উপাধ্যায়ের বাক্য শ্রবণ করত সেই কেদার খণ্ড হইতে উত্থিত হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন শয়ন করিয়া জল নিঃসরণ রোধ করিয়াছিলাম। উপাধ্যায় কহিলেন, কেদার খণ্ড বিদীর্ণ করিয়া উত্থিত হইয়াছে, অতএব তুমি উদ্দালক নামে প্রসিদ্ধ হইবে। পরে আরুণি উপাধ্যায় কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া অভিলষিত দেশে গমন করিলেন।” পাঞ্চাল দেশ, আধুনিক ফরক্কাবাদ।

জৈমিনি ভারত, ১৬ অঃ, পৃঃ, ১৩৫, “সৌভরি কহিলেন, এই শিলা পূর্ব্ব-জন্মে মহর্ষি উদ্দালকের ভার্য্যা চণ্ডী নামে বিখ্যাত ব্রাহ্মণী ছিল।”

মহাভারত. বনপর্ব্ব, ১৩২ অঃ, পৃঃ. ৪০৩, “যে উদ্দালক তনয় শ্বেতকেতু পৃথিবীতলে মন্ত্র-কোবিদ ও শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান বলিয়া বিখ্যাত। উদ্দালক তনয় শ্বেতকেতু ও কহোড় তনয় অষ্টাবক্র, ইহাঁরা সম্পর্কে পরস্পর মাতুলভাগিনেয় হইতেন। ঋষি উদ্দালকের কহোড় নামে বিখ্যাত এক শিষ্য ছিলেন। সুজাতা নাম্নী স্বীয় কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। কহোড়ের পুত্র অষ্টাবক্র।”
ঐ, আদিপর্ব্ব, ৮ অঃ, পৃঃ, ২২,২৩, “অনন্তর ব্রাহ্মণ কৃপাপরতন্ত্র হইয়া তৎসন্দর্শনার্থ

সমাগত হইলেন। স্বস্ত্যাত্রেয়, মহাজম্নু, কুশিক, শঙ্খ, মেখল, উদ্দালক, কঠ, শ্বেত, মহাযশস্বী ভরদ্বাজ, কৌণকুৎস, আষ্টিষেণ, গৌতম, ভৃগুনন্দন চ্যবনের পুত্র প্রমতি, তৎপুত্র রুরু ও অন্যান্য বনবাসিগণ আসিয়া সেই কন্যাকে ভুজঙ্গবিষে জর্জ্জরিতা ও গতপ্রাণা দেখিয়া শোকবিহ্বল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।" সুতরাং, ইহাঁরা বাল্মীকি ও ব্যাসের সমকালীন ঋষি।

পূর্ব্বকালে স্ত্রীগণ অবারিত ছিল, ইহা মহর্ষিরা প্রশংসা করিতেন এবং সনাতন ধর্ম্ম বলিতেন। আর বর্ণ-ধর্ম্মকে সনাতন ধর্ম্ম বলিতেন। এক সময়ে যাহা সনাতন ধর্ম্ম ছিল উত্তর কালে অপধর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হয়। তবেই সনাতন ধর্ম্মে অর্থে যাহা উপস্থিত সুবিধা মত সমাজে চালিত হয়। মহাভারত বনপর্ব্ব, ৩১২ অঃ, পৃঃ ৫৭৬, "অতএব ধর্ম্মতত্ত্ব নিরূপণ নিমিত্ত ধর্ম্মশাস্ত্রাদি অনন্ত বিস্তায় পরিশ্রম না করিয়া বহুজন সম্মত মার্গেরই অনুসরণ করিবে।"

আমাদের বহু ক্রিয়াকলাপ মহাভারত আদেশ অনুরূপ সম্পাদিত হয়। সে স্থলে অনেক মহাজনকে প্রকৃত ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া চাই। কারণ, তাহাদের আচার সর্ব্বদা সদাচার বলিয়া গণ্য হইবে। কোন ব্যক্তি একটী কার্য্য করিয়া তাহা পুনঃ পুনঃ করিলে তাহার অভ্যাস হইয়া দাঁড়ায়, আবার অভ্যাস বারংবার করিলে চরিত্র গঠণ হয়। সেইরূপ চরিত্রবান ব্যক্তিদিগের সমবায় কার্য্যে সমাজের সদাচার উৎপন্ন হয়। যাহারা পণ্ডিতমূর্খ হইয়া সমাজ চালনা করেন. তাঁহাদের গুরুদায়িত্ব উপলব্ধি করা উচিত। কেবল কথার মারপেঁচ করিলে যথেষ্ট নহে।

মহাভারত, উদ্যোগ পর্ব্ব, ৮০ অঃ, পৃঃ, ৭২৭, "বিশেষ বিশেষ নিমিত্ত অনুসারেই মতস্থির করিতে হয় এবং তাহা করিলেই মনুষ্য সমুচিত কার্য্য-নির্ব্বাহে সমর্থ হইতে পারে। এক সময়ে কোন বিষয় এক প্রকার অবধারিত হয়, কিন্তু সময়ান্তরে তাহার অন্যথা হইয়া পড়ে। ফলতঃ পৃথিবীর সকল মনুষ্যই অনিত্যমতি; চিরকাল একরূপ মতের অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে পারে, এমন লোক অপ্রসিদ্ধ।" ঐ, শান্তিপর্ব্ব, ১৪২ অঃ, পৃঃ, ১৫৮৬, "একমাত্র ধর্ম্মই কখন ধর্ম্ম কখন বা অধর্ম্মরূপে প্রতিভাত হন; যে ব্যক্তি তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞ, সে দ্বিবিধ পথে অবতীর্ণ হইয়া সংশয়াপন্ন হয়; অতএব বুদ্ধি অনুসারে ঐরূপ দ্বৈধ অবগত হওয়া উচিত।"

অনেকে নীতি-প্রয়োগের সত্যতা স্বীকার করেন, কিন্তু তাঁহাদের প্রবৃত্তি অনুমোদন করে না এবং অনুষ্ঠান দুঃসাধ্য অনুভব করেন। কার্য্যে পরিণত না করায় যাহা স্পষ্ট স্বীকার করেন, অবশেষে তাহার অর্থ বোধগম্য করিতে পারেন না। স্বীকৃত নীতি-প্রয়োগ ব্যবস্থা তাঁহাদের বাগাড়ম্বরে পর্য্যবসিত হয়। যে সত্যের প্রতি তাঁহারা মৌখিক ভক্তি প্রকাশ করেন, শেষে উহা কেবল নিয়ম-পত্রে ভরা ডুবির ঘটনার ন্যায় ব্যর্থ হইয়া যায়। তাঁহাদের জীবনে যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত কোন উদ্দেশ্য মানসিক বৃত্তি সফল-মনোরথ করে না। তাঁহারা সত্যের বিরুদ্ধে হৃদয়কে ভয়ে, ঘৃণায় ও শুদ্ধ আলস্যে নির্ম্মম করেন, শেষে তাহা বুঝিবার শক্তিও হারান। কঠিন হৃদয় যুক্তিসঙ্গত বন্ধনের বর্ত্তমানতা অগ্রাহ্য এবং গোঁধরিয়া কর্ত্তব্য-কর্ম্ম প্রত্যাখ্যান করেন। কাজেই, বিবেক কুঞ্চিত হয় এবং ক্রমশঃ তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য পালন জ্ঞান-শক্তি মৃতাবস্থায় উপনীত হয়। যদ্যপি কেহ সত্য স্বীকার করেন, অথচ তৎঅনুরূপ চরিত্র সঙ্ঘটন না করেন, প্রথমে তিনি ইহার গুরুত্ব বিষয়ে হতবুদ্ধি হইয়া, পরে মিথ্যা কথার ভ্রমে পতিত হন। বিবেক সম্বন্ধীয় বা আধ্যাত্মিক সত্য পালন করিতে অস্বীকার, কর্ত্তব্য-কর্ম্ম করিতে উপেক্ষা, আজি হউক আর দশদিন পরেই হউক, সহজ বুদ্ধিকে নাশ করিবে; তখন ভালকে মন্দ আর মন্দকে ভাল জ্ঞান করিবেন। অপরন্তু, যাহাদের নীতি-প্রয়োগ যথার্থ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, তাহাদিগকে বাতুল বলিয়া অভিহিত করিবেন। সত্যের বৃদ্ধির প্রতিবন্ধক পণ্ডিতমূর্খের বিবেকের স্থূলতার জন্য বর্দ্ধিত হয়। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ স্থিতি-প্রকরণ, ১৮ সর্গ, পৃঃ, ২২০, "যে ব্যক্তি কেবল কথায় অবস্থিত, তদনুসারে কার্য্য করে না, তাহার ঐ বিবেক, চিত্রিত অনলের ন্যায় বৃথা, অর্থাৎ সে ব্যক্তি দুঃখ হেতু অবিবেক পরিত্যাগ করিতে পারে নাই।"

গুরু।

দেবী পুরাণ, ১২৭ অঃ, পৃঃ, ৪০৯, "গুরু বিদ্যা-সম্বন্ধীয় শাস্ত্র জানিতে পরম যত্নশীল হইবে।"

বৃহৎ তন্ত্রসার, পৃঃ, ৫, নং ২, "কুলার্ণবে বলিয়াছেন,—সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা অথচ গৃহস্থ, এইরূপ ব্যক্তিকে গুরু করিবে। গুরু শব্দের অর্থ কহিতেছেন। "গু"

শব্দে অন্ধকার ও "রু" শব্দে অন্ধকার নিবারক; অতএব গুরু অজ্ঞান অন্ধকার বিনাশ করেন বলিয়া গুরু শব্দে অভিহিত হইয়াছেন।" গুরু যদি নিজে অন্ধকারাচ্ছন্ন হন, তাহা হইলে শিষ্যকে কিরূপে আলোকে আনিবেন। অন্ধ অন্ধকে পথ প্রদর্শন করার ন্যায়, উভয়ে গর্ত্তে পতিত হন।

মহাভারত, সভাপর্ব্ব. ৫৪ অঃ, পৃঃ, ২৫৫, "দর্ব্বী (হাতা) যেমন সূপের রসাস্বাদন করিতে পারে না, সেইরূপ যাহার বহুবিষয়ের শ্রবন আছে. কিন্তু নিজের ধীষণা কিছুমাত্র নাই, সে কখন শাস্ত্রার্থ অবধারণ করিতে পারে না।" ঐ, ঐ, ৬৪ অঃ, পৃঃ. ২৬৬, "আর যিনি বিচার স্থানে উপস্থিত থাকিয়া ধর্ম্মের মর্ম্মজানিয়াও অযথা উত্তর করেন, তিনি মিথ্যার সম্পূর্ণ ফল ভোগ করেন, সন্দেহ নাই।"

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, পূর্ব্ব খণ্ড, ৪ অঃ, পৃঃ, ১৬, "শান্ত, দান্ত, সুশীল, ধর্ম্মজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞ, প্রিয়দর্শন, দয়ালু. পুত্রবান্ গৃহস্থকে গুরু করিতে হয়। বয়োজ্যেষ্ঠ, অজ্ঞান শূন্য, শঠতা বর্জ্জিত, অন্তরে বাহিরে তুল্যচেষ্ট, সতত সস্মিতভাষী, সরল বুদ্ধি সম্পন্ন, অনাসক্তভাবে গৃহে অবস্থিত ব্যক্তিকে, স্বয়ং যোগ্য হইয়া গুরু করিবে।"

দামোদর মুখোপাধ্যায় প্রণীত "অন্নপূর্ণা" উপন্যাসে পৃঃ ৮৪. (বসুমতী যন্ত্র) লিখিয়াছেন "ঘনানন্দ বলিলেন,—লোকসমাজে আজি কালি যাঁহাদের গুরু বলিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে, তাঁহারা প্রায়ই নিতান্ত অজ্ঞান ও নিকৃষ্ট জীব। তাঁহারা শ্মশ্রুগুম্ফ মুণ্ডন করিয়া, অঙ্গের বিবিধ স্থানে তিলক ধারণ করিয়া, মানব-সমাজের সর্ব্বনাশ সাধনের নিমিত্ত নানাস্থানে পর্য্যটন করেন। জ্ঞান বা শাস্ত্র কাহাকে বলে, তাহা তাঁহারা জানেন না, সাধনার কোন তত্ত্বই তাঁহারা বুঝেন না, পরকাল সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার কোন সংবাদ তাঁহারা রাখেন না। তাঁহারা গাঁজা খাইতে জানেন, সুন্দরী বিধবা যুবতী তাঁহাদের বড়ই আদরের বস্তু, ঘন দুগ্ধ ও সন্দেশ তাঁহাদের বড়ই লোভজনক। তাঁহারা শিষ্যের মস্তকে পদ স্পর্শ করাইয়া বার্ষিক গ্রহণ করেন, শিষ্যকে জ্ঞান দিতেছি বলিয়া অজ্ঞানের কূপে ফেলিয়াদেন, তাঁহারা বিবিধ-বিধানে সমাজের সর্ব্বনাশ করেন। এই শ্রেণীর গুরু নিতান্ত নিন্দনীয় এবং ইহাঁদের কৃপায় দেশে অজ্ঞানান্ধকার বিপুল পরিমাণে বাড়িয়া উঠিতেছে।"

নীলরতন বলিলেন,—"সংসারে যত গুরু দেখা যায়, তাহার অধিকাংশ এইরূপ বটে। ইহাদের সাহায্যে কোনই হিত হয় না কি ?"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"কেমন করিয়া হইবে ? যে পরমপদ শিষ্যকে দেখাইয়া দিবার নিমিত্ত গুরুদেব দায়ী, তিনি স্বয়ং কখন তাহা দেখেন নাই। তাঁহার আকার-প্রকার, অবস্থান-স্থান প্রভৃতি কোন বিষয়েই তাঁহার অভিজ্ঞতা নাই। তিনি কিরূপে অপরকে তাহা দেখাইবেন ? অন্ধকর্ত্তৃক নীয়মান অন্ধ যেমন গর্ত্তে পতিত হয়, সেইরূপ গুরুর সাহায্যে শিষ্যের সেই দুর্গতি হয়।"

নীলরতন বলিলেন,—"এরূপ গুরু পরিত্যাগ করিয়া যথার্থ জ্ঞানীর পদাশ্রয় করাই উচিত। কিন্তু এ বিষয়ে অতি প্রবল শাসন দেখিতে পাওয়া যায়। গুরুত্যাগে মহাপাপের কথা শুনিতে পাওয়া যায়।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"এ শাসনও সেই ব্যবসাদার গুরুদিগের কৃত। তাহারা পূর্ব্বেই বুঝিয়াছে যে, তাহাদের বিদ্যাবুদ্ধি কালক্রমে লোকের অবজ্ঞার বিষয় হইবে। তখন নরসমাজ তাহাদিগকে দূর করিয়া দিবে এবং তাহারা নিরন্ন হইয়া পড়িবে। এই জন্যই তাহারা সময় থাকিতে গুরুত্যাগে মহাপাপরূপ মিথ্যা শাসন বাক্য প্রচার করিয়া রাখিয়াছে। এ সকল কথা ঐ ভণ্ড গুরুদিগের কল্পিত, অসঙ্গত ও অগ্রাহ্য। এই জন্য এই অধম গুরুগণ শিষ্যবিত্তাপহারক নামে অভিহিত হইয়াছে।"

নীলরতন জিজ্ঞাসিলেন,—"তাহা হইলে প্রভুর বিবেচনায় গুরুত্যাগে কোনই দোষ নাই।"

ঘনানন্দ বলিলেন,—"নিশ্চয়ই কোন দোষ নাই। বরং তাহা নিতান্ত আবশ্যক কার্য্য। ছাত্র বাল্যকালে যে গুরুমহাশয়ের নিকট 'ক' 'খ' অভ্যাস করে, এন্‌ট্রান্স পাশ করিবার সময়ও কি সেই গুরু মহাশয় তাহাকে পাঠ বলিয়া দিতে পারেন ? এই লৌকিক শিক্ষাতেও গুরুর পরিবর্ত্তন যেরূপ আবশ্যক, জ্ঞানরূপ পরমধন-লাভার্থে গুরুর পরিবর্ত্তন তদধিক আবশ্যক। যে গুরুর নিকট যতটুকু সাধনার উপায় শিক্ষা হওয়া সম্ভব, তাহা লব্ধ হওয়ার পর তাঁহার নিকট আর কি শিক্ষা হইবে ?"

একদা ডক্‌টার আই, বি, রায় কোন গুরুর নিকট যাইয়া বিধবা-বিবাহ সংক্রান্ত মত জিজ্ঞাসা করেন। গুরু বলিলেন,—"বিধবার আবার বিবাহ কি ? আমাদের সেবা-দাসী হইবে।"

অন্য একদিন আই, বি, রায় পাতিপুকুর, কলিকাতার উত্তর-পূর্ব্ব পল্লিতে

রোগী চিকিৎসার জন্ত গিয়াছিলেন। তিনি রোগীর বাটীতে প্রবেশ করিবার পর একজন গুরু আসিলেন, আর এক অল্প-বয়স্কা বিধবা গুরুকে বসিবার জন্ত একটি চৌকী আনিয়া দিল। গুরু তাহার উপর বসিবার পর, বিধবা একটা বড় বগী থালা ও এক গাড়ু জল আনিল, ও গুরুর সম্মুখে রাখিল। গুরু বগী-থালার উপর দু-পা রাখিল। বিধবা গাড়ুর জলে গুরুর উরুৎ হইতে পদতল পর্য্যন্ত হাত ঘষিয়া ধোয়াইল; পরে গামছা দিয়া পোঁছাইল। পা-ধোয়া জল হইতে কতক অংশ বিধবা হাতে লইয়া নিজ মাথায় ও মুখে দিল। তৎপরে তেল আনিয়া গুরুর সমস্ত গায়ে মাখাইতে লাগিল। এই পর্য্যন্ত আই, বি, রায়ের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল, কারণ, তিনি তৎকালে রুগী দেখিয়া চলিয়া আসিলেন। এই গেল সেবা-দাসীর একটা কাজ। শিষ্যের পীড়ার খবর পাইলে তাহার বাটীতে গুরুর আগমন হইয়া থাকে।

যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ, নির্ব্বাণ-প্রকরণ-পূর্ব্বভাগ, ; ৪১ সর্গ, পৃঃ, ৪৫২, "গুরূপদেশাদি আত্মজ্ঞানের কারণ নহে।" ঐ, ঐ, ১০৯ সর্গ, পৃঃ, ৫৫৫, "কুল-রমণীগণই পরম অধ্যবসায়বলে অনাদি অনন্ত মোহকাননে পতিত ভর্ত্তাকে উদ্ধার করিয়া থাকে। স্নেহবতী কুলকামিনীগণ যেরূপ ভর্ত্তাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ; গুরূপদেশ, শাস্ত্রচর্চ্চা বা মন্ত্রাদিসাধনেও সেরূপ উদ্ধার পাওয়া যাইতে পারে না। কুলকামিনীগণ একাই ভর্ত্তার সখা, ভ্রাতা, সুহৃৎ, মিত্র, ভৃত্য, গুরু, ধন, শাস্ত্র, ও গৃহের যে কার্য্য, তাহা সমুদয় সম্পাদন করিয়া দিয়া থাকে।"

স্কন্দ-পুরাণ, নাগর খণ্ড, ২৭৮ অঃ, পৃঃ, ৪৫২৯, "যাজ্ঞবাল্ক্য কহিলেন,—হে গুরো! কার্য্যাকার্য্যে অনভিজ্ঞ উন্মার্গগামী গর্ব্বিত গুরুকে পরিত্যাগ করাই বিধেয়। অতএব আপনাকে আমি পরিত্যাগ করিলাম। এখন আর আপনি আমার গুরু নহেন।"

ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা গণনা, ১৯২১, ভল্যুম ১, ভারতবর্ষ, খণ্ড ১—বিবরণী, পরিশিষ্ট ৩, পৃঃ, ১১-২, "শিক্ষিত যাজকতার প্রয়োজনের আন্দোলন ও তাহার পরিণামে ৩০শে ডিসেম্বার ১৯১৫ অব্দে হিন্দু পুরোহিত আইন বরোদা রাজ্যে বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ প্রতিকুলাচরণ করিয়াছিলেন। প্রথমে অব্রাহ্মণ গুজরাটিরা অধিক উৎসাহিত হয় নাই। কিন্তু এখনে তাহারা এই আইনের ক্রমশঃ গুণ গ্রহণ করিতেছে।"

বিশ্বকোষ, ১১ ভাগ, পৃঃ, ৭৬১, "পুরোহিত"—কবিকল্পলতায় ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—হিতকারক, বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, সত্যবাদী, শুচি, ব্রাহ্মণের আচার সম্পন্ন, নির্ম্মল আচারযুক্ত, ঋজু ও আপদের প্রতিকারকারী, এই সকল গুণযুক্ত ব্রাহ্মণ পুরোহিতের উপযুক্ত। এই সকল গুণযুক্ত ব্রাহ্মণকে পুরোহিত করিবে।"

ব্রিটিশ ভারতবর্ষে অশিক্ষিত গুরু ও পুরোহিতের জন্য শিক্ষা সম্বন্ধীয় পরীক্ষার ব্যবস্থা বিধান করা আবশ্যক। সুশিক্ষিত গুরু ও পুরোহিত এরূপ আইন জারি করা সমর্থন করিতে পারেন। কারণ, মূর্খ গুরু ও পুরোহিত উচ্চতর শ্রেণীর পণ্ডিত-মণ্ডলীকে সাধারণ সম্মান হইতে নীচে টানিয়া নামাইতেছে। আর, ইহার দ্বারা নিম্ন শিক্ষার প্রশ্ন মীমাংসা হইবে, কারণ গুরু ও পুরোহিত হিন্দুদিগের শিক্ষার প্রধান সহায়।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

অন্য পূর্ব্বা-বিবাহ।

প্রথম খণ্ড।

পরিশিষ্ট।

বিধবা।

ট্যাভারনিয়ার প্রণীত "ভারতে ভ্রমণ—বৃত্তান্ত" (বঙ্গবাসী প্রেস) লিখিত, পৃঃ, ৪১২, "কোরোম্যানডেল কোষ্টের অধিকতম স্থানে, মৃত স্বামীর সহিত স্ত্রীকে পোড়ান হয় না, কিন্তু ব্রাহ্মণ দ্বারা খনিত এক ফুট অপেক্ষাকৃত ঢেঙ্গা নর ও নারী পরিমাণ গভীরতর গর্ত্তে স্ত্রীকে জীবিত অবস্থায় সমাধিস্থ করা হয়। সচরাচর তাহারা বালুকাময় স্থান বাছিয়া লয়; এই জন্য যে, যখন মৃত স্বামী ও জীবিত স্ত্রী উভয়কে একত্রে গর্ত্তে নামাইয়া দেওয়া হয়, তখন সমস্ত বন্ধু-বান্ধব অর্দ্ধ ফুট উচ্চতর ভূমির উপরিভাগ বালি পরিপূর্ণ ঝুড়ি খালি করিয়া গর্ত্তকে ভরাট করে, তৎপরে তাহারা তাহার উপর লাফায় ও নৃত্য করে, যে পর্য্যন্ত তাহাদের প্রত্যয় না হয় যে স্ত্রী শ্বাস রুদ্ধ হইয়া মরিয়াছে"। ইহা হিন্দুদিগের সমাধির বর্ণনা, কারণ, ব্রাহ্মণ সমাধি-খনক।

যে সকল পরকাল প্রলোভন বাক্য ও কাহিনী বিধবাকে সতী-দাহ বা জীবিত সমাধিস্থ প্রবর্ত্তিত করিত, বর্ত্তমান কালে তদ্রূপ কথা বিধবা দ্বিতীয় বিবাহ করিলে পরকালে মৃত স্বামী সহবাসের সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইবে বলিয়া মিছামিছি নিষেধ ব্যবস্থা প্রচার করিতেছে।

এই সকল ভুলান কথার তাৎপর্য্য প্রবাদে তীক্ষ্ণ বাক্যের দ্বারা আক্রমণ করা হইয়াছে, যথা,

"আমি এমনি দম্ লাগাই, ভেড়িতে ভেড়া বানাই, দিনে তারা দেখাই।" জে লঙগ্ প্রণীত প্রবাদমালা।

মহাভারত, অনুশাসনপর্ব্ব, ২৩ অঃ, পৃঃ, ১৮৬৯, "যে সকল নর অনাথা,

বালা, বর্ষীয়সী, ভীতা, এবং দুঃখিনী রমণীকে বঞ্চনা করে, তাহারা নিরয়গামী হইয়া থাকে।"

ঋগ্বেদে বিধবার দ্বিতীয় বিবাহ নিষেধ নাই। পক্ষান্তরে, মন্ত্রে বিধবা দেবরকে বিবাহ করা উদাহরণ স্থলীয় বর্ণনা আছে। অথর্ব্ব বেদ স্পষ্টরূপে সমর্থন করিয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, শ্রীকৃষ্ণজন্ম খণ্ড, ৮৭ অঃ, পৃঃ, ৪৪১, "যাহা বেদবিহিত, তাহাই ধর্ম্ম ও বেদ বিরুদ্ধাচরণই অধর্ম্ম।" এস্থলে যাহারা বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন, তাহাদের বিবেচ্য মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ১৫ অঃ, পৃঃ, ৮০, "বিবাহের বিঘ্ন করিলে কৃমি হইতে হয়"। যে সকল স্মৃতি ও পুরাণে বিধবা-বিবাহ নিষেধ লিখিত, সে সকল বিধি আর্য্য-জাতীয় বিধবার জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে; শূদ্র ও নীচ-জাতীয় বিধবার প্রতি প্রযোজ্য নহে। কুত্রাপি ইহা বলা হয় নাই শূদ্র ও নীচ-জাতীয় বিধবা এ বিষয় সম্বন্ধে আর্য্য-জাতীয় বিধবার ন্যায় সমান রূপে অধিকারী। কারণ, তাহারা স্মৃতি ও পুরাণের বাহিরের স্ত্রীলোক। যথা,

বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ, উত্তর খণ্ডম্ ৪অঃ, পৃঃ. ৩০১, "ব্রাহ্মণগণের আচরণীয় বৈদিক বা লৌকিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান, পুরাণ-পাঠ, বেদপাঠ ও শাস্ত্রার্থের কথন শূদ্রের কদাচ কর্ত্তব্য নহে। শূদ্রের বেদ-শ্রবণে অধিকার নাই, পুরাণ-শ্রবণে অধিকার আছে। গুরু যে অংশ দান করেন, শূদ্র আগম-শাস্ত্রের সেই অংশ অধ্যয়ন করিতে পারে।"

আগম।

কুমুদনাথ মল্লিক প্রণীত "নদীয়া-কাহিনী" ২ সং, পৃঃ, ১৫৯, নিরুক্ত করিয়াছেন, "শিবমুখ হইতে আগত পার্ব্বতী হৃদয়ে গত এবং কেশবের ইহাই মত বলিয়া তন্ত্রের অপর নাম আগম। বিখ্যাত সাধন সঙ্গীত রচয়িতা রাম প্রসাদ সেন কবিরঞ্জন বামাচারী ছিলেন।"

বিশ্বকোষ, ৭ ভাগ, পৃঃ, ৫০৪-৫, "বারাহী তন্ত্রের মতে,—সৃষ্টি, প্রলয়, দেবতাগণের পূজা, সকলের সাধন, পুরশ্চরণ, ষট্‌কর্ম্মসাধন ও চতুর্বিধ ধ্যানযোগ এই সপ্ত প্রকার লক্ষণ থাকিলে তাহাকে আগম বলা যায়।

এই জন্যই রঘুনন্দন প্রভৃতি স্মার্ত্তগণ তন্ত্রগ্রন্থ প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।"

পদ্ম পুরাণ, উত্তর খণ্ড. ৮০, অঃ, পৃঃ, ৩০৮, "মুনিগণ বলেন, যাহা পূর্ব্বরূপ-পরম্পরায় আগম, তাহাই আগম; এই আগমই প্রমাণ, ইহাই পরমার্থ-সাধক বলিয়া জানিবে।" ঐ, ২৫৩ অ: পৃঃ ১০৪১ "বৈখানসোক্ত শ্রৌত, বশিষ্ঠোক্ত স্মার্ত্ত আর দিব্য পঞ্চরাত্র বিধান আগম বলিয়া অভিহিত।"

ব্রহ্মপুরাণ ২২৫ অঃ, পৃঃ, ৯০৯, "পূর্ব্বকালে লোক সকলের মর্য্যাদা নিরূপণার্থ আগম সকল বিরচিত হইয়াছে; দৃঢ়ব্রত জনগণ সেই আগমকে প্রমাণরূপে সম্মান করিয়া থাকে।"

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, ৯ উল্লাস, ২৭৮, লিখিত, "শম্ভুর আদেশক্রমে ভর্ত্তৃহীনা ও অসপিণ্ডা হইলেই বিবাহ করিবে।"

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড, ৮৩ অঃ, পৃঃ, ৪২৭, ব্রাহ্মণী বিধবার কর্ত্তব্য কার্য্য বর্ণিত হইয়াছে। ইহা শূদ্র ও নীচ-জাতীয় বিধবার কর্ত্তব্য কার্য্য বলা হয় নাই। এই অংশ দ্বিতীয় খণ্ডে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

ব্যাস-সংহিতা, ২ অঃ, ৫০ ও ৫১ শ্লোক, "ব্রাহ্মণী বিধবা মৃত ভর্ত্তার সহিত অগ্নি-প্রবেশ করিবে, অথবা আজীবন ব্রহ্মচর্য্য করিবে, মস্তক মুণ্ডন করিবে এবং সমস্ত বিলাস-সামগ্রী ত্যাগ করিবে।" মন্মথনাথ শাস্ত্রী অনূদিত ধর্ম্ম-শাস্ত্র, ভল ১, পৃঃ, ৫১৪।

পূর্ব্বোক্ত নিয়ম শূদ্র ও নীচ-জাতীয় বিধবার নিমিত্ত বিধি-বদ্ধ করা হয় নাই। অতএব তাহাদিগকে বঞ্চনা করা নিয়ম-বিরুদ্ধ উপদেশ।

শিব পুরাণ, বায়বীয় সংহিতা, ১২ অঃ, পৃঃ ৮৫৯, "যাহারা রাগ ও অজ্ঞানাদি দোষ-গ্রস্ত, তাহারাই অনৃত বলিয়া থাকে।"

বসিষ্ঠ-সংহিতা, ১৬ অঃ, "শূদ্রকে পবিত্র স্মৃতি শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিবে না; পবিত্র ধর্ম্ম-আচার সমাধা করিতে আদেশ করিবে না।"

মন্মথনাথ শাস্ত্রী অনূদিত ধর্ম্ম-শাস্ত্র, ভল ২, পৃঃ ৮০২।

শূদ্র ও নীচ-জাতীয় বিধবাকে কতরূপ অলীক আদেশ দেওয়া হয়, তাহা সংগ্রহ করিলে একটা অদ্ভুত সংহিতা প্রণয়ন করা হয়।

পদ্মপুরাণ, পাতাল খণ্ডম্, ২৮ অঃ, পৃঃ, ২১৯, "যাহার এই জগতে সর্ব্বপ্রকার সুখ আছে, সেই স্বর্গভোগ করিতেছে এবং যাহারা বিবিধ রোগাক্রান্ত ও দুঃখান্বিত তাহারা নরকস্থিত।" অতএব, স্বর্গ ও নরক এই মর্ত্তলোকে অবস্থিত; করুণাময় পিতা ঈশ্বর তাঁহার পুত্র কন্যার মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার তাহাদিগের জন্য নরক যন্ত্রণা বিধান করেন নাই। বিপরীত কল্পনা তাঁহার গ্লানি করা হয়।

পদ্মপুরাণ, উত্তর খণ্ডম, ৩২ অঃ, পৃঃ ১৩১ "উপস্থিত বিবাহ, যজ্ঞ ও দান কার্য্যে যে ব্যক্তি মোহক্রমে বিঘ্নাচরণ করে, সে মরিয়া কৃমিরূপে জন্ম লয়।"

বিশ্বকোষ, ৫ ভাগ, পৃঃ ৪৫৭—৮, "অবিদ্যা হইতে মোহের উৎপত্তি হয়। ধর্ম্মবিমূঢ়তাকে মোহ কহে; বুদ্ধিপূর্ব্বক পাপানুষ্ঠান, তাহাই মোহের কার্য্য।"

যাহারা শূদ্র ও নীচ-জাতীয় বিধবা ও তাহার আত্মীয়-স্বজনকে বিধবার দ্বিতীয় বিবাহে অলীক ধর্ম্মশাস্ত্র কল্পনা করিয়া বিঘ্নোৎপাদন করেন, তাহারা ধর্ম্ম বিরুদ্ধ আচরণ করেন। তাহারা অনুতাপ নরক-যন্ত্রণা অনুভব-সিদ্ধ হন কি না তাহারাই বলিতে পারেন।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, মধ্যখণ্ড, ১৯ অঃ, পৃঃ, ২২৪, "দয়াই পরম ধর্ম্ম।"

যাহারা শূদ্র ও নীচ-জাতি তাহারা ধর্ম্ম-শাস্ত্র ও পুরাণ পাঠ করিলে দেখিবেন সমস্ত বিধি-নিষেধ ব্রাহ্মণী বিধবার নিমিত্ত, তাহাদের জাতীয় বিধবার জন্য ব্যবস্থিত হয় নাই। সেই স্থলে তাহাদের বিধবার প্রতি পরম ধর্ম্ম দয়া প্রকাশ করিয়া তাহার দুঃখ মোচনের নিমিত্ত পুনরায় বিবাহ দেওয়া উচিত। তাহারা ব্রাহ্মণকে অনুকরণ করিলে ব্রাহ্মণ জাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া গণ্যমান্য হইবেন না। নিজ পুরুষকার প্রদর্শন করুন। তবে প্রকৃত গণ্যমান্য হইবেন। ভাণ অগ্রাহ্য করুন।

ব্রহ্মপুরাণ, ২৩৭ অঃ, পৃঃ, ৯৬৭, "ধর্ম্ম আছে" একথা যে বলে, আর "ধর্ম্ম নাই" একথাও যে ব্যক্তি বলে, এই উভয়ের উক্তি সত্য। ধর্ম্ম নাই বলিলে প্রথমতঃ ধর্ম্মের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিয়া তার পর উহার নিষেধ করা হয়।"

যখন ধর্ম্মের কোনও স্থিরতা নাই, তখন বিধবা-বিবাহ দিলে অধর্ম্ম হইতে

পারে না। ধর্ম্ম-শাস্ত্র ও পুরাণ গ্রন্থকারগণ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যাহা এক জনের নিকট ধর্ম্ম, তাহা অন্যের মতে অধর্ম্ম। সে স্থলে কোন্ কার্য্য করিলে ন্যায়, আর কোন কার্য্য করিলে অন্যায় হইবে, নিজে বিচার করিয়া পুরুষত্বের পরিচয় দেওয়া কর্ত্তব্য। কোনও অন্যায় অনুরোধের বশীভূত হইবেন না।

বায়ুপুরাণ, ৫৬ অঃ, পৃঃ, ৩১৩, "কঠোর তপস্যা দ্বারাও মৃত মনুষ্যগণের পারলৌকিক গতি বলিতে পারা যায় না; মাংস চক্ষুদ্বারা তদ্বিষয়ের সম্যক্ নির্ব্বাচনের আর কথা কি?"

বিধবাদিগকে ভুলাইবার জন্য এই পারলৌকিক গতি বলা হয়। ইহা বিধবা ও তাহাদের আত্মীয়-স্বজনের অজ্ঞতার ভয়াবহ পরিণাম।

বায়ুপুরাণ, ৬৬ অঃ, পৃঃ, ৪০৪, "পরীক্ষা না করিয়াই গ্রহণ, বিপর্য্যয় করিয়া গ্রহণ, পূর্ব্বশ্রুতিতে দৃঢ় বিশ্বাস ও লৌকিক প্রবাদ,—এই চতুর্ব্বিধ কারণে জনগণ প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে পারে না।"

ব্রহ্মপুরাণ, ২১৭ অঃ, পৃঃ, ৮৫০, "জীব একাকীই প্রসূত হয়, একাকীই নাশ পায়। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, গুরু, পুত্র, জ্ঞাতি, সম্বন্ধী, বা বান্ধববর্গ—ইহারা কেহই তাহার সহায় হয় না। জনগণ কাষ্ঠ-লোষ্ট্র সম মৃত শরীর পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুহূর্ত্ত-কাল রোদন করিয়া তার পর পরাঙ্মুখ হইয়া চলিয়া যায়।"

দেবী-ভাগবত, ৬ স্কন্ধ, ৭ অঃ, পৃঃ, ৩০৮, "পাপ পুণ্যের ফলও কেহই গ্রহণ করে না, এক মাত্র পুণ্য বা পাপকারী ব্যক্তিই তাহার ফল ভোগী হইয়া থাকে।"

দেবী-ভাগবত, ৫ স্কন্ধ, ২৭ অঃ, পৃঃ, ২৯০, "মুর্খেরাই অদৃষ্টকে বলবৎ বলিয়াছে, বিদ্বদ্গণ কখনই তাহা স্বীকার করেন না। কারণ, অদৃশ্য বিষয় যখন কিছুতেই দৃষ্ট হয় না, তখন অদৃষ্ট আছে, ইহার প্রমাণ কি? অদৃষ্ট কি কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হইবে? উহা মূঢ়মতি মানবগণের বিভীষিকা মাত্র, ফলতঃ দুঃসময় উপস্থিত হইলে, উহা অবলম্বনবিহীন চিত্তস্থৈর্য্যের উপায় ভিন্ন আর কিছুই নহে।" ঐ, ৯ স্কন্ধ, ৮ অঃ, পৃঃ, ৫৫৮, "এই জগতে ব্রহ্মা অবধি-তৃণ পর্য্যন্ত সমস্তই প্রাকৃতিক। যে যে বস্তু প্রাকৃতিক-সৃষ্ট, সে সকলই নশ্বর।" ঐ, ১১ স্কন্ধ, ১ অঃ, পৃঃ, ৬৯১, "পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্রাদি কেবল ঐহিক সুখের সহায় মাত্র; তাঁহারা পরলোকে উদ্ধার বিষয়ে সহায়তা করিতে পারেন না।" অতএব,

বিধবাকে যে বলা হয়, তিনি স্বামীকে পরলোকে উদ্ধার করিবেন, সে প্রবঞ্চনা বাক্য মাত্র।

জৈমিনি ভারত, ৭ অঃ, পৃঃ, ১৫১, "ফলতঃ ধর্ম্ম অতি সূক্ষ্ম ও দুর্বোধ; কোন ব্যক্তি তাহার প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে সক্ষম হয় না" ঐ, ৫৮ অঃ, পৃঃ, ৪৯১, "মানুষ নিতান্ত পরাধীন; কাল কর্ম্মাদি তাহার প্রভু।" এইখানে মানুষকে দেবতার অধীন বলা হয় নাই।

অধ্যাত্ম-রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ডে, ১২ অঃ, পৃঃ, ২৫৪, "তুমি যাহার জন্য দুঃখসহকারে শোক করিতেছে, জন্মের পূর্ব্বে, মৃত্যুর পর এবং বর্ত্তমান সময়েই বা এ তোমার কে? তুমিই বা ইহার কে? যেমন স্রোতজলে নিপতিত বালুকানিচয় স্রোতের বশে পরস্পর সংযুক্ত ও বিযুক্ত হইতে থাকে, সেইরূপ কাল-বশে পরস্পর সংযুক্ত ও বিযুক্ত হয়; বাস্তবিক তাহাদিগের কোন নিয়মিত সম্বন্ধ নাই"।

মৎস্যপুরাণ, ১৩১ অঃ, পৃঃ, ৪৫১, "মৃত-জীবগণের গতি বা অগতির বিষয় প্রসিদ্ধ তপস্যা দ্বারাও জানিতে পারা যায় না। চর্ম্ম-চক্ষে প্রত্যক্ষ করার কথা আর কি বলিব?"

মহাভারত, বনপর্ব্ব, ৩১২ অঃ, পৃঃ, ৫৭৫, "তর্কের নির্ণয় নাই; শ্রুতি সকল ভিন্ন ভিন্ন; এবং এমন একজনও ঋষি নাই যাঁহার মতটি প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যায়।" ঐ, উদ্‌যোগপর্ব্ব, ৮০ অঃ, পৃঃ, ৭২৭, "বিশেষ বিশেষ নিমিত্ত অনুসারেই মতস্থির করিতে হয় এবং তাহা করিলেই মনুষ্য সমুচিত কার্য্যে-নির্ব্বাহে সমর্থ হইতে পারে। এক সময়ে কোন বিষয় এক প্রকার অবধারিত হয়, কিন্তু সময়ান্তরে তাহার অন্যথা হইয়া পড়ে।" ঐ, দ্রোণপর্ব্ব, ২ অঃ, পৃঃ, ৯৬২, "ইহলোকে কর্ম্মের বিপাকবশত কোন পদার্থই কখন নিত্য স্থিতি করিতে পারে না।" ঐ, শান্তিপর্ব্ব, ২৯০ অঃ, পৃঃ, ১৭৩৮, "মনুষ্য অপরের সুকৃত অথবা দুষ্কৃত ভোগ করে না, স্বয়ং যাদৃশ কর্ম্মকরে, তাদৃশ ফল ভোগ করিয়া থাকে।" ঐ, ঐ, ৩২০ অঃ, পৃঃ, ১৭৭৩, "নিজ নিজ গৃহে সকল লোকেই রাজা, সকলেই নিজ নিজ গৃহে গৃহী, সকলেই নিজ নিজ গৃহে নিগ্রহানিগ্রহ করতঃ নৃপতিগণের তুল্য হইয়া থাকেন।" ঐ, অশ্বমেধপর্ব্ব, ২২ অঃ, পৃঃ, ২০৩৮ "দুর্ব্বলদিগের পক্ষেই নিয়ম নির্দ্ধারিত হয়, বলবান্‌দিগের কিছু মাত্র নিয়ম বিহিত হয়না।"

ঋষিগণ গ্রন্থ রচনা করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে শ্রেষ্ঠ পদ প্রদান করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের স্ত্রীদিগকে দুর্ব্বল বর্ণনা করিয়া কার্য্যতঃ দাসত্বে নির্দ্ধারিত করিলেন। স্বামী প্রথম স্ত্রী জীবিতসত্ত্বেও বহু বিবাহ করিতে পারিবেন। আর ব্রাহ্মণী বিধবার জন্ম সহমরণ, সহসমাধি অথবা আজীবন ব্রহ্মচর্য্য, মস্তক মুণ্ডন ইত্যাদি নিয়ম হইল। ঋষিদিগের স্ত্রীরা যদি সেই সময়ে প্রতিকূল স্মৃতি ও পুরাণ প্রণয়ন করিয়া নিজেদের সমত্ব স্বত্ব সংস্থাপন করিতেন, তাহা হইলে শূদ্র ও নীচ-জাতীয় স্ত্রীলোকদিগেরও মঙ্গল হইত। অনন্ত কালের তুলনায়, ইহা কি এক্ষণে লিখিবার অত্যন্ত দেরী হইয়াছে? চেষ্টার অসাধ্য কাজ নাই।

বিশ্বকোষ, ১৬ ভাগ, পৃঃ, ১৩৫-৮, "রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য আনুমানিক খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দের প্রথম ভাগে নবদ্বীপে প্রাদুর্ভূত হন। অতএব শ্রীচৈতন্ম মহাপ্রভুর আবির্ভাবের প্রায় ২০।২৫ বৎসর পরেই তিনি নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

পঠদ্দশায় ধর্ম্ম শাস্ত্র সমূহ আলোচনা-কালে রঘুনন্দন বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে প্রাচীন শাস্ত্রকারগণের "নানা মুনির নানা মত।" স্মার্ত্তবীর রঘুনন্দন সমাজবন্ধন দৃঢ়করণার্থ ধর্ম্মশাস্ত্রের নূতন টীকা প্রস্তুত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। কিন্তু বাঙ্গালা ব্যতীত ভারতের আর কোথাও রঘুনন্দনের মত প্রচলিত দেখা যায় না। তবে তিনি সময়োপযোগী করিবার জন্ম নিজ গ্রন্থে স্বকপোল-কল্পিত যুক্তির অনুসরণ না করিয়াছেন, এমন নহে। রঘুনন্দনের স্মৃতি প্রচলিত হইবার পর প্রাচীন রীতিনীতির অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া যায়।

রঘুনন্দন প্রায় সপ্ততি বৎসর বয়ঃক্রমকালে কালকবলে পতিত হন।"

কুমুদনাথ মল্লিক প্রণীত "নদীয়া-কাহিনী", ২ সং, পৃঃ, ১৩৩, "এই সময়ে হিন্দু বিধবাগণের আচার-ব্যবহার ঠিক শাস্ত্র সম্মত না থাকায় এবং তৎসম্বন্ধে সমাজের শিথিলতা দেখিয়া স্মার্ত্ত (রঘুনন্দন) একাদশীতে উপবাসাদির কঠোর নিয়ম প্রচলিত করেন।"

তজ্জন্ম প্রবাদ সৃষ্ট হইল, "বিধবা হৈলে ব্যবস্থা বাড়ে।" আর, যদ্যপি কখনও ব্রাহ্মণ-বাটীর রন্ধন "প্রসাদ" ভোজনের অযোগ্য হয়, তাহা বিধবাকে গলাধঃকরণ করিতে হইবে, অগ্রাহ্য করিলে খাদকের পাপ করা হইবে, ইহা তাহাকে ভাবিত করিয়া দেয়। সেই অবস্থায় ইতস্ততঃ করণের প্রবাদ।

"বামণের বাড়ীর ভাত।
কপালে দিও হাত॥"

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ শূদ্রদিগকে আগম শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে অনুমতি দিয়াছেন। অতএব শূদ্র ও নীচ-জাতীয় ব্যক্তিগণ কল্পিত শাস্ত্র ব্যাখ্যা দ্বারা যাহাতে তাহাদের স্ত্রীলোকেরা প্রবঞ্চিত না হন্, প্রতিকারের জন্য স্ত্রীলোকদিগকে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষা দিতে হইবে। তদ্বিষয়ে মহানির্ব্বাণ তন্ত্র যাহা আদেশ করিয়াছে, তাহা পালন করা কর্ত্তব্য-কর্ম্ম।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, ৮।৪৭।

"কন্যাপ্যেবংপালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।
দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্নসমন্বিতা॥"

অর্থ—পিতা কন্যাকেও পূর্ব্বোক্তরূপে পালন করিবে এবং অতি যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা প্রদান করিবে। পরে ধনরত্নে বিভূষিত করিয়া জ্ঞানবান্ বরকে সম্প্রদান করিবে।

বিবাহ-যোগ্য বয়স।

মনুসংহিতা, ৯।৯৪। "ত্রিশ বর্ষীয় যুবক মনোমত দ্বাদশ বর্ষীয়া কন্যাকে পত্নী-রূপে গ্রহণ করিবে; চতুর্ব্বিংশতি বর্ষীয় যুবক অষ্টম বর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিবে, কিন্তু যদি ধর্ম্মহানির আশঙ্কা থাকে, তবে সত্বরও বিবাহ করিতে পারে।"

যম-সংহিতা, ২২। "যে ব্যক্তি দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইতেছে দেখিয়াও কন্যা অর্পণ না করে, ঐ পিতা, সেই কন্যার মাসে মাসে যে রক্ত হয়, সেই রক্ত পান করিয়া থাকে।"

বাৎস্যায়ন প্রণীত কাম সূত্র, ১।২। "সেই হেতু অভিজনোপেতা, মাতা-পিতৃমতী, নিজ-বয়স অপেক্ষা অন্যূন তিন্ বৎসরের ন্যূনবয়স্কা.........তাদৃশ কন্যাকে তাদৃশ শ্রুতবান্ পুরুষ মনে মনে সমাধান করিবে।"

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র ৮।১০৭। "পিতা পতিমর্য্যাদানভিজ্ঞা পতিসেবানভিজ্ঞা ধর্ম্মশাসনে অনভিজ্ঞা বালিকা কন্যার বিবাহ দিবেন না।"

পরাশর-সংহিতা ৭।৬। "অষ্ট বর্ষবয়স্কা কন্যাকে গৌরী, নববর্ষ বয়স্কা কন্যাকে

রোহিণী এবং দশম বর্ষ বয়স্কা কন্যাকে কন্যা বলা যায়। দশম বর্ষের পর কন্যা রজস্বলা হইয়া থাকে।"

পরাশর-সংহিতা, ৭।৭। "কন্যা দ্বাদশ বর্ষ বয়ক্রম প্রাপ্ত হইলেও যে ব্যক্তি কন্যা সম্প্রদান না করে, তাহার পিতৃগণ মাসে মাসে সেই কন্যার আর্ত্তব (স্ত্রীরজঃ) পান করে।"

সম্বর্ত্ত-সংহিতা, ৬৬। "অষ্টম বৎসর বয়স্কা অবিবাহিতা কন্যা গৌরী, নবম বর্ষবয়স্কা রোহিণী এবং দশম বর্ষবয়স্কা কন্যা নামে খ্যাত; একাদশ বৎসর কন্যার বয়ঃক্রম হইলে রজস্বলা বলিয়া খ্যাত হয়। ঐ, ৬৭, কন্যা রজস্বলা হইলে, মাতা, পিতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এই তিন জন নরক গমন করে। ঐ, ৬৮, সেই হেতু যে পর্য্যন্ত কন্যা ঋতুমতী না হয়, তাহার মধ্যে কন্যার বিবাহ দিবে। অষ্টম বর্ষে কন্যার বিবাহ প্রশস্ত জানিবে।"

ব্যাস-সংহিতা ২।২-৪, "এবংপ্রকারে বেদাধ্যয়ন সমাপন করিয়া গুরুর অনুমতিক্রমে অবভৃথ স্নান সমাপনান্তে গৃহস্থাশ্রম-অভিলাষী দ্বিজ অনিন্দনীয় বংশজাত কন্যা বিবাহ নিমিত্ত চেষ্টা করিবে। ....গৌরী (অষ্ট বর্ষীয়া) কন্যা উপস্থিত হইলে ধর্ম্মানুসারে বিবাহ করিবে।"

গৌতম-সংহিতা, ১৮ অঃ, "ঋতুদর্শনের পূর্ব্বে কন্যাদান না করিলে কন্যার অভিভাবক পাপী হইবে। কেহ কেহ বলেন কন্যা নগ্নিকা (বিবস্ত্রা; অপ্রাপ্ত বয়স্কা, কুমারী।) অবস্থায় প্রদান করিবে।"

মনু-সংহিতা ৯।৮৮। "সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ও কুল শীলে উৎকৃষ্ট রূপবান্ বর পাইলে কন্যা বিবাহযোগ্যা না হইলেও তাহাকে যথাবিধানে সম্প্রদান করিবে।"

মহাভারত, অনুশাসন পর্ব্ব, ৪৪ অঃ, পৃঃ, ১৮৮৭, ত্রিংশবর্ষীয়-পুরুষ অজাত কুচোদ্ভেদাদি-লক্ষণা দশ বর্ষীয়া এবং এক বিংশতি বর্ষীয় পুরুষ সপ্ত বর্ষীয়া কন্যাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিবে।"

পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম-শাস্ত্রের ব্যবস্থা সমূহ দ্বিজদিগের "গৌরী" "রোহিণী" "কন্যা" ও "নগ্নিকা" বর্ণিত কন্যার বিবাহের বিধান। শূদ্র ও নীচ-জাতীয় কন্যাদিগের প্রতি প্রযোজ্য নহে। পশ্চাদুক্ত কন্যাদিগের নিমিত্ত বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণের আদেশ অনুযায়ী আগম শাস্ত্রের বিধি পালনীয়। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের পূর্ব্বে উদ্ধৃত

অংশ কন্যার বিবাহের কাল ধার্য্য করিয়াছে। প্রবাদ, আপ্‌নার পাঁজি পরকে দিয়ে দৈবজ্ঞ বেড়ায় মাথায় হাত দিয়ে।

স্কন্দ-পুরাণম্, কাশীখণ্ডে-পূর্ব্বার্দ্ধম, ৪ অঃ, পৃঃ, ২০৭২, "কন্যার বিবাহ সময়ে দ্বিজগণ, এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন যে, পতির জীবন-মরণে সহচরী হইবে।"

বিবাহ-মন্ত্রে দ্বিজগণের ব্যবহারে উল্লেখ হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য দ্বারা অন্যান্য জাতিকে প্রকৃত-প্রস্তাবে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ইসপের গল্পে একটী দাম্ভিক ছোট কাক কতকগুলি ময়ূর-পালক পাইয়া নিজ পালকের মধ্যে লাগাইয়া ময়ূর-সমাজে উপস্থিত হওয়াতে যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিল। যেখানে ধার করা পালকের ন্যায় অপ্রযোজ্য রীতি অনুকরণ করা হয়, সেখানে ক্ষতিজনক অবস্থায় উপনীত হয়।

স্মৃতি সমূহে কন্যার বিবাহের নির্দ্ধারিত কাল অতীত হইলে অভিভাবকের যে সকল শাস্তি উল্লিখিত হইয়াছে, তাহার অব্যাহতিরও ব্যবস্থা আছে।

মনু সংহিতা, ৯।৮৯। "ঋতুমতী হইয়াও কন্যা বরং যাবজ্জীবন গৃহে থাকিবে ইহাও শ্রেয়ঃ তথাপি বিদ্যাহীন নির্গুণ পাত্রে সমর্পন করিবে না।"

কুশণ্ডিকা।

বিশ্বকোষ, ৪ খণ্ড, পৃঃ ৩৫৮—৬৩, "কুণ্ডে অথবা স্থণ্ডিলে বিধি অনুসারে অগ্নিস্থাপনের অনুষ্ঠানিক ক্রিয়ার নাম কুশণ্ডিকা। কুশণ্ডিকা বেদোক্ত ক্রিয়া, বেদানুসারে বিভক্ত। প্রত্যেক বেদমন্ত্রের পূর্ব্বেই সেই মন্ত্রের ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা ও কোন কার্য্যে বিনিয়োগ তাহার উল্লেখ করিতে হয়, তাহা ভবদেব ভট্ট কৃত পদ্ধতিতে দ্রষ্টব্য।" ঋগ্বেদি কুশণ্ডিকা মন্ত্র, বসুশ্রুত ঋষি রচিত। অগ্নি দেবতা।

ঋগ্বেদ, ৫।৪।৯। "হে জাতবেদা! (নাবিক) নৌকাদ্বারা যেরূপ নদী পার করে, সেইরূপ তুমি আমাদিগের সমস্ত দুঃসহ (দুরিত) পার কর। হে অগ্নি! অত্রির ন্যায় আমাদিগের স্তোত্রদ্বারা স্তুত হইয়া আমাদিগের শরীরের রক্ষক বলিয়া অবগত হও।"

ঐ, ঐ, ১০। "হে অগ্নি! অমি মর্ত্ত্য তুমি অমর্ত্ত্য। আমি ভক্তিযুক্ত

হৃদয়ে স্তব করতঃ তোমাকে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতেছি। হে জাতবেদা! আমাদিগকে সন্তান দান কর। হে অগ্নি! আমি যেন সন্তান সমূহ দ্বারা অমরত্ব লাভ করিতে পারি।"

ঐ, ঐ, ১১। "হে জাতবেদা অগ্নি! তুমি যে সুকর্ম্মকৃৎ ব্যক্তির প্রতি কৃপাবলোকন কর, সেই যজমান, অশ্বযুক্ত, পুত্রযুক্ত, বীর্য্য যুক্ত ও গোযুক্ত অক্ষয় ধন লাভ করে।"

পূর্ব্বোক্ত ১০ ঋকের টীকায় সায়ণ লিখিয়াছেন,—"অর্থাৎ সন্ততির অবিচ্ছেদরূপ অমরত্ব লাভ করিতে পারি।" ইহার মানে নয় যে, আমরা অমরাপুরীতে যাইয়া অমরত্ব লাভ করিব। সুপুত্র জন্মাইলে পূর্ব্বপুরুষের নাম স্থিরতর থাকে, ইহাকে বাক্যালঙ্কারে অমরত্ব বলে।

ঋগ্বেদ, ১।২২।১৬, অশ্বিদ্বয় প্রভৃতি দেবতা। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি ঋষি রচয়িতা। "বিষ্ণু সপ্তকিরণের সহিত যে ভূপ্রদেশ হইতে পরিক্রম করিয়াছিলেন সেই প্রদেশ হইতে দেবগণ আমাদিগকে রক্ষা করুন।"

ঐ, ঐ, ১৭। "বিষ্ণু এই (জগৎ) পরিক্রম করিয়াছিলেন, তিন-প্রকার পদবিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাঁহার ধূলিযুক্ত (পদে) জগৎ আবৃত হইয়াছিল।"

মুইয়ার বিবেচনা করেন ইহার অর্থ সমস্ত জগৎ সূর্য্যের কিরণে মণ্ডিত। ওরিজিন্যাল্ সংস্কৃত টেক্‌ষ্টস্, ভল ৪, (১৮৭৩) পৃঃ, ৬৪-৬৭।

ঋগ্বেদ, ১০।২।৫। অগ্নি দেবতা। ত্রিত ঋষি রচয়িতা। "মনুষ্যগণ দুর্ব্বল, ইহাদিগের মন অপরিণত, অতএব যজ্ঞের যে যে অনুষ্ঠান ইহাদিগের স্মরণ না হয়, অগ্নি যেন যথা সময়ে যজ্ঞ করিয়া সেই সমস্ত পূরণ করেন, কারণ তিনি হোতা, তিনি যজ্ঞ উত্তম জানেন, তাঁহার তুল্য যাজ্ঞিক কেহ নাই।"

ঐ, ৪।১।৪। অগ্নি দেবতা অথবা বরুণ দেবতা। বামদেব ঋষি রচিত। "হে অগ্নি! তুমি বিদ্বান্, তুমি আমাদের প্রতি দ্যোতমান বরুণের ক্রোধ অপনোদন কর। তুমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যাজ্ঞিক, তুমি সর্ব্বাপেক্ষা হবির্ব্বাহী ও অতিশয় দীপ্তিমান্, তুমি আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে বিশেষরূপে মুক্ত কর।"

ঐ, ৪।১০।৫। অগ্নি দেবতা। বামদেব ঋষি রচিত। “হে অগ্নি! তোমার প্রিয়তমা দীপ্তি দিবারাত্র অলঙ্কারের ন্যায় (পদার্থ সমূহকে) শোভিত করিবার জন্য (তাহাদের) সমীপে শোভা পাইতেছে।”

ঐ, ১০।৩৭।১২। সূর্য্য দেবতা। অভিতপা ঋষি রচয়িতা। “হে ধন সম্পন্ন দেবতাগণ! কথায় হউক, বা মানসিক ক্রিয়াদ্বারা হউক, যাহা কিছু অপরাধের কার্য্য আমরা দেবতাদিগের নিকট করিয়া থাকি, উহার পাপ তোমরা সেই ব্যক্তির স্কন্ধে আরোপিত কর, যে ব্যক্তি দানধর্ম্মে বিমুখ এবং কেবল আমাদিগের অনিষ্ট কামনা করে।”

ঐ, ১০।১৭।১০। সরণ্যু, পুষা, সরস্বতী, জল, সোম দেবতা। দেবশ্রবা ঋষি রচয়িতা। “জলগণ আমার্দিগের জননীস্বরূপ, আমাদিগকে শোধন করুন, ইহাঁরা যেন ঘৃত প্রবাহে প্রবাহমান হইতেছেন, সেই ঘৃতের দ্বারা আমাদিগের মলাপনয়ন করুন। এই দেবীরা সকল পাপকে স্রোতে বহিয়া লইয়া যান। ইহাদিগের মধ্য হইতে আমি শুচি ও পবিত্র হইয়া আসিতেছি।”

ঐ, ১।২৩।২২। বায়ু প্রভৃতি দেবতা। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি ঋষি রচিত। “আমাতে যাহা কিছু দুষ্কৃতি আছে, আমি যে কিছু অন্যায়াচরণ করিয়াছি, আমি যে শাপ দিয়াছি, আমি যে অসত্য কহিয়াছি, হে জল! সে সমস্ত ধৌত কর।”

পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র সমূহ প্রক্রিয়ার কোন সময়ে ব্যবহার করিতে হইবে, বিশ্বকোষ দেখিলে বুঝিতে পারিবেন। কুশণ্ডিকা বিবাহ ক্রিয়াকাণ্ডে হোম শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা।

অত্রিসংহিতা, ১।১৯। “জপ হোম প্রভৃতি দ্বিজোচিত কর্ম্মনিরত শূদ্রকে রাজা বধ করিবেন।” (বঙ্গবাসী প্রেস)

বসিষ্ঠ-সংহিতা, ১৬ অঃ, “অতএব, বেদ শূদ্রের নিকট কোনও কালেই আবৃত্তি করিবে না।”

মন্মথনাথ শাস্ত্রী অনূদিত ধর্ম্ম-শাস্ত্র, ভল, ২, পৃঃ, ৮০২।

বিষ্ণু-সংহিতা, ৭১ অঃ, “শূদ্রকে ধর্ম্মোপদেশ ও ব্রত-উপদেশ করিবে না।”

মনু-সংহিতা, ৪।৮০। “শূদ্রকে হবিষ্কৃত দিবে না—কোন ধর্ম্মোপদেশ

প্রদান করিবে না, কিম্বা কোনরূপ ব্রত করিতে আদেশ দিবে না। ঐ, ৯৯।
"শূদ্র সমীপে বেদ পড়িবে না।"

এখানেও প্রমাণ হইতেছে যে, দ্বিজ-কন্যার বিবাহের নিমিত্ত শাস্ত্র বিধি সকল প্রণয়ন হইয়াছে, শূদ্র ও নীচ-জাতীয় কন্যার জন্য নহে। যেখানে পশ্চাত্তরদিগের জন্য বৈদিক মন্ত্র ব্যবহৃত হয়, সে যেমন পুস্তকে পরিবর্ত্তন ভাব সন্নিবিষ্ট করার ন্যায় ভ্রমাত্মক।

বিশ্বকোষ, ২০ ভাগ, পৃঃ, ৬৪০, ৬৫০, "আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ—পুত্রাদির সংস্কার কার্য্যে যে শ্রাদ্ধ বিহিত হইয়াছে, তাহাকে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ কহে। এই শ্রাদ্ধের নামান্তর বৃদ্ধি বা নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ। স্ত্রী ও শূদ্রগণ শ্রাদ্ধকালে শ্রাদ্ধোক্ত মন্ত্র পাঠ করিতে পারিবে না, কারণ বেদমন্ত্রে তাহাদের অধিকার নাই, সুতরাং তাহারা কেবল বাক্য করিয়া ঐ সকল দ্রব্যাদি দান করিবে, বেদমন্ত্রগুলি পুরোহিত ঠাকুর নিজে মন্ত্র পাঠ করিলেই সমস্ত কার্য্য-সিদ্ধ হইবে।"

শূদ্র-যজমানের সমীপে বেদ মন্ত্র পাঠ শাস্ত্র-বিরুদ্ধাচরণ করা হয়। অথবা সর্ব্বস্থলে শাস্ত্র-বচন পালন নিজ স্বার্থে ব্যাঘাত ঘটে। "সর্ব্বঃ স্বার্থং সমীহতে"—সকলেই নিজ স্বার্থ খোঁজে। তাই যদি হয়, শাস্ত্রের প্রাধান্য আর রহিল না; তদ্বারা শাস্ত্রের বচন অবহেলার একটী সুযোগ উদ্ভাবন হইল। তবে কেন এত আঁটাআঁটী যৌবন প্রাপ্তির পূর্ব্বে কন্যার বিবাহ দেওয়া চাই, আর বিধবা-বিবাহ পুনঃ প্রচলনের প্রস্তাব অভিসম্পাতগ্রস্ত কথা? ইহা ব্যক্তিগত প্রকৃতির অসামঞ্জস্য প্রতিপাদন করে, আর সামঞ্জস্য-বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট তিনি ভণ্ড-তপস্বী বলিয়া পরিচিত হন।

বিশ্বকোষ, ১ খণ্ড, পৃঃ, ২০৫--৬, "দেবতাদের পূজার পূর্ব্ব দিবসে বা কোন যজ্ঞাদি ক্রিয়ায় অধিবাস নামক এক প্রকার সংস্কার করা হয়। ছেলেদের একটী উপকথা আছে,—ঘুঘু মলো ঘুঘু মলো শাকপাতাড়ী খেয়ে। আজ ঘুঘুর অধিবাস কাল ঘুঘুর বিয়ে।"

বিশ্বকোষ, ২২ ভাগ, পৃঃ, ৬৮৯-৯০, "দেবতার উদ্দেশে অগ্নিতে মন্ত্রদ্বারা ঘৃতাদি ত্যাগরূপ হবন। যজ্ঞাদিতে বিধিপূর্ব্বক অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া যে ঘৃতাদি আহুতি দেওয়া হয়, তাহাকে হোম কহে। এই নিত্য হোম

ব্যতীত বিবাহাদি সংস্কার, দুর্গোৎসবাদি পূজা, ব্রত প্রতিষ্ঠাদি কর্ম্ম এবং বৃষোৎসর্গ প্রভৃতিতে যে হোম হয়, তাহাকে নৈমিত্তিক হোম কহে। বৈদিক হোমে সাম, ঋক ও যজুঃ এই তিন বেদের সামান্য কুশণ্ডিকার নিয়মানুসারে কুশণ্ডিকা করিয়া হোম করিতে হয়। সকল কার্য্যের হোমের জন্যই কুশণ্ডিকা করিতে হয় বলিয়া উহার নাম সামান্য কুশণ্ডিকা।"

পাণিগ্রহণাদি (কুশণ্ডিকা)।

যাঁহারা বিবাহ সম্বন্ধে বেদ এবং গৃহ্য-সূত্রের মন্ত্র জানিতে চান, বাঙ্গালা ও ইংরাজিতে সেই সকল অনূদিত পুস্তক পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন। আর সেই সকল মন্ত্রের প্রয়োগের সময় বসুমতী প্রকাশিত ক্রিয়াকাণ্ড-বারিধি, ২ খণ্ড, পৃঃ, ১৪২-৭, বিস্তৃত রূপে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে গ্রন্থের নাম ও মন্ত্রের সংখ্যা দেওয়া হয় নাই। মন্ত্র সকলের আদিম সংস্কৃত ভাষার অনুবাদ দেওয়া হয় নাই। আমি মরিস্ ব্লুমফিল্ডের বৈদিক নিদর্শন পুস্তকের সাহায্যে মন্ত্র সকলের কোন গ্রন্থে স্থান ও সংখ্যা বাহির করিয়াছি। পূর্ব্বে যে আমি লিখিয়াছি ম্যাকডোনেল্ প্রণীত বৈদিক নিদর্শন পুস্তক তাহা মরিস্ ব্লুমফিল্ড হইবে। তাহাদের পাঠ-সৌকার্য্যার্থ নিম্নে শ্লোক অংশ উদ্ধৃত করিলাম।

জামাতা কন্যাকে নিম্নোক্ত মন্ত্রে বস্ত্রদ্বয় দান করিবেন, মন্ত্র যথা—

ঋগ্বেদ, ১।১৫২।১। মিত্রা বরুণ দেবতা। উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা ঋষি। "হে স্থূল মিত্র ও বরুণ! তোমরা (তেজোরূপ) বস্ত্র ধারণ কর, তোমাদিগের সৃষ্টি সুন্দর ও দোষ রহিত। তোমরা সমস্ত অনৃত বিনাশ কর এবং ঋতের সহিত যুক্ত হও।" রমেশচন্দ্র দত্ত অনূদিত।

পরে কন্যাসখী বস্ত্র পরিধান করাইবে ও জামাতা মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা—

ঋগ্বেদ, ৩।৪।৪। আপ্রী দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি। "তোমাদের জন্য (অর্থাৎ অগ্নি ও বর্হিরূপ অগ্নির জন্য) যজ্ঞে একটি উন্নত পথ করা হইয়াছে। দীপ্তি যুত হব্য ঊর্দ্ধে প্রস্থিত হইতেছে। হোতা দীপ্তিমান্ (যাগগৃহের) নাভিদেশে উপবিষ্ট আছেন। আমরা দেবগণ কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত বর্হি বিস্তৃত করিব।"

অনন্তর জামাতা স্বস্ত্যয়ন মন্ত্র পাঠ করিবেন, যথা—

ঋগ্বেদ; ১।৯৯।১। অগ্নি দেবতা। মরীচির পুত্র কশ্যপ ঋষি। "আমরা সর্ব্বভূতজ্ঞ অগ্নির উদ্দেশে সোম অভিষব করি। যাহারা আমাদিগের প্রতি শত্রুর ন্যায় আচরণ করে, তিনি তাহাদিগের ধন দহন করুন। যেরূপ নৌকাদ্বারা নদী পার করা হয়, সেইরূপ তিনি আমাদিগকে সমস্ত দুঃখ পার করাইয়া দিন; অগ্নি আমাদিগকে পাপ সমূহ পার করাইয়া দিন।"

ঋগ্বেদ, ১০।৮৫।৪৪। সোম, প্রভৃতি দেবতা। সূর্য্যা, ঋষি। "তোমার চক্ষু যেন দোষ শূন্য হয়, তুমি পতির কল্যাণকরী হও, পশুদিগের মঙ্গল কারিণী হও, তোমার মন যেন প্রফুল্ল এবং লাবণ্য, যেন উজ্জ্বল হয়। তুমি বীরপুত্র প্রসবিনী এবং দেবতাদিগের প্রতি ভক্ত হও। আমাদিগের দাস দাসী এবং আমাদিগের পশুগণের মঙ্গল বিধান কর।" এই ঋক্ বধূর প্রতি উক্তি।

অগ্নির উত্তরে শিলা ও শিলা পুত্র স্থাপন পূর্ব্বক ঈশান কোণে উদক-কুম্ভ স্থাপন করিলে বর কন্যাকে স্পর্শ করিয়া আজ্যাহুতি দিবেন। মন্ত্র যথা—

ঋগ্বেদ, ৯।৬৬।১৯। অগ্নি ও পবমান সোম দেবতা। শত সখংক বৈখানশ ঋষি। "হে অগ্নি! তুমি আমাদিগের প্রাণ রক্ষা কর, বল এবং খাদ্যদ্রব্য বিতরণ কর এবং দূর হইতে রাক্ষসদিগকে পরাভব কর।"

ঋগ্বেদ, ৫।৩।২। অগ্নি দেবতা। অত্রিবংশীয় বসুশ্রুত ঋষি। "তুমি কন্যাগণের পক্ষে অর্য্যমা হও, হে হব্যবান্ (অগ্নি)! তুমি গোপনীয় নাম ধারণ কর। যখন তুমি দম্পতিকে একান্তঃকরণ করিয়া দাও, তখন তাহারা তোমাকে বন্ধুর ন্যায় গব্য দ্বারা সিক্ত করে।" সায়ণ বলেন, বৈশ্বানর অগ্নির গোপনীয় নাম।

পরে প্রত্যঙ্মুখ হইয়া প্রাঙ্মুখে উপবিষ্টা কন্যার সাঙ্গুষ্ঠ হস্ত গ্রহণ করিবেন। মন্ত্র যথা—

ঋগ্বেদ, ১০।৮৫।৩৬। সোম, প্রভৃতি দেবতা। সূর্য্যা ঋষি। "তুমি সৌভাগ্যবতী হইবে বলিয়া তোমার হস্তধারণ করিতেছি। আমাকে

পতি পাইয়া তুমি বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হও, এই প্রার্থনা করি, ভগ ও অর্য্যমা ও অতি বদান্ত সবিতা, এই সকল দেবতা আমার সহিত গৃহ-কার্য্য করিবার জন্য তোমাকে আমার হস্তে সমর্পন করিযাছেন।” এটী স্বামীর উক্তি।

পরে পরস্পর বস্ত্রাঞ্চলে গ্রন্থিবন্ধন কর্ত্তব্য, মন্ত্র যথা—

ঋগ্বেদ, ১০।৩৯।৪। অশ্বিদ্বয় দেবতা। ঘোষানাম্নী নারী ঋষি। “যেমন পুরাতন রথকে কেহ নূতন করিয়া নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা গতিবিধি করে, তদ্রূপ তোমরা জরাজীর্ণ চ্যবন ঋষিকে পুনর্ব্বার যুবা করিয়া দিয়াছিলে। তোমরাই তুগ্রপুত্রকে জলের উপর নিরুপদ্রবে বহন করিয়া তীরে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়া ছিলে। যজ্ঞের সময় তোমাদিগের দুজনের সেই সমস্ত কার্য্য বিশেসরূপে বর্ণনা করিবার যোগ্য।”

পরে নিম্নলিখিত ১ম মন্ত্রে অগ্নি ও উদককুম্ভ প্রদক্ষিণ করিবেন, মন্ত্র যথা—

অথর্ব্ব বেদ, ১৪।২।৭১। “আমি এই পুরুষ, তুমি সেই স্ত্রীলোক; আমি দেবতাদির স্তব এবং তুমি শ্লোক। আমি স্বর্গ এবং তুমি পৃথিবী। সেই জন্য আমরা একত্রে এখানে বাস কবিব, ভাবী অপত্যের পিতা মাতা।”

পরে নিম্নোক্ত মন্ত্রে অগ্নির উত্তরস্থিত শিলাতে বধূর দক্ষিণ-পাদ আরোপণ করাইবেন। মন্ত্র যথা—

অথর্ব্ব বেদ, ১৪।২।৩৯। “উঠ, ভাগ্যবান্ বর! প্রফুল্ল প্রাণের সহিত তোমার স্ত্রীকে আদর কর, এবং তোমার বাহু দ্বারা তাহাকে জড়াইয়া ধর।”

পরে পতি পৃষ্ঠদেশ হইতে অঞ্জলি দ্বাবা বধূর অঞ্জলি গ্রহণ করত হোম করিবেন। মন্ত্র যথা—

আশ্বলায়ন-গৃহ্য-সূত্র, ১।১৭।১৩, “যাহা দ্বারা সে রাত্রে সূর্য্যকে আরও দেখিতে পায়, এবং দীর্ঘ-কাল-ব্যাপী দেখিতে পায়, তদ্দ্বারা, আমি তোমার মস্তক মুণ্ডন করিতেছি তোমার দীর্ঘায়ুঃ, শ্রী এবং মঙ্গলের জন্য—এইরূপে তৃতীয় বার।”

এই মন্ত্রে কন্যা আহুতি দিবে; যেন আহুতি বহ্নিমধ্যে নিপতিত হয়।

তৎপরে মন্ত্র যথা—

অথর্ব্ব বেদ, ১৪।২।৭১। এই অংশ পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে এই মন্ত্রে শিলার উপরে আরোহণ করিয়া পুনরায় অবতরণ করিবেন এবং পুনর্ব্বার অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে আহুতি দিবেন, যথা—আশ্বলায়ন-গৃহ্য-সূত্র, ১।১৭।১৩, পূর্ব্বে উদ্ধৃত।

পুনর্ব্বার উক্ত মন্ত্রে অগ্নি ও উদ্‌কুম্ভ প্রদক্ষিণ, শিলার উপর আরোহণ, শিলা হইতে অবতরণ এবং অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে আহুতি দিবেন, যথা—আশ্বলায়ন-গৃহ্য-সূত্র, ১।১৭।১৩, পূর্ব্বে উদ্ধৃত।

তৎপরে বর দুইটি মন্ত্র দ্বারা যথাক্রমে বধুর দক্ষিণ ও বাম কেশ মোচন করিবেন এবং বন্ধন করিয়া দিবেন। মন্ত্র যথা—

ঋগ্বেদ, ১০।৮৫।২৪। সোম, প্রভৃতি দেবতা। সূর্য্যা ঋষি। "হে কন্যা! সুন্দর মূর্ত্তিধারী সূর্য্যদেব যে বন্ধনের দ্বারা তোমাকে বদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই বরুণের বন্ধন হইত তোমাকে মোচন করিতেছি। যাহা সত্যের আধার, যাহা সৎকর্ম্মের আবাস-স্থান স্বরূপ, এইরূপ স্থানে তোমাকে নিরুপদ্রবে তোমার পতির সহিত স্থাপন করিতেছি।"

ঋগ্বেদ, ১০।৮৫।২৫। "এই নারীকে এই স্থান হইতে মোচন করিতেছি, অপর স্থান হইতে নহে। অপর স্থানের সহিত ইহাকে উত্তমরূপ গ্রথিত করিয়া দিলাম। হে বৃষ্টিবর্ষণকারী ইন্দ্র! ইনি যেন সৌভাগ্যবতী ও উৎকৃষ্ট পুত্রবতী হয়েন।"

"অর্থ বোধ হয় পিতৃকুল হইতে মোচন করিয়া স্বামিকুলে গ্রথিত করিলাম, ২৬ ও ২৭ ঋকে বিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি উপদেশ।" রমেশচন্দ্র দত্ত।

পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে সপ্ত পদীগমন করিতে হয়, মন্ত্র যথা—

আশ্বলায়ন-গৃহ্য-সূত্র, ১।৭।১৯। "তৎপরে তিনি তাঁহাকে সপ্ত পদ উত্তর-পূর্ব্বদিকে সম্মুখভাগে পা ফেলাইবেন এই কথায়, "রসের জন্য এক পা, নির্য্যাসের জন্য দুই পা, ধনের উন্নতিলাভের জন্য তিন পা, সুখের জন্য চারি পা, অপত্যের জন্য পাঁচ পা, ঋতুর জন্য ছয় পা। সাত পদক্ষেপের সহিত বয়স্য হও। সেই জন্য

তুমি আমার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হও। আমরা যেন বহু পুত্র প্রাপ্ত হই, তাহারা যেন বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হয়।"

আশ্বলায়ন-গৃহ্য-সূত্র, ১।১৭।১৯, "বালিকার জন্য (মন্ত্র ব্যতীত) কেবল ধর্ম্ম্য অনুষ্ঠান।"

পরে জলকুম্ভ দ্বারা দম্পতির মস্তকে অভিষেক করিতে হয়। অনন্তর বর বধূকে ধ্রুব দর্শন করাইবেন, মন্ত্র যথা,—

ঋগ্বেদ, ২০।১৭৩।৪। রাজস্তুতি দেবতা। ধ্রুব ঋষি। "আকাশ নিশ্চল, পৃথিবী নিশ্চল, এই সমস্ত পর্ব্বত নিশ্চল; এই বিশ্বজগৎ নিশ্চল; ইনিও প্রজাদিগের মধ্যে অবিচলিত রাজা হইলেন।" ঐ, ঐ, ৫। "বরুণ, রাজা তোমার রাজ্যকে অবিচলিত করুন, দেব বৃহস্পতি অবিচলিত করুন, ইন্দ্র ও অগ্নি অবিচলিতরূপে ধারণ করুন।"

আশ্বলায়ন-গৃহ্য-সূত্র, ১।৭।২২। "যখন তিনি মেরু সন্নিহিত-তারা দেখেন, তারা অরুন্ধতী, এবং সপ্তর্ষি, তাঁহাকে মৌনভঙ্গ করিতে দাও (এবং বলুক) "আমার স্বামী জীবিত থাকুক এবং আমি সন্তানসন্ততি প্রাপ্ত হই।"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া যানারোহণ করিবেন। মন্ত্র যথা—

ঋগ্বেদ, ১০।৮৫।২৬। "পূষা তোমাকে হস্তে ধারণ করিয়া এস্থান হইতে লইয়া যাউন। অশ্বিদ্বয় তোমাকে রথে বহন করুন। গৃহে যাইয়া গৃহের কর্ত্রী হও। তোমার গৃহের সকলের উপর প্রভু হইয়া প্রভুত্ব কর।"

যদি নদীপথে নৌকাদি আরোহণ করিতে হয়, তাহার মন্ত্র।

ঋগ্বেদ, ১০।৫৩।৮। অগ্নি দেবতা। দেবতাগণ ঋষি। "অশ্মন্বতী নামে এই নদী বহিতেছে। হে বন্ধুগণ! উৎসাহ কর, গাত্রোত্থান কর, নদী পার হও। যাহা কিছু অসুখ ছিল, সকলি এই স্থলে ছাড়িয়া চলিলাম, পার হইয়া আমরা উত্তম উত্তম অন্নের দিকে অগ্রসর হইব।" অশ্মন্বতী নদী কোথায়?

অথর্ব্ববেদ, ১২।২।২৭। "সশস্ত্র দণ্ডায়মান হও, আড়পার হও, আমার সঙ্গীগণ; যে নদী আমাদের সম্মুখে প্রবাহিত, তাহা প্রস্তরময়। যে সকল রাজ-শক্তি নির্দ্দয় এখানে ত্যাগ কর এবং আমরা যে সকল রাজ-শক্তি অনুগ্রহশীল ও বন্ধুর উপযোগী তাহাদের আড় পারে যাই।"

অতঃপর বধূকে রোদন করিতে দেখিলে বর এই মন্ত্র জপ করিবেন,

ঋগ্বেদ, ১০।৪০।১০। অশ্বিদয় দেবতা। গোতম নামান্তর দীর্ঘতমা, তাঁহার পুত্র কক্ষীবান্ ঋষি, তাহার কন্যা ঘোষা ঋষি। "হে অশ্বিদ্বয়! যে সকল ব্যক্তি আপন বনিতার প্রাণ রক্ষার জন্য রোদন পর্য্যন্ত করে, বনিতাদিগকে যজ্ঞ কার্য্যে নিযুক্ত করে, তাহাদিগকে সুদীর্ঘকাল নিজ বাহুদ্বারা আলিঙ্গন করে এবং সন্তান উৎপাদন পূর্ব্বক পিতৃলোকের যজ্ঞ করিতে নিযুক্ত করে, সেই সমস্ত বনিতাগণ পতির আলিঙ্গনে সুখী হয়।"

নির্ব্বাধ চতুষ্পথাদিতে বিশ্রামকালে এই মন্ত্র জপ করিবেন, যথ—

ঋগ্বেদ, ১০।৮৫।৩২। "যাহারা বিপক্ষতাচরণ করিবার জন্য পতি পত্নীর নিকটে আসে, তাহারা বিনাশ প্রাপ্ত হউক। পতি পত্নী যেন সুবিধার দ্বারা অসুবিধা সমস্ত কাটাইয়া উঠেন। শত্রুগণ দূরে পলায়ন করুক।"

পরে এই মন্ত্রে দর্শকগণকে আমন্ত্রণ করিতে হয়, যথা—

ঋগ্বেদ, ১০।৮৫।৩৩। "এই বধূ অতি লক্ষণান্বিতা, তোমরা এস, ইহাকে দেখ! ইহাকে সৌভাগ্য, অর্থাৎ স্বামীর প্রীতিপাত্র হউক, এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিয়া নিজ নিজ গৃহে প্রতিগমন কর।"

অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্রে বধূকে গৃহে প্রবেশ করাইবেন, যথা—

ঋগ্বেদ, ১০।৮৫।২৭। "এইস্থানে সন্তানসন্ততি জন্মিয়া তোমার প্রীতিলাভ হউক। এই গৃহে সাবধান হইয়া গৃহকার্য্য সম্পাদন কর। এই স্বামীর সহিত আপন শরীর সম্মিলিত কর, বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত নিজ গৃহে প্রভুত্ব কর।"

পরে বিবাহাগ্নি সম্মুখে রাখিয়া বৃষ চর্ম্মোপরি বসিয়া বধূ সহ বর আজ্যাহুতি দিবেন। মন্ত্র যথা—

ঋগ্বেদ, ১০।৮৫।৪৩। "প্রজাপতি আমাদিগের সন্তানসন্ততি উৎপাদন করিয়া দিন, অর্য্যমা আমাদিগকে বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত মিলন করিয়া রাখুন। হে বধূ! তুমি উৎকৃষ্ট কল্যাণসম্পন্ন হইয়া পতিগৃহে অধিষ্ঠান কর। আমাদিগের দাস দাসী এবং আমাদিগের পশুগণের মঙ্গল বিধান কর।" এই ঋক্ বধূর প্রতি উক্তি। ঐ, ঐ, ৪৬। "তুমি শ্বশুরের উপর প্রভুত্ব কর, শ্বশ্রূকে বশ কর, ননদ ও দেবরগণের উপর সম্রাটের ন্যায় হও।" ঐ, ঐ, ৪৪। ঋক্ পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে।

ঋগ্বেদ, ১০।৮৫।৪৭। "তাবৎ দেবতাগণ আমাদিগের উভয়ের হৃদয়কে মিলিত করিয়া দিন। বায়ু ও ধাতা ও বাগ্দেবী আমাদিগের উভয়কে পরস্পর সংযুক্ত করুন।"

তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে চরুহোম করিতে হয়, যথ—

সাঙ্খ্যায়ন-গৃহ্য-সূত্র, ১।১৮।৩। "হে অগ্নে! তুমি প্রায়শ্চিত্ত (দোষ সমস্তের উপশমকারিন্); তুমি দেবতাদিগের প্রায়শ্চিত্ত। কি দ্রব্য তাঁহার (বধূর) অন্তরে অবস্থান করে, যাহা তাঁহার স্বামীর মৃত্যু আনয়ন করে, তাহা তাড়াইয়া দাও। হে বায়ো! তুমি প্রায়শ্চিত্ত; তুমি দেবতাদিগের প্রায়শ্চিত্ত। কি দ্রব্য তাঁহার অন্তরে অবস্থান করে, যাহা পুত্রহীনতা আনয়ন করে, তাহা তাড়াইয়া দও। হে সূর্য্য! তুমি প্রায়শ্চিত্ত; তুমি দেবতাদিগের প্রায়শ্চিত্ত। কি দ্রব্য তাঁহার অন্তরে অবস্থান করে, যাহা গো-মহিষাদি গৃহ-পালিত পশুদিগের বিনাশ আনয়ন করে, তাহা তাড়াইয়া দও।

অর্য্যমন দেবতাকে বালিকাগণ বলি দিয়াছে, অগ্নিকে; অর্য্যমন দেবতা তাহাকে ইহা হইতে শিথিল করুন, এবং সেই স্থান হইতে নহে।

বরুণ দেবতাকে বালিকাগণ বলি দিয়াছে; অগ্নিকে; বরুণ দেবতা ইত্যাদি।

পূষান দেবতাকে বালিকাগণ বলি দিয়াছে, অগ্নিকে; পূষান দেবতা ইত্যাদি।"

পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র সমূহ বৈদিক যুগে দ্বিজগণের বালিকা, যুবতী, বৃদ্ধা ও বিধবা কন্যার বিবাহ কালে ব্যবহৃত হইত। এখন কেবল কুমারীর বিবাহে ব্যবহার করা হয়। দীর্ঘতমা ঋষির সময় হইতে বিধবাদিগকে বর্জ্জিত করা হইয়াছে।

মহাভারত, অনুশাসনপর্ব্ব, ৪৪ অঃ, পৃঃ, ১৮৮৭, "বান্ধবগণকে প্রলোভন পূর্ব্বক বহুধন দ্বারা ক্রয় করিয়া যে বিবাহ হয়, মনীষিগণ তাহাকে আসুর বিবাহ কহেন।"

এখন হিন্দু সমাজে এই আসুর বিবাহ ক্রমশঃ প্রচলিত হইতেছে। তবে, এই অল্পমাত্র পরিবর্ত্তন মহাভারত যুগের বান্ধবগণকে স্থান-চ্যুত করিয়া বরের পিতা মাতা অধিকারী হইয়াছেন।

ঋগ্বেদ মন্ত্রের রচয়িত্রী।

ঘোষা রমণী ঋষির রচনা, ১০ মণ্ডল, ৩৯ ও ৪০ সূক্ত। ইনি বৃদ্ধা অবস্থায় বিবাহ করেন। যথা, ঋগ্বেদ, ১।১১৭।৭। "গৃহে পিতৃ সমীপে নিবদ্ধা জরাগ্রস্তা ঘোষাকে তোমরা (অশ্বিদ্বয়) পতি প্রদান করিয়াছিলে।" ইহা কুমারী বিবাহের বিরুদ্ধ প্রথা বিবেচনা করিয়া সায়ণাচার্য্য নিজ সময় অনুযায়ী একটি অভিনব কল্পনা উদ্ভাবন করিয়াছেন। তিনি বলেন ঘোষা কুষ্ঠ রোগাক্রান্তা হওয়ায় রোগ মুক্ত হইয়া পতিলাভ করিয়াছিলেন।

তিনি পীড়িত ছিলেন ইহা সত্য। বৃহৎ দেবতা, ৭।১।৪২।

"আসীত কাক্ষীবতী ঘোষা পাপরোগেণ দুর্ভগা।
উবাস ষষ্টিং বর্ষাণি পিতুরেব গৃহে পুরা॥"

অর্থ—ঘোষা, কাক্ষীবাতের কন্যা, অনিষ্টকর পীড়া (পাপ-রোগ) দ্বারা রূপ-বিকৃতি হইয়াছিল। তিনি ষাটি বৎসর বয়স্ক পর্য্যন্ত পিতৃগৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন।

বিশ্বকোষ, ২১ ভাগ, পৃঃ, ৪৭৩-৪, "সায়ণাচার্য্য, দাক্ষিণাত্যের বিদ্যানগরাধিপতি মহারাজ ২য় সঙ্গম, ১ম বুক্ক ও তৎ পৌত্র ২য় হরিহর ইহাঁকে রাজ-মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইহাঁর পিতার নাম মায়ণ এবং ভ্রাতার নাম মাধব। ঋগ্বেদ ভাষ্য আলোচনা করিলে জানা যায় যে, সায়ণাচার্য্য স্বয়ং উক্ত ভাষ্য সম্পূর্ণ করিয়া যান নাই। তাঁহার পরে তাঁহার শিষ্য-পরম্পরায় উহা সমাধা করিয়াছিলেন।

সায়ণাচার্য্য ১৩৮৭ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। ১৩৫৪ হইতে ১৩৭৭ খৃষ্টাব্দ ১ম বুক্কের রাজ্যকাল। সুতরাং সায়ণাচার্য্য ১৩৪০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব হইতেই যে সঙ্গমরাজবাংশের মন্ত্রিরূপে বিদ্যানগর-রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।"

স্কন্দ-পুরাণ, নাগর খণ্ডম্, ১৩৫ অঃ, পৃঃ, ৪০৮৫-৬, "পূর্ব্বে পুরোত্তম বর্দ্ধমানে বীরশর্ম্মা নামে এক দ্বিজ বাস করিতেন। তাঁহার এক কন্যা জন্ম

গ্রহণ করে। সে আকারে দীর্ঘ ছিল। একারণে ঐ কন্যা যৌবন প্রাপ্ত হইলেও কুমারী অবস্থাতেই রহিল। এইভাবে কন্যার জরা আসিয়া উপস্থিত হইল। এক কুষ্ঠগ্রস্ত ব্রাহ্মণ অতিকষ্টে ঐ কন্যার নিকট আগমন করিয়া বলিলেন,—আমি তোমার পাণিগ্রহন করি। অনন্তর ব্রাহ্মণ দেবাগ্নিগুরু সন্নিধানে গৃহ্যোক্ত বিধানে কন্যার দক্ষিণ পাণি গ্রহণ করিলেন।"

এখানে কুৎসিত আকৃতি বশতঃ কেহ কন্যাকে বিবাহ করিতে সম্মত হয়েন নাই। সে বৃদ্ধা হইলে এক কুষ্ঠগ্রস্ত বর জুটিল॥ সায়ণাচার্য্য এইরূপ বিবরণ হইতে ঘোষাকে কুষ্ঠগ্রস্ত কল্পনা করিলেন।

গোধা রমণী, ঋষির রচনা, ১০ মণ্ডল, ৭ সূক্ত।

বিশ্ববারা রমণী ঋষির রচনা, ৮ মণ্ডল, ৯১ সূক্ত।

অপালা রমণী ঋষির রচনা, ৮ মণ্ডল, ৯১ সূক্ত।

জুহূরমণী ঋষির রচনা, ১০ মণ্ডল, ১০৯ সূক্ত।

অদিতি রমণী ঋষির রচনা, ৪ মণ্ডল, ১৮ সূক্ত, এই সূক্তে ইন্দ্র, অদিতি এবং বামদেব ইহাদের তিনি জনের মধ্যে কথোপকথন হওয়ায় ইঁহারা তিনজনে এই সূক্তের ঋষি ও দেবতা।

দেবী-ভাগবত, ৭ স্কন্ধ, ১৭ অঃ, পৃঃ, ৪৩৭, "মুনিবর বামদেব তদ্বাক্য শ্রবণে সভাসদ্‌দিগকে বলিলেন, ইহার (শুনঃশেফের) পিতা অজীগর্ত্ত যখন দ্রব্যলোভে এই পুত্রকে বিক্রয় করিয়াছে।" এখানে প্রমাণ হইতেছে শুনঃশেফ, বিশ্বামিত্র ও বামদেব সমকালীন মুনি ছিলেন।

অদ্ভুত-রামায়ণ, ১৪ সর্গঃ, পৃঃ, ৪৮, "যিনি অঙ্গিরার শিষ্য ও রুদ্রগণের অগ্রণী, সেই যোগীজন রক্ষক বামদেবও আমারই আজ্ঞায় পরিচালিত হইয়া থাকেন।"

স্কন্দ-পুরাণম, বিষ্ণুখণ্ডে-পুরুষোত্তম মাহাত্ম্যম্, ৫০ অঃ, পৃঃ, ১০৬২, "বামদেব ও শুকদেব বৃথা পার্থিব ঘটপটাদিজ্ঞান পরিহার করিয়া নির্ব্বাণ-মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন।" ঐ, ব্রহ্মখণ্ডে-উত্তর খণ্ডম্, ১৫ অঃ, পৃঃ, ২০১০ "বামদেব নামে এক মহাতপা শিবযোগী ছিলেন।"

নারী-শিক্ষা।

শ্রীমদ্ভাগবত", ১১ স্কঃ, ১৯ অঃ, পৃঃ, ৭৩৫, "জ্ঞানের লেশ দ্বারা যে শুদ্ধি (উৎপন্ন হয়,) তাদৃশ শুদ্ধি, তপস্যা, তীর্থসেবা, জপ, দান, এবং অন্যান্য পবিত্র পদার্থ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে হয় না।"

পদ্ম-পুরাণ, পাতাল খণ্ড, ৬৬ অঃ, পৃঃ, ৫৫১, "বিদ্যাশক্তিকেই সর্ব্বশক্তি বলা যায়।"

ব্রহ্মপুরাণ, ২৪৩ অঃ, পৃঃ, ৯৯৬-৭, "কি বৈদিক, কি লৌকিক গ্রন্থ অভ্যাস করিয়া যিনি তাঁহার প্রকৃত তত্ত্ব জানেন না, তিনি কেবল গ্রন্থের ভার বহনই করিয়া থাকেন। তাঁহার সেই গ্রন্থাভ্যাস বৃথা। যে স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তি, গ্রন্থার্থ আয়ত্ত করিতে যত্ন না করে, তাহার বিজ্ঞান অত্যল্প বলিয়া গ্রন্থের সিদ্ধান্ত সে কেমনে বলিবে? গ্রন্থতত্ত্ব না জানিয়া লোভ বা দম্ভবশে যে জন বাদে প্রবৃত্ত হয়, সে পাপী নরকে গমন করে। আর শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত জানিয়াও যে অজ্ঞান মানব তাহা যথাযথ উপদেশ না করে, সেও প্রকৃত তত্ত্ব জানে না; তাহার আত্মজ্ঞান নাই।"

শিব পুরাণ, ধর্ম্মসংহিতা, ১৭ অঃ, পৃঃ, ১১১১, "একমাত্র জ্ঞানই মুক্তিপ্রদ।"

জৈমিনি ভারত, ২১ অঃ, পৃঃ, ২০৬, "জ্ঞানই সাক্ষাৎ মোক্ষ। যাহাদের জ্ঞান নাই, তাহারা চিরকালই বিনাকারায় রুদ্ধ ও বিনাশৃঙ্খলে বদ্ধ, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তাহারা আপনার ছায়া দেখিলেও, ভয় পায়। সংসারে আসিয়া যে ব্যক্তি জ্ঞান উপার্জ্জন না করে, সে অন্ধ। ইতর জীবের সহিত তাহার কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। প্রত্যুত, সে পশু অপেক্ষাও নীচ।"

অধ্যাত্ম-রামায়ণ, লঙ্কাকাণ্ড, ১২ অঃ, পৃঃ, ২৫৫, "আগ্রহ সহকারে ভাল মন্দ যে কিছু চিন্তা করিবে, চিন্তা কর্ত্তাকে তদনুরূপ হইতে হইবে। ভূত ভবিষৎ বিচার না করিয়া উপস্থিত বিষয় ন্যায় মত আচরণ করত বিহার কর; তাহা হইলে আর সংসার দোষে লিপ্ত হইবে না।"

স্কন্দ-পুরাণ, কাশীখণ্ডে-পূর্ব্বার্দ্ধম, ৩৫, অঃ, পৃঃ, ২২৮৬, "শাস্ত্রে যে স্থলে দুই বিরুদ্ধ কর্ম্মই কর্ত্তব্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তথায়, যে কর্ম্ম করিলে অন্তরাত্মা প্রসন্ন হয়; তাহাই কর্ত্তব্য, এতদ্ভিন্ন কর্ম্ম কর্ত্তব্য নহে।"

মহাভারত, উদযোগ পর্ব্ব, ১৭৯ অঃ, পৃঃ ৮১৩, "যে ব্যক্তি যাহার প্রতি যাদৃশ আচরণ করে, তাহার প্রতিও তাদৃশ আচরণ করিলে সে অধর্ম্মও প্রাপ্ত হয় না এবং অকল্যাণেও পতিত হয়না"

বিশ্বকোষ, ৭ ভাগ, পৃঃ, ২৩৮-৪৩, "জ্ঞান, যাহার যে যে গুণ ও দোষ আছে, তাহাকে তৎ তৎ গুণ ও দোষ যুক্ত বলিয়া জানাকে যথার্থ জ্ঞান বা প্রমা কহে। যেমন জ্ঞানী ব্যক্তিকে পণ্ডিত বলিয়া এবং অন্ধকে অন্ধ বলিয়া জানা এবং যাহার যে গুণ ও দোষ নাই, তাহাকে সেই সেই গুণ ও দোষশালী বলিয়া জানাকে অযথার্থ জ্ঞান বা অপ্রমা কহে। যেমন পণ্ডিতকে মূর্খ বলিয়া ও রজ্জুকে সর্প বলিয়া জানা। জ্ঞানের সহিত বিশ্বাস কিয়ৎপরিমানে সম্বন্ধ; কিন্তু জ্ঞান অধিকতর নিশ্চিত। সাধারণ বিশ্বাস ন্যায়-সঙ্গত বিচার দ্বারা জ্ঞানে পরিণত হয়। সকল মানবের মনোভাব বা মানস-চিত্র একরূপ নহে; সকলের ভাব প্রকৃত ও সূক্ষ্মরূপে তুলনা করিয়া আমরা একরূপ জ্ঞানলাভ করিতে পারি। বাস্তবিক ইন্দ্রিয় পরিচালনা এবং চিন্তা বা যুক্তি দ্বারা জ্ঞানলাভ হয়।"

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৩৬ অঃ, পৃ, ১৪৭৮, "প্রত্যুত মূর্খের ইহলোক বা পরলোক কোন লোকেই শ্রেয়ো হইতে পারে না।" ঐ, ঐ, ১৫৬ অঃ, পৃঃ, ১৫৯৬, "জগতে যাহারা বুদ্ধিবলে বলবান্, তাহারাই বলীয়ান; সামর্থ-মাত্রে বলবান্ ব্যক্তিদিগকে বলবান্ বলিয়া গণ্য করা যায় না।" ঐ, ঐ, ২০৪ অঃ, পৃঃ, ১৬৩৯, "অজ্ঞান হইতে অবিদ্যা জন্মে, অবিদ্যা দ্বারা মন রাগাদি বিষয়ে আক্রান্ত হয়, মন দুষ্ট হইলে মনঃ প্রধান শ্রোত্রাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়ও দূষিত হইয়া থাকে।"

বাৎস্যায়ন মুনি প্রণীত কামসূত্র, ৩।১২। "কন্যা একাকিনী চতুঃষষ্টি (৬৪) প্রকার কলা অভ্যাস করিয়া যৌবনে প্রয়োগ করিবে।" তাহার মধ্যে কর্ম্মাশ্রয় চতুর্ব্বিংশতি কলা,—গীত, নৃত্য, বাদ্য, লিপিজ্ঞান (অক্ষর বিন্যাস বোধ), উদার

বচন (বক্তৃতা), চিত্রবিধি, পুস্তক কর্ম্ম (পুস্তক রচনা), পত্রচ্ছেদ্য (তিলকাদি রচনা), মালাবিধি, আস্বাদ্য-বিধান (রন্ধন), রত্ন পরীক্ষা, সীব্য (সেলাই), রঙ্গ-পরিজ্ঞান, উপকরণ ক্রিয়া (যে সকলের যোগ বা সাহার্য্য ব্যতিরেকে কর্ম্ম সম্পন্ন হয় না, যেমন নৈবেদ্যের উপকরণ ফল মূলাদি, রন্ধনের কাষ্ঠ, অগ্নি, জলপাত্র প্রভৃতি, পূজার— পুষ্প, নৈবেদ্যাদি, লিখনের কাগজ, কলম প্রভৃতির সংযোগ ক্রিয়া), মান (মাপ), বিধি, আজীব (জীবনোপায়) জ্ঞান, তির্য্যগ্‌যোনি চিকিৎসিত (পশুপক্ষী-আদি চিকিৎসা), মায়াকৃত (ইন্দ্রজাল), পাষণ্ড সময়জ্ঞান (বদ্‌মেয়েশদিগের, স্বভাব, চরিত্র, ব্যবহার প্রভৃতি জানা), ক্রীড়াকৌশল, লোক জ্ঞান (মানুষ চেনা), বিচক্ষণতা, সম্বাহন (গা টেপা), শরীর সংস্কার (নির্ম্মলী করণ ও ভূষিত করণ) এবং বিশেষ-কৌশল (সকল কর্ম্ম মধ্যেই যুক্তিযুক্ত কর্ম্মই কৌশল নামে অভিহিত হয়)। দ্যূতাশ্রিত বিংশতি প্রকার কলা।—তাহার মধ্যে নির্জীব সম্বন্ধে পঞ্চদশটি;— আয়ুঃ প্রাপ্তি,—(সর্ব্ববিধ চিকিৎসা জানা); বীজগ্রহণ,—(সাধারণতঃ আবশ্যকীয় ও বিশেষ প্রয়োজনীয় লতা-গুল্ম-বৃক্ষাদির বীজের সহিত অনাবশ্যকীয় বীজের সময় বিশেষে বিশেষ-প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি করিয়া, সেই সকল বীজের ব্যবহার মধ্যে আনয়নার্থ বীজ-সঞ্চয়ীকরণ); নয়জ্ঞান,—(নীতি ত্রিবিধ;—ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি ও সমাজনীতি); সেই সকল নীতি শাস্ত্রের চর্চ্চা করিয়া সোদাহরণ বিশেষ জ্ঞান লাভ।"

মহেশচন্দ্র পাল-কর্ত্তৃক কামসূত্র বঙ্গানুবাদ, পৃঃ, ৮০-১।

বিশ্বকোষ, ১৬ ভাগ, পৃঃ, ৯৬, "যৌবন, ১৬ বৎসর হইতে ৭০ বৎসর পর্য্যন্ত যৌবন সময়। নব যৌবন লক্ষণ—

"দরোদ্ভিন্নস্তনং কিঞ্চিৎ চলাক্ষং মেন্দুরস্মিতং।
মনাগভিস্ফুরদ্ভাবং নব্যং যৌবনমুচ্যতে॥" (উজ্জলনীলমনি)

কামসূত্র, ৩।২। পৃঃ, ৭৩, "স্ত্রী যৌবনের পূর্ব্বে কামশাস্ত্রের গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু বিবাহিতা যদি হয়, তবে স্বামীর অভিপ্রায় অনুসারে যোষিদ্‌গণের শাস্ত্রগ্রহণে অধিকার নাই বলিয়া এ শাস্ত্রে স্ত্রী-শাসন অনর্থক, এই কথা আচার্য্য-গণ বলিয়া থাকেন।"

যৌবনের পূর্ব্বে স্ত্রী পিতৃগৃহে থাকিয়া কামসূত্র ও তাহার অঙ্গবিদ্যা সকল অধ্যয়ন করিবে। তরুণীর পরিণয় হইলে, সে পরাধীন হয় বলিয়া তাহার আর অধ্যয়ন কোথায় হইবে?"

স্কন্দ-পুরাণম্, কাশী খণ্ডে—পূর্ব্বার্দ্ধম. ৩৩ অঃ, পৃঃ, ২২৭১, "পূর্ব্বকালে এই কাশীতে হরিস্বামী নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার অসামান্যরূপ লাবণ্যবতী এক কন্যা জন্মিয়াছিল। সেই কন্যাটী চতুঃষষ্টি কলায়, শীলে ও সমস্ত লক্ষণে ভূষিত ছিল।"

রমণীগণ গান ও বয়ন করিতেন, যথা,

সামবেদ, ২।৮।৩।১৬।৩। "তাহারা কার্য্য-তৎপর স্ত্রীলোকদিগের মত গান করিতেন।"

মন্ত্রব্রাহ্মণ, ১।১।৫। "যে দেবীরা এই বসনের সূত্র সকল প্রস্তুত করিয়াছেন, যে দেবীরা ইহা বয়ন করিয়াছেন. যে দেবীরা ইহাকে এই আকারে বিস্তৃত করিয়াছেন এবং যে দেবীরা ইহার উভয় পার্শ্বের ছিলা সকল গ্রথন করিয়াছেন।" সত্যব্রত সামশ্রমী কৃত বঙ্গানুবাদ।

সীতা দেবী রন্ধন করিতে জানিতেন, যথা,

স্কন্দ-পুরাণ, নাগর খণ্ড, ২০ অঃ, পৃঃ. ৩৭২১, "রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে কহিলেন,—"তুমি শ্রাদ্ধার্থ শাক মূল ফলাদি আহরণ কর; বৈদেহী সীতা নিজেই পাক করিবেন। এই কথা শুনিয়া লক্ষ্মণ অবিলম্বে তাহা বহুল পরিমাণে লইয়া আসিলেন। সীতা দেবী স্বয়ং তৎসমস্ত শ্রাদ্ধোপযোগী করিয়া পাক করিলেন।"

সত্যের গূঢ়াবস্থা।

শ্রীমদ্ভাগবত. ৭ স্কঃ ১৫ অঃ, পৃঃ, ৩৭৫, "স্বপ্নমধ্যে যদ্রূপ কখন কখন জাগরণ ও নিদ্রা-স্বপ্ন হয়, শাস্ত্রকৃত বিধি নিষেধ তদ্রূপ।"

মহাভারত, ভীষ্মপর্ব্ব, ১০ অঃ, পৃঃ, ৮৩৬, "কলিযুগে লোক সকল অল্প তেজস্বী, ক্রোধপরায়ণ, লুব্ধ ও মিথ্যাবাদী হইয়া থাকে। তাহাদিগের ঈর্ষা, অভিমান, ক্রোধ, মায়া, অসূয়া, রাগ ও লোভ, এ সকলের আবির্ভাব হয়।"

বরাহপুরাণ, ২০২ অঃ, পৃঃ, ৬৫৮, "যে জন খল, মিথ্যাসাক্ষ্যদাতা এবং মিথ্যা জল্পনাকারী, তাহার দুই কর্ণে দুস্পর্শ, অগ্নিতপ্ত, প্রজ্বলিত শঙ্কু দেওয়া উচিত।"

বিষ্ণুপুরাণ, ২য় অংশ, ৬ অঃ, পৃঃ, ১৮, "যে ব্যক্তি কূট সাক্ষী (জানিয়াও বলে না, অন্যথা বলে), যে সম্পূর্ণ পক্ষপাত করিয়া বলে এবং যে মিথ্যা কহে, তাহারা রৌরব নরকে গমন করে।"

বৃহদ্ধর্মপুরাণ, পূর্ব্বখণ্ড, ২৫ অঃ, পৃঃ, ১০১, "বাক্যই ব্রহ্মস্বরূপ। যে ব্যক্তি, সেই বাক্যব্রহ্মকে মিথ্যারূপে ব্যবহার করে, তাহাকে ঘোর নারকী ও মিথ্যাবাদী জানিবে। যদি মস্তক ছেদন বা জীবন বিসর্জ্জন করিতে হয়, তথাপি বাক্যরূপী ব্রহ্মকে মিথ্যা ব্যবহার করিবে না। স্বয়ং বসুমতী বলিয়াছেন, অসত্য অপেক্ষা অধর্ম্ম আর কিছুই নাই।"

ব্রহ্মপুরাণ, ২২৪ অঃ, পৃঃ, ৯০৩, "যাহারা নিজের কিম্বা পরের নিমিত্ত অধর্ম্মাশ্রিত মিথ্যা বাক্য বলে না, তাহারা স্বর্গগামী হয়। বৃত্তি, ধর্ম্ম বা কামনা সাধনার্থ যাহারা মিথ্যা কথা বলে না, সেই নরগণ স্বর্গগামী হইয়া থাকে।"

শিবপুরাণ, ধর্ম্মসংহিতা, ৪৯ অঃ, পৃঃ, ১২৬৬, "পুষ্কর-তীর্থে, হিমালয়াদি পর্ব্বতে এবং পৃথিবীতে উত্তম, অধম এবং মধ্যম এ ত্রিবিধ লোক আছে। যদি বল, উত্তম কে? যে ব্যক্তি জ্ঞানের নিমিত্ত যত্নবান্ তাহাকেই উত্তম বলা যায়। অধম-অজ্ঞানী মূঢ়; মধ্যম—গৃহস্থ—ধর্ম্মপরায়ণ। কিন্তু মনুষ্য সমূহ মধ্যে উত্তম অর্থাৎ জ্ঞানী নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।"

দেবী-ভাগবত, ৪ স্কন্ধ, ৪ অঃ, পৃঃ, ১৭২, "যদি বলেন, আপ্ত বাক্যই ধর্ম্মবিষয়ে প্রমাণ, তাহা হইলে উৎকৃষ্ট দেহবান্ এমন আপ্ত কে আছে? আমি ত দেখিতেছি, সকলেই বিষয়ানুরাগী, সুতরাং তাহারা আপ্ত হইতে পারে না। স্বার্থহানি হইলে, নিশ্চয়ই রাগ ও দ্বেষ উৎপন্ন হয় এবং স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত বিদ্বেষবশত অসত্য বাক্যও বলিতে হয়।" ঐ, ঐ, ৫ অঃ, পৃঃ; ১৭৪, "ব্যাসদেব কহিলেন,—সত্যযুগেও যখন এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ রাগ দ্বেষে পরিপূর্ণ ছিল, তখন এই কলিকালে যে মানব রাগদ্বেষপূর্ণ হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি, দেবতারাই যখন ঈর্ষাপরায়ণ প্রবঞ্চনানিরিত এবং পরের অপকারেই একাগ্রচিত্ত,

তখন মানুষ ও তির্য্যগ্‌জাতির ত কথাই নাই। সকল যুগেই সাধু, অসাধু, ও মধ্যম এই ত্রিবিধ মানব দেখা গিয়া থাকে। তন্মধ্যে যাঁহারা সাধু, তাঁহাদের সর্ব্বদাই সত্যযুগ; যাহারা অসাধু, তাহাদের সর্ব্বদাই কলিযুগ।” ঐ, ঐ, ১৫ অঃ, পৃঃ, ২০০, “এই সংসারে স্পৃহাহীন ব্যক্তি হয় নাই, হইবেও না।”

দেবী-ভাগবত, ৮ স্কন্ধ, ১৩ অঃ, পৃঃ, ৫৩০, “শ্রীনারায়ণ কহিলেন, —যাহারা সাক্ষ্য দিবার সময়ে বা অর্থের আদন প্রদান কালে মিথ্যা কহে, তাহারা মৃত্যুর পর অবলম্বন শূন্য অবীচিনামক ভয়ঙ্কর নরকে শত যোজন উচ্চ পর্ব্বতশিখর হইতে অধোমুখে নিপতিত হয়।”

মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ৭ অঃ, পৃঃ, ২১, “যে সাক্ষী যথার্থ বিষয় জ্ঞাত থাকিয়াও মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করে, তাহার পূর্ব্বতন সপ্তপুরুষ ও অধস্তন সপ্তপুরুষ নিরয়গামী হয়। যে ব্যক্তি নিগূঢ় তত্ত্ব জানিয়া জিজ্ঞাসিত হইলেও সাক্ষ্য প্রদান না করে, সেই ব্যক্তিও উক্ত পাপে লিপ্ত হয়, সন্দেহ নাই।” ঐ, সভাপর্ব্ব, ৬৪ অঃ, পৃঃ, ২৬৬, “অতএব সত্য বৃত্তান্ত জানিয়া সরল হৃদয়ে সত্য বলাই কর্ত্তব্য।” ঐ, উদ্‌যোগপর্ব্ব, ১০৭ অঃ, পৃঃ, ৭৫১, “অনৃতপ্রিয় নরাধমের না শরীর শোভা, না সন্ততি, না আধিপত্য, কিছুই থাকিতে পারে না; তাহার সদ্গতি লাভের আর সম্ভবনা কি?”

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৭৯ অঃ, পৃঃ, ১৫২১, “পণ্ডিতগণ অহিংসা, সত্যবচন, আনৃশংস্য, দম ও ঘৃণা এই সকলগুলিকেই তপস্যা বলিয়া বোধ করেন; পরন্তু, উপবাসাদিদ্বারা শরীর শোষণকে তাঁহারা তপস্যারূপে গণনা করেন না।” ঐ, ঐ, ২৫৯ অঃ, পৃঃ, ১৬৯৪, “বেদবাক্য সকল সত্য’ ইহা কেবল লোকরঞ্জন মাত্র, আর বেদ হইতে প্রসৃত হইয়া স্মৃতি সকল সর্ব্বতোমুখ হইয়াছে; অতএব কি প্রকারে স্মৃতিবচনের প্রামাণ্য স্বীকার করা যাইতে পারে? সকলের প্রমাণ বেদবাক্য সমুদয় স্মৃতিবচনের প্রামাণ্য সিদ্ধি করে, ইহা যদি অঙ্গীকার করা যায়, তবে শ্রুতিবাক্য-সকলের নিরপেক্ষত্ব-নিবন্ধন প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হয় এবং স্মৃতি সকল শ্রুতিসাপেক্ষ বলিয়া অপ্রমাণরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে; কিন্তু অপ্রমাণরূপ স্মৃতির সহিত প্রমান স্বরূপ শ্রুতির যখন বিরোধ দৃষ্ট হইতেছে, তখন মূলভূত শ্রুতি বচনেরও অপ্রমাণত্ব নিবন্ধন একতর পক্ষপাতিনী যুক্তির

বিরহে প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ শ্রুতি এবং স্মৃতি উভয়েরই অপ্রামণ্যবশত শাস্ত্রত্ব সিদ্ধি কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে ?"

ঐ, ঐ, ২৮৬ অঃ, পৃঃ, ১১৩৩, "বন্ধুগণ, বিত্ত, কৌলীন্য, শাস্ত্র-দর্শন, মন্ত্র অথবা পরাক্রম ইহারা কেহই মানবগণকে দুঃখ হইতে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ নহে।" ঐ, ঐ, ২৯০ অঃ, পৃঃ ১১৩৮, "মনুষ্য অপরের সুকৃত অথবা দুষ্কৃত ভোগ করে না, স্বয়ং যাদৃশ কর্ম্ম করে, তাদৃশ ফল ভোগ করিয়া থাকে।"

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ৩১০ অঃ, পৃঃ, ১১৬০, "কেহ কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তাহাকে সেই বিষয় প্রকৃতরূপে বলিতে হয়, ইহা ঋষিদিগের সনাতন ধর্ম্ম।" ঐ, অনুশাসন পর্ব্ব, ২৬২ অঃ, পৃঃ, ২০১৪, "যে অজ্ঞান মানব অপ্রমাণকে প্রমাণ করে, তাহা কদাচ প্রমাণ হয় না, কেবল বিষদ-জনন হইয়া থাকে। কর্ম্ম দ্বারা মানবের হৃদয় জানা যায়।"

মনু-সংহিতা, ৪।২৫৬। "সমুদায় পদার্থই বাক্যে নিয়ত আছে—সমুদায় পদার্থ বাক্য মূলক, বাক্য হইতে সমুদায় পদার্থ বিনিঃসৃত হইয়াছে; যে ব্যক্তি মিথ্যা দ্বারা সেই বাক্যের অপলাপ করে সে সর্ব্বস্ব চুরি করিয়া থাকে।"

বাৎস্যায়ন মুনি প্রণীত কামসূত্র, ২।২১। "যজ্ঞাদি সাধিত হইলেও ফল হইবে কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহও আছে।"

পাতঞ্জল দর্শন, ২।১৩। "উৎকট পুণ্য কি উৎকট পাপ করিলে ইহ শরীরেই তাহার ফলাফল ভোগ হইবে। ৩ দিন, ৩ পক্ষ, ৩ মাস, না হয় ৩ বৎসর সমাপ্ত হইবে, তথাপি তাহার বিনাশ হইবে না।"

অবিদিত ও বুদ্ধির অতীত।

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২৮ অঃ, পৃঃ, ১৪৬৪, "এক্ষণে তোমার পিতা বা পিতামহ প্রভৃতি পিতৃগণ কোথায়? এক্ষণে তাঁহারাও তোমায় দেখিতেছেন না এবং তুমিও তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইতেছ না। স্বর্গ বা নরক কোন মনুষ্যই দেখিতে পায় না।" ঐ, ঐ, ১০৪ অঃ, পৃঃ, ১৫৪৫, "আপনি আপনার

দেহের অনিত্যতা দর্শন করিয়া তাঁহাদিগের (পিতা ও পিতামহ) নিমিত্ত কেন অনুশোচনা করিতেছেন ?" ঐ, ঐ, ১৩৬ অঃ, পৃঃ, ১৫৭১, "যে ব্যক্তি দেবতা, পিতৃগণ ও মানব সকলকে হবি দ্বারা অর্চ্চনা করে, ধর্ম্মবিৎ ব্যক্তিরা তাহার অর্থকে অনর্থক বলিয়া থাকেন।" ঐ, ঐ, ১৪১ অঃ, পৃঃ, ১৫৮০, "কাপুরুষেরাই দৈব অবলম্বন করিয়া থাকে।" ঐ, ঐ, ১৮২ অঃ, পৃঃ, ১৬১৯, "অদৃশ্য ও অগম্য বিষয়ের প্রমাণ কে বলিতে পারে ? "ঐ, ঐ, ২১৮ অঃ, পৃঃ, ১৬৫৪, "একজন দানাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিল, ফলভোগ কালে তাহার অভাববশত অপরে ফলভোগ করিতে লাগিল, ইহা কথনই সম্ভব নহে। ইহা সম্ভব হইলে একের পুণ্য দ্বারা অপরে সুখী এবং অন্যের পাপ দ্বারা অন্যে দুঃখী হইতে পারে; অতএব এরূপ দৃশ্য বিষয় দ্বারা অদৃশ্য বিষয়ের নির্ণয় করা সুসঙ্গত হইতেছে না। একের জ্ঞান, অন্যের জ্ঞান হইতে বিসদৃশ।" ঐ, ঐ, ২৬৩, অঃ, পৃঃ, ১৭০০ "ধর্ম্মের অনুরোধে শরীর নষ্ট করিবে না।"

রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ২৩ সর্গ, পৃঃ, ৪৯, "হীনবীর্য্য ও জ্ঞান-শূন্য ব্যক্তিরাই দৈবের অনুগামী হইয়া থাকে; যাঁহাদের শৌর্য্য-বীর্য্যপ্রভৃতি লোক-বিখ্যাত, তাদৃশ বীরেরা কখনই দৈবের উপাসনা করে না।"

বরাহ পুরাণ ১৮৭ অঃ, পৃঃ, ৫৯৮, "পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে, হৃদয়ে মহৎ দুঃখই সেই পূতিকা নামক নরক।"

পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, ৮০ অঃ, পৃঃ, ৩০৮, "জগতের বৃত্তি অন্য যেরূপ, কালান্তরেও সেইরূপই। এজগৎ প্রবাহ নিত্য একই প্রকার, ইহার আবার কর্ত্তা কে ? যে যে কিছু প্রত্যক্ষ বিষয়, তাহা এখানে নাই। অন্য বিজিতচিত্ত ব্যক্তিগণ বলেন,—স্বর্গাদিলোক কোথায় আছে ? এজগৎ নিরীশ্বর।"

বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ, পূর্ব্বখণ্ড, ৫ অঃ, পৃঃ, ২১, "অপ্রত্যক্ষ বিষয়ে পণ্ডিতেরা বিশ্বাস করেন না।"

বায়ু পুরাণ, ৬৬ অঃ, পৃঃ, ৪০১, "সর্ব্বৈশ্বর্য্যে প্রতিষ্ঠিত ঈশ্বরের তত্ত্ব জানিবার সামর্থ্য কাহারও নাই।"

শিব পুরাণ, বায়বীয় সংহিতা ১৩ অঃ, পৃঃ, ৮৭২, "তত্ত্বজ্ঞান শূন্য মনুষ্যের বোধ কোথায়? আর কোথাই বা আত্মজ্ঞান? যাহারা আত্মজ্ঞান শূন্য, তাহারা ত পশু বলিয়া কথিত হয়। সুতরাং পশু কর্তৃক উপদিষ্ট হইলে পশুত্ব কি গিয়া থাকে? বরং আরও উপচিত হয়, অতএব তত্ত্বজ্ঞই ইহ জগতে মুক্ত ও মোচক হইয়া থাকেন।"

বিশ্বকোষ, ৭ ভাগ, পৃঃ, ৪৮৬, "আদি কারণ হইতে ক্রমশঃ কার্য্য-পরম্পরার উৎপত্তি হয় বলিয়া সাংখ্য শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা আদিকারণকেই প্রকৃতি বলিয়াছেন। কারণের কারণ ও সেই কারণের পুনরায় অন্য কারণ এইরূপ যদি কারণ পরম্পরা থাকে, তাহা হইলে এক স্থানে গিয়া কারণের পর্য্যবসান হইবে। প্রকৃতি সেই আদি কারণের সংজ্ঞামাত্র। এই প্রকৃতি হইতে তত্ত্ব সমুদয় আবির্ভূত হইয়াছে।

তত্ত্ব পদার্থ গুণ হওয়া অসম্ভব, কারণ গুণ হইতে পদার্থ বা তত্ত্ব উৎপত্তি হইতে পারে না।"

শিবপুরাণ, ধর্ম্মসংহিতা, ৩৫ অঃ, পৃঃ, ১২০৬, "অনন্ত আত্মার সংখ্যা বা প্রমাণ নাই।" ঐ, ঐ, ৪৭ অঃ, পৃঃ, ১২৫৭, "মহাদেব পার্ব্বতীর নিকট বলিলেন,—পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু এবং আকাশ এই পাঁচটী ভূতসংজ্ঞক জানিবে। এই পঞ্চভূতের একত্র সংযোগে পাঞ্চভৌতিক দেহ উৎপন্ন হয়।"

দেবী-ভাগত, ১ স্কন্ধ', ৮ অঃ, পৃঃ, ২০, "যাহারা পরম পণ্ডিত, তাঁহারা প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই তিন প্রকার প্রমাণ বলেন। নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণের মতে উক্ত তিন প্রকার ও উপমান এই চারি প্রকার প্রমাণ এবং কোন কোন মহাবুদ্ধিশালী বিদ্বদ্গণ অপর একটি প্রমাণ অর্থাপত্তিকে লইয়া পাঁচ প্রকার প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; আর পুরাণ-শাস্ত্রবিৎ মনীষিগণ পূর্ব্বোক্ত পঞ্চপ্রকার এবং সাক্ষিরূপ ও ঐতিহ্য এই সপ্ত প্রকার প্রমাণ বলিয়াছেন। বেদান্ত শাস্ত্রে কথিত আছে, যিনি জগতের আদিকারণ পরম ব্রহ্ম, তিনি উক্ত সপ্তবিধ প্রমাণেরই দুজ্ঞেয়।"

ঐ, ঐ, ১৫ অঃ, পৃঃ ২০০, 'তার্কিকগণ যুক্তির পক্ষপাতী, বেদবাদীরা বিধির অনুগামী, জড়প্রকৃতি মূঢ় লোকগণ এই জগৎকে সকর্তৃক

অর্থাৎ একজনের কর্তৃত্বে পরিচালিত বলিয়া বিবাদ করিয়া থাকে। যদি এই বিস্তৃত সংসারে একজনই কর্ত্তা হয়, তাহা হইলে একজনের এক কার্য্যে আবার বিরোধ কি প্রকার? বেদে ঐক্য নাই কেন? অন্যান্য শাস্ত্রেও পরস্পর মতভেদ কেন? বেদবিদ্‌গণেরও বাক্য পরস্পর বিভিন্ন কেন? এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ স্বার্থপর; এই কারণেই ঐরূপ মতভেদ ঘটিয়াছে।" ঐ, ঐ, ঐ, পৃঃ, ১৯৮, "যাহারা উদ্যমহীন-অলস, দৈব তাহাদের নিকটেই প্রধান, দৈব আবার কি প্রকার? কে ইহাকে নির্ম্মাণ করিয়াছে, কে বা কোথায় তাহা দেখিয়াছে?" ঐ, ঐ, ২১ অঃ, পৃঃ, ২১৩, "দৈবের প্রাবল্য স্বীকার করিলে, বেদের প্রামাণ্যও মিথ্যা হইয়া যায়। বেদের প্রমাণ যদি মিথ্যা হয়, তবে ধর্ম্মের উচ্ছেদ না হইবে কেন?" ঐ. ৫ স্কন্ধ, ২৭ অঃ, পৃঃ, ২৯০, "যাহারা কাপুরুষ, তাহারাই বলিয়া থাকে যে, যাহা হইবার তাহাই হইবে। মূর্খেরাই অদৃষ্টকে বলবৎ বলিয়াছে, বিদ্‌গণ কখনই তাহা স্বীকার করেন না। কারণ, অদৃশ্য বিষয় যখন কিছুতেই দৃষ্ট হয় না, তখন অদৃষ্ট আছে, ইহার প্রমাণ কি? অদৃষ্ট কি কুত্রাপি দৃষ্টি গোচর হইবে? উহা মূঢ়মতি মানবগণের বিভীষিকা মাত্র।"

শ্রীমদ্ভাগবত, ৪ স্কন্ধ, ২৯ অঃ, পৃঃ, ২৪৬, "আর যে বস্তু যে প্রকার ও যৎ স্বরূপ, তাহা যদি সেই প্রকারে ও তৎস্বরূপে এই দেহ দ্বারা কোথাও অনুভূত বা দৃষ্ট অথবা শ্রুত না হয়, তাহা হইলে কখন স্বপ্ন অথবা মনোরথ ইত্যাদিতে সেই বস্তুর উপলব্ধি হইতে পারে না।" ঐ, ২ স্কন্ধ, ২ অঃ, পৃঃ, ৫৪, "শব্দ-ব্রহ্ম বেদের পন্থাই এই যে, নিরর্থক স্বর্গাদি নাম সৃষ্টি করিয়া বুদ্ধিকে তত্তৎ চিন্তায় নিযুক্ত করিয়া ব্যাকুলিত করিয়া দেয়।"

পঞ্চদশী, ৬ পরিচ্ছেদ, ১৪৪-৬, "যদি সেই সকল (জগতের তত্ত্বানুসন্ধিৎসু) পণ্ডিতদিগকে জিজ্ঞাসা করা যায় যে, কিরূপে একবিন্দু রেতঃদ্বারা এই দেহ ও ইন্দ্রিয় সকল উৎপন্ন হয় এবং কি কারণেই বা কোথা হইতে সেই দেহে চৈতন্যের সঞ্চার হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহারা কি উত্তর দিবেন? কোনরূপেও উক্ত প্রশ্ন সমূহের সদুত্তর প্রদান করিতে পারিবেন না।

যদি পণ্ডিতগণ পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের এই উত্তর করেন যে, বীর্য্যেরই এইরূপ শক্তি আছে যে, তাহার সেই স্বভাব-গুণেই ঐ সকল দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। তখন তাহাদিগকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, বীর্য্যের

যে ঐরূপ শক্তি আছে, তাহা তুমি কিরূপে নিশ্চয় করিতে পার? কারণ, যখন বীর্য্যের ব্যর্থতা উপস্থিত হয়, তখনই বীর্য্যের ঐ স্বভাবেরও অন্যথাভাব দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব তুমি বীর্য্যেরই যে ঐরূপ স্বভাব ও শক্তি একথা বলিতে পার না। অবশেষে তাঁহারা জানিনা বলিয়া অবিদ্যার শরণাপন্ন হইয়া থাকেন।"

বিষ্ণুপুরাণ, ২।১৬।২৩, "সেই অচ্যুতস্বরূপ আত্মা এক; জগতে যাহা কিছু আছে, তিনি তৎ সকলেরই স্বরূপ; সেই আত্মা ব্যতিরেকে আর কিছুই নাই। তুমি এবং আমি সেই আত্মাস্বরূপ; যাহা কিছু পদার্থ আছে সকলই আত্ম-স্বরূপ; ভেদ-মোহ পরিত্যাগ কর।"

এখানে জাতি-ভেদ ও অস্পৃশ্যতা স্বীকার করা হয় নাই।

শিবপুরাণ, কৈলাস সংহিতা, ১০ অঃ, পৃঃ, ৪৩৭, "জগৎ কর্ত্তার অস্তিত্ব লইয়া শাস্ত্রে বহু বিবাদ দেখিতে পাওয়া যায়।"

দেবী-ভাগবত, ৬ স্কন্ধ, ১২ অঃ, পৃঃ, ৩৪১, "তীর্থ সকল কেবল শারীরিক মলই বিনষ্ট করিয়া থাকে, মনোমল—ক্ষালনে কদাচ সমর্থ নহে। যদি তীর্থ সকল মনোমল দূর করিতে পারিত, তাহা হইলে যে সকল মুনি গঙ্গাতীরে বাস করত ঈশ্বর চিন্তা করিতে থাকেন, তাঁহারা কেন পরদ্রোহী হন? অধিক কি, বশিষ্ঠ সদৃশ নম্র প্রকৃতি মহর্ষিগণ ও বিশ্বামিত্রাদি মুনিগণও সততই কাম, ক্রোধ ও রাগদ্বেষের অধীন হইয়া থাকেন।"

জৈমিনি ভারত, ৪২ অঃ, পৃঃ, ৩৮১, "পণ্ডিতগণ প্রত্যক্ষ বিষয় অনুমান দ্বারা বর্ণন করেন না।" ঐ, ৪৫ অঃ, পৃঃ, ৩৯৮, "প্রাণীগণ কখনও অকালে মৃত্যু-মুখে নিপতিত হয় না।"

লিঙ্গপুরাণ, উত্তরভাগ, ৫৫ অঃ, পৃঃ, ২০৬, "আত্মা মহাকাশ সদৃশ নির্লেপ আবরণ বর্জ্জিত এবং তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ চিন্তা করা যায় না। এই জ্ঞানই জ্ঞান বলিয়া কীর্ত্তিত।"

মহাভারত, দ্রোণপর্ব্ব, ২ অঃ, পৃঃ, ৯৬২, "ইহলোকে কর্ম্মের বিপাকবশত কোন পদার্থই কখন নিত্য স্থিতি করিতে পারে না।" ঐ, শান্তিপর্ব্ব, ২২৫ অঃ, পৃঃ, ১৬৫৮, "সুখ দুঃখ প্রভৃতি সমুদয় বিষয় স্বভাবত হইয়া থাকে, ইহা

আমার মনে নিশ্চয় আছে; অন্ত কি, আমার মতে মুক্তি এবং আত্মজ্ঞান স্বভাব হইতে স্বতন্ত্র নহে।" ঐ, ঐ, ২২৪, অঃ, পৃঃ, ১৬৬০, "কাল স্বরূপ ঈশ্বর অগ্রে দগ্ধ করিলে বহ্নি পরে দহন করে।" ঐ, ঐ, ২৫৯ অঃ, পৃঃ, ১৬৯৪, "ইহা প্রসিদ্ধই আছে এই সমুদয় শরীরবিশিষ্ট ভূতনিচয় আপনিই জীবন লাভ করিতেছে, আপনিই সৃজন করিতেছে এবং আপনিই উত্তীর্ণ অর্থাৎ দেহাকার হইতে প্রচ্যুত হইতেছে; শ্রুতি আছে যে, অন্ন হইতেই এই সমুদয় জীব জন্ম-গ্রহণ করে, জন্মগ্রহণ করিয়া অন্নদ্বারাই জীবিত রহে এবং প্রয়াণ কালে অন্নে গিয়া প্রবেশ করিয়া থাকে।"

মহাভারত, অশ্বমেধপর্ব্ব, ৪৯ অঃ, পৃঃ, ২০৫৫, "কোন কোন নাস্তিক কহেন যে, দেহনাশের পরেও আত্মা অবস্থিতি করেন, লোকায়তেরা দেহান্তে তাঁহার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, কেহ কেহ তদ্বিষয়ে সংশয়, কেহ বা নিশ্চয় করিয়া থাকেন। মীমাংসকেরা আত্মাকে নিত্য, তার্কিকেরা অনিত্য, শূন্যবাদীরা আছেন, সৌগতেরা নাই এই কথা বলিয়া থাকেন; যোগাচারেরা একরূপ এবং দ্বিরূপ, উড়ুলোমা নানারূপ অর্থাৎ ভিন্ন ও অভিন্ন কহিয়া থাকেন।"

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ড, ১৫ অঃ, পৃঃ, ২৮১, "যে বস্তু সকলের দৃষ্টি-গোচর হয়, পণ্ডিতগণ তাহারই নির্ব্বাচন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন; কিন্তু অদৃষ্ট অশ্রুত বিষয়ের নির্ব্বাচন করিতে কে সমর্থ হয়?" ঐ, ঐ, ৯০ অঃ, পৃঃ, ৪৪৫, "কাল সৃষ্টি করে, কাল প্রতিপালন করে এবং কালক্রমে আনন্দ জন্মে ও কালবশে সমস্ত প্রজাক্ষয় হইয়া থাকে। সুখ, দুঃখ, ভয়, শোক, জরা, মৃত্যু ও জন্ম প্রভৃতি সমস্তই কর্ম্মানুরোধে কালই বিধান করে।"

কূর্ম্মপুরাণ, পূর্ব্বভাগ, ৫২ অঃ, পৃঃ, ৪৭, "প্রভু কাল সর্ব্বশক্তি, ঈশ্বর, মায়াবী ও কালকর। কাল সমস্ত সৃষ্টি করিতেছেন, কাল সমস্ত সংহার করি-তেছেন, এবং কালই বিশ্বকে রক্ষা করিতেছেন, সুতরাং এই জগৎ কালাধীন।" ঐ, উপরিভাগঃ, ৩ অঃ, পৃঃ, ২২৮—৯০, "সেই সনাতন কালই সকলের মধ্যগত হইয়া সকলকে নিয়ত করে, সেই জন্য কালই ভগবান্ প্রাণ, সর্ব্বজ্ঞ ও পুরুষোত্তম বলিয়া উক্ত হইয়াছে।"

পাতঞ্জল-দর্শন, ২।৯। "বার বার মরণ-দুঃখ ভোগ করায় চিত্তে তত্তাবতের সংস্কার বা বাসনা সঞ্চিত বা বদ্ধমূল হইয়া আসিতেছে। সেই সমস্ত বাসনার নাম স্বরস।"

এই পদের টীকায় কালীবর বেদান্তবাগীশ লিখিয়াছেন,—"প্রাণিমাত্রেই শরীরের উপর, ইন্দ্রিয়ের উপর, "অহং" অর্থাৎ "আমি" এতদ্রূপ সম্পর্ক পাতাইয়া আছে। ধনাদি বাহ্যবিষয়ের সহিতও মমত্ব-সম্বন্ধ বাঁধিয়া আছে। সেই জন্যই প্রাণিসকল সম্পর্ক-পাতান দেহ ও ইন্দ্রিয় হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চাহে না। ধনাদিনাশের ইচ্ছাও করে না। সর্ব্বদাই মনে করে, সর্ব্বদাই প্রার্থনা করে যে, আমি যেন না মরি, আমার যেন ধনাদিনাশ না হয়। বিশেষতঃ মরণ দুঃখের অনুবৃত্তি অর্থাৎ আমি যেন না মরি, এতদ্রূপ প্রার্থনাটী জীবের অন্তঃকরণে সর্ব্বদাই জাগরূক আছে। কি জ্ঞানী, কি মূর্খ, কি ইতর প্রাণী,—সকলেরই উক্তবিধ মরণ ত্রাস আছে, এবং সকল প্রাণীই উক্তবিধ প্রার্থনা করে। প্রাণিমাত্রেরই যে উক্তবিধ মনোভাব অর্থাৎ "আমি মরিব না, অথবা আমি যেন না মরি" ইত্যাকার প্রার্থনা বিশেষ অনুগত থাকা দৃষ্ট হয়, তাহাই এস্থলে অভিনিবেশ শব্দের বাচ্য। এই অভিনিবেশটি ক্লেশ মধ্যে গণ্য। কেন না, সে সর্ব্বদাই "কিসে না মরিব—কিসে ভাল থাকিব"—ইত্যাকার চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত থাকে। মহর্ষি পতঞ্জলি ও অন্যান্য ঋষিগণ জীবের উক্তবিধ মরণত্রাস দেখিয়া তদ্দারা পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধ অর্থাৎ পূর্ব্বজন্ম থাকা অনুমান করিতে বলেন। যদি বল যে, পূর্ব্বজন্ম আছে, ইহা কিসে জানিলে? অনুমান-প্রমাণের দ্বারাই জানিয়াছি।"

এই মরণ-ভয় শরীরস্থ ছয়টী অন্তর্জাত রিপুর ন্যায় পৈতৃক ক্রমান্বয়ে স্বভাব জাত। শরীরস্থ রিপুই অনন্ত পদবাচ্য। তাঁহারা স্বয়ং চালনা করিবার জন্য তাঁহাদের জীবন্ত পদার্থের প্রয়োজন। অথবা জীবন্ত পদার্থ তাহাদিগকে উৎপাদন করে। একের অভাবে অন্যের অস্তিত্ব নাই। বাহ্য-পদার্থ ব্যতীত গতিশক্তি বা ভাব উৎপন্ন হইতে পারে না। পূর্ব্ব-পুরুষ হইতে সন্তানের জন্ম, সেই তথ্য হইতে পূর্ব্বজন্ম শব্দ নিষ্পাদন করা হইয়াছে। কালে গ্রন্থকারেরা ইহার বর্ত্তমান প্রচলিত অর্থ জন্মান্তর ও তৎ আনুষঙ্গিক কল্পনা উদ্ভাবন করিয়াছেন। তদ্বিষয়ে তাহাদের স্বার্থ জড়িত আছে। পুরাণাদি গ্রন্থ হইতে

পূর্ব্বোদ্ধৃতাংশ সমূহ স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছে যে, পূর্ব্বজন্ম সম্বন্ধে কেহ নিশ্চয় বলিতে পারে না। অতএব অব্যর্থ মত প্রচার করা গোঁড়ামী পরিচায়ক। পিতৃপিতামহানুক্রমে (দোষগুণাদির) সমাগম প্রতিপন্ন হয়, পূর্ব্বজন্ম প্রমাণ হয় না। যথা,

মনুসংহিতা, ১০।৫৯। "পুত্র পিতার কিম্বা মাতার অথবা উভয়ের স্বভাব প্রাপ্ত হয়।" মন্মথনাথ শাস্ত্রী অনূদিত মনু-সংহিতা।

মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ৭৪ অঃ, পৃঃ, ৭০, "প্রাচীন কবিগণ বলিয়া থাকেন যে, ভর্ত্তা স্বয়ং গর্ভরূপে ভার্য্যাতে প্রবেশ করিয়া পুনর্ব্বার পুত্ররূপে জন্মপরিগ্রহ করে, স্বামীর ঐ জন্মগ্রহণ হেতুই ভার্য্যাকে জায়া বলা যায়।"

মাধব আচার্য্য কৃত সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ, কাওএল ও গাফ কর্ত্তৃক অনুবাদিত ২য় সং, পৃঃ, ১০, "এই সকল বৃহস্পতিও বলিয়াছেন,—

স্বর্গ নাই, চরম মুক্তি-লাভ নাই, অন্য বিশ্বে আত্মা নাই,

চতুর বর্ণের, যাজকের পদ, ইত্যাদি, ক্রিয়া কোন প্রকৃত পরিণাম উৎপাদন করে না।

অগ্নিহোত্র, তিন বেদ, সন্ন্যাসীর তিন যষ্টি, আপনি ভস্ম লেপন,

যাহারা জ্ঞান ও পৌরুষ বিহীন, তাহাদের উপজীবিকার জন্য প্রকৃতি সৃষ্টি করিয়াছে।

যদ্যপি জ্যোতিষ্টোম অনুষ্ঠানে পশু বধ করিলে, ইহা স্বয়ং স্বর্গে গমন করে,

তবে কেন পূজক অবিলম্বে নিজ পিতাকে অর্পণ করে না ?

যদ্যপি শ্রাদ্ধ মৃত ব্যক্তির সন্তোষ উৎপাদন করে,

তখন এখানে, আরও, পর্য্যটক সম্বন্ধে, যখন তাহারা যাত্রা করেন, দেশ-পর্য্যটনের জন্য খাদ্য-সংগ্রহ দেওয়া অনর্থক।

যদ্যপি স্বর্গের জীব এখানে শ্রাদ্ধ করিলে আমাদের নৈবেদ্য দ্বারা তৃপ্ত হন,

তখন যাহারা ঘরের ছাদে দণ্ডায়মান আছে, নীচে খাদ্যদ্রব্য দাও না কেন ?

কিছু সময় যে জীবন অবশিষ্ট থাকে মনুষ্য সুখে কালযাপন করুক, সে ঋণ করিয়াও ঘৃত আহার করিয়া জীবন ধারণ করুক ;

যখন একবার দেহ ছাই হইয়া যায়, কিরূপে ইহা কোনও সময়ে আবার ফিরিয়া আসিবে ?

যদ্যপি, যে দেহ হইতে প্রস্থান করে, অপর সৃষ্টিতে যায়,

তবে কেন সে আবার ফিরিয়া আসে না, তাহার আত্মীয়দের স্নেহের জন্য অস্থির ?

অতএব ইহা উপজীবিকার জন্য ব্রাহ্মণগণ এখানে স্থাপিত করিয়াছে

এই সকল মৃতের জন্য ক্রিয়াকাণ্ড—কোন স্থানেই ইহার অন্য কোন ফল নাই।"

মনু-সংহিতা, ২ অঃ, ১০।১১ শ্লোক, "বেদকে শ্রুতি ও ধর্ম্মশাস্ত্রকে স্মৃতি বলে; সকল বিষয়েই এই দুই শাস্ত্র বিচার-বুদ্ধির অতীত—শ্রুতিস্মৃতি হইতেই ধর্ম্মজ্ঞান সম্যক্ প্রকাশিত হইয়াছে। ১০। যে দ্বিজ হেতুশাস্ত্র অর্থাৎ তর্কবিদ্যাকে আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মমূল এই দুই শাস্ত্রকে মান্য না করে, সেই বেদনিন্দক নাস্তিকের সহিত যজন যাজন দান প্রতিগ্রহাদি কোন বিষয়েই শিষ্ট সমাজ কোন সম্পর্ক রাখেন না। ১১।"

এখানে মনু-সংহিতা দ্বিজদিগের প্রতি আদেশ করিতেছে। অতএব, শূদ্র ও নীচ-জাতীয় নর নারী দ্বিজদিগের বেদ ও স্মৃতি অনুযায়ী কার্য্য না করিলে নাস্তিক বা পাপী বলিয়া পরিচিত হইতে পারে না। প্রবাদ, অনুকরণ চাটুক্তির আত্যন্তিক অন্তঃশূন্য মূর্ত্তি। সেরূপ অনুকরণ ত্যাগ করিয়া দ্বিজদিগের বেদ ও স্মৃতি স্থানীয় আপনাদের সময় উপযোগী আগম শাস্ত্র মান্য করা ন্যায্য। তদ্দ্বারা নিজের আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করা, আর ভিন্ন জাতীয় সমাজের কুসংস্কার ও কুপ্রথা, যাহা তাহাদের আচার-ব্যবহার মধ্যে লৌহ-মুষলের ন্যায় প্রবেশ করিয়া ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদ সঙ্ঘটন করিতেছে, তাহা সংশোধন করা কর্ত্তব্য-কর্ম্ম। তজ্জন্য নিজেদের সৎসাহস অনুশীলন করা উচিত। এই লৌহ-মুষলের উপদেশাত্মক গল্প, মহাভারত, মৌষল পর্ব্ব, ১, ৩ অঃ, পৃঃ, ২১১৭-৯, বর্ণিত হইয়াছে। ওলিভার গোল্ডস্মিথ বলিয়াছেন,

—"যেখানে পরাজিত করা কঠিন, সেখানে পলায়ন করিতে শিক্ষা করে।" এক্ষণে "ভোজ ও অন্ধকগণ কাল প্রেরিতের ন্যায়" আমাদের শোচনীয় সামাজিক অবস্থা। ইহার প্রতীকার নিজের শাস্ত্র-জ্ঞানের উপর নির্ভর করা, আর ইহাতে যোগ্যতা উপার্জ্জন করিবার নিমিত্ত উপযোগী পরিশ্রম করা। আমি যে সকল গ্রন্থ এই পুস্তকে সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছি, অন্ততঃ তাহা পাঠ করা আবশ্যক।

আমাদের সমাজের সকলপ্রকার উন্নতি চেষ্টার মূলে স্ত্রী-জাতি। কুসংস্কার ও কুপ্রথার অপকারিতা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। ইহা কেবল "কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম" নহে, কর্ত্রীর ইচ্ছাও চাই। প্রবাদ, "মাগ না পোঁছে। ভাতায় বলে আমার মান আছে।" তজ্জন্য তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে। আমি যে "নারী শিক্ষা" শিরোনামা দিয়া শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছি, আমাদের পূর্ব্ব সংস্কার অনুযায়ী পাঠক প্রথমে বিবেচনা করিতে পারেন, এ সকল সারকথা পুরাণাদিতে পুরুষকে উপলক্ষ্য করা হইয়াছে, স্ত্রীদিগের স্বতন্ত্র উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিবার বর্ণনা আছে। অতএব, ইহা "ধান ভানিতে শিবের গীত'বৎ" হইয়াছে। সারকথা নর নারী উভয়ের পাঠের যোগ্য। সারকথাগুলিকে লইয়া একে একে কল্পনা দ্বারা স্ত্রী-জাতির প্রতি প্রযোজ্য হয় কি না সমাহিত চিত্তে চিন্তা করুন, কিছুই অসঙ্গতি দেখিতে পাইবেন না।

আস্তিক হইয়া কুসংস্কার ও কুপ্রথার প্রশ্রয় দেওয়া অপেক্ষা, নাস্তিকত্ব অবলম্বন করিয়া নিজ আচার-ব্যবহার ও সহানুভূতি নৈতিক নিয়মানুসারে সম্পাদন করিলে শ্রেয়স্কর ও জন-সাধারণের হিতকর হইবে। কুসংস্কার ও কুপ্রথার প্রাদুর্ভাব ঋগ্বেদের প্রভাব অস্তপ্রায় অবস্থা পৌরাণিক কিংবদন্তী হিন্দুদিগের নিকট অধিকতর আদরণীয় হওয়ার সময় হইতে সূত্রপাত। অবনতির শোচনীয় উৎপত্তি-স্থান জাতি-ভেদের উপর সবিশেষ মর্য্যাদা অর্পণ করিবার নিমিত্ত নানারূপে চেষ্টা। আর সেই ক্ষতিকর চেষ্টা সফল হইয়াছে। এই চেষ্টার পুনর্জন্ম, প্রারব্ধ কর্ম্ম ও আনুষঙ্গিক মত পুস্তক আকারে নিবদ্ধ করায় প্রধান সহায় হইয়াছে। বর্ণের পক্ষান্ রাগশূন্য গুণবান্ ব্যক্তিকে সম্মান প্রদর্শন প্রশংসনীয়, অযোগ্য বর্ণগত কিংবদন্তীর অযথা স্তুতিবাদ নিন্দনীয়।

নিম্নে ঋগ্বেদের পরম প্রার্থনা উদ্ধৃত করিলাম। ইহাতে সকল নর নারী সহৃদয়ভাবে যোগ দিন।

ঋগ্বেদ, ১০।১৯১।২-৪। সংজ্ঞান অর্থাৎ ঐকমত্য দেবতা। (২) "তোমরা মিলিত হও, একত্রে বল, তোমাদিগের মন পরস্পর একমত হউক। প্রাচীন দেবতাদিগের ন্যায় একমত হইয়া তাঁহাদের নিরূপিত ভাগে বসিয়াছেন।

(৩) স্থান সাধারণের, সভা সাধারণের, মন এক প্রকার, তাঁহাদের চিন্তা এক প্রকার হউক।

চলিত প্রথার অনুরূপ উদ্দেশ্য তোমাদের বিবেচনার্থ সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি এবং সর্ব্বসাধারণ অর্ঘ দ্বারা অর্চ্চনা করিতেছি।

(৪) তোমাদিগের অভিপ্রায় এক হউক, তোমাদিগের মন এক হউক। তোমরা যেন সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণরূপে সুখে একমত হও।"

চতুর্থ ঋকের টীকায় রমেশচন্দ্র দত্ত লিখিয়াছেন, "ঋগ্বেদ সংহিতার অনুবাদ সমাপ্তি উপলক্ষে অনুবাদক ঋগ্বেদের জ্বলন্ত ভাষায় প্রত্যেক ভারতবাসীর নিকট নিবেদন করিতে সাহস করিতেছেন, "আমাদিগের অভিপ্রায় এক হউক, অন্তঃকরণ এক হউক, আমাদিগের মন এক হউক, আমরা যেন সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণরূপে একমত হই। ঐক্য ভিন্ন আমাদের উন্নতির উপায়ান্তর নাই।"

সমাপ্ত

অন্যপূর্ব্বা বিবাহ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব

য়্যাট্টর্ণি-য়্যাট্-ল, (প্রাপ্তাবসর)

প্রণীত।

ভূমিকা।

"With social sympathy, though not allied,
Is of more worth than a thousand kinsmen"
Euripides' Orestes,
805 (Dr, Ramage. 133).

অর্থাৎ, সামাজিক সমবেদনা, যদিও সন্ধি সূত্রে মিত্র নহে
—সহস্র জ্ঞাতি অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান্।
ইউরিপিডিজ ওরেস্‌টেস্, ৮০৫।

বিগত ১৯১০ সালের ৬ই আগষ্ট তারিখে কলিকাতার ওভারটুন হলে বিধবা-বিবাহ মীমাংসার্থ একটী মহাসভা হইয়াছিল। ৺মহারাজা বাহাদুর স্যার নরেন্দ্র কৃষ্ণদেব, কে, সি, আই, ইর পুত্র ও ৺রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, কে, সি, এস, আই, এর ভ্রাতুষ্পুত্র, মহারাজ-কুমার শৈলেন্দ্র কৃষ্ণ দেব সেই সভায় সভাপতি হইয়াছিলেন। সভাপতি মহাশয় বক্তৃতায় বলেন, "আজ আমরা এই পবিত্র মন্দিরে সমবেত হইয়াছি, ইহা অতি আহ্লাদের বিষয়। আমরা সকলে দেখিতেছি, এই গৃহাভ্যন্তরের প্রবেশদ্বারের উপর লিখিত রহিয়াছে যে, "প্রার্থনা-শক্তি দ্বারা ক্রীত।" আমাদিগের উদ্যম সফল করিতে হইলে, সর্ব্বপ্রথমে জগদীশ্বরের সাহায্য প্রার্থনীয়। যদ্যপি এই গৃহ প্রার্থনা-শক্তি দ্বারা ক্রয় হইতে পারে, তবে আমরাও সর্ব্বান্তঃ-করণে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলে, আশা হয়, তিনি আমাদিগের এই পূর্ব্ব প্রথা প্রত্যানয়ন করিবার পবিত্র উদ্যমে, আশীর্ব্বাদ করিবেন। জগদীশ্বরকে জানিতে হইলে প্রথমে বিনয় শিক্ষা করিতে হয়। আপনারা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, উহা কিরূপে উপলব্ধি হইবে। আমাদিগের দুর্ব্বলতা ও ক্ষুদ্রতা হৃদয়ে সম্যক্ ধারণা করা চাই! আমাদিগের ক্ষমতা, জ্ঞান ও ওজস্বিতার সঙ্কীর্ণতা অনুভব করা চাই। আমাদিগের ইহাও

অনুভব করা আবশ্যক যে, আমরা আমাদিগের অপেক্ষা অধিকতর প্রবল শক্তি দ্বারা চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত হইয়া আছি। আমরা পীড়িত হইলে নীরোগ হইবার ইচ্ছা করি, কিন্তু আরোগ্য আমাদের আজ্ঞায় তো আসে না। গ্রীষ্মকালে আমরা উষ্ণতা অনুভব করি। তখন ইচ্ছা হয় যে, প্রাতঃকালের সুশীতল সমীরণ বহুক, কিন্তু তাহা তো আমরা পাই না। শীতকালে অত্যধিক শীতে যখন আমাদের কষ্ট হয়, তখন আমরা গ্রীষ্মকালের নাতিশীতোষ্ণতা অভিলাষ করি, কিন্তু কই, আমরা তো তাহা পাই না। যদ্যপি আমরা হৃদয়ের এই ভাবের দ্বারা চালিত হইতাম, তাহা হইলে আমরা সহজেই নৈরাশ্যের বশবর্ত্তী হইতাম। কিন্তু আমরা বুঝিতে পারি যে, অনিবার্য্য শক্তি আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করে না। অলৌকিক বস্তুর সহিত আমরা একসম্বন্ধ আনিতে পারি এবং জগদীশ্বরের বিশেষ লক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি যে, তিনি ন্যায়পরতার ও স্নেহের ঈশ্বর।

বক্তৃগণকে আহ্বান করিবার পূর্ব্বে আপনাদিগকে সর্ব্বপ্রথমে হৃদয়ঙ্গম করাইতে চাই যে, আপনারা নিন্দা, ক্রোধ ও মিথ্যা পরিত্যাগ করুন। আপনারা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এই বিষয় তর্ক করিতে মিথ্যা কি হইতে পারে? তাহাই মিথ্যা উক্তি—যিনি বলিবেন বিধবারা পুনর্বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক অথবা তাহারা সকলেই বিবাহ করিতে ইচ্ছুক; এবং বৈধব্য দশায় আদর্শ সতীধর্ম্ম ও সেবা অথবা বৈধব্য দশায় কল্পিত কুৎসিতাচরণ বর্ণনা করিলেই হিন্দুপরিবারের মূর্ত্তি প্রদর্শিত হইল। অর্থাৎ একটি সুন্দর অথবা কুৎসিৎ চিত্র অঙ্কিত করিয়া তাহাকে রক্তমাংসে গঠিত মানব বলা। এই সকল মিথ্যা বর্ণনা যদিও রাজবিদ্রোহ বা মানহানির মধ্যে না আসে, যদিও তাহা আইনে দণ্ডনীয় নহে, তথাপি মিথ্যাবাদীর উপযুক্ত শাস্তি হইতে অব্যাহতি নাই। তাহার মৃত্যুর পর সর্ব্বজ্ঞ জগদীশ্বর তাহার বিচার করেন এবং উহাকে যাহা শাস্তি দেওয়া হয়, তাহা রামায়ণ, উত্তর কাণ্ডে, যম-রাবণের যুদ্ধ বর্ণিত আছে।

আপনারা অনেকেই পাঠ করিয়াছেন যে, মহাত্মা যীশুখৃষ্ট গর্দ্দভ পৃষ্ঠে জয়োল্লাসের সহিত জেরুজেলাম সহরে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং যে মুসলমান মক্কাতে তীর্থ করিতে যান তিনি হাজি উপাধি প্রাপ্ত হন। একজন প্রসিদ্ধ

পারস্য-কবি উপরিউক্ত ঘটনাকে ভিত্তি করিয়া একটি সুন্দর কবিতা লিখিয়াছেন যে, যদ্যপি যীশুখৃষ্টের গর্দ্দভ মক্কায় যায়, তবে সে হাজি হয় না, গর্দ্দভই থাকে। কোন ব্যক্তি বিশেষ কোন চতুষ্পাঠীতে বা বিদ্যালয়ে পাঠ করিলে অথবা সাহিত্য-উপাধি লাভ করিলেই তেজস্বিতা বা কাণ্ডজ্ঞান লাভ করে না। সে জ্ঞান ঈশ্বরদত্ত, পাঠ দ্বারা উপার্জ্জিত হইতে পারে না। সেটি প্রার্থনা-শক্তিতেই অর্জ্জিত হয়। নতুবা যীশুখৃষ্টের গর্দ্দভের ন্যায় সে যাহা ছিল তাহাই থাকে।

আমরা রাজভক্ত প্রজা বলিয়া পরিচয় দিই। যদি ইহা মৌখিক না হয়, আমাদিগের স্মরণ করা উচিত যে, আমাদের দেশের রাজা ১৮৫৬ সালের ১৫ আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছেন—যে আইনটিকে হিন্দু বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধীয় আইন বলে। আইন জারি হইবার পূর্ব্বে তৎসম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক বৈধ হইয়াছিল। কিন্তু যখন আমাদের রাজা সকল প্রকার আপত্তি বিবেচনা করণান্তর দেশে ঐ আইন প্রচলিত করিয়াছেন, তখন বিধবাদিগের অভিভাবকদিগকে সামাজিক পীড়নের ভয় দেখাইয়া, যাহাতে তাহারা ঐ আইন অনুযায়িক কার্য্য না করিতে পারে, এই প্রকার প্রতিকুলাচরণ কার্য্য করা কি এক প্রকার রাজদ্রোহিতা নহে? যদিচ এরূপ বিরুদ্ধাচরণ দণ্ডনীয় নহে, তথাপি আমাদের দেশের রাজার মত আইনে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা রাজভক্ত প্রজা, সেই মতের বিরুদ্ধে কোন কার্য্য বা বক্তৃতা করা আমাদের কর্ত্তব্য নহে।

একজন বিধবা বিবাহের পক্ষপাতী উচ্চ পদস্থ ভদ্রলোক—যিনি তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস অনুযায়ী কার্য্য করিয়াছেন এবং যাঁহাকে তজ্জন্য বিপক্ষেরা একঘরে করিবার চেষ্টা করিতেছেন,—তিনি আমাদিগকে একখানি পত্র লিখিয়াছেন। তাহাতে তাঁহার অপকারী ব্যক্তিদিগের প্রতি স্নেহ ও মার্জ্জনা প্রকাশ করিয়া, তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিতেছেন যে, 'হে পিতা! তাহাদিগকে মার্জ্জনা করুন, কারণ তাহারা কি কার্য্য করিতেছে, তাহা বুঝিতে পারিতেছে না'।

২৫, নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
সন ১৯১০ তাং ১২ই আগষ্ট

গ্রন্থকার।

গ্রন্থকারের জন্মদিন—শকাব্দাঃ ১৭৭৩, মাঘ মাস, ২০শে, শুক্লপক্ষ, ভৈমী একাদশী, রবিবার, রাত্রি, বৃষরাশি, কন্যালগ্ন।

ইংরাজী ১ ফেব্রুয়ারী ১৮৫২।

অন্যপূর্ব্বা বিবাহ।

দ্বিতীয় খণ্ড।

"Those who say 'Change nothing!' are champions of slavery. Those who say 'Let your fetters fall!' are champions of liberty" D' Aubignes' History of the Reformation in the Sixteenth Century.

Book. 11. Chapter x.

অর্থাৎ—যাঁহারা বলেন কিছুই পরিবর্ত্তন করিও না, তাঁহারা দাসত্বের পক্ষপাতী। যাঁহারা বলেন তোমাদের বেড়ী পতিত হইতে দাও, তাঁহরা মুক্তির পক্ষপাতী।

ডি' অভিনেষ, ধর্ম্মসংস্কারের ইতিহাস।

আজ কাল হিন্দু সমাজে বিধবা-বিবাহ বিষয়ে আলোচনা হইতেছে। লেখক এ বিষয়ে নিজের কোন মত প্রকাশ না করিয়া পাঠকদিগের বিবেচনার জন্য নিম্নলিখিত তর্ক বিতর্ক সঙ্কলন করিয়াছেন।

বিপক্ষ। আপনারা সনাতন হিন্দুধর্ম্মে গোলযোগ উপস্থিত করিতেছেন।

স্বপক্ষ। সনাতন হিন্দুধর্ম্ম মহর্ষি মনুর সংহিতাতে হিন্দু নারীদিগের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে (পঞ্চম অধ্যায়ের ১৪৭ শ্লোকে) লিখিয়াছেন যে, "স্ত্রীলোক বাল্যে পিতার বশে, যৌবনে পতির বশে, স্বামী মরিয়া গেলে পুত্রের তত্ত্বাবধানে থাকিবে; কখনও স্বাধীন ভাবে অবস্থান করিবে না।" এবং কুল্লুক ভট্ট তাহার টীকা করেন যে, শৈশবে পিতার, যৌবনে পতির ও বৃদ্ধকালে স্বামীর অবর্ত্তমানে পুত্রের তত্ত্বাবধানে থাকিবে। যদ্যপি তাহার সন্তান না থাকে, তবে তাহার স্বামীর জ্ঞাতির নিকট থাকিবে। স্বামীর জ্ঞাতি না থাকিলে, তাহার পিতার

নিকট থাকিবে। পিতৃজ্ঞাতি না থাকিলে সম্রাটের তত্বাবধানে থাকিবে। কিন্তু আমরা কার্য্যতঃ কি দেখিতে পাই? যদি স্বামীর এজমালী সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী স্ত্রী হয়, অনেক স্থলে সেই সম্পত্তি বিষময় হইয়া মামলা মোকদ্দমার হেতু হয়। আর মোকদ্দমার খরচায় উভয় পক্ষ সর্ব্বস্বান্ত হয়। তখন সেই সনাতন ধর্ম্মের মাহাত্ম্য কে প্রচার করে?

বি। আপনারা কি বলিতে চান, বিধবাদিগের চরিত্র কলুষিত হয়?

স্ব। তাহা বলি না। তবে, বিধবাদিগের ইন্দ্রিয়-ভোগবিলাষ পরিতৃপ্ত হয় না।

বি। বিধবাদিগের আহার্য্যের এরূপ বন্দোবস্ত করা হয়, যাহাতে ভোগাভিলাষ উদ্রিক্ত হইতে পারে না।

স্ব। তাহারা অন্ন, ব্যঞ্জন, ফল, দুগ্ধাদি আহার করে ও তদ্দ্বারা নাইট্রোজেন উৎপন্ন হয় ও শরীরের আভ্যন্তরিক সমস্ত যন্ত্রের কার্য্য যথারীতি চলিতে থাকে। সে স্থলে যে, ভোগাভিলাষের উদ্রেক হয় না, তাহা কিরূপে বলা যাইতে পারে?

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, শ্রীকৃষ্ণজন্ম খণ্ড, ৮৩ অঃ, পৃঃ, ৪২৭, লিখিত, যথা, "যে ব্রাহ্মণী বিধবা হয়, সে নিত্য দিনান্তে হবিষ্যান্ন ভোজন করিবে ও সর্ব্বদা নিষ্কামা হইবে, শাস্ত্রে এইরূপ উক্ত আছে। বিধবা ব্রাহ্মণী, উৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান করিবে না এবং গন্ধ দ্রব্য, সুগন্ধি, তৈল, মাল্য, চন্দন, শঙ্খ, সিন্দুর, ও ভূষণ ত্যাগ করিবে; নিত্য মলিনাম্বর ধারণ করিয়া নারায়ণ স্মরণ করাই তাহার কর্ত্তব্য। উক্ত বিধবা, ঐকান্তিক ভক্তিমতী হইয়া নিত্য নারায়ণ সেবা, নিরন্তর নারায়ণের নামোচ্চারণ ও পুরুষ মাত্রকে ধর্ম্ম পুত্র তুল্য দর্শন করিবে। সে মিষ্টান্ন ভোজন ও বিভব করিবে না। পবিত্রা বিধবা ব্রাহ্মণী, একাদশী, কৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী, শ্রীরামনবমী ও শিবরাত্রিতে কিছুমাত্র ভোজন করিবে না। আর অঘোরা ও প্রেতা চতুর্দ্দশীতে এবং চন্দ্রসূর্য্যোপরাগ দিনে ভ্রষ্ট দ্রব্য বিধবার পক্ষে নিষিদ্ধ; সুতরাং তদ্ব্যতীত অন্য বস্তু ভোজন করিবে। বিধবা, যতি, ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীদিগের পক্ষে তাম্বূল, গো-মাংস ও সুরাতুল্য বলিয়া বেদে উক্ত আছে এবং উহাদের রক্ত শাক, মসুর, জম্বীর, পর্ণ ও বর্ত্তুলাকার অলাবু বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। বিধবা পর্য্যঙ্কশায়িনী হইলে পতিকে পাতিত করে এবং যানারোহণ করিলে স্বয়ং নরকগামিনী হয়। বিধবা, কেশ-সংস্কার ও গাত্র সংস্কার পরিত্যাগ করিবে এবং কেশকলাপ জটাবদ্ধ

হইলে তীর্থাতিরিক্ত স্থানেও ক্ষৌরকার্য্য দ্বারা তাহা অপনীত করিবে। বিধবা, তৈলাভ্যঙ্গ, দর্পণে মুখ দর্শন, পরপুরুষের মুখ নিরীক্ষণ এবং যাত্রা, নৃত্য, মহোৎসব, নৃত্যকারী, গায়ক, সুবেশ-সম্পন্ন পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে না; সর্ব্বদা সামবেদ নিরূপিত ধর্ম্মকথা শ্রবণ করাই তাহার কর্ত্তব্য।"

উপরউক্ত বিধি নিষেধ কতদূর ব্রাহ্মণী বিধবা পালন করেন কিনা, ব্রাহ্মণ পাঠক বলিতে পারেন। কারণ, এই সকল ব্যবস্থা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র জাতীয় বিধবার জন্ত ব্যবস্থিত হয় নাই।

বি। তপস্তার দ্বারা ভোগাভিলাষ নষ্ট হইতে পারে।

স্ব। বিশ্বকোষ, সপ্তম ভাগ, ৫৫৩ পৃষ্ঠায় লিখিত, তপঃ তিন প্রকার, শারীরিক, বাচিক ও মানসিক। দেব, দ্বিজ ও প্রাজ্ঞগণের পূজা, শৌচ, ঋজুতা, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা এই কয়টি শারীরিক তপঃ। হিত ও প্রিয়, সত্য, অনুদ্বেগকর বাক্য ও স্বাধ্যায়াভ্যাস (বিধিপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন) এই কয়টি বাচিক তপঃ। মনঃ-প্রসাদ, সৌমত্ব, মৌন, আত্মনিগ্রহ ও ভাবশুদ্ধি এই কয়টি মানসিক তপঃ। এই তপঃ আবার তিন প্রকার স্বাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। পাতঞ্জল নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, কায়িক বাচিক ও মানসিক এই ত্রিবিধ কষ্টের সাধন দ্বারা ফলাকাঙ্ক্ষা শূন্ত হইয়া ক্রিয়াযোগে প্রবৃত্ত হওয়ার নাম তপস্তা। তাহা যদি আপনারা স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষা দিতে পারেন, তবে অবশ্যই তাহা শ্লাঘ্য বিষয়। কিন্তু তাহা কি শিক্ষা দেওয়া হয়? অবিবাহিতা কয়টি বালিকা বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করে? আমরা যখন তখন কবির উক্তি ব্যবহার করি, যেমন—"কন্তাপ্যেয়ং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ," "সুমাতার সুশিক্ষায় সুশীল সন্তান।"

> **"Woman's cause is man's, they rise or sink**
> **Together, dwarfed or godlike bound or free."**
>
> **Tennyson.**

অর্থ,—মহিলার পক্ষ মানবজাতির পক্ষ, একত্রে তাহারা ভাসিয়া উঠে অথবা তলায় পড়ে। খর্ব্বাকৃতি অথবা দেববৎ, হাত পা বাঁধা অবস্থায় অথবা মুক্ত।"

টেনিসন্।

কিন্তু আমরা কার্য্যতঃ কি তাহা করি?

বি। আজ কাল কুমারীদেরই বর পাওয়া যায় না, তাহার উপর আবার বিধবা বিধবাবিবাহের হুজুক তুলিয়াছেন।

স্ব। কুমারীদের বিবাহ সহজেই হইতে পারে ;—আপনারা যদি চেষ্টা করিয়া বরের পণটা উঠাইয়া দিতে পারেন। ''কায়স্থ-পত্রিকার", অষ্টম বর্ষীয় প্রথম সংখ্যায় "কন্যাদায়" প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র (কলিকাতা হাইকোর্টের জজ্ হইয়াছিলেন) লিখিয়াছেন "মেয়ের গহনা আর গহনার নামে চলে না, ওজন দেওয়া আবশ্যক অথবা ঘটকীরা মায় গহনার ওজন ফৰ্দ্দ লইয়া না গেলে বরকর্ত্তার তৃপ্তি হয় না, গৃহিণীর নাম করিয়া তিনি ভদ্রতার পথে কাঁটা দেন। তাহার উপর নগদ টাকা, যাহাকে আমরা বরপণ বলিতেছি। বঙ্গীয় সমাজ কতদিন এরূপে চলিবেক ?

কায়স্থ সভা নিয়ম করিতেছেন, আট বৎসর চেঁচাচেচিঁ করিতেছেন। তাহার পূর্ব্বেও অনেক বৎসর এই পৈশাচিক ব্যবহারের আন্দোলন হইতেছে, কিন্তু ফলে ত কিছু বিশেষ দেখা যায় না। অনেকেই বুঝিয়াও বুঝেন না, মুখে বক্তৃতা করিয়া কাজের বেলা লোভপরতন্ত্র হন। অনেকে গৃহিণীর দোহাই দেন; আবার তৃতীয় শ্রেণীর সজ্জনগণ tit for tat (ঠিক প্রতিফল) চাহেন—আমি মেয়ের বিবাহে এত দিয়াছি, আমার ছেলের বিবাহে এত দিতে হইবে, আমি কেন ছেলের বিবাহে লইব না ? ওজরের অভাব দেখিতে পাই না। যাঁহারা বড়ই ভদ্র তাঁহারা বড় মানুষের মেয়েকে গৃহলক্ষ্মী করিতে চাহেন,—যেন এত দাও তত দাও না বলিতে হয়।"

স্কন্দ-পুরাণ, ব্রহ্ম খণ্ডে—ধর্ম্মারণ্যখণ্ড, ৬ অঃ, পৃঃ, ১৭৮১, "কন্যার অণুপরিমিত শুল্কগ্রহণ করিলেও তাহা কন্যা বিক্রয় জনিত পাপ উৎপাদন করে। আর অপত্য বিক্রয়-জনিত পাপে মানব কল্পকাল বিট্‌ক্রিমিভোজন নরকে বাস করিয়া থাকে।"

মহাভারত, অনুশাসন পর্ব্ব, ১৪৫, অঃ, পৃঃ, ১৮৮৯, "যে মানব স্বকীয় পুত্রকে বিক্রয় করিয়া ধন লাভ করে অথবা জীবিকার জন্য শুল্ক গ্রহণ পূর্ব্বক কন্যা প্রদান করে, সেই সমস্ত মূঢ়েরা কালসূত্র নামক ঘোরতর সপ্ত নরকের পরিবর্ত্তি নিরয়ে স্বেদ মূত্র ও পুরীষ ভোগ করিয়া থাকে।"

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র, ১১ উল্লাস, পৃঃ, ৭৮, লিখিত, "যাহারা শুল্ক গ্রহণ-

পূর্ব্বক কন্যা বা পুত্র দান করে, অথবা (জ্ঞানপূর্ব্বক) গুণ্ডকে পুত্র কন্যা দান করে, রাজা সেই পাপাত্মদিগকে এবং পতিতদিগকেও দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিবেন।"

আপনারা শাসনভার প্রাপ্ত রাজ কর্ম্মচারিবর্গের নিকট আবেদন করুন; মহানির্ব্বান তন্ত্রকাল অনুযায়ী পাপাত্মা শুল্ক গৃহীতাকে হয় দেশ হইতে বহিষ্কৃত করা, না হয় সে নগদ ও গহনায় যত টাকা কন্যাকর্ত্তার নিকট আদায় করিয়াছিল, তাহার দ্বিগুণ অর্থদণ্ড করিবার আইন জারী করান। তবে এই লোভান্বিত কুপ্রথার প্রতীকার হইবে। নচেত, লর্ড কারজন যাহা বলিয়াছিলেন কতক সত্য হইয়া দাড়ায়। তিনি বলিয়াছিলেন,—বাঙ্গালীরা সোডা-ওয়াটার বোতলের ন্যায় খোলার সময় শব্দ করে, তারপর যে জল সেই জল হয়। মঞ্চের উপর বক্তৃতা করেন, সভাতে উত্তেজনা ও প্রশংসা-সূচক করতালি পান। মঞ্চ হইতে নামিয়া সভা ত্যাগ করিলে তাঁহার আর উচ্চবাচ্য নাই। বক্তৃতাকে কার্যে পরিণত করিতে হয়, তখন স্বপ্নবৎ বিবেচনা করেন।

বি। পণ উঠাইয়া দিবার জন্য আপনারা কি চেষ্টা করিতেছেন? আঙ্গুল উত্তোলনের মেহনৎটুকুও কি করেন?

স্ব। আমি চেষ্টা করি। সভাতে বলিয়া থাকি যে, বরপণ গ্রহণ করা অত্যন্ত অন্যায়। কিন্তু গৃহে আসিয়া ঘটক আমার পুত্রের জন্য সম্বন্ধ আনিলে বলি, কন্যার সৌন্দর্য্য বা তাহার পিতার মান মর্য্যাদা দেখিব না। যে কন্যার পিতা অত্যধিক পণ দিতে পারিবে, তাহারই কন্যার সহিত আমার পুত্রের বিবাহ দিব।

বি। গত লোকসংখ্যা-গণনায় টের পাওয়া যায়, যদি প্রত্যেক পুরুষের এক একটী কুমারীর সহিত বিবাহ দেওয়া হয়, তাহা হইলে দুই লক্ষের অধিক কন্যা অবিবাহিতা থাকিবে। তাহার উপর আবার বিধবা-বিবাহ হইলে অবিবাহিতা কুমারীর সংখ্যা আরও বাড়িবে। তাহার প্রতিকার কি?

স্ব। জনৈক স্বপক্ষ বক্তা ১৯০১ সালের লোকসংখ্যা-গণনা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, যদি কেহ বলেন বাঙ্গালায় কায়স্থদিগের

মধ্যে বিবাহ যোগ্য পুরুষের সংখ্যা বিবাহযোগ্য পাত্রীর সংখ্যা অপেক্ষা অল্প তাহা সে ব্যক্তির ভ্রমসঙ্কুল তর্ক। বাঙ্গালাদেশে (১০) দশ বৎসর বয়ঃক্রমের নিম্নে আটাত্তর হাজার চারি শত সাতটি (৭৮৪০৭) বালিকা বিধবা আছে। তাহাদিগকে তপস্যা শিক্ষা করান প্রায়ই অসম্ভব, কারণ তপস্যার আয়োজন করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে প্রত্যেক্ গৃহকে তপোবন করা আবশুক্ এবং ইহার অধিবাসী তপস্বী ও তপস্বিনী হওয়া কর্ত্তব্য। আর কেহ কেহ বহু বিবাহ একটি প্রতিকার বলেন।

বি। অনেকে সংসার খরচের ভয়ে একটীও বিবাহ করিতে চাহে না, তাহার উপর আবার বহু-বিবাহ করিবে কি প্রকারে?

স্ব। যাহাদের সামর্থ্য আছে, তাহারাই বহু-বিবাহ করুক।

বি। একদা পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে মুরসিদাবাদের প্রসিদ্ধ কবিরাজ বিধবা-বিবাহ সংক্রান্ত তর্ক করিবার জন্য স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। পণ্ডিত মহাশয় তথায় উপস্থিত হইলে কবিরাজ মহাশয় তাঁহাকে এক একটী বারকোসের উপরে সিধা পাঠাইয়া দেন। বারকোসগুলি পণ্ডিত মহাশয় নামাইয়া দেখেন যে, একটী বারকোসের উপর একটী নূতন মাটীর হাঁড়ী সরাবদ্ধ ছিল। পণ্ডিত মহাশয় সরা খুলিতে বলেন। দেখিলেন, হাঁড়ীর মধ্যে একটা মাথা-কাটা গোসাপ পড়িয়া রহিয়াছে। হাঁড়ীর ভিতর রক্তময়। দেখিবামাত্র তিনি অত্যন্ত বিরক্ত ও কুপিত হইলেন। তর্কের সময় বৈকালে নির্দ্ধারিত ছিল; পণ্ডিত মহাশয় আহারাদি করিয়া তর্ক করিতে যাইবেন। বৈকালে তিনি তথায় উপস্থিত হইলেন এবং বিরক্তির সহিত কবিরাজ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কাটা গোসাপ পাঠাইয়া তাঁহার কি আতিথ্য করা হইল? কবিরাজ মহাশয় বলিলেন যে, তিনি কোন অন্যায় কাজ করেন নাই। পুরাকালে গোসাপ খাইবার প্রথা ছিল। ইহার বিধি, মনুসংহিতা ৫অঃ, ১৮ শ্লোক, "পঞ্চনখের মধ্যে শজারু, শল্যক, গোসাপ, গণ্ডার, কচ্ছপ ও খড়গশ—এই ছয়টী ভোজন করা যায় এবং একপাটী দন্ত বিশিষ্ট পশুর মধ্যে উষ্ট্র মাংস যজ্ঞে ভোজন করা যায়।" পূর্ব্বকালে বিধবা-বিবাহ প্রথাও প্রচলিত ছিল। তৎপরে ঐ প্রথা রহিত হয়। যখন পণ্ডিত মহাশয় সেই প্রথা পুনরায় প্রচলিত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, তখন গোসাপ আহার

করা পূর্ব্বকালের প্রথা কবিরাজ মহাশয়ের পক্ষে প্রচলিত করা অসংগত নহে। পণ্ডিত মহাশয় তর্ক না করিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

স্ব। "ক্রোধে লোক ভ্রষ্ট হয় ক্রোধে হয় পাপ
অক্রোধের সম পুণ্য নাহিক সংসারে।
সর্ব্ব ধর্ম্মে ধার্ম্মিক যে ক্রোধকে সংবরে॥
শতেক বৎসর তপ করে যেই জন।
অক্রোধী সহিত সম নহে কদাচন॥"

(৺কাশীরাম দাসের মহাভারত, আদিপর্ব্ব, দেবযানীর উপাখ্যান)

"শুক্র কহিলেন, যিনি অন্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক নিন্দিত হইয়া নিন্দাবাক্য সহ্য করেন, দেবযানি! তুমি জানিবে যে, তাহাতেই তাঁহার এই সমস্ত জগৎ জয় করা হয়। যিনি উত্তেজিত ক্রোধকে নিগৃহীত অশ্বের ন্যায় নিগ্রহ করেন, তিনিই সাধুগণ কর্ত্তৃক সারথি বলিয়া উক্ত হন, প্রত্যুত অশ্বের রশ্মিমাত্র অবলম্বন করিলেই যে তিনি সারথি বলিয়া উক্ত হন এমত নহে। যিনি ক্ষমা দ্বারা সমুদিত ক্রোধ নিরাস করেন, দেবযানি! তুমি জানিবে যে, তাহাতেই তাঁহার এই সমস্ত জগৎ জয় করা হয়। যিনি সর্পের নির্ম্মোক পরিত্যাগের ন্যায় ক্ষমা দ্বারা সমুৎপন্ন ক্রোধকে পরিত্যাগ করেন, তিনি পুরুষ বলিয়া উক্ত হন। যিনি ক্রোধকে সংযত করেন ও কেহ নিন্দা করিলে যিনি তাহা সহ্য করেন এবং স্বয়ং সন্তপ্ত হইলেও অন্যকে তাপিত না করেন, তিনিই পুরুষার্থের ভাজন। যিনি অপরিশ্রান্ত হইয়া শত বর্ষ কাল মাসে মাসে যাগক্রিয়া করেন আর যিনি সর্ব্বপ্রাণীতে ক্রোধ শূন্য হন, এ উভয়ের মধ্যে অক্রোধন ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ।"

(৺কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত, আদি পর্ব্ব, সম্ভব পর্ব্বে উনাশীতিতম অধ্যায়।)

এই ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া অন্ধ দীর্ঘতমা বিধবার পত্যন্তর গ্রহণ নিষেধ করিয়াছিলেন। তদ্দ্বারা তাহাদের জীবন এ পর্য্যন্ত অত্যন্ত অসুখী করিলেন। তাহাদিগের দুঃখের দীর্ঘ নিশ্বাস তাঁহাকে অপরাধী বলিতেছে। তিনি কি না অন্যায় কাজ করিলেন। তিনি বলেন নাই ইহা ঐশ্বরিক অনুমোদন! নিজের চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি করিলেন না। স্বকীয় চরিত্র নিষ্কলঙ্ক হইলে নিরীহ অজ্ঞাত রমণীদিগের বিরুদ্ধে উৎকট আজ্ঞা দিতেন না। যে কথা

হইতেছে তাহার সহিত ঠিক সংলগ্ন উদাহরণ, "তুমি ডাক্তার আগে নিজের রোগ সামলাও"। মুনিদিগের কামপীড়ার কথা বর্ণিত ; কালিকা পুরাণ, ৪৯ অঃ, পৃঃ, ২৯০, "চিত্রাঙ্গদা আসিতেছে দেখিয়া কাপোত (মুনি) কাম মুগ্ধচিত্তে মুনিদিগের পরস্ত্রী সম্ভোগ স্মরণ করিতে লাগিলেন।"

ক্রোধবশতঃ পণ্ডিত মহাশয় হতবুদ্ধি হইয়া উত্তর দিতে পারিলেন না। কবিরাজ মহাশয়ের কথার উত্তর যথেষ্ট ছিল। পণ্ডিত মহাশয় বলিতে পারিতেন যে, কবিরাজ মহাশয়! আজ জানিলাম, আপনিও একজন সমাজ-সংস্কারক। আমি এক বিষয় পুনঃ প্রচলিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, আপনিও খাদ্য বিষয়ে পূর্ব্ব প্রথা প্রচলন করিতে উদ্যত। অতএব আমরা উভয়েই সমাজ-সংস্কারক। আজ হইতে আমরা স্থিরসংকল্প বন্ধু হইলাম।

বি। একটী গৃহস্থ স্ত্রীলোককে মিলের শাড়ী ও হাতে কাচের চুড়ী ব্যতীত তাহার স্বামী আর কিছু দিতে অক্ষম। যদি সেই স্ত্রী একজন বেশ্যাকে পার্শী-শাড়ী স্বর্ণ-অলঙ্কারে ভূষিত দেখে, তাহা হইলে তাহার কি ইচ্ছা হয় যে, আমিও তাহার ন্যায় হই ?

স্ব। অলঙ্কারাদি বাহ্যিক, কিন্তু ইন্দ্রিয়ভোগের অভিলাষ আভ্যন্তরীণ। বাহ্যিক ও আভ্যন্তরাণের তুলনা হইতে পারে না। যেমন আহার ও পান জীবনধারণের জন্য আবশ্যক, পার্শী-শাড়ী ও স্বর্ণ-অলঙ্কার সেরূপ নহে। একজন আরমানী ব্যারিষ্টার বলিতেছিলেন যে, তাঁহার স্ত্রী এক দিন রাস্তায় যাইবার সময়ে দেখিলেন, একটী অল্প বয়স্কা সদ্বংশজাত বালিকা রাস্তার ধারে বসিয়া পান বিক্রয় করিতেছে। তিনি বালিকার নিকট যাইয়া বলিলেন,—"দেখিতেছি তুমি অল্পবয়স্কা সদ্বংশীয়া আকৃতি বালিকা, তুমি রাস্তার ধারে বসিয়া পান বিক্রয় করিতেছ কেন ?" সে উত্তর করিল, "আমার দুঃখের কথা আপনাকে আর কি বলিব! আমি ১১ বৎসর বয়সে বিধবা হই। তৎপরে আমাকে মন্দলোকে কুপথ গমনে প্রবৃত্ত করে ; সুতরাং আমার মাতৃকুল, পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল আমাকে তাড়াইয়া দেয়। আমার বয়স এখন ১৩ বৎসর। জঠর জ্বালা নিবারণের জন্য দিনে পান বিক্রয় করি ও রাত্রে বেশ্যাবৃত্তি করি।" মেম সাহেব বলিলেন,—"তুমি আমার বাড়ীতে আসিবে ?" সে বলিল, "আমি এখনি আপনার সঙ্গে যাইব। আমার এ পাপজনক উপায়ে জীবন

যাপন করিবার কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই।" তিনি কথা অনুসারে তাহাকে আপন গৃহে লইয়া গেলেন। এই দুঃখের কাহিনী শুনিয়া একজন বিধবা-বিবাহ বিরোধী ব্যক্তি ব্যারিষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনারা কি তাহাকে বাইবেল পড়াইবেন?" ব্যারিষ্টার মহাশয় বলিলেন "তাহাতে ক্ষতি কি? সে ত জাতিচ্যুত হইয়াছে, আপনারা আর তাহাকে ক্রিয়াকর্ম্মে নিমন্ত্রণ করিয়া পরিজনগণের সহিত এক পংক্তিতে আহার করিবেন না, আপনাদের হিন্দু সমাজে যখন তাহার আর কোথাও স্থান নাই, তখন আর ও কথায় কাজ কি?"

"Nor light the recompense, when they who hear
Melt at the melancholy tale and drop—
In pity drop, the sympathising tear."

Aeschylus Prometheus, 637.

(Dr. Ramage, 8. Beautiful thoughts from Greek Authors.)

অর্থ—সামান্য প্রতিদান নহে, যখন যাহারা শোকাবহ আখ্যায়িকা শ্রবণ করিয়া দ্রবীভূত হয় এবং দুঃখে ও মনঃকষ্টে সহানুভূতির অশ্রুবিন্দু বিন্দু বিন্দু পাত করে। এসকাইলাস্ প্রমেথিউশ।

বি। সধবা স্ত্রীলোকও কখন কখন কুপথগামিনী হয়।

স্ব। বালিকা বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহ না দেওয়ার ইহা যুক্তিসঙ্গত তর্ক নহে। যে বিধবা কুপথগামিনী হয় তাহার মার্জ্জনা হইতে পারে, কিন্তু সধবার পক্ষে নহে। সেস্থলে যাহারা তপস্যা নির্দ্দেশ করেন, সেই সধবাকে তাঁহারা দীক্ষা দিন।

বি। হিন্দু স্ত্রীলোকেরা দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক এবং এরূপ বিবাহ তাহারা সর্ব্বপ্রথমে সযত্নে প্রতিবাদ করিবে। আমরা একটী মন্দির ভাঙ্গিয়া উহাকে ইন্দ্রিয় সুখের বাস গৃহ করিতে পারি না।

স্ব। "মিথ্যা শাপ দেয় আর বলে মিথ্যা বাণী।
তার প্রহারের কত কহিব কাহিনী॥
প্রতপ্ত সাঁড়াসি দিয়া জিহ্বা লয় কাড়ি।
মাথার উপর মারে ডাঙ্গসের বাড়ি॥

* * * *

মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় যেই সভা মধ্যে বসি।
তার জিহ্বা টানে দিয়া জ্বলন্ত সাঁড়াসি ॥
তার পূর্ব্বপুরুষেরা ভুঞ্জে সেই পাপ।
চিরকাল পাপ ভুঞ্জে পায় বড় তাপ ॥"
(৺কৃত্তিবাসের রামায়ণ, উত্তর কাণ্ড, যম-রাবণের যুদ্ধ।)

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, ব্রহ্মখণ্ড, ১৭ অঃ, পৃঃ, ৩৬, "আপনারা এক্ষণে যথার্থ বলুন, সাধু ব্যক্তি কখনই পক্ষপাতের কথা কহেন না; কারণ সভাস্থলে পক্ষপাতী হইলে, তাহার শত পুরুষ নিরয়গামী হয়।"

"গৌতম-সংহিতা, ১৩ অঃ, "সত্য কথা বলিলেই স্বর্গ এবং মিথ্যা কথায় নরক হয়।"

আপনারা কয়জন বিধবাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যাহারা দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক এবং তাহাদের আর্থিক অবস্থাই বা কি? কখন কখন অর্থশালিনী বিধবা পোষ্যপুত্র গ্রহণ বিষয়ে স্বামীর অনুমতি সত্ত্বেও পোষ্যপুত্র লয় না। কারণ, পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিলে বিধবার স্বামীর বিষয়ে পোষ্যপুত্রই অধিকারী হয় এবং পোষ্যপুত্র-গ্রহণকারিণীর কেবলমাত্র গ্রাসাচ্ছাদনের স্বত্ব বর্ত্তায়। স্বামীর বিষয়ে উত্তরাধিকারিণী বিধবা দ্বিতীয়বার বিবাহ করিলে যে, স্বামীর ত্যক্ত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইবে তাহা সে জানে। এরূপ অবস্থাপন্ন বিধবার দ্বিতীয়বার বিবাহে অনিচ্ছা হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু যে স্থলে স্বামী কোন সম্পত্তি রাখিয়া যান নাই এবং তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের কোন উপায় নাই। অপরের দাসীবৃত্তি করিয়া একমুটা খাঁইতে পায়, এরূপ দীনহীনা বিধবা দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে কি অনিচ্ছুক?

১৮৫৬ সালের ১৫ এক্ট জারি হইলে পর অনেক বিধবা অবিবাহিতা বালিকাদিগের ন্যায় শাড়ী ও গহনা পরিয়াছিল ও বলিত, আমাদের পুনর্ব্বার বিবাহ হইবে। ইহা আপনারা যদি তদন্ত করিতে চান, তৎকালীন বৃদ্ধাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে এবং তৎকালীন বার্ত্তাবহ পাঠ করিলে অবগত হইতে পারেন।

তৎকালীন উপর-উক্ত স্ত্রীলোকদিগের মনের ভাব "বিদ্যাসাগর পেড়ে" শান্তিপুরে কাপড়ে নিম্নলিখিত গীতটীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ বস্ত্র অনেকেই আগ্রহাতিশয্যে অধিক মূল্য দিয়া ক্রয় করিত।

"সুখে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হোয়ে।
সদরে করেছ রিপোর্ট বিধবাদের হবে বিয়ে॥
কবে হবে শুভদিন প্রকাশিবে এ আইন
দেশে দেশে জেলায় জেলায় বেরোবে হুকুম,
বিধবা রমণীর বিয়ে লেগে যাবে ধূম,
মনের সুখে থাকবো মোরা মনের মত পতি লয়ে॥

এমন দিন কবে হবে বৈধব্য যন্ত্রণা যাবে
আভরণ পরিব সবে
লোকে দেখবে তাই
আলোচাল কাঁচকলা মালষার মুখে দিয়ে ছাই
এয়ো হয়ে যাব সবে বরণ ডালা মাথায় লয়ে॥"

আর ভগ্ন মন্দিরের কথা যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, সেই মন্দিরের বর্ণনা এক-লেখক মত সংগ্রহ করিয়া লিখিয়াছেন, "তুমি রূপসী ভার্য্যা লইয়া দিবানিশি আমোদে আত্মহারা হইয়া থাকিবে, আর তোমার ছোট কন্যা বা ভগিনী দৈব-দুর্ব্বিপাকে পতিহীনা বলিয়া অহরহঃ অপরিমিত বিরহে জর্জ্জরীভূত হইয়া চক্ষের উপর তোমার আমোদ প্রমোদের সুমধুর লীলাতরঙ্গ দেখিয়া স্বীয় চরিত্র কি অক্ষুন্ন রাখিতে পারিবে? সুতরাং তাহাকে অধঃপাতে না প্রেরণ করিয়া, জীবনকে মধুময় করিবার জন্য বিবাহদানে একটা পথ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া কি সমাজের কর্ত্তব্য নহে?"

পিতা মাতার ছোট ছেলে মেয়ে নিকটে উপস্থিত থাকিলে তাঁহাদের একটী গুরুতর দায়িত্ব আছে। তাঁহারা পরস্পরে যে সব কথাবার্ত্তা বা আচরণ করেন, তাহা তাঁহাদের শিশু সন্তানেরা মনোযোগপূর্ব্বক স্মরণ করিয়া রাখে ও পরে তাদের কার্য্যে অনুকরণ করে। অনেক পিতা মাতা এ বিষয় সম্বন্ধে কিছু মাত্র ভাবেন না।

এতদ্ব্যতীত মন্দিরের চূড়ান্ত বর্ণনা উদারচেতা বিদগ্ধমণ্ডলী যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে, পড়িয়া দেখুন।

রঙ্গমঞ্চে যাহারা বিধবা বিবাহ নিবারণের সভা করিয়া বক্তৃতা করেন,

তাহাদিগের এইটুকু বিবেচনা করিয়া অনুসন্ধান করা উচিত যে, তাঁহাদিগের সভাভঙ্গের পর রাত্রে নর্ত্তকীগণ আসিয়া সেই রঙ্গমঞ্চ উপরে নৃত্যগীতাদি করে। তাহারা কে ? সধবা, বিধবা না বিধবার কন্যা ? কি জন্য তাহারা এ জীবিকা অবলম্বন করিয়াছে ? এ পেশায় সতীত্ব ধর্ম্ম অটুট থাকে কি না ? নিন্দার্হ স্থানে যে সকল স্ত্রীলোক বাস করে তাহারাই বা কে ? যদি আপনাদের অনুসন্ধান দ্বারা প্রকাশ হয়, তাহারা পাপাসক্ত কার্য্যের দ্বারা জীবিকা আহরণ করে; তাহাদের নিকট সুখসন্তোষ ও ভালবাসা অজ্ঞাত পদার্থ এবং এই পৃথিবী প্রত্যহ নরক স্বরূপ জ্ঞান। তাহা হইলে তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার সদুপায় উদ্ভাবন করা চাই। তাহাদের মধ্যে অনেকের অপবিত্রভাবে জীবন যাপন জঘন্য জ্ঞানে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হইয়া থাকে। এই পাপাচরণ তাহাদিগের সমগ্র স্বভাব দূষিত করে না। তাহারা উদ্ধারের সহায়তা পাইলে এ জীবিকা হইতে বিরত হইবে।

"নবদ্বীপ ধামকে ছোট বৃন্দাবন বলা হয়। তথায় মাতৃমন্দির নামে একটী বাড়ী আছে। যথায় পদস্খলিত স্ত্রীলোকগণ পরিত্যক্তাভাবে সহায় সম্বলহীনাবস্থায় বাস করে। মাতৃমন্দিরে আশ্রিতাগণ জীবনের অবশিষ্টকাল কিরূপে অতিবাহিত করিবে ইহাও বিশেষ চিন্তার কথা।" (হিতবাদী)। এ বিষয়ে আলোচনার অভাব; কারণ মহাজনেরা বিবেচনা করেন ইহা অত্যন্ত শোকার্ত্ত বিষয়, কিন্তু অপরাজেয় নির্ব্বন্ধ, কথা না কওয়াই ভাল। এই দার্শনিক ঔদাস্য শিথিল মনোবৃত্তির পরিচায়ক। পতিতাদিগকে প্রকারান্তরে বলা হয়,—"ঈশ্বর তোমাদিগকে ক্ষমা করিতে পারেন, কিন্তু আমরা পারি না।"

পুরুষের কল্পিত আদর্শ নারী বা বিধবা মনমুগ্ধকর হয় বটে, কিন্তু গার্হস্থ আশ্রমাবলম্বী এবং প্রবন্ধ লেখকের আত্মীয় বন্ধুবর্গ তাহার যথার্থ অর্থ বুঝিয়া প্রকৃত মূল্য স্থির করেন। বিধবা বিবাহ নিবারণ সম্বন্ধীয় মিথ্যা বক্তৃতা ও প্রবন্ধ যদিও আইনে দণ্ডনীয় নহে, কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ ভগবানের নিকট তাহার বিচার হইবে। বক্তার আত্মগ্লানি ভাব উদয় হয় কি না তাহা তিনিই জানেন, কারণ "মনের অগোচর পাপ নাই।"

Conscience.

"Thus conscience does make cowards of us all ;
And thus the native hue of resolution
Is sicklied o'er with the pale-cast of thought ;

**And enterprizes of great pith and moment,
With this regard, their currents turn awry
And lose the name of action."**

**Shakespeare's Hamlet, Act, III, Scene. I.
(His Soliloquy)**

বিবেক।

অর্থ—এইরূপে বিবেক আমাদিগকে কাপুরুষ করে; এবং এইরূপে সংকল্পের স্বাভাবিক বর্ণ বা চিন্তার ম্লান ছাঁচ দ্বারা দাগ্রিত হয়; এবং মহৎ শক্তি ও গুরুতর ব্যাপার, এই সম্বন্ধের সহিত, তাহাদের প্রবাহ বক্রভাবে ফিরায় এবং কর্ম্মের নাম হারায়।"

সেক্সপিয়ারের হ্যামলেট য্যাকট, III, সিন, I.
(তাঁহার স্বগত বচন)।

**"Trust that man in nothing,
Who has not a conscience in everything."**

**Sterne—Tristram Shandy, vol. II. Ch. XVII and
Sermon. 21.**

অর্থ—যাহার প্রত্যেক বিষয়ে বিবেক নাই এরূপ লোককে কোন কিছুর জন্য নির্ভর করিও না

ষ্টার্ণের—ট্রিষ্ট্রাম স্যানডি।

বি। বিধবারা দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবার জন্য কি তাহারা তাহাদের আত্মীয়বর্গকে বলে ?

স্ব। অবিবাহিতা কন্যারা যদিও জানে যে, তাহাদের গুরুজন তাহাদের বিবাহ দিবেন, তথাপি তাঁহাদিগকে বলে না যে, আমাদের বিবাহ দাও। তাহাদের স্বাভাবিক লজ্জাশীলতা বাধা দেওয়ায়। বিধবারা জানে যে, হিন্দু সমাজে তাহাদের দ্বিতীয়বার বিবাহ প্রথা প্রচলিত নাই। সে স্থলে তাহারা কোন্ লজ্জায় তাহাদিগের অভিভাবকদিগকে বলিবে যে আমাদের পুনরায় বিবাহ দাও ?

অনেক স্থলে অসহায় বিধবার পত্যন্তর গ্রহণে অপ্রবৃত্তির কারণ, যদি স্বামী

জীবদ্দশায় স্ত্রীর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাহার মৃত্যুর পর স্ত্রী বিবেচনা করে, বিবাহ করিলে, হয়ত দ্বিতীয় স্বামী তাহার প্রতি সেইরূপ নির্দ্দয় আচরণ করিবেন ; যখন, "কাঁটা ছাড়া গোলাপ ফুল নাই।" কোনও কোনও স্বামী স্ত্রীকে প্রহার করিতে কাপুরুষত্ব বা লজ্জাবোধ করেন না। শ্বশুর-বাড়ীতে কোনও কোনও কনে বউকে কত মানসিক ও শারীরিক যন্ত্রনা ভোগ করিতে হয়, তাহা ১৯১৯ সালের ২২শে সেপ্টেম্বার তারিখে হিন্দু কনে বউ, লীলাবতী, স্বামীর কলিকাতাস্থ বাটীতে আত্মহত্যা করায় প্রকাশ পাইয়াছিল। অপমৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানকারী রাজকর্ম্মচারীর জুরিরা মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, লীলাবতীর মৃত্যুর কারণ ভয়ানক দগ্ধ হওয়া, আর স্বামীর বাড়ীতে তাহাকে আত্যন্তিক ক্লেশ দেওয়ায় সে আত্মহত্যা করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

লীলাবতী আত্মহত্যা করিবার পূর্ব্বে তাহার মাতাকে পত্রে লিখিয়াছিল যে, সে অত্যন্ত দুঃখে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে ; পরিজনবর্গ তাহার প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিতেছে ; ইহার কারণ, তাহার রঙ্গ ইহুদিনীর মত নহে এবং তাহার পিতা যে সকল গহনা যৌতুকস্বরূপ দিয়াছিলেন, তাহা তাহার স্বামীর পরিজনের প্রত্যাশাপূর্ণ হয় নাই। তাহার স্বামীর চিঠিও আদালতে পঠিত হয়। জামাতা শ্বশুরকে লিখিতেছে, "আপনার কন্যা অত্যন্ত কুৎসিত, এবং আপনি গহনা সম্বন্ধে আমাদিগকে প্রতারিত করিয়াছেন।" একজন প্রতিবেশী সাক্ষ্যে বলিয়াছিল, মৃতাকে তাহার শাশুড়ী প্রায়ই গালি দিত সে শুনিয়াছে, আর ইহা সমস্ত প্রতিবেশী অবগত আছে।"

বিধবার আর এক কষ্ট, যেখানে বাপের-বাড়ীতে গর্ভধারিণীর মৃত্যু হইয়াছে, বাপের স্বভাব অর্থ অনাটনে উগ্র হইয়াছে, অথচ দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিয়াছেন, সৎমা কটুভাষী। সৎমার প্রবাদ, "সৎমার ভালবাসা পান্তা ভাতে ঘি।" "সৎমার শ্রদ্ধা পান্তা ভাতে ঘি।" অথবা পিতার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি কোন সম্পত্তি রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। বিধবার ভ্রাতা অতি কষ্টে সৃষ্টে নিজের পরিবার প্রতিপালন করে। সেই ভাত-কাপড়ের বোনকে ভাইয়ের মাগের কাছে কুট্‌কুটা কথা শুনতে হয়। শ্বশুর-বাটীতে শাশুড়ী কিংবা ননদ সর্ব্বদা বাক্য-বাণে বিদ্ধ করে ; শোক-সূচক প্রবাদ "ননদের ও ননদ আছে।" সেখানে বিধবার বিবাহ দিয়া তাহাকে সুখী করিলে ভাল হয়। সে অনাদরে ও

অপমানে কত কষ্ট বোধ করে। সে নীরবে সমস্ত সহ্য করে, বুঝে সমাজের গুরুতর দণ্ডবিধি। বিবাহ করিলে সে ও তাহার স্বামী সমাজ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইবে। আত্মীয়-স্বজন তাহাদের সহিত আহার-ব্যবহার বন্ধ করিবে। পাড়াগাঁয়ে ধোপা নাপিতও বন্ধ হইবে। তাহাদের পুত্র কন্যার সহিত সমাজের কেহই পুত্র কন্যার বিবাহার্থ আদান-প্রদান করিবে না। কোন পার্ব্বণ এবং ক্রিয়াকলাপে কেহ তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিবে না।

যেখানে বিধবার বাস করিবার স্থান এবং কোনরূপ ভরণ-পোষণের সংস্থান নাই, সেখানে কষ্টের জীবন অপনোদন ও সুখের প্রলোভনে তাহার উপজীবিকার জন্য হয় পাপজনক জীবন-যাত্রা অবলম্বন না হয় মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া নিকা করে। ইহা যে নিয়ত ঘটিতেছে কলিকাতা, লাক্ষনাউ ইত্যাদি সহরের মসজিদে অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায়। সমাজের কর্ত্তব্য-কর্ম্ম, হয় তাহারা অসহায় বিধবাদিগের বাস-গৃহ ও ভরণ-পোষণের ভার লন—ইহা ত তাহাদের সাধ্যাতীত—না হয় বিধবার পত্যন্তর গ্রহণে অকপট ভাবে অনুমোদন করুন। দ্বিতীয় বিবাহিতা স্ত্রী ও তাহার স্বামীর সহিত পূর্ব্বেকার মত আহার-ব্যবহার, স্নেহ ও যত্ন করুন। তাহাদের পুত্রকন্যার বিবাহার্থে আপত্তি উত্থাপন করিবেন না, বরং সাধ্যমত সাহায্য করিবেন। এরূপ আচরণ করিলে সমাজকৃত একটি অবিচার নিয়মিত করা হইবে, আর সমাজ আত্ম নির্ব্বেদ হইতে মুক্তিলাভ করিবে।

মহাভারত, আদিপর্ব্ব, বকবধ পর্ব্বে, ১৫৯ অঃ, পৃ, ১৫০, "ব্রাহ্মণী কহিলেন, হে ব্রাহ্মণ! (বক্তার পতি) আপনি না থাকিলে কিরূপেই বা দুইটি বালক-সন্তান জীবন ধারণ করিবে? আপনা-ব্যতিরেকে আমি বিধবা ও অনাথা হইয়া জীবিত থাকিলেও কি প্রকারেই বা সৎপথে থাকিয়া দুইটি শিশু-সন্তানকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিব? আপনার সহিত বৈবাহিক-সম্বন্ধের অনুপযুক্ত, কলঙ্কিত ও অহঙ্কৃত ব্যক্তিরা যদি আপনার এই কন্যাকে প্রার্থনা করে, তাহা হইলে তখন আমি কিরূপে ঐ কন্যাকে রক্ষা করিতে পারিব? যেমন পক্ষিগণ ভূমিতে পরিত্যক্ত আমিষ প্রার্থনা করে, সেইরূপ মানবগণ পতিহীনা স্ত্রীকে আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। হে দ্বিজোত্তম! আমি পতিহীনা হইলে দুরাত্মগণ আমাকে আকাঙ্ক্ষা করিয়া আমার অন্তঃকরণ বিচলিত করিতে পারে, তাহা

হইলে আমি কিরূপেই বা সাধুলোকের অভীষ্টপথে অবস্থিতি করিতে পারিব ?”

বরাহ পুরাণ, ১১৬ অঃ, পৃঃ ২৮৩, “কাহারও কাহারও দুইটী ভার্য্যা, তাহার মধ্যে একটীর প্রশংসা লইয়াই তাহারা মগ্ন হয়, আর একটী দুর্ভাগা বলিয়া তাহাদের কাছে তিরস্কৃতা হইতে থাকে, ইহা অপেক্ষা আর দুঃখের বিষয় কি হইতে পারে ?”

শুয়ো ও সতিন্ বর্ণনার প্রবাদ,—

“শুয়ো যদি নিম দেয় তিনি হন চিনি।
দুয়ো যদি চিনি দেয় নিম্ হন তিনি ॥”
“সতিনের হাত সাপের ছোঁ,
চিনি দিলে তুলে থো।
সতিনের রা নিশির ডাক।
তিন ডাকে চুপ মেরে থাক।”
“সতীন নাই সতীনের কাঁটা আছে।”

জে, লঙ্গের প্রবাদমালা।

বরাহ পুরাণ, ১২৭ অঃ, পৃঃ, ৩৩৮ “যে নির্দ্দয় পামর প্রিয়তমা পতিব্রতা পত্নীকে প্রহার করে, সে কখনই আর তাহাকে পায় না, প্রত্যুত তাদৃশ পতিকে ঘৃণিত যোনিতে জন্ম লইতে হয়।” ঐ, ১৩২ অঃ, পৃঃ ৩৫৪, “যদি কোন নির্ঘৃণ পুরুষ স্ত্রীলোকের অন্তঃকরণে দুঃখ দিবার জন্য তাহাদিগের প্রতি বর্ব্বরোচিত কঠোর ব্যবহার করে, তবে তাহাতে তাহার অপরাধ হইয়া থাকে। ঐ অপরাধের উপযুক্ত ফল তাহাকে পাইতে হয়। ঐরূপ অপরাধে যে পাপ হইয়া থাকে, তাহা হইতে বিশুদ্ধিলাভ হওয়া অসম্ভব।”

মৎস্য পুরাণ, ২২৭, অঃ, পৃঃ, ৮০৮, “কন্যা যদি স্বয়ং কোন উৎকৃষ্ট পাত্রকে ভজনা করে, তবে ঐ কন্যা তাহাকে প্রদান করিবে, কেননা অভীষ্ট পাত্রে সম্প্রদান করিয়া তাহাকে গৃহে রাখিয়া দিলেই কন্যা সংযত থাকিবে।” এখানে কুমারী বা বিধবা প্রভেদ বলিয়া প্রদর্শন করা হয় নাই। সে স্থলে উভয়ের প্রতি সঙ্গত হইতে পারে। পৌরাণিক যুগে মুনি ঋষিরা ইহাই আর্য্যদের জন্য সৎপরামর্শ বিবেচনা করিয়াছিলেন।

দেবীভাগবত, ৭ স্কন্ধ, ১২ অঃ, পৃঃ, ৪৫০, "জগতে সৎস্বভাবান্বিত ভর্ত্তাই ভার্য্যাকে সর্ব্বদা সুখ-ভাগিনী করিয়া থাকে।" ঐ, ৬ স্কন্ধ, পৃঃ ৩৬১ "এই সংসারে যাহার ভার্য্যা দুঃখভোগ করে, শত্রুমণ্ডলী-মধ্যে নিন্দিত, তাহার সেই জীবনে ধিক্।"

দেবীপুরাণ, ৯৩ অঃ, পৃঃ ৩২৮, "স্ত্রীজনের নির্দ্দিষ্ট ভক্ষ্য ভোজন করিবে না, কদাচ স্ত্রীলোককে তাড়না করিবে না বা তাহাদের উপর আক্রোশ করিবে না, কেহ তাহাদিগকে তাড়না করিলে নিবারণ করিবে। কোনরূপে স্ত্রী-জাতির নিন্দা করিবে না।"

বামন পুরাণ, ৫৪ অঃ, পৃঃ, ২১৫, "একদা হর ধর্ম্মাচারণকালে পার্ব্বতীকে "কালী" বলিয়া সম্বোধন করিলেন, তাহাতে তাঁহার অন্তরে কিঞ্চিৎ দৈন্য উপস্থিত হইল। তিনি (পার্ব্বতী) শঙ্করকে বলিলেন, বনতরু কুঠার দ্বারা ছিন্ন হইলে পুনরায় তাহার উদ্গম হইয়া থাকে; কিন্তু কটুবাক্যে অতি জঘন্যরূপে বিদ্ধ করিলে তাহার আর পুনরুত্থান অসম্ভব, বদন হইতে বাক্যবাণ বহির্গত হইয়া যাহাকে আহত করে সে দিবারাত্র মনস্তাপ ভোগ করিয়া থাকে।"

বিবাহের পূর্ব্বে মহাদেব যাহা বলিয়াছিলেন, শ্রীমহাগবত, ২৫ অঃ, পৃঃ, ১২৬—৭, চিত্রিত, যথা, "আমি প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক আপনাদের সমক্ষে নিশ্চয় বলিতেছি, আমি যদি প্রাণবল্লভা পার্ব্বতীকে পাই, তবে সর্ব্বপ্রাণে নিরন্তর তাঁহারই আমি সেবা করিব। কদাচ মোহক্রমেও তাঁহার বিপ্রিয়াচরণ করিব না, দেবী যেখানে যাইবেন, আমিও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইব। সেই সুব্রতাকে ক্ষণার্দ্ধের জন্যও আমি পরিত্যাগ করিব না। আমি পর্ব্বতাত্মজাকে ধ্যান করিয়া এই কাননেই অবস্থান করিব।"

নারী স্বায়ত্ত হইলে কালে স্বামীর অযত্নের পাত্রী হয়। কোন কোন স্বামী এই সাধারণ নিয়মের অন্তর্গত নহেন। যে স্বামী মধ্য-রাত্রে বাড়ীতে ফেরেন, স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলে. বলেন কার্য্যের ব্যস্ততায় ঘটিয়াছে। অথচ রাত আট ঘটিকার পূর্ব্বে তাহার আফিস দোকান-পাট বন্ধ হয়। এইরূপ প্রত্যেক রাত্রিকালীন বিলম্বে গৃহে প্রত্যাগত হইবার কারণ দর্শান, অবশেষে তিনি স্ত্রীর নিকট ইহা ইসফের গল্পের মেষপালক ও নেকড়ে বাঘের উপকথার ন্যায় হইয়া আসেন। সে স্বামী বিবেচনা করেন না তাহার অনুপস্থিতিতে সঙ্গি-হীন

অবস্থায় স্ত্রীর কত দুর্ভাবনা উপস্থিত হয়। এ ব্যতীত স্ত্রীকে তিরস্কার করিলে ক্রমে ক্রমে খারাপের দিকে পরিবর্ত্তন হয়।

ইসফ্ একটি গল্পে দেখাইয়াছেন, কোন কুকার্য্য বারংবার করিলে, উহা এরূপ অভ্যাস হয় যে, পরে আমরা বর্জ্জন করিতে পারি না। অতএব, সময় থাকিতে সতর্ক হওয়া, যাহাতে কু-অভ্যাস আমাদিগকে প্রলোভিত না করিতে পারে। গল্পটি এই, কোন রমণীর মাতাল স্বামী ছিল। তাহার চরিত্র সংশোধন করিবার জন্য স্ত্রী অনেক প্রকার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু কিছুই ফল-দায়ক হয় নাই। অবশেষে এই এক কৌশল পরীক্ষা করিয়াছিল। এক রাত্র, যেমন অন্যান্য রাত্রের ন্যায়, যখন স্বামীকে বেহুঁস মাতাল অবস্থায় বাড়ীতে আনিল; তাহায় স্ত্রী আদেশ করিল, তাহাকে কবর স্থানের ক্ষুদ্র কক্ষতে রাখিয়া আইস। তৎ অনুসারে কার্য্য করা হইল। কিয়ৎকাল পরে যখন ভাবিল তাহার স্বামী প্রকৃতিস্থ হইয়াছে, তখন প্রত্যাগমন করিয়া কক্ষদ্বারে আঘাত করিল। মাতাল চিৎকার করিল, "কে সেখানে?" স্ত্রী ভীষণ স্বরে বলিল, "আমি মৃত লোকের সেবা করি। আমি তোমার জন্য খাদ্য দ্রব্য আনিয়াছি।" মাতাল বলিল, "আহা! খাদ্য ছাড়িয়া দাও, আমাকে অল্প মদ দাও।" পত্নী এই কথা শুনিয়া রোদন করিতে লাগিল, এবং বলিল, "মদমত্ত অভ্যাস সংশোধন করা যায় না, সে ইচ্ছা করে এই অভ্যাস পরলোকে লইয়া যাইতে?"

মৎস্য পুরাণ, ১৫৪, অঃ, পৃঃ, ৫৪৪, "স্ত্রীলোকের সৎপতি দুর্লভ।"

বামন, পুরাণ ৬৬ অঃ, পৃঃ, ২৯৬-৭, "অগস্ত্য মুনি সদাই স্বদারে সন্তুষ্ট মন। পরদার পরিহার সর্ব্ববর্ণেরই একমাত্র পবিত্র ধর্ম্ম বলিয়া উল্লিখিত। সুতরাং বিজ্ঞ ব্যক্তি দূর হইতেই পরদার পরিহার করিবেন।" যেখানে স্বামী বারাঙ্গনা ব্যভিচারীতায় আসক্ত, সেখানে তাহার স্ত্রীর সন্তোষ কোথায়? স্বামীর পাপ-কর্ম্মের জন্য তাঁহার স্ত্রী মনস্তাপরূপ পাপের ভোগ করে।

স্মার্ত্ত রঘুনন্দন প্রণীত প্রায়শ্চিত্ত তত্ত্ব, (বঙ্গবাসী প্রেসে প্রকাশিত), অপালন নিমিত্ত গোবধ প্রায়শ্চিত্ত, পৃঃ, ৩০৭-৮, "বৈদিক কর্ম্মে, স্মৃতি বিহিত কর্ম্মে এবং লৌকিক আচারে পণ্ডিতগণ জায়াকে পতির শরীরের অর্দ্ধরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এই জন্য ঐ জায়াপতি কৃত পুণ্য বা পাপজনক কর্ম্মের ফলেও সমান অধিকারিণী" এই বৃহস্পতির বচন দ্বারা জায়া আর পতির

মধ্যে ভেদ দৃষ্ট না হওয়ায়, এবং "পুণ্য এবং অপুণ্যজনক কর্ম্মের ফলেও" এই আপস্তম্বের বচনানুসারেই পতিকৃত কর্ম্মের পত্নী সমফল ভাগিরূপে নির্দ্দিষ্ট।"

মহাভারত, দ্রোণ পর্ব্ব, ৭৬ অঃ, পৃঃ, ১০২৫, "পুত্র শোকার্ত্তা সুভদ্রা অতীব দুঃখিতা হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন; হা! মানব-প্রকৃতি জল বুদ্বুদের ন্যায় চঞ্চল ও অনিত্য। হা পুত্র! তোমার এই তরুণী ভার্য্যা তোমার শোকে কাতরা হইয়াছে, ইহাকে বৎসহীন ধেনুর ন্যায় কি প্রকার রক্ষা করিব?" অসুখী বিধবার বর্ণনা যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ, উৎপত্তি প্রকরণ, ২৬ সর্গ, পৃঃ, ৮৯, "আনন্দহীনা শূন্যহৃদয়া বিধবা।"

মহাভারত যুগে সুভদ্রা বলিতেছেন, মানব-প্রকৃতি চঞ্চল ও অনিত্য। এক্ষণে ঘোর কলিকাল, মনুষ্য ভাল মন্দ ভাব দ্বারা সদা চালিত। তরুণী, সুন্দরী, অনাথা ও হতাশ্বাস নারী দেখিলে পুরুষের কাম উদ্রেকে হওয়া আশ্চর্য্য নহে। অপিচ, যদি সেই নারী অনাশনা ও অনাশ্রয় হয়। কামুক পুরুষের প্রলোভন সে নারী কতবার নিবারণ করিতে পারে? এই সকল রমণীকে দুর্ব্বৃত্তগণ অপহরণ ও ধর্ম্মান্তর দীক্ষিত করায়। যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ, উৎপত্তি-প্রকরণ, ১০৬ সর্গ, পৃঃ, ১৮০, "বিপৎকালে কে নিজ-বর্ণধর্ম্ম ও কুলমর্য্যাদা বিচার করিয়া কার্য্য করে?"

বিধবার কুসংসর্গের দোষ বর্ণিত, বরাহ পুরাণ, ১৭৫ অঃ, পৃঃ, ৫৫৮—৯, "পঞ্চাল দেশীয় বসুনামধেয় জনৈক বিখ্যাত ব্রাহ্মণ দুর্ভিক্ষ-পীড়ায় সপত্নীক দক্ষিণ দেশে গমন করেন। তিনি তথায় ব্রাহ্মণ বৃত্তি অবলম্বনে ভার্য্যাসহ বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র ও এক কন্যা সন্তান জন্মিল। কন্যাটি বিবাহ-যোগ্য হইলে এক ব্রাহ্মণকুমারের করে সমর্পণ করিলেন। কিয়ৎকাল অতীত হইলে ব্রাহ্মণ ভার্য্যাসহ কালকবলে পতিত হইলেন। কন্যা পিতার অস্থি সংগ্রহ করিয়া মথুরামণ্ডলে গমন করিলেন। কারণ তিনি শুনিয়াছিলেন যে, অর্দ্ধচন্দ্র-তীর্থে অস্থি পতিত হইলে অনন্তকাল স্বর্গবাস হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণকন্যা যাত্রিগণ সহ মথুরায় উপনীত হইলেন। ইনি বাল্য বয়স হইতেই বিধবা। কন্যা প্রতিদিন ঐ তীর্থস্নানে যাইতেন। তথায় বহু বারাঙ্গনা স্নান করিতে আসিত। ঐ সময় কান্যকুব্জাধিপতি ঐ স্থানে বাস করিতেন। গর্ত্তেশ্বর শিবের সমীপে নিত্যই তাঁহার যাগযজ্ঞ

হইত। তথায় রাজার রক্ষিতা কতগুলি বারবিলাসিনী ছিল। তাহারা ক্রমে দ্বিজ কন্যাকে সমব্যবসায়িনী করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। ঐ দ্বিজকন্যার গীতবাদ্যে বিশেষ অনুরাগ জন্মিয়াছিল, তাহাতে তিনি বারাঙ্গনাগণের বশবর্ত্তিনী হইয়া তাহাদিগের ধর্ম্মে অনুরক্ত হইলেন। সংসর্গের এমনি গুণ! অল্প দিনের মধ্যেই কন্যা বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিলেন।"

কবিবাক্য,—

"লেখনী পুস্তকী বামা বাহনং চন্দনং ধনং।
পরহস্তে ন দাতব্যং দৃষ্টে দৃষ্টে চ রক্ষতে।"

অর্থ,—লেখনী, পুস্তক, স্ত্রী, বাহন, চন্দন ও ধন, ইহাদিগকে পরহস্তে প্রদান করা উচিত নহে; ইহাদিগকে সর্ব্বদা আপনার দৃষ্টিগোচরে রাখিবেন।

যাহারা স্বধর্ম্মত্যাগ করে, তাহাদিগকে পুনরায় পূর্ব্ব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার শাস্ত্রে ব্যবস্থা আছে। মৎস্য পুরাণ, ২১৫ অঃ, পৃঃ, ৭৭৪ "বিশেষ যত্নে (রাজা) বর্ণাশ্রমের ব্যবস্থা করিবেন। যাহারা স্বধর্ম্মচ্যুত, তাহাদিগকে পুনরায় স্বধর্ম্মে স্থাপন করিবেন।"

"বিদায় করেছ যারে নয়ন জলে।
এখন ফিরাবে তারে কিসের ছলে?"

খোণ্ডকার ফাজলী রাব্বী তাঁহার ইংরাজী ভাষায় লিখিত, বাঙ্গলার মুসলমান-দিগের উৎপত্তি (থ্যাকার স্পিংক কোং ১৮৯৫) (হাকিকাট মুসলমান-ই বাঙ্গালার অনুবাদ) গ্রন্থের ৬০,৬১, পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"ধর্ম্ম সম্বন্ধে দেখিলে, অবশ্য, সকল মুসলমান সমত্ব অবস্থাপন্ন। কিন্তু প্রথা ও আচার অনুযায়ী ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন দ্বারা সামাজিক পদ এবং পরিবারের মর্য্যাদা কাহারও পরিবর্ত্তন হয় না। প্রকৃত পক্ষে, সামাজিক পদ মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত ব্যক্তির ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনের আগেকার ঠিক অনুরূপ পদ তাহার থাকে, এবং যাহারা তাহার অন্তর্গত পদস্থ তাদৃশ মুসলমানদিগের সহিত তাহার মিলন হয়; নিম্ন জাতীয় লোক ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে উচ্চবংশে জাত মুসললান-দিগের সহিত সৌহার্দ্দ বা সমত্ব দাবি করিতে দেওয়া হয় না, একজন উচ্চতর জাতীয় হিন্দু ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলে সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারে বিবাহ করিতে পারে না। সামাজিক পদ এবং পরিবারের মর্য্যাদা মুসল-মানেরা দৃঢ় ও ঠিক মনোযোগের সহিত সম্পাদন করে।"

কঠোর সময় ও অবস্থা বুঝিয়া রমণীগণের লেখা-পড়া, প্রয়োজনীয় শিল্প সম্বন্ধীয় শিক্ষা ও আত্ম-রক্ষা শিক্ষা করিতে হইবে। ইংলিশম্যান্ ৫ই সেপ্টেম্বার, ১৯২৭, পৃঃ, ১৭, "রাসিয়ান মহিলা প্রশংসনীয় শারীরিক সাহসিকতা সম্পন্ন, এ গুণটী, অবশ্যই, দম্পতির পক্ষে প্রয়োজনীয়।" স্মৃতি ও পুরাণ স্বকীয় অধিকারে হিন্দু রমণীর আশ্রয় প্রসারিত করিয়াছে। এক্ষণে তাঁহাদের আত্মোৎসর্গ করা চাই। পুরুষকার ব্যতীত কিছুই সিদ্ধ হইবার নহে। দুর্ব্বৃত্তদিগের ভয়াবহ অত্যাচার হইতে নারীদিগের ধর্ম্মরক্ষার্থ ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্যবস্থা আছে।

পরাশর-সংহিতা, ১০ অঃ, ২৫, ২৬, যথা, "বন্দী করিয়া লইয়া গিয়া, কিম্বা হত্যা করিবার ভয় দেখাইয়া, বন্ধন করিয়া কিম্বা বলপ্রয়োগ করিয়া, অথবা অন্য কোনরূপ ভয় দেখাইয়া, যদি কেহ কোন নারী উপভোগ করে, তাহা হইলে পরাশর বলিয়াছেন, কৃচ্ছ্র সন্তাপন ব্রতাচরণ করিলেই সে নারী শুদ্ধিলাভ করিবে। যে নারী একবার মাত্র অন্য কর্তৃক উপভুক্ত হইয়া আর পাপ কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা না করে, সে প্রজাপত্য ব্রতাচরণ এবং পুনর্ব্বার ঋতুমতী হইলেই শুদ্ধ হইবে।"

অত্রিসংহিতা, ১৯৩, ১৯৪, "স্ত্রীর সম্পূর্ণ অমত সত্বে, যদি কেহ বঞ্চনা, বল, বা চৌর্য্য পূর্ব্বক উপগত হয়, তাহা হইলে ঐ অদুষ্টা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করা বিধেয় নহে। যেহেতু ঐ কার্য্যে স্ত্রীর ইচ্ছা ছিল না; পরে ঋতুকাল উপস্থিত হইলে ঐ স্ত্রীর সহিত সংসর্গ করিতে পারিবে, কেনন না ঋতুকাল উপস্থিত হইলে স্ত্রীলোক শুদ্ধ হয়।"

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২৬৫, অঃ, পৃঃ, ১৭০২, "অবলাগণ অল্পবল-নিবন্ধন সকল কার্য্যেই পুরুষের অধীন; অতএব তাহাদের কোন অপরাধ হইতে পারে না। পুরুষ সকল বিষয়ে অপরাধী; কেন না, বলাৎকারকৃত ব্যভিচার বিষয়ে অঙ্গনাগণের অপরাধ নাই, পুরুষই তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ দোষী।"

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, প্রকৃতি খণ্ড, ৫৮ অঃ, পৃঃ, ১৬১, "এইরূপে শুক্র চন্দ্রকে শুদ্ধ করিয়া তারাকে কহিলেন;—হে মহাসাধ্বি! তুমি চন্দ্রকে পরিত্যাগ করিয়া স্বপতির নিকট গমন কর। তুমি পবিত্র-হৃদয়া; প্রায়শ্চিত্ত ব্যতীতও শুদ্ধ হইলে; অকামানারী বলিষ্ঠ উপপতি কর্ত্তৃক আক্রান্তা হইলে দূষিতা হয় না।"

ঐ, শ্রীকৃষ্ণজন্ম খণ্ড, ৮১ অঃ, পৃঃ, ৪২৩, "সাধ্বী রমণী নিজের অনিচ্ছায়

যদি বল পূর্ব্বক অন্ত পুরুষ কর্ত্তৃক গৃহীতা হয়, তাহা হইলে সে দোষভাগিনী হয় না; কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক হইলে সেই নারীকে চন্দ্রসূর্য্যের বিদ্যমানকাল পর্য্যন্ত নরকগামিনী হইতে হয়।"

স্কন্দ-পুরাণ, কাশীখণ্ডে—পূর্ব্বার্দ্ধম, ৪০ অঃ, পৃঃ, ২৩২৭—৮, "বলপূর্ব্বক উপভোগ করিলে বা চৌরহস্তগত হইলেও নারীকে ত্যাগ করিবে না; ইহার ত্যাগ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না। স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইলে যতদিন না ঋতু হইতেছে, তাবৎ তাহাকে সকল অধিকারচ্যুত করিয়া মলিন বস্ত্র পরাইয়া পিণ্ডমাত্র দিয়া ঘৃণিত-ভাবে অধঃ শয্যায় বাস করাইবে; পরে ঋতু হইলে তাহার শুদ্ধি হইবে।" এই সকল সম্ভাবনার জন্য পূর্ব্ব-বিধান করা হইয়াছে। দেখ, মনু-সংহিতা, ৯।১৭৫-৬, (প্রথম খণ্ড, পৃঃ, ১৩—৪)

বি। কন্যাকে সম্প্রদান করার পর সে শ্বশুরের গোত্রে যাইল; আর, সম্প্র-দানের পর তাহার পিতার আর তাহার উপর হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা থাকে না।

স্ব। ১৮৫৬ সালের ১৫ এক্টের সপ্তম ধারায় বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে যে, "যে বালিকার বিবাহ হইবে সে যদি নাবালক হয় ও ভূস্বামিকা না হয় তবে তাহার পিতার অনুমতি বিনা কিম্বা পিতা না থাকিলে পিতামহের কি পিতামহ না থাকিলে মাতার কি ইহাদের মধ্যে কেহ না থাকিলে তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কি ভ্রাতা না থাকিলে অতি নিকট পুরুষ কুটুম্বের অনুমতি বিনা তাহার দ্বিতীয় বিবাহ হইবেক না।" যদ্যপি বিধবা বয়ঃ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সে স্থলে তাহার নিজের সম্মতিতেই পুনর্ব্বিবাহ আইন সঙ্গত ও বৈধ। যখন আমাদের দেশের রাজা এরূপ আইন প্রচলিত করিয়াছেন, তখন গোত্র ও সম্প্রদানের তর্ক চলিতে পারে না।

বি। আপনারা কি বিধবার বর পাইবেন?

স্ব। পাওয়া না পাওয়া ঈশ্বরাধীন, তবে যাঁহারা বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী, আমরা কেবলমাত্র তাঁহাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করি। আমরা তাঁহা-দিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখি না। এ সমস্ত তর্কবিতর্ক পরিশেষে কায়িক মিতব্যয় সম্বন্ধীয় বিষয়; দূর ভবিষ্যতে মীমাংসা হইবে।

বি। এরূপ অবস্থায় দু চারিটী বিধবার দুঃখে কাঁদিয়া যাঁহারা এই অনিষ্ট ঘটাইতে চাহেন, তাঁহারা বুদ্ধিমান নহেন।

খ। গত ১৯০১ সালের সেনসাস্ রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, ১৫ হইতে ৪০ বৎসর বয়সের বিধবা, হিন্দুদের মধ্যে শতকরা ১৬ জন, এবং মুসলমানদিগের মধ্যে শতকরা ১২জন। হিন্দুদিগের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত না থাকায়, অনেক রমণী—যাঁহারা বিধবা না হইলে অথবা পুনর্ব্বিবাহ হইলে অনেকগুলি সন্তানের জননী হইতে পারিতেন, তাঁহারা—নিঃসন্তান থাকেন। এই কারণ মুসলমানদিগের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত থাকায় হিন্দুদের মধ্যে জন্মসংখ্যা মুসলমানদিগের অপেক্ষা কম। (বঙ্গদর্শন, দশমবর্ষ, নব পর্য্যায় তৃতীয় সংখ্যা, ১৪৫ পৃঃ)।

বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহ বিচারের উপসংহারে বলিয়া গিয়াছেন :— "আর আপনারা ইহাও বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, আমাদিগের দেশের আচার একেবারেই অপরিবর্ত্তনীয় নহে। ইহা কেহই প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না যে, সৃষ্টিকালাবধি আমাদিগের দেশের আচার—পরিবর্ত্তন হয় নাই। এক আচারই পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে আমাদিগের দেশের আচার পদে পদে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে। পূর্ব্বকালে এ দেশে চারিবর্ণের যেরূপ আচার ছিল, এক্ষণকার আচারের সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিলে ভারতবর্ষের ইদানীন্তন লোকদিগকে এক বিভিন্ন জাতি বলিয়া প্রতীতি জন্মে।"

এক্ষণে জীবনার্থ সংগ্রাম এত কষ্টকর যে মনুর নির্দ্দিষ্ট বর্ণধর্ম্ম পালন অসম্ভব কাণ্ড হইয়াছে। ইহা সাময়িক পরিবর্ত্তন। শাস্ত্রের বিধি নিষেধ উপেক্ষা করিয়া অবিদিতভাবে ব্যক্তিগত চরিত্র ও সামাজিক আচার গঠন হইতেছে। যেমন আমাদের বুদ্ধি বৃত্তি ও শারীরিক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি অপরিবর্জ্জনীয়, সেইরূপ আমাদের সদাচার ও নীতি অনুষ্ঠান সময়ের বিবর্ত্তন ধর্ম্মের বশতাপন্ন।

মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ১৮৮ অঃ, পৃঃ,১৬২৩, "ভৃগু বলিলেন,—ব্রাহ্মণগণের বর্ণ শুভ্র, ক্ষত্রিয়গণের বর্ণ লোহিত, বৈশ্যগণের বর্ণ পীত এবং শূদ্রগণের কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে।" কালক্রমে ও স্থানীয় জল বায়ুর প্রভাবে বর্ণেরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

দেব-পূজা সম্বন্ধে সেইরূপ আধুনিক মানসিক ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ঋগ্বেদ যুগে যাহারা শিব-লিঙ্গ পূজা করিত, তাহাদিগকে মুনি ঋষিগণ হেয়জ্ঞান করিতেন। ঋক্ বেদ, ৭।২১।৫, বসিষ্ঠ ঋষি লিখিত, যথা, "যাহাদের দেবতা

শিশ্ন আমাদের যজ্ঞাদি ক্রিয়ার নিকটে আসিতে দিবেন না।" ঐ, ১০।৯৯।৩, বভ্র ঋষি লিখিত, যথা, "যাহাদের দেবতা শিশ্ন তাহাদিগকে হত্যা করিয়া।" ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা মুয়্যার ওরিজিন্যাল সংস্কৃত টেক্‌ষ্টস্‌, ৪র্থ ভাগ, ২য় সংস্করণ, পৃঃ, ৪০৬-৪১১, দ্রষ্টব্য।

অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় যাহাদের পূর্ব্বপুরুষ শিব-লিঙ্গ পূজা করিয়া ঋষিদিগের নিকট ঘৃণিত ও তাঁহাদের যজ্ঞাদির ক্রিয়া স্থলে যাহাদিগকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইত না, তাহাদের বংশধরগণ ১৯২৭ সালের বাসন্তপঞ্চমী দিন কাশীর তথা-কথিত অস্পৃশ্যগণ বিশ্বনাথ দর্শন অভিলাষে, তাঁহার মন্দিরে সমারোহের সহিত যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিল। মন্দিরের ব্রাহ্মণ-পাণ্ডারা এই অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে সবিশেষরূপে ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। স্থানীয় শাসনকর্ত্তৃবর্গ শান্তিভঙ্গ আশঙ্কায় সমারোহ বন্দোবস্তকারীদিগকে প্রবর্ত্তনা করিয়া তাহাদের চেষ্টা পরিত্যাগ করাইয়াছিলেন।

এক শ্রেণী রাজনীতিজ্ঞ ব্রিটিশ রাজ্য শাসন-প্রণালীকে নাম দেন "পৃথক্ কর ও শাসন কর"। তাঁহারা অল্প আয়াসের সহিত আর্য্যজাতির ভারত আগমন ও শাসন পদ্ধতি অনুধাবন করিলে বুঝিবেন, এক্ষণে অব্রাহ্মণ অপেক্ষাকৃত সুখ ও শান্তিতে কাল যাপন করিতেছে। বহু শতবর্ষ গত হইল আর্য্যজাতি উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহারা দেখিতে পাইলেন এই দেশ অন্য জাতিদ্বারা অধিকৃত। যাহারা কষ্টাত্মক ও অবিচলিত উৎকট দ্বেষ ও বিক্রমে প্রণোদিত হইয়া সশস্ত্র তাহাদিগের ক্রমশঃ অগ্রগতি প্রতিরোধ করিয়াছিল। আদিম অধিবাসিগণ তখন সংসক্ত ও সমধর্ম্ম-সম্পন্ন ছিল। তাহাদের জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা ছিল না। আইন মতে দাম্পত্য বিচ্ছেদ, ত্যাগকৃত স্ত্রীর দ্বিতীয়বার বিবাহ ও বিধবা-বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। যখন আর্য্যগণ এই দেশ জয় করিল এবং বাহিরের বিপক্ষতা অপসৃত হইল, তখন অব্রাহ্মণগণের সম্মিলনী ভাব-মিশ্রিত-চিন্তা নিস্তেজিত হইল। যাহারা নব আগন্তুকদিগের সেবায় নিযুক্ত হইল, তাহাদের দাস পদবি ও শূদ্রজাতি নির্দ্দিষ্ট হইল।

এই শূদ্র শব্দের ব্যুৎপত্তি বায়ু পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে, যথা,—

"শোচন্তশ্চ দ্রবন্তশ্চ পরিচর্য্যাসু যে রতাঃ।
নিস্তেজ সোঽল্পবীর্য্যাশ্চ শূদ্রাংস্তানব্রবীত্তু সঃ॥"
বায়ুপুরাণ, অষ্টমোঽধ্যায়, ১৬৫ শ্লোক, পৃঃ, ৪৯।

অর্থ—যাহারা শোকও করিত এবং ইতস্ততঃ ভ্রমণ অর্থাৎ ছুটাছুটি করিত, অথচ নিস্তেজাঃ ও অল্পবীর্য্য, সেই সকল প্রজাকে 'শূদ্র' শব্দে অভিহিত করিয়া অপর বর্ণত্রয়ের পরিচর্য্যায় নিয়োগ করিলেন।

এখানে মূল ধাতু 'শুচ' অর্থ শোক আর 'দ্রু' অর্থ ধাবিত, প্রথমোক্ত শব্দের শেষ অক্ষর 'চ' ত্যাগ ও বাকী দুইটী সংযুক্ত করিয়া 'শূদ্র' শব্দ নিষ্পন্ন করা হইয়াছে, অর্থাৎ বলিষ্ঠের নিকট দুর্ব্বল পরাজিত জাতি। মুয়্যার ওরিজিন্যাল সংস্কৃত টেক্‌ষ্ট, ও সং, ভল, ১, পৃঃ, ৯৭।

বামন পুরাণ, ৪৩ অঃ, পৃঃ, ১৭২, "প্রচলিত বর্ণাশ্রম বিভাগ কোন্ একজন নায়ক কর্ত্তৃকই নিরূপিত হইয়াছে।"

দাসী ও দাস প্রদানের ব্যবস্থা হইল। পদ্মপুরাণ, সৃষ্টিখণ্ড, ৫৯ অঃ, পৃঃ, ৭১৩, "উত্তম দাসী প্রদানে ভূতলে ধনাধিপত্য লাভ হয়। ভৃত্যদানে স্বর্গে বহু ভৃত্য লাভ হইয়া থাকে এবং প্রতি জন্মে ধরাতলে অক্ষয় ঋদ্ধি লাভ হয়।"

ব্রহ্মপুরাণ, ৪৭, অঃ, পৃঃ, ২৩৮, "স্ত্রী, রত্ন, গ্রাম, নগর, ও অন্যান্য অভীষ্ট দ্রব্য সকল ব্রাহ্মণদিগকে দান কর।" এখানে দাতার স্ত্রী, রত্ন ইত্যাদি; বিনিময়ে তিনি পান উৎসাহ্জনক আশীর্ব্বাদ, "দাতা শতং জীবতু," অর্থ, দাতা শত বর্ষ জীবিত থাকুক।

ঋগ্বেদ, ১০ মণ্ডল, ১০৭ সূক্ত, ঋক্ ৬, "তাঁহাকে তাঁহারা ঋষি বলেন, তাঁহাকে ব্রাহ্মণ, পূজনীয়, সামগান গায়ক (সাম-গাম) এবং উক্‌থের (স্তব-স্তুতির) পাঠক—তিনি অগ্নির তিন সমুজ্জল মূর্ত্তি অবগত আছেন—যে ব্যক্তি প্রথমে দক্ষিণা দিয়া অর্চ্চনা করিয়াছিল।" দানশীল প্রতিপালককে ঋষি ও ব্রাহ্মণ বলা হইয়াছে। অতীব সম্মানিত স্তুতিবাদ প্রকাশক উপাধি। ঐ, ঐ, ১২৫ সূক্ত, ঋক্ ৫, "আমি (বাগ্‌দেবী বক্তা) যাহাকে ভালবাসি তাহাকে ভয়াবহ করি, তাহাকে ব্রাহ্মণ, তাহাকে ঋষি, তাহাকে সুবিজ্ঞ ব্যক্তি।" এই ঋকে প্রতীয়মান হইতেছে বাগ্‌দেবীর বিশেষ অনুগ্রহ ও প্রত্যাদেশে ব্রাহ্মণ হইতে পারে, যদিও জন্ম বশতঃ বা প্রকৃতিগত তাদৃশ নহে।

বিশ্বকোষ, ১৩ ভাগ, পৃঃ, ১৭৭, "মন্ত্রকৃৎ বা বেদস্তোতা ঋষিগণই ব্রহ্ম বা ব্রাহ্মণ বলিয়া সর্ব্ব প্রথমে পরিচিত হন্।"

যজ্ঞে ভিন্ন ভিন্ন ঋত্বিকের পদ, যথা, শ্রীমদ্ভাগবত, ৯ স্কন্ধে, ১৬ অঃ, পৃঃ, ৪৭৮, "যজ্ঞ দ্বারা সর্ব্বদেবময় আত্মার অর্চ্চনা করিলেন। সেই যজ্ঞে হোতাকে পূর্ব্বদিক্, ব্রাহ্মণকে দক্ষিণদিক্, অধ্বর্য্যুকে পশ্চিমদিক্ এবং উদগাতাকে উত্তর দিক্, অন্যান্য ঋত্বিক্‌গণকে অবান্তরদিক্ সকল; কশ্যপকে মধ্যস্থল এবং উপদ্রষ্টাকে আর্য্যাবর্ত্ত দেশ দক্ষিণা দিয়া তাহার পর সদস্যদিগকেও যথাযোগ্য ভূমি দক্ষিণা দিলেন।"

দাসেরা প্রভুদের আহার-ব্যবহার অনুকরণ করিতে লাগিল। আর যাহারা নব আগন্তুকের দাসত্ব স্বীকার করিল না, তাহাদিগকে দৈত্য সংজ্ঞা দিয়া আর্য্যগণ ঘৃণা ও তাহাদের বিপক্ষে যুদ্ধ করিতে লাগিল। আর্য্যগণ যাহাদিগকে দৈত্য বলিলেন, তাহারা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিল। পদ্ম পুরাণ, সৃষ্টি খণ্ড ইহা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিতেছে।

অভিধান চিন্তামণিঃ, দেবাধিদেব কাণ্ডঃ, পৃঃ ৮, অঙ্ক, ১, বুদ্ধের নাম,— অর্হৎ।

পদ্মপুরাণ, সৃষ্টি খণ্ড, ১৩ অঃ, পৃঃ, ১২৯—১৩০, "দিগম্বর কহিল,—যদি মুক্তি পাইতে চাও, তবে আমার বাক্য পালন কর। সমস্ত আর্হত ধর্ম্মই অপাবৃত মুক্তিদ্বার; আর্হতই মুক্তিদাতা; ইহা অপেক্ষা পরম পুরুষ অপর কেহই নাই। এই আর্হত-ধর্ম্মে অবস্থিত হইয়াই স্বর্গ বা মোক্ষলাভ করিতে পারিবে। মুক্তিপ্রাপক-জ্ঞানোপদেশ বর্জ্জিত এই এই প্রকার বহুবিধ উপদেশ দ্বারা মায়ামোহ কর্ত্তৃক দৈত্যগণ বেদমার্গ হইতে বহিস্কৃত হইল। ইহা ধর্ম্মের কারণ, ইহা অধর্ম্মমূলক, ইহা সৎ, ইহা অসৎ, ইহা মুক্তির কারণ, ইহা মুক্তিপ্রাপক নহে, ইহাই পরমার্থ, ইহা পরমার্থ নহে, ইহা কার্য্য, ইহা অকার্য্য, ইহা অব্যক্ত, ইহা পরিস্ফুট, ইহা দিগম্বরগণের ধর্ম্ম, আর ইহা বহুবস্ত্র পরিহিত ব্যক্তিগণের অধর্ম্ম, মায়ামোহ এইরূপ নানার্থবাদ বলিলে নিখিল দৈত্যই স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিল। মায়ামোহ বলিল,—তোমরা মদীয় ধর্ম্মই ভজনা কর। এই কথা কহিলে দৈত্যগণ সেই ধর্ম্মই আশ্রয় করিল এবং তদবধি তাহারা আর্হত নামে পরিচিত হইল। অসুরেরা মায়ামোহের প্রেরণায় ত্রয়ীমার্গ (ঋক্, যজুঃ, সাম, এই তিন

বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ড) পরিত্যাগ করিলে অন্যান্য অনেকেই সেইরূপ জ্ঞানোপদেশ লাভ করিল। তাহারা অন্য অনেককে সেই উপদেশ শিখাইল। এইরূপে সকলেই তাহারা পরস্পরের দেখা-সাক্ষাৎকালে 'নমঃ অর্হতে' বলিয়া সম্ভাষণ করিতে লাগিল। অল্পদিনের মধ্যে প্রায় সকল দৈত্যই ত্রয়ীধর্ম্ম পরিত্যাগ করিল।"

শ্রীমদ্ভাগবত, ২ স্কন্ধে, ৭ অঃ, পৃঃ, ৬৭, "দেবদ্বেষী অসুরগণ উত্তমরূপে বেদমার্গ অবলম্বন করিয়া, ময়দানব কর্তৃক বিনির্ম্মিত দুর্লক্ষ্যবেগ পুরী দ্বারা লোকদিগকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, ভগবান্ সেই অসুরদিগের বুদ্ধির ভ্রম সাধন ও লোভ উৎপাদনার্থ বুদ্ধাবতার হইয়া পাষণ্ড বেশে তাহাদিগকে নানা উপধর্ম্মের উপদেশ দেন।"

নামরহিত গ্রন্থকার কর্তৃক প্রণীত "মানব-জাতি, তাহাদের উৎপত্তি ও অদৃষ্ট" পৃঃ ১৬৩, লিখিত, "ইহা প্রায় অসম্ভব বলা কোন্ জাতি সর্ব্বাগ্রে প্রকৃতি-পূজা পদ্ধতি শ্রেণীভুক্ত করিয়াছিল এবং সাকার মূর্ত্তির উপাসনা সৃষ্টি করিয়াছিল, আর বিগ্রহ অর্চ্চনা ও ধর্ম্ম-সংক্রান্ত চিহ্নাবলী ব্যবহার করিয়াছিল। কিন্তু তাদৃশ প্রণালী উৎপন্ন হয়, যে দেশ সভ্যতায় অধিক অগ্রসর হইয়াছে।"

যাহাদিগকে অসুর বলা হইল, তাহারা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। আর্য্যদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছিল এবং জয়ী হইতেছিল। তাহারা বেদমার্গ অবলম্বন করিয়াছিল। কিন্তু তাহারা দেবমার্গ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করায়, তাহাদের বৌদ্ধ ধর্ম্মকে নিন্দা করা হইয়াছে।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ১, ২, ৬, ৭,—"ব্রাহ্মণ জাতি দেবতা হইতে উৎপন্ন; শূদ্র অসুর হইতে।"

হেমচন্দ্রের অভিধান চিন্তামণিঃ, দেবকাণ্ড, ২ অঙ্ক, পৃঃ, ২১, দেববাচক শব্দ। দেব, সুর, দেবত, দৈবত (দেবতা সমূহ বুঝাইলে ক্লীব লিঙ্গ এবং দেবতা সম্বন্ধীয় বুঝাইলে পুং লিঙ্গ হইবে)।"

ঐ, ঐ, ২ পঃ, অঙ্ক ৯২, পৃঃ ৫৮, অসুর বাচক শব্দ। "অসুর, সুরারি, শুক্র শিষ্য।"

সুতরাং আর্য্যদিগের অরি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী শূদ্র আদিম অধিবাসীগণ। আসল কথা না জানা থাকাতে, শূদ্র ইহাকে হীনতা ব্যঞ্জক শব্দ অনুভব করেন। অথচ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী জাপানের অধিবাসীকে প্রশংসা করেন। পুরাণ পাঠ করিলে

বুঝিবেন তাঁহার আদি পূর্ব্ব-পুরুষগণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। কালচক্রে পতিত হইয়া ধর্ম্মান্তরে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। বুদ্ধদেব হিন্দু শাস্ত্রোক্ত ভগবানের দশ অবতার মধ্যে নবম অবতার। অতএব, শূদ্র পৈত্রিক বৌদ্ধধর্ম্মের মত অনুসরণ করিলে উচ্চতর বর্ণের নিকট নিজ হীনতার ভাব অপগত হইবে এবং ইহার সহিত অস্পৃশ্যের তর্ক মীমাংসা হইবে। আর এক্ষণে যে সকল হিন্দু শাস্ত্রের বিধি নিষেধ তাঁহার মনকে গুরুতর কষ্ট দিতেছে, তাহা ভারতীয় মহাসাগরে একবার চিরকালের নিমিত্ত সমাধিস্থ হইবে। শূদ্রকে অশিক্ষিত রাখিবার ব্যবস্থা আছে ; কারণ, বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য, "জ্ঞানই শক্তি"।

কালিকা পুরাণ, ৮৮ অঃ, পৃঃ, ৫৭২, "রাজা বিধিপথ উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক শূদ্রকে পুরাণ ধর্ম্মশাস্ত্র এবং মুনিগণ নির্দ্দিষ্ট ষট্‌সংহিতা অধ্যয়ন করিতে বারণ করিবেন। যে রাজার সাম্রাজ্যে শূদ্রজাতি নিরন্তর পুরাণ সংহিতাদি পাঠ করে, উক্ত পাপে রাজা বংশ এবং রাজ্যমণ্ডলের সহিত হতায়ু হন।"

বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন,—"কলিকালের পাপের জন্য যে সমস্ত দুঃখ উৎপন্ন হইয়াছে আমার উপরে পতিত হউক ; এবং ব্রহ্মাণ্ড উদ্ধার হউক।" শূদ্র তাহার অতি প্রাচীন কালের ধর্ম্ম-সংক্রান্ত উপদেশককে অনুকরণ করিয়া বলিতে পারেন না কি, "কলিকালের পাপের জন্য যে সমস্ত দুঃখ সমাজে উৎপন্ন হইয়াছে আমার উপরে পতিত হউক ; এবং সমাজ উদ্ধার হউক ?"

আর্য্য।

পদ্মপুরাণ, উত্তর খণ্ড, ১৩৫ অঃ, পৃঃ, ৫২৭-৩১, "একদা কশ্যপ মুনি নৈমিষারণ্যে গমন করিলে, তত্রত্য ঋষিগণ বলিলেন এই স্থানে গঙ্গানয়ন করুন। কশ্যপের আরাধনায় মহাদেব তাহাকে একটী জটা পরিত্যাগপূর্ব্বক গঙ্গা দান করিলেন। কলিতে গঙ্গার নাম সাভ্রমতী। জম্বুদ্বীপে আর্য্য নামক মহাপুণ্য দেশ বিদ্যমান। মন্দাকিনী ও মহানদী অচ্ছোদা সাভ্রমতীতে প্রবহমাণা।"

জম্বুদ্বীপ, ভারতবর্ষ। মন্দাকিনী, এই নদী, বুন্দেলখণ্ড দেশস্থ কাম্‌তা নামক পাহাড়, এক্ষণে তাহা চিত্রকোট (পূর্ব্বে চিত্রকূট), হইতে নির্গত হইয়াছে। চিত্রকূটে কিছুকাল রামচন্দ্র বনবাসকালীন অবস্থান করিয়াছিলেন। অচ্ছোদ, কাশ্মীরের কৈলাস পর্ব্বতের একটী সরোবরের নাম। কাদম্বরীতে এই সরোবরের

বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব, আর্য্য দেশের স্থান উত্তর-পশ্চিম অচ্ছোদা, দক্ষিণ-পূর্ব্ব মন্দাকিনী। ইহাই আর্য্যদিগের প্রথম উপনিবেশ।

বৃহন্নারদীয় পুরাণ, ১ অঃ, পৃঃ, ১-৩, "শৌনক প্রভৃতি ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ নৈমিষারণ্যে একদা সভা করিলেন। ষড়্‌বিংশতি সহস্র (২৬০০০) মুনি আর তাঁহাদিগের শিষ্য প্রশিষ্য তথায় সমবেত হইলেন। তৎপরে তাঁহারা সকলে অচ্ছোদ-সরোবর-তীরস্থিত সিদ্ধাশ্রম-কাননে গমন করিলেন।"

স্কন্দ-পুরাণ, কাশীখণ্ডে উত্তরার্দ্ধম, ৯৫ অঃ, পৃঃ, ২৬৬৪, "একদা তিনি (ব্যাস) ভূমণ্ডল পর্য্যটন করিতে করিতে নৈমিষারণ্যে উপস্থিত হইয়া শৌনকাদি অষ্টাশীতি সহস্র তাপসদিগকে অবলোকন করিলেন।"

বিশ্বকোষ, ১০ম ভাগ, পৃঃ ৪৪৩, "গোমতী তীরবর্ত্তী এই নৈমিষারণ্য এখন নিমখার বা নিমসার (নৈমিষসর) নামে খ্যাত।" সম্ভবতঃ অনেকগুলি পুরাণ এখানে রচিত হইয়াছিল।

পুরাকালে ভারতবর্ষের মরুৎ দিক হইতে আগত আক্রমণকারীরা আদিম অধিবাসিগণ হইতে নিজ প্রভেদ প্রদর্শনার্থ এই আর্য্য-দেশ হইতে আপনাদের নাম দিলেন "আর্য্য," এবং তাঁহাদের চলিত ভাষার নাম হইল "আর্য্যভাষা"

যখন ব্রহ্মপুরাণ রচিত হয়, তখন আর্য্যগণ কৌশিকী নদীর আড় পার হয়েন নাই। উহার ভবিষ্য-ভাষণাত্মক উক্তি হইতে প্রতীয়মান হইতেছে।

ব্রহ্মপুরাণ, ২৩১ অঃ, পৃঃ, ৯৪৬, "কলিকাল প্রভাবে ধনহীন নরগণ বন্ধুবান্ধব সহ স্বদেশ হইতে পরিভ্রষ্ট হইবে। তখন মানবগণ ক্ষুধায় ও ভয়ে পীড়িত হইয়া বালক-বালিকা লইয়া কৌশিকী নদী পার হইয়া পলায়ন করিবে। তাহারা অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কাশ্মীর, কোশল, এবং ঋষিগণাধ্যুষিত গিরিদ্রোণী আশ্রয় করিবে। তাহারা হিমালয় পার্শ্বে এবং সমগ্র সাগরকূলেও বাস করিতে থাকিবে।"

বিশ্বকোষ, ৪ খণ্ড, পৃঃ, ৬২৭, "কৌশিকীনদী হিমালয়ে নেপাল রাজ্যে ২৮°২৫´ উঃ অক্ষাংশে ও ৮৬°১১´ পূঃ দ্রাঘিমাংশে উৎপন্ন হইয়া প্রায় ৩০ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিম, তৎপরে ৮০ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্বে উৎপত্তি স্থান হইতে ১৩২ ক্রোশ আসিয়া চম্পানগরীর নিকটে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহার বর্ত্তমান নাম কুশীনদী। ইহার স্রোতের বেগ বড় ভয়ানক।"

ঋগ্বেদ, ৩ মণ্ডল, ৩৪ সূক্ত, ঋক্, ৯, "ইন্দ্র দস্যুদিগকে বধ করিয়া আর্য্য-বর্ণকে রক্ষা করিয়াছেন।" রমেশচন্দ্র দত্ত এই ঋকের অনুবাদে লিখিয়াছেন, "বর্ণ" অর্থে জাতি, ঋগ্বেদের রচনার সময় কেবল দুই জাতি, আর্য্যও দস্যু, তাহা এই ঋকেই প্রতীয়মান হইতেছে। এই সূক্তের ইন্দ্র দেবতা ও বিশ্বামিত্র ঋষি। এখানে "বর্ণ" শব্দ এক বচনে প্রয়োগ করা হইয়াছে। অতএব যে সকল ব্যক্তি আর্য্য নামে আসিতে পারে, তাহাদিগকে এক শ্রেণী বা বর্ণে ভুক্ত করা হইয়াছে, বিভিন্ন শ্রেণী নহে। সায়ণ এই ঋকের অর্থ তাঁহার সময় অনুযায়ী করিয়াছেন। তিনি "আর্য্যং বর্ণং" অর্থে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতি করিয়াছেন।

ঋগ্বেদ, ১০ মণ্ডল, ২২ সূক্ত, ৮ ঋক্, "আমাদিগের চতুর্দ্দিকে দস্যু জাতি আছে, তাহারা যজ্ঞকর্ম্ম করে না, তাহারা কিছু মানে না, তাহাদিগের ক্রিয়া স্বতন্ত্র, তাহারা মনুষ্যের মধ্যেই নয়।" ঐ, ৫ মণ্ডল, ৭ সূক্ত, ১০ ঋক্। অগ্নি দেবতা। ইষ ঋষি। "হে অগ্নি! অত্রি যেন তখন দস্যুদিগকে অভিভূত করিতে পারে, যাহারা (ব্রাহ্মণদিগকে) প্রদান করে না। ইষ যেন অভিভূত করিতে পারে, যাহারা প্রদান করে না।" সেক্রেড্ বুকস্ অভ দি ইষ্ট, ভল, ৪৬, পৃঃ, ৩৮৩। বর্ত্তমান দস্যু শব্দের অর্থ ডাকাইত, সাহসী চোর, এই দস্যু জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। মনুর সময় দস্যু জাতি অভিশাপ স্থানীয় ছিল। এক্ষণে এ অভিশাপ আর কেহ বিশ্বাস করেন না। বিশ্বাস ও সময়ের পরিবর্ত্তন ধর্ম্মের বশতাপন্ন। মনু সংহিতা ১২ অঃ, ৭০ শ্লোক "ব্রাহ্মণাদিবর্ণচতুষ্টয় যদি আপদ্ বিনা অপরকালে স্ব স্ব বর্ণাশ্রম বিহিত কর্ম্ম না করে, তাহা হইলে বক্ষ্যমাণ পাপ-যোনি প্রাপ্ত হইয়া, পরে জন্মান্তরে দস্যুর দাসত্ব প্রাপ্ত হয়।" সেক্রেড্ বুকস্ অভ দি ইষ্ট ভল, ২৫, পৃঃ, ৪৯৯।

এখনও বাঙলায় দুষ্ট ছোট ছেলেকে "দস্যি" অর্থাৎ দস্যু ছেলে বলিয়া তাড়না করা হয়; কখনও কখন আদরে ব্যবহৃত হয়।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৭ পঃ ৬ খঃ পৃঃ ৫৯৭ "বিশ্বামিত্র তাহাদিগকে (তাঁহার বড় পুত্রদিগকে) শাপ দিলেন, তোদের (পুত্রাদি) অন্ত্যজাতিভাক্ হউক। তাহারাই অন্ধ্র, পুণ্ড্র, শবর, পুলিন্দ, ও মূতিব, এই অতিশয় অন্ত্য (নীচ) জন হইল; বিশ্বামিত্রের বংশে উৎপন্ন ইহারা দস্যুগণ মধ্যে প্রধান।"

দস্যু যে এক স্বতন্ত্র জাতি মনু স্বীকার করিয়াছেন। আদি জাতি আর্য্য-দিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিল। যখন বর্ণ কল্পিত হইল, দস্যু জাতিকে "ইটটী মারিলে পাঠকেলটী খাইতে হয়" দেখাইয়া দিলেন। তাহাদিগকে সর্ব্ব নিম্ন শ্রেণীতে স্থান দেওয়া হইল। মনু সংহিতা; ১০।৪৫। "যাহারা মুখ, বাহু, উরুদেশ এবং পাদদেশ হইতে জন্মিয়াছে, পৃথিবীতে তজ্জাত হইতে যে সকল জাতি (জন-সমাজ) বহিষ্কৃত, ম্লেচ্ছভাষীই হউক, আর আর্য্যভাষীই হউক, উহারা দস্যু আখ্যাত।" সেক্রেড্ বুকস্ অভ দি ইষ্ট, ভল, ২৫, পৃঃ, ৪১৩।

কিয়ৎকাল পরে আর্য্যগণ বিবেচনা করিলেন, কি উপায়ে দাসদিগকে চিরস্থায়ীরূপে সম্পূর্ণ অধীনতা ও দাসত্বে রাখিতে পারা যায়, আর তাহাদের ভবিষ্যৎ একতা, সম্মিলিতভাব ও তাঁহাদের প্রতি অসম্ভ্রম প্রকাশ—যাহাতে আর্য্যদিগের আধিপত্য বিপন্ন হইতে পারে—তাহা কিরূপে দমন করা যায়। সেই গাঢ় চিন্তা পরিণামে এক উপায় উদ্ভাবন করিল। শুক্রাচার্য্য দৈত্যদের গুরু ছিলেন। স্মৃতিশাস্ত্র জ্ঞানে তিনি তৎকালের মুনি ঋষিদিগের মধ্যে সর্ব্বাতিরিক্ত পণ্ডিত ছিলেন। প্রবাদ আছে,—"ঘরচোরে পার নাই; পর চোরে পার আছে।" গুরু শিষ্যদিগকে সমুদ্রসাৎ করিলেন। শুক্রাচার্য্য মনু-সংহিতা প্রণয়ন করিলেন। ইহাতে তিনি তাঁহার শিষ্যদিগকে মর্য্যাদাহীন এবং তাহাদের পিতৃগণকে হেয় করিলেন এবং নিজ বর্ণকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিলেন। ইহা গুরু-দক্ষিণা দেওয়ার ফল।

মনু সংহিতা, ১২।৪৮, "বানপ্রস্থ, যতি, বিপ্র, পুষ্পকাদি বিমানচারিগণ, নক্ষত্র, ও দৈত্য—ইহারা সত্ত্বগুণ নিমিত্ত অধম গতির ফল।" ঐ, ৩।১৯৭, "বর্হিষদ নামক অত্রিসন্তানেরা দৈত্য, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, সর্প, রাক্ষস, সুপর্ণ ও কিন্নর ইহাদিগের পিতৃলোক।" ঐ, ১০।৩, "বেদাধ্যয়নাধ্যাপন ও তদ্ব্যাখ্যান বিষয়ে সবিশেষ উপযুক্ততা হেতু, উপনয়ন সংস্কারের বিশিষ্টতা প্রযুক্ত, সর্ব্ববর্ণাগ্রজ এবং পরমেশ্বরের উত্তমাঙ্গজ বলিয়া, ব্রাহ্মণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।" ঐ, ৯।৩১৭, "সংস্কৃত হউক, আর অসংস্কৃতই হউক, অগ্নি যেমন মহতী দেবতা, তদ্রূপ অবিদ্বান্ হউন, আর বিদ্বান্ই হউন, ব্রাহ্মণ মহাদেবতা সরূপ।" ঐ, ৮।৪১৩ "পরন্তু ক্রীত হউক বা অক্রীত হউক, শূদ্র দ্বারা তিনি দাস্য কর্ম্ম করাইয়া লইবেন; যে হেতু বিধাতা দাস্যকর্ম্ম নির্ব্বাহার্থ উহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন।"

এই বশ্যতা ও প্রভুত্ব চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার অভিপ্রায়ে স্মৃতি ও পুরাণ সমূহে ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণের বিভিন্ন প্রকার উৎপত্তি ও গুণ আরোপিত করা হইয়াছে।

ইহাকে বলে "পৃথক্ কর ও শাসন কর" সমাজ শাসন-প্রণালী। এই বিশ্লেষণের আদি শক্তি এই সকল বিধিতে সমাজে প্রবেশ করিলে পর নিম্নতর স্তরে সঞ্চরণ করিয়া সমাজকে জর্জ্জরিত করিয়াছে। জাতিবিভাগের মূল কারণ অনুসন্ধান অধিকাংশ লোক নিষ্প্রয়োজন অনুভব করেন। তখন আর সংস্কার কার্য্যে পরিণত হওয়ার আশা কোথায়? জৈমিনি খেদ করিয়াছেন, লোকে মূল অনুসন্ধান করে না, যথা—জৈমিনিভারত, ২১ অঃ, পৃঃ, ২০৮, "বিধাতার সৃষ্টিতে কিছুই আশ্চর্য্য বা অদ্ভুতপূর্ব্ব নহে। আশ্চর্য্য কেবল এই সকল ঘটনার মূল অনুসন্ধান করিয়া, তদাদি-তদন্তক্রমে তাহার অনুধাবন বা পরিজ্ঞান না করা।"

বি। গৃহস্থের সাংসারিক কার্য্যে বিধবার দ্বারা অনেক সাহায্য হয়।

স্ব। ইহা অতিশয় স্বার্থপর তর্ক হইতেছে। মাসে দুইবার নির্জ্জলা একাদশী পালন করিতে হয়। এতদ্‌ব্যতীত তাহারা সংসারে বিবাহের কোনপ্রকার স্ত্রী-আচারাদি কর্ম্মে স্পর্শ করিতে বা উপস্থিত থাকিতে পারে না। সে সময় অন্যত্র কুণ্ঠিতভাবে তাহাদিগকে থাকিতে হয়।

বি। স্ত্রীলোক কয়বার বিবাহ করিবে?

স্ব। যদি ৬০।৭০ বৎসর বয়সের বৃদ্ধ স্ত্রীবিয়োগান্তে দ্বিতীয়, তৃতীয়বার ১০।১২ বৎসর বয়সের কুমারীর পাণিগ্রহণ করিলে নিন্দনীয় হন না। আর যখন স্ত্রী পুরুষের এক সমান উৎপত্তি মাতৃগর্ভে, সেখানে পতিবিয়োগান্তে যুবতী স্ত্রী দ্বিতীয়বার বিবাহ করিলে আপনারা দোষগ্রাহী হন।

বি। যখন স্ত্রীলোক জানে তাহার স্বামীর মৃত্যুর পর তাহার দ্বিতীয় বার বিবাহ হইবে না, তখন সে স্বামীকে অত্যন্ত যত্ন ও স্নেহ করে। দ্বিতীয় বার বিবাহ হইবে জানিলে সে বিষয়ে লাঘব হইবে।

স্ব। ব্রাহ্ম, ক্রিশ্চান, মুসলমানদিগের মধ্যে দ্বিতীয়বার বিধবার বিবাহ প্রচলিত আছে। তাহাদের স্ত্রীরা হিন্দু স্ত্রীদের ন্যায় স্বামীর যত্ন ও স্নেহ করে।

বি। "পূর্ব্বে সামাজিক ব্যাপারে উচ্ছৃঙ্খলতা ঘটিলে রাজা মধ্যস্থ থাকিয়া

সমাজধর্ম্ম রক্ষা করিয়া সুমীমাংসা করিয়া দিতেন। এক্ষণে কিন্তু তাহার সুবিধা নাই। বর্ত্তমান শাসক-সম্প্রদায় ভারতীয় ধর্ম্ম বা সামাজিক ব্যাপারে হস্তার্পণ করিতে ভীত হয়েন।"

স্ব। আমাদের রাজা ১৮৫৬ সালের ১৫ এক্টের দ্বারা হিন্দু বিধবাদিগের পুনর্ব্বিবাহের প্রতিবন্ধকতা অপসারিত করিয়াছেন। বিধবা দ্বিতীয় বিবাহ করিলে স্বামীর ত্যক্ত সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হয়, কিন্তু পঞ্চম ধারা অনুযায়ী তাহার আর সমস্ত সত্ব রক্ষিত হইয়াছে। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার "হিন্দু বিবাহ এবং স্ত্রীধন" পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে ১২৮ পৃঃ লিখিয়াছেন যে, বিধবার দ্বিতীয় বিবাহ সাগাই প্রথা মতে যেখানে প্রচলিত আছে, তাহা ন্যায্য এবং আইন সঙ্গত। এবং ২৩৫পৃঃ লেখেন, ছোটনাগপুরের কোন কোন শ্রেণীর ভিতর, পশ্চিমে যুক্ত প্রদেশে, জাঠদিগের ভিতর এবং মেদনীপুরের নমঃ-শূদ্রের ভিতর বিধবার বিবাহ প্রথা আছে। এবং সম্প্রতি জেলা মুর্শিদাবাদ হইতে এক মোকদ্দমায় স্থির হইয়াছে যে যে হিন্দু সমাজে সাগাই বিবাহ প্রচলিত আছে, তথায় স্বামী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিলে, স্ত্রী পূর্ব্ব স্বামীর জীবদ্দশায় দ্বিতীয়বার স্বামী গ্রহণ করিতে পারে এবং তজ্জন্য দণ্ডনীয় হইতে পারে না।

ঐ এক্টটী পরিশিষ্টে দেখুন।

বিধবা-বিবাহ নিবারণী সভা সমাহৃত ও বক্তৃগণ আমাদের দেশের রাজার প্রচলিত বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন, কারণ আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে তর্ক বিতর্ক ন্যায্য এবং করা হইয়াছিল। এক্ষনে রাজভক্ত প্রজাগণের রাজার মত অবগত হইয়া তাহার প্রতিকূলে কার্য্য করা যুক্তি-যুক্ত নহে। তবে বিপক্ষতা দণ্ডনীয় করা হয় নাই। ইহাই কি ধরিয়া লইতে হইবে যে, আমাদের রাজা যেখানে বিধানে বিরুদ্ধ কার্য্যে দণ্ডের উল্লেখ করেন নাই, তথায় আমরা বিরুদ্ধাচরণ করিব? পূর্ব্বকালে সহমরণ এবং চড়ক পূজায় বাণ ফোঁড়া ও চড়ক গাছে পিঠে বড়সী বিদ্ধ করিয়া দ্রুতবেগে ঘূর্ণিত করা প্রথা ছিল, কিন্তু রাজশক্তি আইন জারির দ্বারা নিষেধ করিয়া তাহার দণ্ড ব্যবস্থা করিয়াছেন। শিশুদিগকে শাস্তি দ্বারা সংশোধিত করা হয়, বিবেচক পূর্ণবয়স্ক পুরুষদিগের জন্য তাহা নহে। যে দেশে লোক-

দিগকে দণ্ডদ্বারা শাসন করিতে হয়, তথায় তাহাদের জাতীয় উন্নতি বা শিক্ষা অত্যন্ত কম। তাহারা কৃতাপরাধ উপজাতি বলিয়া আহূত হয়।

প্রজা ভৃত্যের সদৃশ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। শ্রেষ্ঠ, যে ভৃত্য প্রভুর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কার্য্য করে। মধ্যম, প্রভুর অনুমতি পাইয়া তদ্রূপ কর্ম্ম করে। নিকৃষ্ট, প্রভুর আজ্ঞা সত্ত্বেও তাহার বিরুদ্ধাচরণ করে। আমাদের দেশের রাজা বিধবা-বিবাহ অবশ্য সম্পাদ্য করেন নাই, প্রজাদের স্বেচ্ছাধীন রাখিয়াছেন। তবে তাঁহার অভিপ্রায় নহে যে, যে প্রজা আপনার ইচ্ছায় সহানুভূতি প্রকাশ বা বিধবা-বিবাহে সাহচর্য্য অথবা সে বিধবা-বিবাহ করিলে, অন্য প্রজারা তাহাকে সমাজচ্যুত করিবার প্রয়াস করুক। ইহা একটি রাজদ্রোহিতার লক্ষণ। আর যাহাকে বিপক্ষগণ সমাজচ্যুত করিবার চেষ্টা করিতেছে, সে তাহাদিগকে দণ্ডবিধি আইনের সাহায্যে দণ্ডিত করিতে পারে, এবং এরূপ দণ্ড প্রয়োগও হইয়াছে। ৪৯৯, ৫০৩ ও ৫০৪ ধারা ভারতীয় দণ্ড বিধির আইন অনুযায়ী যে কেহ অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে কোন একজনের বিরুদ্ধে সামাজিক আহার-ব্যবহার সংস্রব রহিত করিবার জন্য নিন্দা-সূচক কথা প্রচার করিয়া উৎসাহিত করে সে দণ্ডনীয় হয়।

বি। কিন্তু "সামাজিক পীড়নের ভয়" ভাঙ্গিতে হইলে পথ-প্রদর্শকের আবশ্যক। সেই জন্য আমরা বলিতেছি, যে সকল রাজভক্ত নেতৃবর্গের গৃহে বিধবা ভগনী কি বিধবা ভ্রাতৃজায়া কি বিধবা কন্যা আছেন তাঁহারা আর কালবিলম্ব না করিয়া যেন উহাদের জন্য পতি সংগ্রহ করিয়া দেন, কিম্বা যাঁহাদের বিধবা কন্যা বা ভগিনী পত্যন্তর গ্রহণের পর পুনরায় পতি হারাইয়াছে, কি বিধবা কন্যার বা ভগিনীর নবপতি তাহাকে গ্রহণ করিতে চাহিতেছে না, তাহারা আপনাপন কন্যা বা ভগিনীকে আবার নূতন পতি জোটাইয়া দিন। যদি রাজভক্ত নেতৃবর্গ এইরূপ আদর্শ স্থল বা পথ-প্রদর্শক হইতে পারেন, তাহা হইলে বক্তা মহাশয়ের রাজভক্তি সম্বন্ধীয় উপদেশ যে বিশেষ কার্য্যকারী হইবে তাহাতে আর তিলমাত্র সন্দেহ নাস্তি।

স্ব। এইটি বিদ্রূপ-পূর্ণ পরামর্শ হইতে পারে, লেখকের মনোভাব বুঝিতে পারা যায় না, তিনি বিধবা বিবাহের স্বপক্ষ যদি হন, তাহা হইলে তাঁহার প্রথম কার্য্য, যে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ বিধবা কন্যার বিবাহ দিয়াছেন তাহাদিগকে প্রশংসা করা

হে ভগবান্! কোথায় যাই, কি করি।

এবং যাঁহারা বিপক্ষ তাঁহাদিগকে পরামর্শ দিয়া ক্ষান্ত করা আবশ্যক। কারণ, তাঁহাদিগের গৃহে "বিধবা ভগ্নি, কি বিধবা ভাতৃজায়া, কি বিধবা কন্যা" থাকিতে পারে। লেখকের নব-সংবাদ "বিধবা কন্যার বা ভগিনীর নবপতি তাহাকে গ্রহণ করিতে চাহিতেছে না;" ইহা সত্য কি মিথ্যা তিনিই জানেন। ইহা রঙ্গালয়-সম্বন্ধীয় বাক্যাড়ম্বর হইতে পারে, সংবাদ পত্রে স্থান পাইতে পারে না।

বি। বর্ত্তমান হিন্দু বিধবা বিবাহ আইনে, বিবাহিতা কুমারী, অর্থাৎ যাহার সহবাস দ্বারা দাম্পত্য সম্বন্ধের দৃঢ়ীকরণ হয় নাই ও যে বিধবার পুত্র কন্যা হইয়াছে, উভয়কেই পুনরায় বিবাহ করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে। আপনারা যদি গভার্ণমেণ্টকে প্রার্থনা করিয়া শেষোক্ত স্ত্রীলোকদিগের পুনর্বিবাহ সত্ব অন্যথা করিতে পারেন, তাহা হইলে প্রথমোক্ত বালিকাদিগের পুনর্বিবাহের উৎসাহ দিতে পারি; নতুবা শেষোক্ত বিধবাদিগকেও প্রশ্রয় দেওয়া হইবেক।

স্ব। জানি না আপনারা সহর কি পল্লীগ্রামে কোন অর্থহীন নিঃসহায় বিধবাকে একটি শিশু কোলে লইয়া ও দুই একটি পুত্র কন্যার হাত ধরিয়া গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে দেখিয়াছেন কি না? সে বিধবা ভরণ পোষণের জন্য পত্যন্তর গ্রহণ করিলে তাহার দুঃখের উপশম হয়, ইহা নিন্দনীয় নহে। যে দেশে ঋগ্বেদ, ১০।১০৭। দিব্য ঋষি "দক্ষিণাকে" দেবতা বলিয়া স্তুতিবাদ লিখিয়াছেন। যে দেশের প্রবাদ, "লাখ টাকায় বামণ ভিখারী" সে দেশের লোকেরা ভিক্ষুকের বৃত্তি লজ্জাকর অনুভব করিতে পারে না।

বি। বিধবা বিবাহ সমাজে প্রচলিত হইলে আইনমতে দাম্পত্য-বিচ্ছেদ লইয়া আদালতের কার্য্য বাড়িবে এবং বিধবারা স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া বিবাহ করিবে।

স্ব। ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার "সাম্য" প্রবন্ধে ৬৩ পৃষ্ঠায় হাইকোর্টের মকদ্দমা সংক্রান্ত-বর্ণনায় লেখেন, "প্রধান প্রধান সংবাদপত্র, "হা সতীত্ব! কোথায় গেলি" বলিয়া ইংরাজি বাংলা স্বরে রোদন করিয়া, "ওরে চাঁদা দে!" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন।" বঙ্কিম বাবু যে মকদ্দমার উল্লেখ করিয়াছেন সে মামলাটির নাম, কেরিকলিটানি (প্রতিবাদী) মনিরাম কলিটা (বাদী) এবং বেঙ্গল ল রিপোর্ট ১৩ ভলিউমে প্রথম পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে। যাঁহারা নজীরের কুফল

আশঙ্কা করিয়াছিলেন তাঁহাদের ধারণা কার্য্যতঃ ঘটিয়াছে কি? স্যার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়ের "হিন্দু বিবাহ ও স্ত্রীধন" পুস্তকের ২৩৫ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত মকদ্দমা পাঠ করিয়া বুঝা যায় যেখানে হিন্দুদের ভিতর বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে সেখানে দাম্পত্য বিচ্ছেদের জন্য আদালতের আশ্রয় লইতে হয় না। পরিত্যক্তা পত্নী পুনরায় বিবাহ করিতে পারে। ভারতীয় দাম্পত্য-বিচ্ছেদ আইন ভারতবর্ষবাসী খ্রীষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতিই প্রযোজ্য, অন্য ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের জন্য নহে।

আপনারা কুম্ভকর্ণের ন্যায় নিদ্রিত, রাবণ সেই নিদ্রালুর নিদ্রা-ভঙ্গ করিবার জন্য অন্যান্য উপায়ের সহিত অনুপদ চেষ্টা করিয়াছিলেন,—

"লঙ্কার ভিতর হইতে আনহ কামিনী ॥
শোয়াও সে সবাকারে কুম্ভকর্ণ পাশে।
আপনি জাগিবে বীর নারীর পরশে ॥
এত বলি সব বীর ধাইল সত্বর।
বিদ্যাধরী তুল্যা নারী আনিল বিস্তর ॥
তাহারা শুইল কুম্ভকর্ণের আসনে।
সর্ব্বাঙ্গ করিল তার লেপন চন্দনে ॥
তার পাশে কন্যা সব করে আলিঙ্গন।
অতি সুশীতল লাগে কন্যাপরশন ॥
একে কুম্ভকর্ণ তাহে স্ত্রীগণ পাইয়া।
পাশ ফিরি শোয় বীর অঙ্গ মোড় দিয়া ॥"

(৺কৃত্তিবাসের রামায়ণ, লঙ্কা কাণ্ড, কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ।)

আপনারা বিধবার কষ্ট দেখিয়াও দেখিতে চান না। যাহার চক্ষুঃ আছে অথচ দেখিতে চায় না। যাহার কাণ আছে অথচ শুনিতে চায় না। তাহাকে কেহই দেখাইতে বা শুনাইতে পারে না। ঘোড়া যদি জল পান করিতে না চায়, দশজন সহিস তাকে পুকুরে লইয়া গিয়া জল পান করাইতে পারে না। বিভীষণ সবংশ রাবণ বধের রহস্য রামচন্দ্রকে বলিয়া না দিত; তিনি তাহাদিগকে পরাজিত করিতে পারিতেন না। আপনারা যদি বিভীষণের পালা না গান, বিধবা বিবাহ আবার প্রচলিত হইবে। আপনাদের নৈতিক দায়িত্ব কতদূর, বুঝিবেন যদি এই পুস্তক পাঠান্তর সরল হৃদয়ে পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন,

কি করা কর্ত্তব্য। তিনি আপনাদের বিবেকে অধিষ্ঠিত হইয়া ন্যায়-সঙ্গত আচরণ আদেশ করিবেন।

ঋগ্বেদ, ১০।৮৬, ইন্দ্র প্রভৃতি ঋষির রচনা। নবম ঋকে ইন্দ্রাণী ইন্দ্রকে কহিতেছেন, —"এই হিংস্রক বৃষাকপি আমাকে যেন পতি বিহীনার ন্যায় জ্ঞান করিতেছে।" এই বরবতার কারণ ইন্দ্রাণীর ষষ্ঠ ঋকের কথায় বুঝিতে পারা যায়। তিনি কহিতেছেন,—"কোনও নারীই আমা অপেক্ষা অঙ্গ সৌষ্ঠবতী নহে।" তখন মানবিক বিধবা যে লাঞ্ছিত হইতে পারে তাহার আর সন্দেহ কি।

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় আরণ্যক, ৬ প্রপাঠক, ১ অনুবাক, ১৪ মন্ত্র, "ঋত্বিক মৃত পতির সমীপে শায়িত স্ত্রীর নিকটস্থ হইয়া বাম হস্তে ধরিয়া তাঁহাকে উত্থাপনপূর্ব্বক এই মন্ত্র পাঠ করিলেন, যথা ;—তুমি মৃত পতির সমীপে শয়ন করিতেছ ; তাহার নিকট হইতে উত্থিত হইয়া জীবিত লোকের নিকট আগমন কর। তুমি সম্যক্‌রূপে তোমার পুনঃ পানিগ্রহণাভিলাষী পতির ভার্য্যা হও।"

মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ২১ অঃ, পৃঃ, ১১২, "ভার্য্যা পতিকর্ত্তৃক সর্ব্বদা রক্ষিতব্য ও ভরণীয়। ভার্য্যা ভর্ত্তৃসহায়িনী হইলে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সম্যক্‌রূপে সিদ্ধির নিমিত্ত হইয়া থাকে। ভার্য্যাও ভর্ত্তা, উভয়েই যখন পরস্পরের বশানুগত হয়, তখনই ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, এই তিনেরই সঙ্গতি হয়। ধর্ম্মাদি ত্রিবর্গ ভার্য্যাতেই সমাহিত বলিয়া পুরুষ যেমন ভার্য্যা ব্যতীত কখনই ধর্ম্ম, অর্থ বা কাম লাভ করিতে সমর্থ হয় না, তেমনি ভার্য্যাও আবার স্বামী ব্যতিরেকে ধর্ম্মাদি সাধনে ক্ষমবতী হয় না।"

একপ্রকার স্বামী দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার স্ত্রী ও ছোট ছেলে মেয়ে আছে। ভাড়াটিয়া বাটীতে বাস করেন। চাকরি অথবা পুরোহিতের কর্ম্ম করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ ও পরিবার প্রতিপালন করেন। অন্য কোনরূপ সংস্থান নাই। যাহাদের পরিবার নাই অথচ সামাজিক সেবা জীবনের উদ্দেশ্য, তাহাদিগের সহিত সদালাপ করিয়া তাহার বৈরাগ্য ভাবের উদয় হয়। তখন ভাবেন পরিবার প্রতিপালন করা শ্রমসাধ্য। ইহা অপেক্ষা সুখ সচ্ছন্দে কাল কাটান যায় সংসার ত্যাগ আর বিনা পরিশ্রমে আহার ও বাসস্থানের বন্দোবস্তের জন্য কোন এক সেবাশ্রমের সদস্য হওয়া চাই। গৌরিক-বসন, রুদ্রাক্ষর-মালা

ও ত্রিপুণ্ড্র তিলক পরিলে মনোরথ সিদ্ধ হইবে। তাহার স্ত্রী ও পুত্র কন্যার ভরণ পোষণ কি প্রকারে হইবে, তাহাদের বাড়ী ভাড়া, পুত্রের লেখা-পড়া ও কন্যার বিবাহের খরচ কে দিবে, তাহা তিনি ভাবেন না। কেবল নিজের সুখটি খোঁজেন। এই শ্রেণীর সন্ন্যাসীদিগের বর্ণনা, মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, ২৫৮ অঃ, পৃঃ, ১৬৯৩, "ভীষ্ম বলিলেন,—গার্হস্থ্য আশ্রমেও মোক্ষ হয়, অলসেরা সন্ন্যাস অবলম্বন করে।"

দেবী-ভাগবত, ৭ স্কন্ধ, ২২ অঃ, পৃঃ, ৪৫০, "জগতে সৎস্বভাবান্বিত ভর্ত্তাই ভার্য্যাকে সর্ব্বদা সুখভাগিনী করিয়া থাকে।"

পরিশিষ্ট।

বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে
জনকয়েক বিজ্ঞ বাঙ্গালীর মত।

"হা ভারতবর্ষীয় মানবগণ! আর কত কাল তোমরা, মোহনিদ্রায় অভিভূত হইয়া, প্রমাদশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবে! একবার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ, তোমাদের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের স্রোতে উচ্ছলিত হইয়া যাইতেছে! আর কেন, যথেষ্ট হইয়াছে। অতঃপর, নিবিষ্ট চিত্তে, শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য ও যথার্থ মর্ম্ম অনুধাবনে মনোনিবেশ কর, এবং তদনুযায়ী অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও; তাহা হইলেই, স্বদেশের কলঙ্ক বিমোচন করিতে পারিবে। কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে, তোমরা চিরসঞ্চিত কুসংস্কারের যেরূপ বশীভূত হইয়া আছ; দেশাচারের যেরূপ দাস হইয়া আছ; দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া, লৌকিক রক্ষা ব্রতে যেরূপ দীক্ষিত হইয়া আছ; তাহাতে এরূপ প্রত্যাশা করিতে পারা যায় না, তোমরা হঠাৎ কুসংস্কার বিসর্জ্জন, দেশাচারের আনুগত্য পরিত্যাগ, ও সঙ্কল্পিত লৌকিকরক্ষাব্রতের উদ্যাপন করিয়া, যথার্থ সৎপথের পথিক হইতে পারিবে। অভ্যাসদোষে, তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি সকল এরূপ কলুষিত হইয়া গিয়াছে, ও অভিভূত হইয়া রহিয়াছে যে, হতভাগ্য বিধবাদিগের দুরবস্থা দর্শনে, তোমাদের চিরশুষ্ক নীরস হৃদয়ে কারুণ্য রসের সঞ্চার হওয়া কঠিন, এবং ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের প্রবল স্রোতে দেশ উচ্ছলিত হইতে দেখিয়াও, মনে ঘৃণার উদয় হওয়া অসম্ভাবিত। তোমরা প্রাণতুল্যা কন্যা প্রভৃতিকে অসহ্য বৈধব্যযন্ত্রণানলে দগ্ধ করিতে সম্মত আছ; তাহারা, দুর্নিবার রিপুর-বশীভূত হইয়া, ব্যভিচারদোষে দূষিত হইলে, তাহার পোষকতা করিতে সম্মত আছ; ধর্ম্ম-লোপভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া, কেবল লোক-লজ্জাভয়ে, তাহাদের ভ্রূণহত্যার সহায়তা করিয়া, স্বয়ং সপরিবারে পাপ-পঙ্কে কলঙ্কিত হইতে সম্মত আছ; কিন্তু, কি আশ্চর্য্য! শাস্ত্রের বিধি অবলম্বন পূর্ব্বক, পুনরায় বিবাহ দিয়া, তাহাদিগকে দুঃসহ বৈধব্য যন্ত্রণা হইতে

পরিত্রাণ করিতে, এবং আপনাদিগকেও সকল বিপদ্ হইতে মুক্ত করিতে, সম্মত নহ। তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই, স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়; দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না; যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না; দুর্জ্জয় রিপুবর্গ এক কালে নির্ম্মূল হইয়া যায়। কিন্তু, তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, পদে পদে তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছ। ভাবিয়া দেখ, এই অনবধান দোষে, সংসারতরুর কি বিষময় ফল ভোগ করিতেছ। হায় কি পরিতাপের বিষয়! যে দেশের পুরুষ জাতির দয়া নাই, ধর্ম্ম নাই, ন্যায় অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদ-সদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিক রক্ষাই প্রধান কর্ম্ম ও পরম ধর্ম্ম; আর যেন সে দেশে হতভাগ্য অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে!

হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে, ভারতবর্ষে আসিয়া, জন্মগ্রহণ কর, বলিতে পারি না!"

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত

বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না, পৃঃ, ২২০-২।

"যাঁহাদের দুঃখ দেখিয়া দয়ার উদ্রেক হয় না ও পাতক দেখিয়া অশ্রদ্ধার আবির্ভাব হয় না, এ বিষয়ে তাঁহাদের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন নাই। যাঁহার কিছুমাত্রও হিতাহিত বোধ আছে, ও যাঁহার অন্তঃকরণে কস্মিন্‌কালে কারুণ্য-রসের সঞ্চার হয়, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি, "বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না?" যিনি কোন নব-বিধবা তরুণী স্ত্রীকে সদ্যোমৃত প্রিয়-পতির শোক-মোহে মুহ্যমানা, ধরাতলে লুণ্ঠমানা ও অহর্নিশ রোরুদ্যমানা দর্শন করিয়া কাতর হইয়াছেন, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি, "বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না?" যিনি দেখিয়াছেন, যে সাধ্বী রমণী মাস-দ্বয় পূর্ব্বে স্বামি-সমাদরে মানিনী ও গৌরবিণী বলিয়া স্ত্রীজনের নিকট প্রসিদ্ধ ছিল, সেই স্ত্রী মাস-দ্বয় পরে একান্ত অনাথা ও নিতান্ত সহায়হীনা হইয়া দীন-ভাবে, শীর্ণ শরীরে, সাশ্রু-নয়নে দিনপাত করিতেছে, এবং স্বামি-সম্পর্কীয় বিদ্বেষিণী রমণীগণ কর্ত্তৃক নানা প্রকারে নিগৃহীত ও পরিবারস্থ দাস-দাসীগণ কর্ত্তৃক উপেক্ষিত ও অশ্রদ্ধিত হইয়া, কাতর স্বরে প্রতিবেশীদিগের দয়ার্দ্র হৃদয় বিদীর্ণ করিতেছে, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি, "বিধবা-বিবাহ্ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না?"

মহেন্দ্র নাথ বিদ্যানিধি-সঙ্কলিত অক্ষয় কুমার দত্তের জীবন-বৃত্তান্ত, পৃঃ,১৯৭-৮।

"আমরা বলিব বিধবা-বিবাহ ভালও নহে মন্দও নহে; সকল বিধবার বিবাহ হওয়া কদাচ ভাল নহে; তবে বিধবাগণের ইচ্ছামত বিবাহে অধিকার থাকা ভাল। যে স্ত্রী সাধ্বী, পূর্ব্ব পতিকে আন্তরিক ভাল বাসিয়াছিল, সে কখনই পুনর্ব্বার পরিণয় করিতে ইচ্ছা করে না। যে জাতিগণের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে, সে সকল জাতির মধ্যেও পবিত্র-স্বভাব-বিশিষ্ট স্নেহময়ী সাধ্বীগণ বিধবা হইলে কদাপি আর বিবাহ করে না। কিন্তু যদি কোন বিধবা—হিন্দুই হউন আর যে জাতীয়াই হউন—পতির লোকান্তর পরে পুনঃ পরিণয়ে ইচ্ছাবতী হয়েন, তবে তিনি অবশ্য তাহাতে অধিকারিণী।·········আর একটি কথা আছে,—অনেকে মনে করেন যে, চির বৈধব্য-বন্ধনে হিন্দুমহিলাগণের পাতিব্রত্য এরূপ দৃঢ়বদ্ধ যে, তাহার অন্যথা কামনা করা বিধেয় নহে। হিন্দু-স্ত্রী মাত্রেই জানেন যে, এই এক স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সকল সুখ যাইবে, অতএব তিনি স্বামীর প্রতি অনন্ত-ভক্তিমতী। এই সম্প্রদায়ের লোকের বিবেচনায় এই জন্যই হিন্দুগৃহে দাম্পত্য-সুখের এত আধিক্য। কথাটি সত্য বলিয়াই না হয় স্বীকার করিলাম। যদি তাই হয়, তবে নিয়মটি এক তরফা রাখ কেন? বিধবার চিরবৈধব্য যদি সমাজের মঙ্গলকর হয়, তবে মৃতভার্য্য পুরুষের চিরপত্নীহীনতা বিধান কর না কেন? তুমি মরিলে তোমার স্ত্রীর আর গতি নাই, এজন্য তোমার স্ত্রী অধিকতর প্রেমশালিনী; সেইরূপ তোমার স্ত্রী মরিলে তোমারও আর গতি হইবে না, যদি এমন নিয়ম হয়, তবে তুমিও অধিকতর প্রেমশালী হইবে, এবং দাম্পত্য-সুখ গার্হস্থ্যসুখ দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু তোমার বেলা সে নিয়ম খাটে না কেন? কেবল অবলা স্ত্রীর বেলা সে নিয়ম কেন?·········স্ত্রীগণের বিষয়াধিকার সম্বন্ধে একটি কৌতুকাবহ ব্যাপার মনে পড়িল। কয় বৎসর পূর্ব্বে হাইকোর্টে একটি মোকদ্দমা হইয়া গিয়াছে। বিচার্য্য বিষয় এই—অসতী স্ত্রী বিষয়াধিকারিণী হইতে পারে কি না? বিচারক অনুমতি করিলেন—পারে। শুনিয়া দেশে হুলুস্থূল পড়িয়া গেল! যা! এতকালে হিন্দু স্ত্রীর সতীধর্ম্ম লুপ্ত হইল! আর কেহ সতীধর্ম্ম রক্ষা করিবে না! বাঙ্গালী সমাজ পয়সা খরচ করিতে চাহে না—রাজাজ্ঞা নহিলে চাঁদায় সহি করে না, কিন্তু এ লাঠি এমনই মর্ম্মস্থলে বাজিয়াছিল যে, হিন্দুগণ আপনা হইতেই চাঁদাতে সহি করিয়া প্রিভি

কাউন্সিলে আপিল করিতে উদ্যত! প্রধান প্রধান সংবাদপত্র "হা সতীধর্ম্ম কোথায় গেলি" বলিয়া ইংরাজি বাঙ্গালা সুরে রোদন করিয়া "ওরে চাঁদা দে" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। শেষটা কি হইয়াছে জানি না, কেননা দেশী সংবাদ-পত্রপাঠ সুখে আমরা ইচ্ছাক্রমে বঞ্চিত। কিন্তু যাহাই হউক, যাঁহারা এই বিচার অতি ভয়ঙ্কর ব্যাপার মনে করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে একটি কথা আমাদিগের জিজ্ঞাস্য আছে। স্বীকার করি অসতী স্ত্রীর বিষয়ে বঞ্চিত হওয়াই উচিত, তাহা হইলে অসতীত্ব পাপ বড় শাসিত থাকে. কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটি বিধান হইলে ভাল হয় না? যে লম্পট পুরুষ অথবা যে পুরুষ পত্নী ভিন্ন অন্য নারীর সংসর্গ করিয়াছে, সেও বিষয়াধিকারে অক্ষম হইবে। বিষয়ে বঞ্চিত হইবার ভয় দেখাইয়া স্ত্রীদিগকে সতী করিতে চাও,—সেই ভয় দেখাইয়া পুরুষগণকে সৎপথে রাখিতে চাও না কেন? ধর্ম্মভ্রষ্টা স্ত্রী বিষয় পাইবে না, ধর্ম্মভ্রষ্ট পুরুষ বিষয় পাইবে কেন? ধর্ম্মভ্রষ্ট পুরুষ—যে লম্পট, যে চোর, যে মিথ্যাবাদী, যে মদ্যপায়ী, যে কৃতঘ্ন, সে সকলেই বিষয় পাইবে, কেননা সে পুরুষ; কেবল অসতী বিষয় পাইবে না, কেননা সে স্ত্রী! ইহা যদি ধর্ম্মশাস্ত্র, তবে অধর্ম্মশাস্ত্র কি? ইহা যদি আইন, তবে বে-আইন কি? এই আইন রক্ষার্থ চাঁদা তোলা যদি দেশবাৎসল্য, তবে মহাপাতক কেমনতর?"

("সাম্য")

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

কাঁটালপাড়া বঙ্গদর্শন যন্ত্রালয়ে শ্রীরাধানাথ বন্দোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১৮৭৯।

"বিধবা-বিবাহ বৈদিক যুগে দেশাচার ছিল ইহা বিভিন্ন প্রমাণ ও তর্ক দ্বারা অক্লেশে স্থাপিত করা যাইতে পারে; "দিধিষু" দুইবার বিবাহিতা রমণী, দ্বিতীয় স্বামী; "পর পূর্ব্বা", যে স্ত্রীর পূর্ব্বে অন্য এক স্বামী ছিল, যে স্ত্রী পূর্ব্ব পতি পরিত্যাগ করিয়া পত্যন্তর গ্রহণ করে; "পুনর্ভূ" দ্বিতীয়বার বিবাহিতা স্ত্রী শব্দ সমূহ অতি প্রাচীন কাল হইতে সংস্কৃত ভাষায় থাকায় বিধবা-বিবাহ স্থাপিত করিবার জন্য যথেষ্ট।"

ডক্‌টার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ইণ্ডো-য্যারিয়ান, ভল, ২, পৃঃ ১৫৫।

"মহাকাব্য যুগান্তে শীঘ্র-বিবাহ ও শিশু-বিবাহ এ পর্য্যন্ত অজ্ঞাত ছিল। বিধবা-

বিবাহ নিষেধ মোটেই না, বরং ইহার স্পষ্ট অনুমোদন আছে ; এবং পুনরায় যে সকল অনুষ্ঠান বিধবা পত্যন্তর গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে পালন করিতে বাধ্য, আবার তাহা স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

যেহেতু এখনও বর্ণই সহজে বশ্য বিধিবদ্ধ সমাজ ; সচরাচর একবর্ণের পুরুষ অন্য বর্ণের বিধবাকে বিবাহ করিত। ব্রাহ্মণও অন্য বর্ণের বিধবাকে বিনা সঙ্কোচে বিবাহ করিত।

এবং যখন কোন নারীর পূর্ব্ব দশ স্বামী অব্রাহ্মণ, পরে একজন ব্রাহ্মণ তাকে বিবাহ করিত, সেই তাহার একাকী স্বামী হইত।"

অথর্ব্ববেদ, ৫।১৭।৮।

রমেশচন্দ্রদত্তের এনসেণ্ট ইণ্ডিয়া; পৃঃ, ১৮৪।

"আর পৌরাণিক যুগে বিধবার পত্যন্তর গ্রহণ নিষেধ ছিল না।"

রমেশচন্দ্র দত্তের এনসেণ্ট ইণ্ডিয়া, পৃঃ, ৭৮৪।

"বেদ—

এখনে বাকি আছে উল্লেখ করিতে, একটি আশ্চর্য্য শ্লোক অষ্টাদশ স্তোত্রের, যেটী স্পষ্টরূপে বিধবা-বিবাহ অনুমোদনকরে, যথা, "হে নারী! সংসারের দিকে ফিরিয়া চল, গাত্রোত্থান কর, তুমি যাহার নিকট শয়ন করিতেছ, সে গতাসু তর্থাৎ মৃত হইয়াছে। চলিয়া এস। যিনি তোমার পাণিগ্রহন করিয়া গর্ভাধান করিয়া-ছিলেন, সেই পতির পত্নী হইয়া যাহা কিছু কর্ত্তব্যছিল, সকলি তোমার করা হইয়াছে। ঋগ্বেদ সংহিতা, ১০।১৮।৮।"

ডকটার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ইণ্ডো-য়্যারিয়্যান, ভল, ২, পৃঃ, ১২৩।

"২০৪, বিধবা-বিবাহ নৈষ্ঠিকদিগের মধ্যে চলন নাই, যদিও কখন কখন যাহারা নৈষ্ঠিক নহেন ইহা সম্পাদন করেন।"

শ্যামাচরণ সরকার প্রণীত ব্যবস্থা-দর্পণ, ১ খণ্ড, পৃঃ, ১৬১, ৩য় সংস্করণ।

"সকলেই যে চিরবৈধব্য পালনে সমর্থ একথা বলি না। চির বৈধব্য পালন উচ্চাদর্শ হইলেও সে আদর্শানুসারে সকলেই যে চলিতে পারে এরূপ মনে করা যায় না। বৈধব্য যে দুর্ব্বলদেহধারিণী মানবীর পক্ষে প্রথম অবস্থায় কষ্টকর ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সেই কষ্ট কখন কখন, যথা বাল-বৈধব্যস্থলে, মর্ম্মবিদারক, এবং বিধবার কষ্টে সকলেরই হৃদয় ব্যথিত হইবে। সুতরাং যদি

কেহ চিরবৈধব্যপালনে অক্ষম হন, তাঁহার অক্ষমতার জন্য দায়িত্ব কেবল তাঁহার নহে, সে দায়িত্ব তাঁহার পিতা মাতার উপর, তাঁহার শিক্ষাদাতার উপর, এবং তাঁহার সমাজের উপরও বর্ত্তে। তিনি ইচ্ছা করিলে অবশ্যই বিবাহ করিতে পারেন, তাহাতে কাহারও বাধা দিবার অধিকার নাই, এবং সে বিবাহ, হিন্দুশাস্ত্র যাহাই বলুন, স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উদ্যোগে বিধিবদ্ধ ১৮৫৬ সালের ১৫ আইন অনুসারে সিদ্ধ। বিধবার দৈহিক কষ্টের জন্য ব্যথিত না হয় এরূপ নির্দ্দয় হৃদয় অতি অল্পই আছে। চিরবৈধব্য প্রথার প্রতিকুলে তৃতীয় আপত্তি এই যে, এ প্রথার অনেক কুফল আছে, যথা গুপ্ত ব্যভিচার ও ভ্রূণ হত্যা। এরূপ কুফল যে কখনও ফলে না একথা বলা যায় না…… । চির বৈধব্য প্রথার বিরুদ্ধে চতুর্থ ও শেষ কথা বোধ হয় এই যে, এ প্রথা যতদিন প্রচলিত থাকিবে, ততদিন বিধবারা ইচ্ছামত বিবাহ করিতে, বা তাঁহাদের পিতা-মাতা ইচ্ছামত তাঁহাদের বিবাহদিতে. সাহস করিবে না। কারণ, প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে সকলেই সঙ্কুচিত হয়, এবং সেইরূপ কার্য্য জন-সমাজে নিন্দিত অথবা অত্যন্ত অনাদৃত হয়। অতএব আন্দোলন দ্বারা লোকের মত পরিবর্ত্তন করিয়া, যাহাতে এ প্রথা উঠিয়া যায়, তাহা করা সমাজ-সংস্কারক-দিগের কর্ত্তব্য।"

সারগুরুদাস বন্দোপাধ্যায় প্রণীত "জ্ঞান ও কর্ম্ম," পৃঃ ৩০৭-৩১৩,

(১৯১০)

"সেন্সাস রিপোর্টে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সমগ্র বঙ্গের বেশ্যার সংখ্যা ৪৩৩৩৩, তন্মধ্যে হিন্দু-বেশ্যার সংখ্যা ৩১২১৪; এই বেশ্যাগণ যে প্রধানতঃ নির্য্যাতিত হিন্দু-বিধবা তাহাতে কাহারও সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয় বিবাহ বিপত্নিক পুরুষের চরিত্র রক্ষার পক্ষে সাহায্য করে, তাহার বংশ বৃদ্ধি করে এবং তাহার হৃদয়-মরুতে ভাবের কুসুম ফুটাইয়া তুলে। বিধবা বিবাহিত স্ত্রীরও চরিত্র রক্ষার সাহায্য করে, তাহার মাতৃত্বের বিকাশ করে; তাহার হতাশ হৃদয়ের বিশুষ্ক আশালতাকে পল্লবিত করে।

যদি পুরুষ জ্ঞান ও বুদ্ধিবলে বলীয়ান হইয়াও বিপত্নিক অবস্থায় ব্রহ্মচর্য্য রক্ষায় অক্ষম হয়, তবে অবলা নারীগণ বিধবা অবস্থায় কিরূপে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিবে? পুরুষগণ একবার আপনাদের ভোগ বা যন্ত্রণার সহিত নারীগণের

হৃদয়ের আবেগ তুলনা করেন নাই। এমন গ্রাম নাই যেখানে ব্যভিচার হয় না, এমন পল্লী নাই যেখানে ভ্রূণ হত্যা হয় না। সহরে প্রকাশ্য বেশ্যা, মফঃস্বলে, গুপ্তবেশ্যা সমাজের গোঁড়া হিন্দু নিবহের হঠকারিতা ঘোষণা করিতেছে।”

বিধবা-বিবাহ।

শ্রীভাগবত চন্দ্র দাশ — প্রণীত।

দেবী-ভাগবত, ১ স্কন্ধ, ৪ অঃ, পৃঃ, ৩৭, “যে ব্যক্তি দারপরিগ্রহ না করে, নিশ্চয়ই দুরন্ত চক্ষুরাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় মন তাহাকে উন্মত্ত করিয়া ফেলে।” ঐ, ৫ স্কন্ধ, ১ অঃ, পৃঃ, ২২৫, “গুণময় দেহ ধারণ করিলে, নির্গুণভাব কদাচ হইতে পারে না।”

বৃদ্ধ যেখানে দশ বা বার বৎসরের কুমারী বিবাহ করে, তাহার প্রবাদ।

বিবি যখন বড় হবে।

মিঞা তখন কবর পাবে॥

সন ১৯২১ সালের ১৪ই সেপটেম্বার তারিখে মহাত্মা গান্ধী ইয়ঙ্গ ইণ্ডিয়া পত্রিকায় লিখিয়াছেন,—অপর সকলে যেরূপ আমাদিগকে দেখে, সেরূপ আমরা নিজে দেখিলে ভাল হয়। কেহ আমাদিগকে যথার্থ (আমাদের সমাজ) চিত্রের কৃষ্ণবর্ণ পার্শ্ব দেখাইলে অপমানজনক বিবেচনা করা উচিত নহে। আমাদের চেষ্টা করা চাই, যাহাতে সমাজের নিন্দনীয় বিষয় প্রতীকার হয়। আমরা ক্রোধ সম্বরণ করিলে অপর-লোকের আমাদের সংক্রান্ত কথা হইতে শিক্ষা করিতে পারিব। আমাদের মুরব্বি অপেক্ষা আমি দোষগুণের বিচারকের নিকট অধিক শিক্ষা করিয়াছি। আমরা যে দোষ-স্পর্শ-শূন্য মনুষ্য জাতি ইহা সর্ব্বজন বিশ্বাস করিতে পারে না।”

ব্যবস্থাপক কৌন্সেল।

ইংরাজী ১৮৫৬ সাল ২৬ জুলাই।

ব্যবস্থাপক কৌন্সেলের জারীকরা নীচের লিখিত আইন ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত রাইট অনরেবল গবর্ণর-জেনেরল বাহাদুর ইংরাজী ১৮৫৬ সালের ২৫ জুলাই তারিখে মঞ্জুর করেন, তাহা সর্ব্বসাধারণ লোককে জানাইবার নিমিত্তে ইহাতে প্রকাশ করা যাইতেছে।

ইংরাজি ১৮৫৬ সাল ১৫ আইন।

হিন্দু বিধবাদের বিবাহের আইন ঘটিত সকল বাধা রহিত করিবার আইন।

[হেতুবাদ।]

কোম্পানি বাহাদুরের অধিকৃত ও শাসিত দেশের মধ্যে স্থাপিত দেওয়ানী আদালতে আইনের কার্য্য যেরূপে নির্ব্বাহ হইতেছে তদনুসারে কোন কোন স্থল ছাড়া, হিন্দু বিধবারা একবার বিবাহ হওয়া প্রযুক্ত দ্বিতীয়বার আইনসিদ্ধ বিবাহ সম্বন্ধ করিতে অপারক জ্ঞান হয়, আর ঐ বিধবাদের কোন বিবাহ হইলে যে সন্তানাদি জন্মে তাহারা জারজ ও সম্পত্তির অধিকার করিতে অপারক জ্ঞান হয়, এই কথা সকলেই জানে। আর আইন ঘটিত সেই আরোপিত অক্ষমতা পূর্ব্বস্থাপিত রীত্যনুযায়ী হইয়াও হিন্দুধর্ম্মের বিধির প্রকৃত অর্থানুযায়ী নহে, অনেক হিন্দুলোক এইরূপ জ্ঞান করিয়া ইচ্ছা করিয়াছে যে, যে হিন্দুরা আপনাদের বিবেকসিদ্ধ বিচারমতে অন্য রীতিক্রমে কর্ম্ম করিতে মনস্থ করিতে পারে তাহাদের বাধা বিচার আদালতের দেওয়ানী আইনমতে কার্য্য নির্ব্বাহ দ্বারা আর না হয়। আর সেই সকল হিন্দুলোক আইন ঘটিত এই যে অক্ষমতার বিষয়ে আন্দাজ করে তাহা হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করা ন্যায্য বটে। আর হিন্দু বিধবাদের বিবাহের আইন ঘটিত সকল বাধা রহিত হইলে সুনীতি ও সাধারণের মঙ্গল বৃদ্ধির সম্ভাবনা। এই এই হেতুতে নীচের লিখিত মতে হুকুম হইল।

[হিন্দু বিধবাদের বিবাহ আইনসিদ্ধ করা গেল।]

১ ধারা। স্ত্রীর পূর্ব্ব বিবাহ হওয়া প্রযুক্ত, কিন্তু বিবাহ হওন কালে যে মৃত আছে এমত অন্য ব্যক্তির সঙ্গে পূর্ব্বে বাগ্‌দান হইয়াছিল এই প্রযুক্ত হিন্দুদের মধ্যে কোন বিবাহ সম্বন্ধ অসিদ্ধ হইবেক না ও সেইরূপ বিবাহ হইলে যে সন্তানাদি জন্মে তাহারা জারজ হইবেক না, কোন রীতি ও শাস্ত্রের যে কোন অর্থ করা যায় তাহা ইহার বিরুদ্ধ হইলেও হইবেক না। ইতি।

[মৃত স্বামীর সম্পত্তিতে বিধবার যে স্বত্ব হয় তাহা তাহার বিবাহেতে রহিত হইবেক।]

২ ধারা। কোন বিধবার মৃত স্বামীর সম্পত্তিতে ভরণ পোষণার্থে কিম্বা তাহার স্বামীর কি স্বামী পুত্র পৌত্রাদি উত্তরাধিকারীদের উত্তরাধিকারিত্বক্রমে,

কিম্বা যে উইলক্রমে তাহাকে বিবাহ করণের স্পষ্ট অনুমতি না হইয়া সেই সম্পত্তিতে কেবল নিয়ম নির্দ্ধারিত সম্পর্ক দেওয়া যায় কিন্তু তাহা হস্তান্তর করিবার কোন ক্ষমতা দেওয়া যায় নাই এমন কোন উইল কি উইলের লিখিত আদেশক্রমে ঐ বিধবার যে সকল স্বত্ব ও সম্পর্ক থাকে তাহা তাহার বিবাহ হইলে তৎকালে মৃতা হইবার ন্যায় রহিত ও সমাপ্ত হইবে। ও তাহার মৃত স্বামীর তৎপরের উত্তরাধিকারীরা কিম্বা স্ত্রীর মরণে অন্য যে ব্যক্তিদের ঐ সম্পত্তিতে অধিকার থাকিত তাহারা সেই পুনর্ব্বিবাহ কালে সম্পত্তির অধিকারী হইবেক। ইতি।

[বিধবার বিবাহ হইলে তাহার মৃত স্বামীর সন্তানাদির রক্ষণাবেক্ষণ।]

৩ ধারা। হিন্দু বিধবার বিবাহ হইলে যদি তাহার মৃত স্বামীর উইলক্রমে কি উইলের লিখিত কোন আদেশক্রমে ঐ বিধবাকে কি অন্য ব্যক্তিকে আপন সন্তানাদির রক্ষক স্বরূপে স্পষ্টরূপে নিযুক্ত না করা যায় তবে মৃত স্বামীর পিতা কি পিতামহ কিম্বা মাতা কি মাতামহী কিম্বা মৃত স্বামীর কোন পুরুষ কুটুম্ব মৃত স্বামীর মরণকালে যে স্থানে বাস ছিল সেই স্থানে দেওয়ানী মকদ্দমা প্রথম শুনিবার যে অতি উচ্চ আদালতের এলাকা থাকে সেই আদালতে, দরখাস্ত করিতে পারিবে যে উক্ত সন্তানাদির রক্ষক স্বরূপে কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা যায়। তাহাতে উক্ত আদালত উচিত বোধ করিলে সেইরূপ রক্ষককে নিযুক্ত করিতে পারিবে। আর সেই রক্ষক নিযুক্ত হইলে ঐ সন্তানাদির নাবালক কাল পর্য্যন্ত তাহাদের মাতার পরিবর্ত্তে তাহাদের কোন কাহার রক্ষকতা ও তত্ত্বাবধারণের কার্য্য করিতে সেই রক্ষকের অধিকার থাকিবে। আর সেইরূপ নিয়োগ করণেতে ঐ আদালত পিতৃমাতৃহীন বালকদের রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ের যে যে আইন ও বিধি চলন আছে তদনুসারে সাধ্যমতে কার্য্য করিবেন। পরন্তু যদি সেই সন্তানাদির নাবালককাল পর্য্যন্ত তাহাদের ভরণপোষণ ও উচিতমতে শিক্ষা দেওনের জন্যে তাহাদের নিজের প্রচুর সম্পত্তি না থাকে তবে সেইরূপ কোন নিয়োগ মাতার সম্মতি বিনা অন্য প্রকারে করা যাইবেক না কিন্তু যদি ঐ প্রস্তাবিত রক্ষক ঐ সন্তানাদির নাবালককাল

পর্য্যন্ত তাহাদের ভরণপোষণের ও উচিত মতের শিক্ষা দেওনের জামিন দিয়া থাকে তবে নিযুক্ত হইতে পারিবেক। ইতি।

[এই আইনের কোন কথাতে সন্তানহীনা কোন বিধবা অধিকার করিতে ক্ষমতাপন্না হইবেক না]

৪ ধারা। কোন ব্যক্তি কিছু সম্পত্তি রাখিয়া মরিলে তাহার মরণ সময়ে যে বিধবা সন্তানহীনা আছে সে যদি সন্তানহীনা হওয়া প্রযুক্ত এই আইন জারি হইবার পূর্ব্বে ঐ সম্পত্তি অধিকার করিতে অক্ষম হইত তবে এই আইনের কোন কথাতে ঐ সম্পত্তির সমুদয় কি কোন অংশ অধিকার করিতে সক্ষম হয় তাহার এমত অর্থ করিতে হইবেক না। ইতি।

[পূর্ব্বোক্ত তিন ধারার বিধানে স্থলছাড়া বিবাহকারিণী বিধবাদের স্বত্ব রক্ষা।]

৫ ধারা। ইহার পূর্ব্বের তিন ধারাতে যে যে বিধান হইয়াছে তদ্ভিন্ন স্থলে বিধবার বিবাহ হওন প্রযুক্ত তাহার কোন সম্পত্তির হানি হইবেক না কিম্বা বিবাহ না করিলে তাহার যে কোন স্বত্বের অধিকার হইত তাহা লোপ হইবেক না। আর যে প্রত্যেক বিধবার বিবাহ হইয়াছে সেই বিবাহ তাহার প্রথম বিবাহ হইলে তাহার উত্তরাধিকারিত্বের যে স্বত্ব হইত স্বত্ব থাকিবেক। ইতি।

[যে সকল ক্রিয়াদিতে এইক্ষণে বিবাহ সিদ্ধ হয় বিধবা বিবাহের কালে সেই সকল ক্রিয়াদির সেই ফল হইবেক।]

৬ ধারা। যে হিন্দু স্ত্রীর পূর্ব্বে বিবাহ হয় নাই তাহার বিবাহ কালে যে যে ক্রিয়াদি সম্পাদন কি যে যে নিয়ম করণ ঐ বিবাহ সিদ্ধ হইবার জন্যে প্রচুর হয় সেই সকল কথা প্রভৃতি হিন্দু বিধবার বিবাহকালে কহা গেলে কি সম্পাদন হইলে কি করা গেলে তাহার সেই ফল হইবেক, আর ঐ কথা কি ক্রিয়াদি কি নিয়ম বিধবার প্রতি লাগে না বলিয়া কোন বিবাহ অসিদ্ধ কহা যাইবেক না। ইতি।

[নাবালক বিধবার বিবাহ হইবার অনুমতি। এই ধারার বিপরীতে বিবাহের সহকারীতা করিবার দণ্ড। সেই বিবাহের ফল। বর্জ্জিত বিধি।]

৭ ধারা। যে বিধবার বিবাহ হইবে সে যদি নাবালক হয় ও ভূস্বামিক্তা না হয় তবে তাহার পিতার অনুমতি বিনা কিম্বা পিতা না থাকিলে পিতামহের কি পিতামহ না থাকিলে মাতার কি ইহাদের মধ্যে কেহ না থাকিলে তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কি ভ্রাতা না থাকিলে অতি নিকট পুরুষ কুটুম্বের অনুমতি বিনা তাহার দ্বিতীয় বিবাহ হইবেক না। যে সকল লোক জানিয়া শুনিয়া এই ধারার বিধানের বিপরীতে বিবাহের সহকারী হয় তাহার এক বৎসরের অনধিক কোন কাল পর্য্যন্ত কয়েদ হইবার কিম্বা জরিমানা দিবার কিম্বা ঐ উভয় দণ্ডের যোগ্য হইবেক। আর এই ধারার বিধানের বিপরীতে যে সকল বিবাহ হয় তাহা আইনের আদালত অসিদ্ধ করিতে পারিবেন। পরন্তু এই ধারার বিধানের বিপরীতে হওয়া বিবাহের সিদ্ধতার বিষয়ে কোন বিবাদ হইলে পূর্ব্বোক্ত প্রকারের অনুমতি পাওয়া যায় নাই ইহার প্রমাণ যাবৎ না হয় তাবৎ অনুমতি পাওয়া গিয়াছিল জ্ঞান হইবেক আর সংসর্গ হইলে পর সেই প্রকারের কোন বিবাহ অসিদ্ধ কহা যাইবেক না। বিধবা পূর্ণ বয়স্কা হইলে কিম্বা তাহার পূর্ব্ব বিবাহে স্বামিভুক্তা হইলে সেই বিধবা আপনি সম্মতা হইলে তাহা তাহার পুনর্ব্বিবাহ আইন সিদ্ধ ও স্থির করিবার প্রচুর অনুমতি হইবেক। ইতি।

(স্বাক্ষরিত) ডবলিউ মর্গান্। কৌন্সেলের ক্লার্ক্।

(স্বাক্ষরিত) জন্ রবিনসন্। বেঙ্গলী অনুবাদক।

সমাপ্ত।